উৎসর্গ।

যাঁহার অভ্যুদয়ে জগতের ইতিহাসে

এক অভিনব অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে,

যাঁহার জীবনের মহিমাতে

ভারতভূমি সমুজ্জ্বল হইয়াছে,

আর যাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি পরিণামে

পৃথিবীতে পরম শান্তি আনয়ন করিবে,

সেই প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষি রামমোহনের

পবিত্র নামে, এই ভারতমঙ্গল উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

বিচিত্রতার লীলাভূমি ভারতবর্ষ ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লবের ক্রীড়াভূমি-সদৃশ। বেদের সহজ ভক্তি, উপনিষদের সূক্ষ্ম ব্রহ্মজ্ঞান, তন্ত্রের উৎকট অনুষ্ঠান, পুরাণের অদ্ভুত কবিত্ব, সিদ্ধার্থের অনুপম বৈরাগ্য, নানকের জ্বলন্ত বিশ্বাস, এবং গৌরাঙ্গের অনির্ব্বচনীয় প্রেম, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতসমাজকে কতই না ভিন্ন মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছে! পৃথিবীর আর কোন ভূখণ্ডেই ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লবের এরূপ বৈচিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। বিধাতা ভারতবাসির হৃদয়মন ভক্তি ও বৈরাগ্য-প্রবণ করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্তি ও বৈরাগ্য-বলে প্রাচীন ভারত সভ্য জগতের ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন পরিগ্রহ করিয়াছি । আবার বর্ত্তমান কালেও, ভারতবর্ষ অভিনব বেশে এবং উজ্জ্বলতর মূর্ত্তিতে সেই আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। ইংরেজাধিকৃত ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনে, প্রাচীন ভারতের ভক্তি, বৈরাগ্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে, আধুনিক ইউরোপের জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মশীলতার সংযোগ হইয়া, নিঃশব্দে যে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইতেছে, ভারতের ব্রাহ্মসমাজ তাহারই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

যে মহাবিপ্লবের উল্লেখ করা গেল, উহা যে কেবল ভারত-ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিবে, এমন নহে। উহা সমগ্র পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়া, জগতে এক নবযুগের প্রচার করিবে, এবং সেই নবযুগের ফলরূপে জনসমাজে অপূর্ব্ব স্বাধীনতা, সদ্ভাব ও শান্তি আনয়ন করিবে। বিধাতার কৃপার ফলে, যে মহাপুরুষ ভারতে অভ্যুদিত হইয়া, এই মহাবিপ্লবের অধিনায়করূপে কার্য্য করিয়াছেন, সেই রাজর্ষি রামমোহন অচিন্তনীয় প্রতিভা, অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি, অদ্বিতীয় ভক্তিবিশ্বাস, এবং অতুলনীয় কর্ম্মশীলতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যু-

দয়ে ভারতভূমি ধন্য ও গৌরবান্বিত হইয়াছে, তাঁহার অভ্যুদয়ে জগতের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহার অভ্যুদয়ে অবনীমণ্ডলে অভূতপূর্ব্ব শান্তির সূত্রপাত হইয়াছে।

অবতারবাদ বা অলৌকিকতাবাদ, আমরা এ উভয়েই ঘোর বিরোধী। রামমোহন অবতার বা অলৌকিক মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হন নাই। রামমোহন মানবজাতির সর্ব্বোচ্চ আদর্শস্থানীয়, একথাও অসম্ভব; অনন্ত উন্নতিশীল মানব-সমাজে কালে কত উজ্জ্বলতর রামমোহনই না জন্ম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু রামমোহন ভূত ও বর্ত্তমান কালের মহাজনগণের অগ্রগণ্য মহারত্ন। পৌরাণিক যুগের অবসানে রামমোহনের অভ্যুদয়, নিশাবসানে ভারতের প্রাচ্য প্রকাশ প্রতিভাত করিয়া নবীন প্রভাকরের প্রকাশসদৃশ সন্দেহ নাই। রামমোহন অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ, বিধাতার বিচিত্র লীলার এক প্রধান অভিনেতা। ইদানীন্তন কালে জগতে নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যাহার যাহার প্রয়োজন, এই মহাপুরুষে তাহার সকলই বর্ত্তমান। হিন্দুর ভক্তি ও বৈরাগ্য, মুসলমানের একেশ্বরবাদ ও ইচ্ছাশক্তি, খৃষ্টানের বিশ্বাস ও ভ্রাতৃভাব, এ সমস্তই অসাধারণরূপে রামমোহনে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মহাভাবের সমন্বয় করিতে হইলে, যে বিশ্বজনীন উদারতার প্রয়োজন, রামমোহনের সেইরূপ উদারতাই ছিল। রামমোহন একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত এবং কর্ম্মী, এক কথায়, মানবের সমঞ্জসীভূত উন্নতির সুন্দর নিদর্শনস্বরূপ। যিনি সভ্য জগতের সদ্‌গুণ-রাশির প্রতিনিধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বগ্রাসী মহাবিপ্লবের প্রবর্ত্তকরূপে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার অভ্যুদয়, মহাকীর্ত্তি ও সেই মহাকীর্ত্তির মহিমা কীর্ত্তন করিতে হইলে, সত্য সত্যই শত মহাকবির প্রয়োজন। আমি যখন এই মহাপুরুষ-প্রবর্ত্তিত মহা-

বিপ্লবের আদি-অন্ত চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, আমার অন্তঃকরণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, আমি অনেক সময়েই অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারি না।

এ হেন মহাপুরুষ ও এ হেন মহাবিপ্লব লইয়া কাব্য লিখিতে উদ্যত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। সামান্য হইয়া কেন আমি এই মহাব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলাম? এ প্রশ্নের উত্তর এই— যতকাল কোন প্রকার চিন্তা, মত বা বিশ্বাস সূত্র, বা উপদেশের আকারে নিবদ্ধ থাকে, যতকাল ঐ সকল কঙ্কালে রক্তমাংসের সংযোগ না হয়, অর্থাৎ যতকাল ঐ সকল বিষয় কাব্যাকারে জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত না হয়, ততকাল উহা লোকসমাজে প্রকৃষ্টরূপে প্রচারিত হয় না; আর লোকসমাজে যাহা প্রচারিত হয় না, তাহা কোনও দেশে কস্মিনকালেও কার্য্যকারী থাকে না। সত্যপালন এবং সতীধর্ম্মের মাহাত্ম্য যতই কীর্ত্তন কর না, কেহ শুনিয়া ও প্রায় শুনিবে না। কিন্তু একটী রাম বা একটী সীতার চরিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে পারিলে, জাতীয় চরিত্রে উহার পুণ্যভাব স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। রামমোহনের অভ্যুদয়ে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নবযুগে, যে সকল চিন্তা ও ভাব মানুষের অন্তঃকরণে উদিত হইয়া, জনসমাজকে অভিনব মূর্ত্তি প্রদান করিতেছে, তাহা জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিতে প্রাণে বড়ই ইচ্ছা জন্মিয়াছে; সেই জন্যই আমার এই চেষ্টা। ভগবানের কৃপায়, এবং গুরুজনগণের আশীর্ব্বাদে, এ চেষ্টায় সামান্য ফল ফলিলেও আমি কৃতার্থ হইব।

এই ভারতমঙ্গল কাব্য রচনার সময়ে রামায়ণ, ভগবদ্গীতা, প্যারাডাইস লষ্ট, ও চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি মহাজনগণরচিত মহাগ্রন্থ সকলের কথা পুনঃ পুনঃ মনে হইয়াছে বটে, কিন্তু এই কার্য্যে আমি

পূর্ব্বাপরই স্বখাত স্বরঙ্গে বিচরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি, গুণগ্রাহী উদারচরিত্র পাঠকবর্গ স্বীকার করিবেন যে, ভারত-মঙ্গল-রচনার প্রয়াস, সাহিত্যজগতে এক অভিনব উদ্যম। কিন্তু এই অভিনব উদ্যমে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়া থাকিলেও, গ্রন্থকারের গৌরব করিবার কিছুই নাই। যে সকল ভক্তিভাজন ব্যক্তির নিকটে আমি জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছি, আর যে সকল শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সঙ্গে সত্যালোচনা করিয়া আমার অন্তঃকরণে উন্নত চিন্তা ও সাধুভাবের বিকাশ হইয়াছে, ভারতমঙ্গল-প্রচারে যদি কিছু প্রশংসার বিষয় থাকে, তবে সে প্রশংসা তাঁহাদিগেরই। ভারতমঙ্গল প্রচারের সময়ে আমার আরও এক ব্যক্তির নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থের রচনা-সময়ে এবং ইহার লিপিকার্য্যে তিনিও আমার প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন।

আর একটী কথা বলিলেই বক্তব্য শেষ হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে, সত্যের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে ভবিষ্যতে অনিষ্টপাত হইতে পারে। আমার সে আশঙ্কা নাই। সাধারণ শিক্ষার বিস্তার, এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অনুশীলনহেতু, কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ পৌরাণিক দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইবার আশঙ্কা, বর্ত্তমানকালে আর নাই বলিলেই হয়। পরন্তু আমি বহুসংখ্যক টীকা দ্বারা সে আশঙ্কার পথ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি। ভুভারতের মঙ্গল সাধন করিবার জন্যই রামমোহনের অভ্যুদয়, এই নিমিত্ত কাব্যের নাম “ভারতমঙ্গল” রাখা গিয়াছে। ভগবানের অনন্ত করুণায় পৃথিবীতে সত্য, ন্যায়, প্রীতি ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, অনন্ত মঙ্গল উৎপাদন করুক, এই প্রার্থনা।

সূচিপত্র।

প্রথম সর্গ—দেবলোক।

দ্বিতীয় সর্গ—মর্ত্ত্যযাত্রা।

তৃতীয় সর্গ—পাতালপুরী।

নবম সর্গ—বিষাদ।

দশম সর্গ—অন্বেষণ।

একাদশ সর্গ—দৈত্যনীতি।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
অধর্ম্মাসুরে আশঙ্কা ও মন্ত্রণা	...	...	২৭৮
দানবকর্ত্তৃক ভাক্তধর্ম্ম প্রচারের কথা	...	...	২৭৯
দানবকর্ত্তৃক অপ্রকৃত জাতীয় ভাবের আন্দোলনের পরামর্শ			২৮১
দানবকর্ত্তৃক কুশিক্ষা প্রচারের মন্ত্রণা	...	...	২৮৪
দানবকর্ত্তৃক স্ত্রীজাতির লাঞ্ছনার পরামর্শ		...	২৮৭
দৈত্যালয়ে লাঞ্ছিতা দৈত্যনারীদিগের খেদ		...	২৯২
দৈবদানবের যুদ্ধ ও দেবের পরাজয়	...	...	২৯৪

পঞ্চদশ সর্গ—বিলাপ।

সত্যসেনাপতির বিরহে প্রীতিদেবীর অবসাদ		...	২৯৮
জাহ্নবীর নিকট প্রীতিদেবীর খেদ	...	...	৩০০
প্রীতির নিকট জাহ্নবীর প্রেমতত্ত্ব কথন		...	৩০২
দেবরাজসভাতে জয়ন্তকর্ত্তৃক দেবতার বিপদ বর্ণন		...	৩০৬
ধর্ম্মকর্ত্তৃক দেবাহ্বানে দূতপ্রেরণ	..	...	৩০৮
সান্ত্বনার্থ সাধনার প্রীতির নিকটে গমন		...	৩০৯
প্রীতির বিলাপ	...	.	৩১০
সাধনার প্রীতিকে সান্ত্বনাদান	...	...	[illegible]
আশ্রমকুটীরে জয়ন্তজাহ্নবীর মিলন	...	...	[illegible]
দাম্পত্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা-কথন	...	...	[illegible]

ষোড়শ সগ—স্বতন্ত্র শাসন।

দেবরাজপুরে দেবতাদিগের সভা	...	.	[illegible]
ধর্ম্মকর্ত্তৃক রাজদণ্ড-পরিহারের প্রস্তাব	...	.	[illegible]
রাজশক্তি, প্রজাশক্তি এবং রাজাপ্রজার সম্বন্ধের কথা			[illegible]
দেবতাদিগের ধর্ম্মকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা		..	[illegible]
জগতের উন্নতিশীলতা, সত্য ও পরিবর্ত্তনের কথা		...	[illegible]
দেবগণকর্ত্তৃক ধর্ম্মের রাজপদে বরণ	...	...	[illegible]
নরদেবকর্ত্তৃক ব্রহ্মপূজার পরামর্শ	...	...	[illegible]

বিষয়। পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ সর্গ—বিজয়।

অষ্টাদশ সর্গ—স্বর্গযাত্রা।

ঊনবিংশ সর্গ—অভিষেক।

ভারতমঙ্গল।

পূর্ব্ব খণ্ড।

সটীক।

গ্রন্থারম্ভ—বন্দনা।

জয় জয় বিশ্বপতি, অনাদি মহান
অচিন্ত্য অনন্ত বিভু ব্রহ্ম সনাতন;
শিব শুদ্ধ সত্যরূপে নিত্য বিরাজিত
বিশ্বধামে, বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ তুমি।
কোটি সূর্য্য, কোটি চন্দ্র, কোটি গ্রহতারা
গাইছে অনন্তস্বরে তোমার মহিমা।
পরম করুণাময় কৃপা-কল্পতরু
লীলাসিন্ধু, লীলা তব কার সাধ্য বুঝে?
লীলার তরঙ্গ এক উঠি বঙ্গভূমে
ছাইল ভারত-ভূমি, কাঁপাইল ধরা;
হইবে সত্যের জয়, ডুবিবে সত্বরে
জগতের পাপ তাপ শান্তিসিন্ধু-নীরে।
স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইবে কিরূপে
পৃথিবীতে, পুণ্যকথা কহিব হে আমি;

গাইব সে মহাগীত অবনী মণ্ডলে
অভিনব, ক্ষুদ্র আমি রুদ্রতালে মাতি।
মহাশক্তি, মহাপ্রাণ করহ এ দাসে,
মানস রসনা দোঁহে দেহ পূত করি।
অধম পতিত আমি, পতঙ্গ কি বুঝে
বিশাল বাসন্তী শোভা ধরণী মাঝারে?
সেই সুমঙ্গল গীত দেবের বাঞ্ছিত,
মহোল্লাসে সুর নর শুনিবেন যাহা
বসি তব পাদমূলে লোক লোকান্তরে,
ভাগ্য মানে দেবদল, পুণ্য কণ্ঠ ভরি
পাইলে গাইতে তাহা পূর্ণানন্দে মাতি।
কি সাধ্য আমার দেব, গাইব সে গীত
পাপ কণ্ঠে, বেদ-মন্ত্র পারে কি ধ্বনিতে
মণ্ডূক? গণ্ডূষ জলে কভু কিহে ভাতে
অনন্ত আকাশচ্ছবি রবি চন্দ্র সহ?
কিন্তু দেব দীনবন্ধু অগতির গতি,
তব বলে অসম্ভব সম্ভব সকলি
এ জগতে, ক্ষুদ্র কীট রুদ্ররূপ ধরে;
দয়া কর দেবদেব দরিদ্র সন্তানে,
দেখাও সে দিব্য দৃশ্য, শুনাও শ্রবণে
সে মহাসঙ্গীতস্বর মৃতসঞ্জীবন,
ধরি তান ঢালি প্রাণ গাই মর্ত্ত্যলোকে

মহাগীত, মত্ত করি দ্যুলোক ভূলোকে।
প্রণমি বাল্মীকি ব্যাস, তোমাদের পদে ;
কবিকুল-কল্পতরু তোমারাই ভবে।
মায়ার কানন সম রচিলে ভারতে
কাব্যারণ্য, ধন্য ধন্য ভুবন বাখানে !
তোমাদের কাব্যোদ্যানে করিয়াছি পান
জন্মাবধি নিরবধি পুণ্যশান্তি-সুধা।
গাইব পুণ্যের জয়—শান্তির সংগীত
অধর্ম্মের পরাভূতি, এই সাধুব্রতে
দেহ দীক্ষা, দেহ শিক্ষা, এই ভিক্ষা পদে।
হে মিল্টন মহাকবি, নমি হে তোমারে।
বৃটনের বীরভূমি তোমার প্রভাবে
সমুজ্জ্বল, শোভে যথা উচ্চ গিরিশিরে
সৌরকর পরকাশি নিসর্গের শোভা
ধরাতলে, সুশোভিত তেমতি হে তুমি
যশের মন্দিরে উচ্চে ; বীররসে ভাসি
অতুল সাত্বিক রাগে গাইলে যে গীত,
স্তম্ভিত জগত তাহে! আমিও গাইব
সেইরূপ মহাগীত স্বর্গমর্ত্ত্যে ভ্রমি।
করি না যশের আশা, কীর্ত্তির মন্দির
দূর অতি, অল্পমতি আছি অতি দূরে !
মনোরঙ্গে ভৃঙ্গরাজ তুঙ্গ শৃঙ্গোপরে

বিহরে, বায়স তথা পারে কি পশিতে?
রাখি না যশের আশা, স্বর্গের সংগীত
গাইব, পাইব তৃপ্তি অতুল ভূতলে ;
এই আশীর্ব্বাদ কবি, কর হে আমারে।
অবশেষে বন্দি কবি শ্রীমধুসূদনে।
বঙ্গকবি-কলাধর, কাব্যের কাননে
ভাষার ভাণ্ডার মোরে খুলি দেহ তুমি।
ঐন্দ্রজালিকের ক্ষুদ্র পেটিকা হইতে
নব নব রত্নরাজি বাহিরায় যথা,
বাহিরাবে সেইরূপ এ হৃদয় হ'তে
অপূর্ব্ব সুভাবরাশি, কোন্ পরিচ্ছদে
সাজাব তা সবে আমি ?—দীনা বঙ্গভাষা
দেহ বর কবিবর, বাণীপুত্র তুমি।
সুশোভিত নভোস্থল শারদ প্রদোষে
হইলে, কাদম্বকুল করে যবে কেলি,
ভুবন-বিমুগ্ধকারী গভীর নির্ঘোষ
আপনি সম্ভবে সেথা, তেমতি আপনি
আসিয়া জুটিবে ভাষা, কর আশীর্ব্বাদ
তোমরা সকলে যদি, স্বর্গ-শোভা আনি
বিমোহিবে ধরাতল, জলদ-নির্ঘোষে
ভারতমঙ্গল-গীত গাইবে এ কবি।
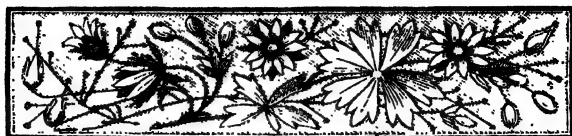
ভারতমঙ্গল।

পূর্ব্ব খণ্ড।

সটীক।

প্রথম সর্গ—দেবলোক।

সৌরজগতের পরে সুদূর অম্বরে
রম্য দেশ, সোমসূর্য্য অদৃশ্য সেখানে।
দিব্য দীপ্তিময় সেই দ্যুলোক নিয়ত,
নাহি দিবা বিভাবরী, অন্ধকার কিবা
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-জ্বালা ভূলোকে যেমতি।
প্রহরে প্রহরে কিবা নব বেশধরে
নভোস্থল, সমুজ্জ্বল শত সৌরকরে
কভু বা, অমৃত-কণা কভু অঙ্গে মাখা।

কভু বা সুবর্ণবর্ণ নব ঘনদল
সজ্জিত, চিত্রিত যথা স্ফটিক-প্রাচীরে
ইন্দ্রধনু, তন্দ্রা-পটে সুখস্বপ্ন কিবা !
মৃদু হাসে মেঘমালা, উৎকট বিজলী
সুবিকট বজ্রনাদ নাহি তার মাঝে ।
বরষে কুসুমাসার মুক্তাফল সম
ঘনমালা, কিন্তু তাহে সিক্ত নহে কেহ ।
মৃদুল তরঙ্গরঙ্গে প্রবাহিত সদা
দেব বায়ু, ঝঞ্জাবাত নাহি সেই দেশে ।
শোভন সুন্দর দেশ, শীতগ্রীষ্ম-ভেদ,
নাহি সেথা, নাহি সেথা ঋতুর পর্য্যায় ;
নিয়ত বসন্ত ঋতু আছে বিরাজিত
সুসজ্জিত; রহে যথা দেব-আরাধনে
যুবক পবিত্রদেহ কৌমার্য্য আচরি।
প্রান্তরে শ্যামল শস্য, তার মাঝে শোভে
সুপক্ক শস্যের গুচ্ছ শিখিপুচ্ছ সম !
একযোগে তরুলতা পুষ্পিত ফলিত ;
শ্যামল পল্লবতলে নবীন মুকুলে
সুপক্ক রসাল শোভে, মধুলোভে অলি
নহে ব্যস্ত, পরিতৃপ্ত সৌরভ-সম্ভারে ।
বিহঙ্গ সুরঙ্গে বসি করিছে নিয়ত
মধুর সঙ্গীত ধ্বনি তরু শাখে শাখে ;

নিরখি সুপক্ক ফল নাহিক লালসা
ভক্ষণে, জঠরজ্বালা নাহি সেই দেশে;
শান্তি সুখে সুখী সবে অমৃত ভুঞ্জিয়া।
দূরীত দুর্গন্ধ কিছু নাহি দিব্যলোকে,
ক্ষুধাতৃষ্ণা মলমূত্র অজ্ঞাত সেখানে।
সুরূপ কুরূপ কিবা নাহি জানে কেহ
দিব্যধামে, পূর্ণশোভা চির প্রতিষ্ঠিত।
নাহি জন্ম মৃত্যুজরা, অনন্ত জীবনে
অনন্ত যৌবন সেথা, বাল বৃদ্ধ আসি
সে দেশে শোভিত ক্রমে নবীন যৌবনে,
জ্বলন্ত জীবন্ত সবে জ্যোতির্ম্ময় রূপে!(১)
মায়ার কানন সম অদ্ভুতরচনা
রম্য ভূমি, ছায়া সম সকলি সেখানে;
স্থূল কি বন্ধুর কিবা কেহ নাহি জানে।

(১) আধ্যাত্মবিজ্ঞানবাদীদিগের (spiritualists) এইরূপ মত যে, আত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে যাইয়া জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া অবস্থিতি করে। ভৌতিক দেহের বিনাশ হইলে, ওডাইল নামক সূক্ষ্ম পদার্থে সেই শরীর গঠিত হয়। জীবিত কালে সেই ওডাইল দেহমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় অদৃশ্যরূপে অবস্থিতি করে। এই মত সর্ব্ববাদীসম্মত না হইলেও, কাব্যে এইরূপ উক্তি কোনরূপেই দোষাবহ নহে।

মধুর মন্থর বেগে বহে সুরলোকে
সুরনদী মন্দাকিনী ছায়াপথ সম ;
অনন্ত রতনরাজি তার স্বচ্ছ নীরে
উজলে, উল্লাসে কেলি সুরবালাদল
করে তাহে ; অবগাহি পবিত্র সলিলে
সাজায় কুন্তল তুলি সেই রত্নরাজি।
সুখে সন্তরণ করে দেবের বালক ;
কভু বা বিচিত্রবর্ণ মকরে ধরিয়া
পৃষ্ঠে আরোহণ করি যায় নদীপারে।
চক্রহীন রথে চড়ি ভ্রমে দেবগণ
দেবলোকে, দিব্য রথ আপনি চালিত।
আশ্চর্য্য দেবের লীলা, মুহূর্ত্ত মাঝারে
পরিভ্রমে দশ দিক, চক্ষুর পলকে
হয় ছোট, কভু বা বিরাট বেশ ধরে।
পক্ষভরে পরিভ্রমে দেব-ভৃত্য যত
সজ্জিত শকুন্ত সম অন্তরীক্ষ মাঝে।
বিচিত্র বিধির লীলা, চিত্রলেখা সম
সে লোক, ভূলোকে তার কোথায় তুলনা!
সুন্দর শোভন শুধু নহে সেই ভূমি,
দেবের দয়িত অতি ; শান্তিরসে ভরা
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ সকলি সেখানে
অপরূপ, পরিশ্রান্ত পতঙ্গ যখন,

বিহঙ্গের পক্ষতলে লভে সে আশ্রয় ;
কুরঙ্গ মাতঙ্গ সহ শার্দ্দূল কেশরী
কাননে করয়ে কেলি, পুচ্ছ পরশনে
আশীবিষ নাহি দংশে, চুম্বয়ে চরণে !
পরম আদরে পরি ফণীমালা গলে
নাচে শিখী, মধুরঙ্গ মণ্ডূক নেহারে !
নিরখিলে সেই রঙ্গ মন্দমতি কেহ
নাহি রহে ; হিংসা দ্বেষ পাপ প্রতারণা
নাহি সেথা, নাহি যথা সুদূর অম্বরে
ধূলি ধূম পুতিগন্ধ, সানন্দ সকলি।
যে যায় আনন্দপুরে, কভু নাহি ফিরে
ধরাধামে, নিত্যধাম অভিরাম হেন।

দ্যুলোকের মধ্যভাগে মধ্যমণিদামে
মণ্ডিত সুরম্য পুরী, ধর্ম্মরাজ তাহে
নিবসেন, পূজ্য তেঁহ দেবের সমাজে।
ধর্ম্মের প্রকাণ্ড পুরী, দৌবারিক শোভে
দ্বারে দ্বারে দেবদূত বিদ্যুত-আকৃতি।
অপূর্ব্ব দেবের সভা, ধর্ম্মরাজ যাহে
সমাসীন, অনুদিন অনন্ত দেবতা
রহে তথা, রহে যথা অনন্ত কিরণ
আকাশে, প্রকাশে যবে প্রভাকর-প্রভা।
ধর্ম্মের প্রবীণ মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তির আধার,

সৌম্য কান্তি, স্নেহময় বীর্য্যভাতি মাখা ;
নাহি ঔদাসীন্য মুখে, তামসিক ভাব,
উৎকট সংগ্রামসাজ, বিলাসের বেশ ;
ভক্তিতে আপ্লুত আঁখি সানন্দ সতত ;
ক্ষিপ্র হস্তে ব্যস্ত সদা কর্ত্তব্য-পালনে
ধর্ম্মরাজ, রাজপুরী কর্ম্মক্ষেত্র সম।(১)
নিত্য আসি দেবদল করেন প্রণতি
ধর্ম্মপদে, নিরাপদে দ্যুলোকনিবাসী
রহে যদি, দেবরাজ পরিতুষ্ট অতি।
দীপ্তিমান দেবদুর্গ দ্যুলোক মাঝারে
শোভিছে, শোভিছে তাহে দিব্য অস্ত্ররাশি
ভাস্বর, ভানুর ভাতি প্রভাতে যেমতি
পূর্ব্বাকাশে ; বীররসে প্রমত্ত সতত
সত্য সেনাপতি, সঙ্গে অর্ব্বুদ সেনানী
সজ্জিত লোহিত বেশে, উজ্জ্বল কিরীট
শিরসি, কটিতে অসি, পৃষ্ঠে শরধনু,
বামকরে ব্রহ্ম-অস্ত্র, শূল বামেতরে ;
প্রশস্ত ললাট দেশ, বিলম্বিত ভুজ,

(১)প্রকৃত ধর্ম্মভাব প্রশান্ত ও বীর্য্যযুক্ত ; উহাতে যেমন তামসিকতা ও জিগীষা নাই, তেমনই ভীরুতা বা ঔদাসীন্য নাই। ভগবানে ভক্তি রাখিয়া, সংসারকে কর্ম্মক্ষেত্র মনে করিয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য পালন করিলেই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হয়।

দৃঢ়মুষ্টি, খর দৃষ্টি সৃষ্টি ভেদকারী।
কেহ স্থূল কেহ সূক্ষ্ম, ভেদ মাত্র এই,
নতুবা সকল শূরে একই আকৃতি,
অভিন্ন মূরতি ; যেন সত্য সেনাপতি
ধরিয়া অনন্ত রূপ করেন বিরাজ
সে রাজ্যে, দেবের লীলা আশ্চর্য্য এমনি।(১)
দেবলোকে নাই দ্বন্দ্ব, নাহি শত্রুভাব,
সমর, অমরবৃন্দ আনন্দে নিরত
সতত কৃত্রিম রণে ; গভীর আরাবে
দ্যুলোক কম্পিত করি বাজে যবে ভেরী
দেবদুর্গে, উঠে যবে সুভৈরব রাগে
তূর্য্যনাদ, মহাবীর্য্য উথলে অমনি
দেবচিত্তে, উত্তাল তরঙ্গ-রঙ্গ-ভরে
নাচে মন্দাকিনী, ছাড়ে গভীর হুঙ্কার
অম্বরে কাদম্বকুল, কাননে কেশরী
করি নৃত্য ধায় দ্রুত রণ-রঙ্গ-ভূমে।
বিশাল প্রান্তরে আসি দেব দেবী যত
অগণ্য অসংখ্য, সুখে দেয় করতালি।

(১) এক মহাসত্য হইতেই সমস্ত সত্যের উৎপত্তি। সত্য সমস্তই একরূপ, কেবল মানববুদ্ধির নিকট কোন সত্য স্থূল বা সহজবোধ্য, আর কোন সত্য সূক্ষ্ম বা সহজবোধ্য নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মাতিলে সুরেন্দ্রবৃন্দ উৎকট সমরে,
অন্তরীক্ষে কোটি কোটি বিদ্যুত ঝলসে ;
প্রলয়ের উল্কা সম ছুটে অবিরাম
অনল-গোলকরাশি ব্রহ্মাস্ত্র হইতে ;
কিন্তু দেব করতলে করে প্রতিহত
সে অনল, দেবদেহ অভেদ্য অনলে।
উৎকট সংগ্রামশ্রমে ভূপতিত কিবা
মুহ্যমান হলে কেহ, সস্নেহে অমনি
দিব্য রথে দেবদল নেয় তারে দূরে ;
বিজয়ী সুরেন্দ্র-শিরে বরষে আদরে
সুরবালা পুষ্পাসার, সম্বর্দ্ধিতে শূরে
মধুর সুস্বরে গায় দিব্য বীর-গাথা।
নাচে সুর মহানন্দে, সুরলোক হাসে.
শত সৌর-জগৎ মোহিত সে সঙ্গীতে !

বিশাল প্রান্তরপারে অদূরে শোভিত
সদাব্রত, প্রীতি দেবী অধিষ্ঠাত্রী সেথা।
পরিধান পীতবাস, সহাস্য বদনা
মহাদেবী, স্নেহরাশি স্ফূরিত নয়নে ;
বনফুলে সুশোভিত সতত তাঁহার
শ্রীঅঙ্গ, অপাঙ্গে বহে লাবণ্য লহরী ;
প্রতিপদ বিক্ষেপণে হাস্যময় ধরা
পদতলে, নিরমল পরিমল রাশি

পূর্ণ করে নভোস্থল, অলিদল ধায়
পশ্চাতে আনন্দে করি গুন্ গুন্ ধ্বনি ।
সঙ্গেতে সহস্র সখী, প্রীতি মহাদেবী
মহোল্লাসে মত্ত সদা দেবের মঙ্গলে।
অহো কি আশ্চর্য্য দৃশ্য প্রীতির ভবনে,
(অপূর্ব্ব মায়ার খেলা) ইন্দ্রজাল সম !
দণ্ডে দণ্ডে প্রীতিদেবী সঙ্গিনী সংহতি
ধরেন নূতন রূপ অপরূপ কিবা !
শুভ্রকেশা কভু দেবী শান্তিরসে ভরা
প্রবীণা, সহসা পুনঃ মধুর ভাষিণী
নবীনা যুবতী রূপে ভুবনমোহিনী ;
আবার শিশুর বেশ, সরলা তরলা,
খল খল হাস্যমুখে, অপূর্ব্ব মাধুরী !
দিব্য রথে দশ দিশি পরিভ্রমি যবে
পরিশ্রান্ত দেবদল, আইলে সেখানে,
কোমলা বালিকা রূপে প্রীতির সঙ্গিনী
সহাস্যে করিয়া নৃত্য দেবচিত্ত তোষে।
যদি কেহ ভয়ে ভীত, সেই সদাব্রতে
আইসে, ভগিনী বেশে আসি দেববালা
করে নেত্রে প্রেমদৃষ্টি সুধাবৃষ্টি সম ;
দূরে যায় ভয়, দেব আশ্বস্ত অমনি ।
দেব যুদ্ধে মুহ্যমান সুরবীর কেহ

আইলে প্রীতির গৃহে, সস্নেহে তাহারে
মাতৃবেশে দেবজায়া লয়ে অঙ্ক মাঝে,
পরশিলে করতলে বদনমণ্ডল,
মেলিয়া নয়ন দেব সঞ্জীবে অমনি। (১)
সাঙ্গ করি মর্ত্ত্যলীলা উপনীত যবে
মানব সে দেবলোকে, নাহি রহে কেহ
জরাগ্রস্ত, অহি যথা জীর্ণ ত্বক ত্যজি
ধরে নববেশ, তথা নূতন জীবনে
শোভে সবে, কেহ লভি নবীন যৌবন,
কেহ বা শিশুর দশা অসহায় অতি।
অকালে ভবের খেলা অবহেলা করি
কুসুম-কলিকা সম বালক বালিকা
যায় যত, শিশুরূপ ধরে সেই দেশে :
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মগুণে নহে যে উন্নত,
পলিত স্থবির হেন যায় যবে, সেহ
শিশু-বেশ ধরি বঞ্চে শিশুর সমাজে।
তাঁরাই মানবকুলে ভাগ্যবান, যাঁরা
মহাজ্ঞানী কর্ম্মশীল, ভক্তিযোগ বলে

(১) একই প্রীতি কথনও ভক্তি আবার কখনও স্নেহরূপ ধারণ করিয়া জগৎ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মানব পরিশ্রান্ত হইলে বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগে আরাম লাভ করে, ভীত বা হতাশ হইলে ভালবাসার পবিত্র দৃষ্টিতে নির্ভয় ও আশ্বস্ত হয়, এবং ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া মোহ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, ইহাই এইরূপ বিবৃত হইল।

জরায় জড়িত কভু নহেন এ লোকে
শত বর্ষে, হর্ষচিতে দেহের নিধনে
মিশিয়া দেবের দলে পরম পুলকে
বিহরেন দেবলোকে অনন্ত যৌবনে। (১)
অগণিত সুরশিশু প্রীতির ভবনে
পালিত, বর্দ্ধিত নিত্য প্রেম-সুধাপানে
সুবর্ণ গোলক আর শক্রধনু সম
ক্রীড়নকে করে ক্রীড়া সুরশিশু যত।
দেব-সেনাপতি সত্য, পত্নী তাঁর প্রীতি,
দ্যুলোক রক্ষার ভার দোঁহার উপরে।
প্রীতির পবিত্র পুরে কল্পতরু-তলে
সুধাকুণ্ড, প্রীতিদেবী প্রহরে প্রহরে
অঞ্জলি পুরিয়া সুধা সিঞ্চেনআকাশে ;

(১) বর্ষসংখ্যা দ্বারা সময় নিরূপণ হয় বটে, কিন্তু মানবাত্মার নবীনত্ব বা প্রবীণত্বের স্থিরতা হয় না। বালকবালিকারা যেরূপ অবোধ, সেইরূপ বয়স্ক অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিও জ্ঞানভক্তি প্রভৃতির বিকাশ না হইলে সেইরূপ অবস্থায় থাকে। এইজন্য অতি বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইলে, অনেক লোককেই বালকত্ব প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু যে সকল মহাত্মা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মশীলতায় সমুন্নত, অতি বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহারা যৌবনের সৌন্দর্য্য ও জীবন্ত ভাব প্রদর্শন করেন ; দেহত্যাগ করিলে তাঁহাদিগকে আর অসহায় অবস্থায় পড়িতে হয় না।

অনন্ত অমৃত-কণা পূরে অন্তরীক্ষ
সুধায়, দ্যুলোকে ক্ষুধা নাহি জানে কেহ।
দ্যুলোকের দ্বারদেশে আকাশ ভেদিয়া
বিরাট বিচার-গৃহ; সেই গৃহ মাঝে
সমুজ্জ্বল স্বর্ণমঞ্চে ন্যায়ের আসন
সুশোভিত; ন্যায়দেব প্রশান্ত মূরতি
স্থিরদৃষ্টি, ধীর অতি, গম্ভীর স্বভাব
ধৈর্য্যময়; জ্যোতির্ম্ময় শিরস্ত্রাণ শিরে,
পরিধান কৃষ্ণবেশ, জ্যোতিঃখণ্ড সম
দণ্ড হাতে। মঞ্চোপরে বসিলে আসিয়া
ন্যায়দেব, দেবদূত করে উচ্চৈঃস্বরে
"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" এই মহাধ্বনি।
হিংসাদ্বেষ, লোভমোহ নাহি দেবলোকে.
বাদ-পরিবাদ কথা অজ্ঞাত সে দেশে;
মর্ত্ত্যলোক হতে যায় মানব যে সব,
তাদেরি বিচার সেথা বিধির নির্দেশে।
একে একে দেবদূত মানব নিকরে
ন্যায়ের নিকটে আনে, মঞ্চোপরে বসি
ন্যায় দেব দৃষ্টিপাত নয়নে নয়নে
করেন, ধরেন দিব্য দণ্ড দীপ্তিমান্
সম্মুখে, সহসা ভাসে নয়নের পটে
মানবের পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্য-রাশি।

অমনি প্রতিফলিত উন্নত প্রাচীরে
ন্যায়দণ্ড-জ্যোতিঃফলে ছায়াবাজী সম
সে চিত্র, মুহূর্ত্তে নর স্বপ্নসম হেরে
মর্ত্ত্যলীলা আপনার, বিস্ময়ে শিহরে।
রঞ্জিত সুবর্ণবর্ণে জীবনের পটে
সুকৃত, কলুষরাশি কৃষ্ণবর্ণ ধরে।
যেই জন নিরখিয়া জীবনের পটে
কৃষ্ণচিত্র রহে স্থির, সুগম্ভীর স্বরে
আজ্ঞা দেন ন্যায়দেব পাঠাইতে তারে
প্রেতপুরে; ভয়ে ভীত কম্পমান যেবা
হেরি দৃশ্য, দেবাদেশে যায় মধ্যলোকে;
কিন্তু হেরি কৃষ্ণচিত্র নেত্রজলে ভাসে
যে নর, অমরবৃন্দ আনন্দ অন্তরে
ন্যায়ের আদেশে তারে নেন স্বর্গপুরে। (১)
কেবল মানবকুলে ধন্য বলি তারে,
এইরূপে দেবদলে গণ্য হয় যেবা।

(১) গত জীবনের দুষ্কৃত স্মরণ করিয়া যাহারা বিচলিত হয় না, তাহারা পাপাসক্ত, অতএব নরকে অবস্থিতি করিবার উপযুক্ত। স্বকীয় দুষ্কৃত স্মরণ করিয়া যাহারা ভীত হয়, তাহারা সদ্গতি লাভের পথে কিয়দ্দূর গমন করিয়াছে। আত্ম-দুষ্কৃত স্মরণে যাঁহারা একান্ত অনুতপ্ত হন, তাঁহারাই সদ্গতি লাভ করেন, এবং সাধুপদ-বাচ্য হইয়া থাকেন। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

মন্দাকিনী-পূতনীরে ধৌত-পাদমূল
সুমন্দির, শুভ্রতম গিরিশৃঙ্গসম
উচ্চ চূড়া প্রভাময় উন্নত আকাশে ;
অঙ্কিত ওঁকার তাহে উজ্জ্বল অক্ষরে।
মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী পবিত্রতা দেবী
শ্বেতবেশ, শ্বেতমূর্ত্তি, শ্বেত পুষ্পহারে
শোভিতা, প্রভাতে যথা প্রস্ফুট যূথিকা। (১)
মন্দিরে আদিত্য যত হয়ে সমবেত
করেন ব্রহ্মের পূজা পবিত্র গম্ভীর
ভক্তি-মন্ত্রে, সুমধুর বীণাযন্ত্র-যোগে।
দেব কণ্ঠে আরাধনা অপূর্ব্ব সুস্বরে,
ত্রিতন্ত্রী-নিস্বন সহ সমুত্থিত যবে,
বাজে সপ্তস্বরা সহ মৃদঙ্গ মন্দিরা
একতানে, দেবপ্রাণে শান্তির তরঙ্গ
উথলে, উল্লাসে নাচে প্রেমানন্দ ভরে
বিহঙ্গ কুরঙ্গ আদি দেবলোকে যত।
মহাদেবী পবিত্রতা ন্যায়ের বণিতা,

(১) সত্য, ন্যায়, প্রীতি ও পবিত্রতা, ধর্ম্মের এই চারি অঙ্গ। এগ্রন্থে সত্য, ন্যায়, প্রীতি ও পবিত্রতাকে দেবলোকের রক্ষক ও প্রতিপালক রূপে বর্ণনা করা গিয়াছে। এই চতুর্ব্বিধ দেবভাবের বিকাশ ও সামঞ্জস্য রক্ষা হইলেই মানব ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া শান্তি ও সদ্গতি লাভ করিতে পারে।

দেবের দীক্ষার ভার তাঁহারি উপরে।
প্রবেশে মানব যত ন্যায়ের বিচারে
দেবলোকে, পবিত্রতা দেন তা সবারে
সুদীক্ষা ; প্রক্ষালি দেহ মন্দাকিনী-নীরে
আগত মানব যবে, পবিত্রতা দেবী
পড়ি মন্ত্র, যজ্ঞানলে করেন পরীক্ষা
তা সবে ; নিয়ত জ্বলে মন্দির মাঝারে
মহানল, কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি
আপনি সলভ সম দগ্ধ সে অনলে ;
দ্যুলোকের স্বাস্থ্য শান্তি সুরক্ষিত তাতে। (১)
সেই যজ্ঞানলে পশি অক্ষত শরীরে
উঠে যেবা, পবিত্রতা দেবদলে তারে
বরেন, ধরেন অঙ্কে, চুম্বিয়া ললাটে
কিরণ-কিরীট শিরে দেন পরাইয়া।
অগ্নিপরীক্ষায় ভীত মানব যে সব,
বরেন তাসবে দেবী দেবভৃত্য পদে ;
মন্ত্রবশে মহাদেবী দেন পরাইয়া
অলক্ষিতে পক্ষযুগ স্কন্ধের উপরে।

(১) মানবের অন্তরে পবিত্রতা-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিলে, কখন কখন লোভমোহাদির উদ্রেক হইবামাত্রই তাহারা পতঙ্গের মত সেই পবিত্রতার অগ্নিতে পুড়িয়া মরে। এইরূপে মানবের অধ্যাত্ম স্বাস্থ্য অর্থাৎ পুণ্যভাব-জনিত শান্তি অক্ষুণ্ন থাকে।

প্রণমি দেবীর পদে মিশে দেবদলে
নরদেব, দেবদূত আনন্দে বিহরে
পক্ষভরে, প্রীত করি দেবের সমাজে।
অভিষিক্ত দেবদলে হয় মাঝে মাঝে
দেবভৃত্য, মহাদেবী দেন সাজাইয়া
কিরণ-কিরীটে তারে পক্ষযুগ হরি ;
পরম আনন্দধ্বনি উঠে দেবলোকে।

দ্বিতীয় সর্গ—মর্ত্ত্যযাত্রা।

বিরাজেন ধর্ম্মরাজ দেবরাজ-পুরে
আনন্দে, সাধনা রাণী সতত সঙ্গিনী ;
মহাপ্রেমে মত্ত দোঁহে, যেন দোঁহাকার
এক প্রাণ দুই কায়া, বস্তু-ছায়া সম।
সাধুসঙ্গ সদালাপ নিত্য সহচর
ধর্ম্মের, মর্ম্মের কথা কহেন দোঁহারে ;
সুজন বয়স্য তারা, পত্নী দোঁহাকার
সুমতি, সুরুচি দেব-রাণীর সঙ্গিনী।
ধর্ম্মের কুমার দুই অযোনি-সম্ভব
জ্ঞান, ভাব, কন্যা এক ইচ্ছাময়ী নামে ;
সকলি যমজ তারা, অগ্রজ অনুজ
নহে কেহ, সম স্নেহ সবার উপরে
সবাকার; কেহ কারো সঙ্গ নাহি ছাড়ে।
ধরিয়া কৌমার্য্য ব্রত করয়ে বিরাজ

স্বর্গরাজ্যে, সাধু কার্য্যে নিয়ত নিরত।
সুপবিত্র ভ্রাতৃভাব, পিতৃমাতৃ-ভক্তি
সুনির্ম্মল সবাকার; পূর্ণ পুণ্যালোকে
সুরলোক, ধন্য ধন্য সুরদল ভনে। (১)
এক দিন ধর্ম্মরাজ পরম হরষে
সাধনার সঙ্গে রত মধুর সংলাপে
অন্তঃপুরে; হেনকালে কৃতাঞ্জলিপুটে
চিন্তা নামে দেবদূতী কহিলা আসিয়া
মহাব্যস্তে,—"মহারাজ, সমাগত হেথা
যুগল রাজকুমার রাজপুত্রী সহ।"

---

(১) সাধনা এবং ধর্ম্ম দম্পতিরূপে অবস্থিতি করেন, সাধনা ভিন্ন ধর্ম্ম কথনই থাকিতে পারে না, ধর্ম্মভাব মৃত ও মলিন হইয়া যায়। পরামর্শ দাতা বয়স্য ভিন্ন যেমন রাজার রাজকার্য্য চলে না, সাধুসঙ্গ এবং সৎপ্রসঙ্গ ভিন্নও ধর্ম্মভাব সেইরূপ অগ্রসর হইতে পারে না। সুমতি হইলেই লোকে সাধুসঙ্গ আশ্রয় করে, আর সুরুচি না হইলেও সৎপ্রসঙ্গে প্রবৃত্তি হয় না, এজন্য সাধুসঙ্গ ও সদালাপ এবং এতদুভয়ের পত্নী সুমতি ও সুরুচিকে রাজা ও রাণীর বয়স্য ও সখীরূপে বর্ণনা করা গিয়াছে। জ্ঞান, ভাবও ইচ্ছা, ধর্ম্মের এই তিন অঙ্গের কেহ ছোট কেহ বড় নহেন, এবং এমন সময় কথনও ছিল না, যখন ইঁহাদিগের অভাবেও ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিলেন, এইজন্য ইঁহাদিগকে অযোনিসম্ভব ও যমজ বলা হইয়াছে। ইঁহারা চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া পিতা মাতার মনোরঞ্জন, পরস্পরের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন, ও সৎকার্য্য সাধন করিয়া দেবলোকের ধন্যবাদার্হ হইতেছেন।

রাজার আদেশে সবে আসিয়া সত্বরে
প্রণমিলা ভক্তিভরে পিতৃমাতৃ-পদে।
পরম আগ্রহ ভরে রাজ-দম্পতিরে
কহিলেন ইচ্ছাদেবী,—"বড় ইচ্ছা, যাবো
মর্ত্ত্যধামে, নিরখিব স্বভাবের শোভা,
মানব জাতির কীর্ত্তি পৃথিবী-মণ্ডলে।"
জ্ঞান ভাব দুই ভ্রাতা সাগ্রহে কহিলা,—
"আমাদেরো সেই ইচ্ছা, ইচ্ছার যেমতি।"
কথা শুনি স্নেহভরে কহিলা সাধনা
মহারাণী,—"একাকিনী কেমনে রহিব
তোমা সবাকারে ছাড়ি? জ্ঞানচন্দ্র বিনে
অন্ধকার পুরী মম; না রহিলে ভাব
সকলি শ্মশান সম; হৃদয়-শোণিত
ইচ্ছা মোর, চলচ্ছক্তি থাকিবেনা আর
তারে ছাড়ি! হারে ইচ্ছা, তুচ্ছ করি এত
মায়ের মমতা বল্ কেমনে যাইবি
মর্ত্ত্যলোকে, সুরলোকে রহিব কি লয়ে?"
চুম্বিয়া মায়ের করে কহিলা আদরে
রাজবালা,—"যাই মাগো, আসিব সত্বরে;
পরম আদরে মোরা বঞ্চি সুরলোকে,
সুরভোগ্য যত কিছু ভুঞ্জি মনসুখে;
শুনিয়াছি মর্ত্ত্যভূমে মানব-বসতি

অপরূপ, নিরন্তর জন্ম মৃত্যু জরা
অপূর্ব্ব বৈচিত্রে পূর্ণ করে বসুন্ধরা।
দ্যুলোকের এক ভাব, নাহি ভাবান্তর,
নাহি হ্রাস, নাহি বৃদ্ধি, উত্থান পতন;
ঋতুর পর্য্যায় নাই, পুরাতন সব
নয়ন মনের প্রীতি পারে না বর্দ্ধিতে।
যাই মাগো মর্ত্ত্যলোকে, দূর পরবাসে,
পরিভ্রমি পাই যদি দেবের বাঞ্ছিত
কোন দ্রব্য, উপহার দিব তব পদে।"
কহিলেন দুই ভ্রাতা,—"কর অনুমতি
জননি, যাইব মোরা ফিরিব সত্বরে,
আনন্দে আসিয়া শেষে বন্দিব চরণে।"
ধীরে ধীরে কহিলেন ধর্ম্ম মহামতি
জলদ-গম্ভীর-মুর্ত্তি, মধুময় স্বরে,—
"বড় ইচ্ছা, যাই মর্ত্ত্যে তোমা সবা সহ
আপনি, আকুল প্রাণ তোমাদের তরে;
কিন্তু দেবলোক ছাড়ি, দেবরাজ আমি,
যাই যদি, দেবকার্য্য হবে উপেক্ষিত;
সুপ্রার্থিত প্রেয়ঃপথ তাই পরিহার
করি আমি, রহি নিত্য কর্ত্তব্য পালনে। (১)

(১) ধর্ম্ম নিয়তই প্রেয়ঃপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃপথ অর্থাৎ কর্ত্তব্য-সাধনে নিযুক্ত থাকেন।

যাও বৎসগণ, কিন্তু আসিও সত্বরে ;
রহিব সপ্তাহ কাল তোমা সবে ছাড়ি
মনোদুঃখে মৃতপ্রায়, রেখো সদা মনে—
দেবতার একদিন (সামান্য সে নহে,)
ক্ষণজীবী মানবের শতবর্ষ সম। (১)"
এত কহি দেবরাজ আদেশিলা চরে
চক্রহীন দিব্য রথ আনিতে সত্বরে
সাজাইয়া সমুজ্জ্বল কিরণ-মণ্ডলে।
সস্নেহে আশীষ করি, শিরে হাত দিয়া
দিলেন বিদায় ধীরে দেবরাজ-রাণী
তিনজনে, রাজাদেশে চলিল পশ্চাতে
বলবান দেবদূত দেবদূতী সহ।
ত্বরিতে আরোহি রথে বসিলেন বামে
ভাবদেব, জ্ঞানচন্দ্র অদূরে দক্ষিণে ;
দোঁহাকার মাঝে ইচ্ছা বসিলা পুলকে,
উজ্জ্বল আলোকরাশি ভাতিল গগনে।
ঠিক যেন সোম সূর্য্য উদিত আকাশে,
তা দোঁহার মধ্যে হাঁসে স্থির সৌদামিনী

(১) দেবতার এক দিন মানুষের শতাব্দিসম "ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে নরের ষাটিহাজার বৎসর" এবম্বিধ পুরাণোক্তিতে সর্ব্ব বিষয়ে মানবের ক্ষুদ্রতা ও দেবতার মহত্ত্ব প্রকাশ করে।

জ্যোতির্ম্ময়ী! ইচ্ছাময়ী বিদ্যুত-আকৃতি
মহাতেজা মহাশক্তি, মুহূর্ত্ত মাঝারে
ব্রহ্মাণ্ডের মেরুদণ্ড পারে কাঁপাইতে
ভুজবলে, ভ্রাতৃদ্বয় রহে যদি সাথে।
নতুবা অশক্ত অতি, বিদ্যুত যেমতি
মেঘ বিনা মৃতবৎ থাকে লুকাইয়া। (১)
ভাবদেব স্থূলদেহ সস্নেহ মূরতি,
মধুর সহাস্য আস্য সুধাংশু যেমতি;
মনানন্দে মহামত্ত; আপন আবেশে
আপনি আকুল সদা, নিত্যানন্দ বেশে
তোষেন সবার চিত্ত আশুতোষ রূপে,
আত্মপর-জ্ঞানহারা জনম অবধি। (২)
জ্ঞানদেব শীর্ণদেহ, কিন্তু দীপ্তিমান
দিবাকর-কর যেন মধ্যাহ্ন-গগনে;
দূরদর্শী মর্ম্মস্পর্শী, সূক্ষ্ম দৃষ্টিযোগে

(১) জ্ঞান এবং ভাবের সঙ্গে মিলিত হইয়া মানবের ইচ্ছাশক্তি জগৎ কম্পিত করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞান বা ভক্তিবিহীন ইচ্ছার [illegible] দৈবশক্তি থাকে না।

(২) ভাব আপনার ভাবে আপনি আকুল, চিরকালই ভালমন্দ বা শত্রুমিত্র জ্ঞান তাঁহার নাই। হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক হইলেই সহসা তৃপ্তি জন্মে, এজন্য ভাবের আশুতোষরূপের উল্লেখ করা গেল।

ভূত ভবিষ্যৎ ভেদি দেখেন সকলি,
প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কিবা স্থূল সূক্ষ্ম যত
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে স্থাবর জঙ্গমে। (১)
চলিল বিমান বেগে ত্রিদিব ছাড়িয়া
দীপ্তিমান, দেববক্ষে, করি আলোকিত
অন্তরীক্ষ, পক্ষভরে উড়িল পশ্চাতে
দেবদূত দেবদূতী, মহাদ্যুতি যেন
মহাবেগে ধায় যুগ্ম ধূমকেতু সহ ;
কিম্বা যথা মহারণ্যে মহীরুহ-শির
ত্যজিয়া ভূতলে ধায় গৃধ্র মহাবলী,
বায়স পশ্চাতে ছুটে ; তেমতি ছুটিল
দেবদূত পত্নীসহ রথের পশ্চাতে।
হাস্যমুখে দেবদল দেখিতে লাগিলা
সেই শোভা, সুরশিশু দিলা করতালি।
কোটি কোটি ক্রোশ পথ করি অতিক্রম
দ্যুলোকের সীমাস্থলে উপনীত আসি
দেবরথ ; সপ্ত দিবা-বিভাবরী যদি
ধরিয়া বিদ্যুত-গতি মানব-সন্ততি
যায় চলি, এতদূরে পারে না পৌঁছিতে।

(১) জ্ঞান ভাবের মত স্থূল নয়, দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন। স্থূল সূক্ষ্ম, ভূত-ভবিষ্যৎ এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, সকলি জ্ঞান-দৃষ্টির আয়ত্ত। ভাব ভ্রাতা ও ইচ্ছা ভগিনী নিকটে না থাকিলে জ্ঞান পঙ্গুবৎ।

দ্যুলোকের সীমাস্থলে দৃশ্য অপরূপ
দেবতা বিস্মিত হেরি, শিরোপরে শোভে
দিব্যালোক, মর্ত্ত্যলোক আলোকে-আঁধারে
পদতলে, বামভাগে গভীর তামসী,
দক্ষিণে গোধূলী-আলো ধূসর কেবলি।
চাহি নিম্নে সুরগণ দেখিলা হরষে
সৌর জগতের শোভা, গ্রহ উপগ্রহ
ভ্রমিতেছে অবিরাম অভিরাম কিবা!
বাসন্ত প্রদোষে বসি প্রাসাদ-শিখরে
বালক, নিরখি যথা খদ্যোতের খেলা
পুলকিত, হাসিলেন ত্রিদেব তেমতি
সৌর জগতের গতি হেরি নিম্ন দেশে।
যোড়করে দেবদূত কহিলা তখন
দেবগণে,—"যেই দৃশ্য দেখিলাম আজি,
বিস্ময়ে বিবশ অঙ্গ, কহ এ দাসেরে,
কি এসব? বামে কেন অনন্ত তামসী,
দক্ষিণে ধূসর সব, ভাস্বর এমন
পদতলে একি হেরি?—কহ দয়া করে।"
ঈষৎ হাসিয়া দূতে কহিতে লাগিলা
জ্ঞানদেব,—"দেবদূত, দেবলোক ছাড়ি
আসিয়াছি সন্ধিস্থলে; পদতলে তব
মর্ত্ত্যলোক, সৌরালোকে আলোকিত যত

গ্রহ চন্দ্র ; ঐ দেখ শোভে অতি দূরে
মেদিনী, মানব-লীলা সম্বরিয়া যথা
পশিয়াছ দেবলোকে দেবের প্রসাদে।
বামভাগে দেখ যেই অনন্ত তামসী,
ওই বটে প্রেতপুরী, পাপিষ্ঠ মানব
রহে তথা, যতদিন রহে পাপস্পৃহা,
হয় দগ্ধ নিরন্তর নিরয়-অনলে ;
দক্ষিণে গোধূলি নহে, মধ্যলোক ওই ;
মানব কুকর্ম্মে ভীত, অনুতপ্ত নহে
যত দিন, ততদিন রহে এই দেশে।
পরম সৌভাগ্য ফলে পুণ্যপথে করি
দেহপাত, পত্নীসহ পশিয়াছ দূত
দেবলোকে, মধ্যলোক প্রেতপুরী কিবা
নাহি জান, ধন্য তুমি মানব-মণ্ডলে।
দেবের সন্তান মোরা আজন্ম দেবতা,
নিত্য সুখে সুখী, কিন্তু সুখস্বাদ কিবা
নাহি জানি, সুখ দুঃখ অভিন্ন জগতে।
নির্ভীক বীরেন্দ্র সম জীবন-সংগ্রামে
যে মানব, ভয় বিঘ্ন প্রলোভনে করি
পরাজয়, জয়োল্লাসে যায় স্বর্গপুরে,
দেবতার পূজ্য সেই, সুখী বলি তারে।"
শুনিয়া দেবের বাণী পুলকিতা অতি

দেবদূতী, স্মিতমুখে সানন্দ নয়নে
করিলা মধুর দৃষ্টি দেবদূত-মুখে ;
নিঃশব্দে কহিলা বালা প্রাণে প্রাণ ঢালি,—
"ভাগ্যবতী আমা সম কে আছে জগতে ?
হে স্বামিন্, তব সঙ্গ পাইয়া মরতে
পরমার্থ মহাধন লভিয়াছি আমি,
সহস্র সাম্রাজ্য এবে ঠেলি দুচরণে ;
তব সহ স্বর্গসুখ ভুঞ্জিব নিয়ত
নিত্যধামে, ভাগ্য মম দেবের বাঞ্ছিত !"
কহিলেন ইচ্ছাদেবী,—"চল যাই ভাই,
প্রেতপুরে মধ্যলোকে, যাইব পশ্চাতে
মর্ত্ত্যধামে ;" "ভাবদেব কহিলা অমনি,—
"শুনিয়াছি, প্রেতপুরী ভয়ঙ্কর অতি,
ভীষণ পীড়ন-যন্ত্র পাপীর উপরে
প্রযুক্ত, নিয়ত উঠে উৎকট বিকট
আর্ত্তনাদ, স্থির চিত্তে নারিব থাকিতে
সেথায়, চলহ যাই মধ্যলোক হেরি।"
কহিলেন জ্ঞানদেব,—"নহে সুসঙ্গত
অগ্রে যাওয়া প্রেতপুরে মধ্যলোকে কিবা।
বিধাতার সৃষ্টির আরম্ভ মর্ত্ত্যভূমে ;
সাঙ্গ করি জীবলীলা মর্ত্ত্যধাম ছাড়ি
যায় জীব প্রেতপুরে মধ্যলোকে কিবা।

অগ্রে যদি যাই সেথা, পারিব না কিছু
বুঝিতে বিধির লীলা প্রহেলিকা সম।”
শুনিয়া জ্ঞানের কথা তথাস্তু বলিয়া
আনন্দে চলিলা সবে অবনীমণ্ডলে।
অতি দূরে ক্ষুদ্র এক বর্ত্তুল-আকার
পৃথিবী, অর্দ্ধেক তার ভাস্বর কিরণে
ভাস্বর, আবৃত অর্দ্ধ ঘোর অন্ধকারে।
ঠিক যেন শ্বেতকৃষ্ণে রঞ্জিত গোলক
ব্যোমবর্ত্মে আবর্ত্তিত পলকে পলকে।
হেরি পুলকিত দেব,—দৈববলে যেন
বিশাল বিচিত্র বেশ ধরিতে লাগিলা
মেদিনী, গোষ্পদ সম গণ্ডূষ সলিল
অপার জলধি বেশে শোভিল সহসা।
সামান্য উপলখণ্ড হইল অমনি
শৃঙ্গধর মহাগিরি, মহারণ্য-বেশ
ধরিল তৃণের গুচ্ছ, মহানদী রূপে
সুশোভিল সূক্ষ্ম সূত্র, মক্ষিকা-আবাস
মহানগরের বেশ ধরিল সহসা।
মন্ত্রবলে যাদুকর মুষ্টি প্রসারিয়া
অপরূপ দৃশ্য কত দেখায় যেমতি,
তেমতি বর্ত্তুল-ভাব ঘুচিল ধরার;
সুশোভিল সুবিশাল চিত্রপট সম

ধরাতল, ফলশস্য-সৌধ-সুশোভিত
প্রান্তর নগর বন উপবন শত (১)
বিচিত্র ধরিত্রী-শোভা করি বিলোকন
পুলকিত দেবগণ; পূর্ব্বস্মৃতি বশে
প্রবল, বিহ্বল অতি দেবদূতী সহ
দেবদূত; ইচ্ছাদেবী করি অনুভব
সেই ভাব, স্নেহভরে জিজ্ঞাসে দূতীরে,—
"কহ দূতি, মুখাকৃতি কেন দোঁহাকার
এ প্রকার? কৌতূহল বড় জানিবারে।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিতে লাগিলা
দেবদূতী,—"মহাদেবি, কি কব তোমারে?
এই যে বিচিত্র শোভা ধরণীমণ্ডলে
দেবের বাঞ্ছিত যেন, কেন নাহি জানি
মানবের ভাগ্যফলে নহে সুখপ্রদ
সতত, নিয়ত জীব দগ্ধ ধরাধামে
পাপে তাপে, রোগ শোক দারিদ্র দুর্ম্মতি
মানবজাতির শান্তি নাশে অবিরত।
পরিহরি ধরাধাম গিয়াছি আমরা

(১) অতি দূর হইতেই পৃথিবী গোলাকার দেখা যায়; ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইলে সেই গোলত্ব বিলুপ্ত হইয়া সমতলত্ব প্রতীয়মান হইতে থাকে। যাদুকের মুষ্টি প্রসারণ রূপ কৌতুক প্রদর্শনের সঙ্গেই ইহার তুলনা হইতে পারে।

পুণ্যলোকে, কিন্তু প্রাণ কাঁদে সদা দেবি,
জীবের যাতনা স্মরি ; ধরা-দৃশ্য হেরি
জাগিল দ্বিগুণ বেশে সে শোক হৃদয়ে— !
ইচ্ছা হয় মহাদেবি, প্রাণ-বিনিময়ে
ঘুচাই জীবের জ্বালা, স্বর্গসুখ আনি
মানবের মহাদুঃখ নিবারি সত্বরে !”
এত কহি অশ্রুবিন্দু করি পরিহার
নয়নে, সম্বরি শোক রহিলা নীরবে
দেবদূতী ; ইচ্ছাদেবী কহিলা আদরে,—
“সুজন তোমরা অতি, তেঁই কাঁদে প্রাণ
পরদুঃখে, মোক্ষধাম লভিয়াছ তেঁই ;
এই শুভ ইচ্ছা-বলে লভিবে তোমরা
অচিরে দেবত্বপদ পুণ্য-দেবলোকে।”
“আশীর্ব্বাদ কর মাতঃ” কহি দেবদূত
পত্নী সহ প্রণমিলা দেবীর চরণে।
ক্রমে আসি দিব্য রথ ঘন-সন্নিধানে
ক্ষণকাল স্থিরভাবে রহিলা আকাশে ;
উজলিল সুদিব্য আলোকে নবঘন,
শত শত ইন্দ্রধনু সুশোভিল যেন
চারিভিতে প্রভাময়, ভাস্ত ভানুকরে !
ভাবিতে লাগিলা দেব,—“কোথা অবতরি
ধরাধামে?” হেন কালে দেখিলা অদূরে

মহোন্নত মহাগিরি, মেঘমালা-ভেদী
উচ্চশির সুশোভিত সুবর্ণ-কিরীটে,
পিন্ধন হরিৎ বাস, শুভ্র উত্তরীয়
স্কন্ধোপরে, বক্ষে বহে স্বেদধারা-সম
গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র আর সিন্ধু ইরাবতী।
যেন মহাযোগীবর মগ্ন নিরন্তর
মহাযোগে, মায়ামোহ বিলাস-বাসনা
অতিক্রমি, শিরে ধরি স্বর্ণ-সিংহাসন
সমাসীন, শান্তচিত্তে দেব-আবাহনে।
হেরি সেই রত্নাসন আনন্দিত অতি
বৃন্দারক, মন্দবেগে রথ চালাইয়া
নামিলা কাঞ্চনশৃঙ্গে মনোরঙ্গ ভরে।

তৃতীয় সর্গ—পাতালপুরী।

অবনীর অভ্যন্তরে বিশাল বারিধি ;
বাড়বাগ্নি-রাশি তাহে জ্বলে ধক্ ধকে
নিয়ত, বারিধি-বক্ষ আলোকিত তাহে।
কোটি কোটি অজগর সিন্ধুর সলিলে
করে কেলি, মহানল উগাড়ি নয়নে ;
বিস্তারি রসনা কোটি করিছে বিকট
ব্যাদান, গ্রাসিছে কূর্ম্ম মকর হাঙ্গর
মীনদলে, জলৌকা শম্বুক রাশি রাশি !
অগাধ অম্বুধি-নীরে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত
দ্বীপ এক, কৃষ্ণবর্ণ আবৃত আঁধারে ;
শোভিছে করভ যেন পঙ্কিল পুষ্করে।
মহাবেগে মহানদী ভোগবতী সদা
প্রবাহিত কৃষ্ণদ্বীপে, কৃষ্ণবর্ণ তার
সলিল, বিষাক্ত কোটি নাগের নিশ্বাসে।

অন্ধকারময় দ্বীপ, কোটি দীপমালা
অলোকিত করে তায়, অযুত প্রহরী
রক্ষে সেই দীপালোক, ভূতৈলে জ্বালিত
দীপাবলী, পূতিগন্ধে আকাশ পূর্ণিত।
কৃত্রিম সুগন্ধরাশি করিয়া বিস্তার
দুর্গন্ধ দমিত করে দেবারি সকলে।
বিখ্যাত পাতালপুরী নাগলোক নামে
ভূলোকে, অধর্ম্মাসুর অধিপতি সেথা।
দুর্জ্জয় সে দৈত্যরাজ, বিপুল বিক্রমে
শাসে রাজ্য, রাজাদেশ লঙ্ঘে চুল সম
সাধ্যকার ? স্বেচ্ছাচার শাসন এমনি।

কৃষ্ণদ্বীপ-বক্ষমাঝে কলুষ-পর্ব্বত
সমুন্নত, শত শৃঙ্গ রচিত অঙ্গারে ;
কঠিন কর্কশ অতি, বিদগ্ধ যেমতি
মহীরুহ অবিরত কুলিশ-সম্পাতে।
কলুষপর্ব্বত-মূলে ভোগবতী-তটে
অধর্ম্মে রাজপুরী যমপুরী সম
ভয়াবহ, অহরহ উঠিছে সেখানে
অট্টহাস্য, দৈত্যকণ্ঠে উৎকট সঙ্গীত,
গালবাদ্য ; মদ্যমাংসে প্রমত্ত সতত
অসুর, অধর্ম্মসহ নাচে ধেই ধেই
দিবানিশি পদভরে কাঁপাইয়া ধরা।

সুরা-সরোবর-তীরে পাষাণ-মন্দিরে
নৃমুণ্ড-মালিনী দেবী, গণ্ডে বহে দর
রুধির, মানব-মেদ চর্ব্বিত বদনে!
ভীষণ প্রচণ্ড-বেশ পাষণ্ড তাহার
পুরোহিত, পূজে নিত্য প্রেত-উপচারে।
আনন্দে দেবারিবৃন্দ সুরা-সরোবরে
করি স্নান করে পান গণ্ডূষ পুরিয়া
সুরারাশি, নিত্য আসি দেবীর মন্দিরে
কাংস্য-করতালি-যোগে করে বাদ্যধ্বনি
কোলাহল, দেয় নিত্য লক্ষ নরবলি,
পিয়ে রক্ত, খায় মাংস, নাচে বাহু তুলি!
অধর্ম্মের অনুচর মায়াবী নিষ্ঠুর
ভূলোকে ভ্রমিয়া যত আনে ভুলাইয়া
মানবে পাতালপুরে, দেবীর সম্মুখে
সংহারে তাসবে নিত্য দানব-মণ্ডলী।
এরূপে দানব-ভোগ্য মানব-নিকরে
কেন যে করিলা বিধি বুঝিতে না পারি!
মঙ্গল-জলধি-জলে কেন উঠে হেন
তরঙ্গ, কিরঙ্গ অহো ভব-রঙ্গভূমে!
কলুষ-পর্ব্বত-মাঝে নিভৃত কন্দরে
কাম্যবন, কমনীয় তরুগুল্ম-দলে
শোভিত, শোভিত যথা সুন্দর মন্দারে

নন্দন, আনন্দময় মায়ার রচনা।
আসিয়া দানব-দেশে মানব-সন্তান,
ভ্রান্তিবশে প্রবেশিয়া কাম্যবন মাঝে.
হেরি শোভা মনোলোভা ভাবে মনে মনে,—
"লভিয়াছি স্বর্গলোক বহু ভাগ্যফলে !"
নিভৃত সুরঙ্গ-পথে অধর্ম্মের চর
অন্ধসম মন্দভাগ্য মানব-নিকরে
যায় লয়ে কাম্যবনে, থাকে লুকাইয়া
দুর্ম্মতি, দুর্গতি হেরি হাসে মনে মনে।
কি কৌশলে, নাহি জানি মন্ত্রবলে কিবা
মায়াবী দানব-বৃন্দ রচিলা সুন্দর
উদ্যান, কল্পনা হেরি যায় বলিহারি !
সুশোভিত মহাকাল কালকূট ভরা
অমৃত ফলের বেশে কাম্যবন-মাঝে ;
রঞ্জিত কুরঙ্গ-রূপে জম্বুকের দল
করে কেলি, কস্তুরীর সুগন্ধ বিস্তারি ;
দংশক মশক মক্ষি স্বর্ণভৃঙ্গ-রূপে
মধুর সঙ্গীত গায় অম্বর পূরিয়া ;
বায়স কর্কশ-ভাষী শিখিবেশ ধরি
গায় গীত পিকস্বরে ; পারিজাতে শোভে
বিষবৃক্ষ ; তীক্ষ্ণবিষ কুণ্ডলিত ফণী
শত পুষ্পমালা-সম পতিত ভূতলে,

পরশি মানব হয় মূর্চ্ছিত অমনি !
অন্তরীক্ষে অট্টালিকা অপূর্ব্ব-গঠন
ঝুলিছে, জ্বলিছে তাহে অনন্ত রতন
জ্যোতির্ম্ময়, সুধাময় চন্দ্রালোকে গৃহ
সমুজ্জ্বল, ইন্দ্রধনু শোভিত দুয়ারে ;
সুবর্ণ-সোপানরাজি বায়ুর উপরে
স্থাপিত, স্থাপিত যথা তরঙ্গ-আকারে
ঘনস্তর শরতের সুনীল গগনে।
প্রবেশিতে সেই গৃহে অল্পবুদ্ধি কেহ
চাহে যদি, ঊর্দ্ধমুখে ছুটে চারিভিতে ;
পড়িয়া গভীর কূপে হারায় জীবন
অমনি, অসুরদল ভক্ষে তার দেহ। (১)
কাম্য-কাননের মাঝে অতি সুগভীর
ক্ষীর-সরোবর শোভে সুগন্ধ বিস্তারি ;
শর্করা-রচিত ঘাট ভঙ্গুর পিচ্ছল
অতিশয়, অল্পাশয় যায় যদি কেহ
সেথায়, সহসা ডুবে গভীর সলিলে।
উপরে শর্করা ক্ষীর, নিম্নে রাশি রাশি

(১) আকাশে অট্টালিকা দুরাশার কুহক ভিন্ন কিছুই নহে। দুরাশার কুহকে যে মুগ্ধ হয়, সেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পদতল-সন্নিহিত কূপে পতিত হইয়া প্রাণ হারায়, সন্দেহ কি ?

মলমূত্র, স্ফীতোদর মৃতদেহ ভাসে
শত শত, অবিরত ভক্ষে তা অসুরে। (১)
কাম্য-কাননের মাঝে কল্পতরু-সম
শোভিছে প্রকাণ্ড বৃক্ষ, কাণ্ড তার ধরে
তাম্রবর্ণ, শাখা তার রজত-নির্ম্মিত ;
হিরণ্ময় পত্রাবলী, হীরকের ফুল
মুক্তাফল সহ হাসে নবীন পল্লবে !
হেরি সে রত্নের শোভা, লোভে যদি কেহ
আরোহে সে মহীরুহে, মুহূর্ত্ত-মাঝারে
ভাঙ্গিয়া ভঙ্গুর শাখা পড়িয়া ভূতলে
যায় মারা, মৃতদেহ ভক্ষে দৈত্য যত। (২)
কাম্যবনে কোটি কুঞ্জ, প্রতি কুঞ্জদ্বারে
মায়াবী দানবী রহে দিব্য রূপ ধরি ;
কুটিল কটাক্ষপাতে ঈষৎ হাসিয়া
হরে মানবের মন ; কামাতুর কেহ
পশিয়া সে কাম-কুঞ্জে পরশে যেমতি
পাপ-অঙ্গ, সাঙ্গ করি মানব-জীবন
যাদুবিদ্যা-বশে যেন ছাগবেশ ধরে !

(১) ভোগরত মানবগণ অতিরিক্ত পান ভোজন করিয়া বিবিধ রোগে স্ফীতোদর হইয়া প্রাণ হারায়, সংসারে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

(২) অর্থের মোহ তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, হীরক ও মুক্তা প্রভৃতির দ্বারা রচিত এক কল্পবৃক্ষের সৌন্দর্য্যের মত প্রলোভনজনকই বটে। অর্থ-লোভে যে মুগ্ধ হয়, সেই মহানর্থে পতিত হইয়া থাকে।

অমনি দানব আসি অভাগা মানবে
মহানন্দে যায় লয়ে নরবলি হেতু। (১)
মায়ার কানন সম কাম্যবন, তারে
সতত বাসনা নামে স্বৈরিণী দানবী
সাজায় আপনি ধরি নব নব বেশ ;
প্রতি দণ্ডে প্রতি কুঞ্জে মহাকুতূহলে
বিহরে, বিচিত্র খেলা খেলে অবিরত।
গভীর গুহার গর্ভে কলুষ-পর্ব্বতে
দানবের মহাদুর্গ, নিবসে তাহাতে
সপ্তকোটি সেনা সপ্ত সেনাপতি সহ।
উগাড়ে অনলশিখা অগ্নিগিরি যথা
অগ্ন্যুৎপাতে, মহাশব্দে কাঁপায় মেদিনী,
তেমতি দানব সেনা বীর্য্য বিকাশিয়া
হুহুঙ্কারে কৃষ্ণদ্বীপ কাঁপায় সঘনে !
সেনাপতি অবিশ্বাস সৈন্যদল-সহ
নাহি যুঝে, রহি সর্ব্ব সেনার পশ্চাতে
করি কোটি শৃঙ্গনাদ, রণমদে মাতি,
সংগ্রামে প্রমত্ত করে দৈত্য অনীকিনী ;
—"অজেয় দানব মোরা, নাহি মৃত্যুভয়
এ জগতে, এ জীবনে জয়োল্লাস-সম

(১) কামাতুরেরা বিলাসিনী স্বৈরিণীদিগের সহবাসে মনুষ্যত্ব হারাইয়া ছাগ-স্বভাব প্রাপ্ত হয়, এবং অসুর বা পাপের ভক্ষ্যবস্তুরূপে নিধন প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

নাহি সুখ ; পরলোক পরমার্থ ভাবি
ভীত যেবা, ভীরু অতি ভ্রান্তমতি সেহ।”
এত কহি অবিশ্বাস দারুণ উৎসাহে
দুর্দ্ধর্ষ দেবারিদলে মজায় বিগ্রহে। (১)
মহোন্নত-কৃষ্ণকায় মোহ-সেনাপতি
সসৈন্যে প্রবৃত্ত যবে প্রবল সংগ্রামে,
প্রলয়ের মেঘসম ধায় দশদিকে ;
সুগভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করি
শত্রুদলে, মহাবলে মজে মহাদ্রোহে ;
বিনাশে বিপক্ষ সেনা, আপনার দলে
অন্ধ সম, আত্মপর না পারে বুঝিতে ! (২)
ব্যাধসম সুচতুর অসত্য সেনানী
সেই অন্ধকার-মাঝে লয়ে সৈন্যদলে,
অদৃশ্য অভেদ্য জালে বেড়ে শত্রুসেনা।

(১) অবিশ্বাস নামক দানব সেনাপতি নিজ সৈন্যদিগকে লইয়া যু[illegible] করে না বটে, কিন্তু অপর দানব সৈন্যদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে। বস্ত[illegible] পরমেশ্বর, পরলোক ও পরমার্থে অবিশ্বাস হইতেই মানবের ক্রোধ, অহ-ঙ্কার ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি আসুরিক ভাবসমূহের প্রাদুর্ভাব জন্মে।

(২) মোহ অথবা অজ্ঞান অধর্ম্মের এক প্রধান সেনাপতি সদৃশ। মোহান্ধকারে মানবের সাধুভাব সকল আচ্ছন্ন হইলে, মানুষ শত্রুকে মিত্র এবং মিত্রকে শত্রু মনে করিয়া আপনার অনিষ্ট আপনি সাধন করে।

সংহারে মক্ষির দল উর্ণনাভ যথা
জালযোগে, সেইরূপ সংহারে অরাতি।(১)
কূট যুদ্ধে সুনিপুণ অন্যায়-সেনানী
বিমুখ সম্মুখ-রণে, পৃষ্ঠভাগে থাকি
আক্রমে বিপক্ষ-পক্ষ, সমকক্ষ সহ
নাহি যুঝে, দ্বন্দ্বে রত দুর্ব্বলের সনে ;
পীড়িত নিরস্ত্র কিবা বালক বণিতা
নাহি মানে, ক্রুরমতি সেনাপতি সেহ। (২)
বিদ্বেষ সেনানী আর কোটি সৈন্য তার
নাহি ধরে অস্ত্রশস্ত্র, দংশে অরিদলে
তীক্ষ্ণ লৌহশলা-সম বিকট দশনে।
দারুণ দনুজবৃন্দ বিদ্বেষের দলে
সমবেত, পরাভূত শত্রুহস্তে যবে,
পূরাইতে প্রতিহিংসা দংশে মুহুর্মুহু
নিজ দেহ, নাহি স্নেহ কাহারো উপরে।(৩)

(১) অসত্যের অগণিত মূর্ত্তি জালের ন্যায় দুর্ভেদ্যই অনুভূত হইয়া থাকে। যাহারা ধর্ম্মবলে অসত্যের জাল ছিন্ন করিতে না পারে, তাহারা লূতাতন্তুতে আবদ্ধ মক্ষিকার ন্যায় বিপদে পতিত হয়, সন্দেহ নাই।

(২) মানুষ যখন ন্যায়পরতা-বিহীন হইয়া পড়ে, তখন সবল দুর্ব্বল, সমান অসমান, বালক প্রাচীন, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির বিচার করে না।

(৩) মানবের বিদ্বেষভাব এমনই বিচারশক্তি-বিহীন ও হিংস্র-স্বভাব-যুক্ত যে, বিপক্ষকে দংশন করিতে না পারিলে নিজ দেহেই যেন দংশন করিতে থাকে।

মহাকায় অহঙ্কার মাতঙ্গ যেমতি
মদমত্ত, শতলক্ষ সৈন্যসহ যবে
ধায় রণে, আস্ফালনে কাঁপায় মেদিনী,
নিদাঘের মেঘ-সম করে বজ্রধ্বনি ;
বিকট দাপটে তার হয় মূর্চ্ছাগত
দুর্ব্বল বিপক্ষ সেনা ; সবলের সহ
বলে পরাভূত যবে, সুবিশাল বপু
দেয় পাতি অঙ্গে তার, শত্রু সঙ্গে মরে। (১)
সেনাপতি-ক্রোধে যবে কোটি সৈন্যসহ
দশন ঘর্ষণ করি ঘোর হুহুঙ্কারে
ধায় রণে, কোটি কোটি অগ্নিশিখা বহে
নিশ্বাসে, বিদগ্ধ করে বিপক্ষের দলে
মহানলে, তৃণদল দাবানলে যেন।
বিষম ভ্রুকুটি সহ লোহিত-লোচন
কোটি কোটি রাহু-মুখে সূর্য্যসম ছুটে
ভয়ঙ্কর ক্রোধ-সেনা দনুজের মাঝে ! (২)

---

(১) অহঙ্কার মত্ত মাতঙ্গের মত সন্দেহ নাই। দুর্ব্বলেরাই অহঙ্কারের আস্ফালনে ভীত হয়। অহঙ্কারের অতি বৃদ্ধি হইলেই অহঙ্কারীর পতন হইয়া থাকে।

(২) মানবের ক্রোধ ভয়ঙ্কররূপে উদ্দীপ্ত হইলে, নাসিকা এবং চক্ষুদ্বারা যেন অগ্নিবর্ষণ হইতে থাকে। মানুষের সমস্ত রিপুই সমভাবে দূষনীয়, কিন্তু ক্রোধোন্মত্ততার মত ভয়ঙ্কর বেশ আর কাহারও নহে।

দানব সেনার হাতে পায় যে অরাতি
অব্যাহতি, দৈত্যরাজ অধর্ম্ম আপনি
প্রকাণ্ড মুদ্গর ধরি প্রচণ্ড আঘাতে
ভাঙ্গে তার মুণ্ড-অস্থি খণ্ড খণ্ড করি!
দুরন্ত দানব সেনা দেবের বিক্রম
অবহেলে, অবনীর অভ্যন্তরে থাকি
স্বর্গমর্ত্ত্য বিকম্পিত করে পরাক্রমে!
অধর্ম্ম সবার প্রভু, যোগ্য অধিপতি
দানবের, মানবের কালান্তক সম।
যুগে যুগে দেবগণ মানবের হিতে
প্রবৃত্ত দানব-যুদ্ধে, অসাধ্য সাধনে;
ভগবৎ-ভক্তিলব্ধ ব্রহ্মশক্তি বিনে
আত্মবলে দেবদল কভু না পারিলা
শাসিতে অসুর-সেনা মহাশক্তিশালী।(১)
দেবাসুরে-যুদ্ধগাথা গাইলা জগতে
নরদেব কবি যত, দেবের মহিমা

---

(১) যুগে যুগে অর্থাৎ চিরকালই মানবের দেবভাব ও আসুরিক ভাবে সংগ্রাম হইতেছে। আসুর ভাব এত প্রবল যে, দেবভাব দ্বারা তাহা শাসিত করিয়া রাখা যায় না। কেবল ভগবানে ভক্তি ও নির্ভরশীল ব্যক্তিরাই সেই ব্রহ্মশক্তি লাভ করেন, যদ্দ্বারা আসুর ভাবকে সংযত ও পরাস্ত করিয়া শান্তি ও সদ্গতি লাভ করা যাইতে পারে। আত্মবলে পাপ সংগ্রামে জয়ী হওয়া মানবের সাধ্যাতীত।

বুঝিতে সক্ষম যাঁরা ; কেমনে গাইব
সে গীত অধম আমি দৈত্যভয়ে ভীত ?
বন্দি হে দেবতা-বৃন্দ সবার চরণ
ভক্তিভরে, ভক্তিমন্ত্র শিখাঁও আমারে :
লভি ব্রহ্মজ্ঞান-কণা গাই ব্রহ্মলীলা,
সকলি সম্ভবে ভবে ব্রহ্মকৃপাবলে।

কামাসুর, ভণ্ডাসুর, হিংসা, নিন্দা, আর
দুরাশা, লালসা আদি দানব দানবী
অধর্ম্মের লক্ষ চর ফিরে অলক্ষিতে
নরলোকে, ভুলাইয়া লইতে পাতালে
অবিশ্রান্ত করি ভ্রান্ত মানব-সন্তানে।
ভয়ানক ভণ্ডাসুর, ভুলাইতে নরে
ভোজ-বিদ্যাবলে যেন ধরে অনায়াসে
নিত্য অভিনব বেশ, কভু জটাধারী,
মুণ্ডিত-মস্তক কভু চীর-পরিধান,
সর্ব্ব-অঙ্গে কৃষ্ণবাস ক্রুশকাষ্ঠস্কন্ধে
কভুবা, কখনো যোগী ধ্যানযোগে রত
"অহিংসা পরমোধর্ম্ম" সঘনে উচ্চারি ;
কভু শুভ্র শ্মশ্রুধারী, স্ফটিকের মালা
কণ্ঠে শোভে, শিরোপরে সুন্দর পাগড়ি। (১)

(১) হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাজনেরা যে বেশ পরিধান করেন, সেই সকল সম্প্রদায়ের ভণ্ড-

অল্পবুদ্ধি নর যবে হেরে ভেক্‌ধারী
ভণ্ডাসুরে, ভক্তিভরে প্রণমে চরণে ;
শিরে হাত দিয়া দৈত্য দেয় অলক্ষিতে
বিষম ঔষধ, বাঁধি মানব-মস্তকে
বিকৃত-মস্তিষ্ক করে চক্ষুর নিমেষে ;
অমনি ভণ্ডের পাছে কাণ্ডজ্ঞান-হারা
জন্মান্ধের মত জীব যায় রসাতলে। (১)

ক্রূরমতি কামাসুর কম বেশ ধরি
"প্রিয়তম সখা !" বলি সরল মানবে
করে আলিঙ্গন, দেয় কালকূট বিষ
অলক্ষিতে বক্ষে মাখি ; বিষদগ্ধ-হিয়া
ক্ষিপ্তপ্রায় ধায় নর কামের পশ্চাতে
জুড়া'তে প্রাণের জ্বালা, যায় রসাতলে।(২)

মায়াবিনী হিংসা নিন্দা এই দুই দানবী
অলক্ষিতে দেয় ধূলা মানব-নয়নে ;
হইয়া বিকল-দৃষ্টি স্বরূপে বিরূপ

ভণ্ডাচারেরাও তদ্রূপ বেশ পরিধান করিয়াই সমাজে পূজনীয় হইবার চেষ্টা করে।

(১) মস্তিষ্ক বিকৃত না হইলে, অর্থাৎ প্রকৃত হিতাহিত-বিচার-বিহীন না হইলে, কেহই ভণ্ডামি আশ্রয় করে না।

(২) কামাতুরেরা কামবিষে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াই যেন প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার জন্য পাপে নিমগ্ন হয়।

নিরখে দুর্ভাগ্য নর, নর-লোমকূপে
নেহারে নরক-কুণ্ড ; কুৎসিত মানবে
দুঃখময় ধরাধাম যায় পরিহরি,
প্রবেশে পাতালপুরে সুখের সন্ধানে। (১)
দুরাশা লালসা দুই কুটিলা রাক্ষসী
মানুষের মহানিষ্ট করে দিবানিশি;
মহান সুগন্ধময় উত্তেজক বিষে
মাখাইয়া কাম্য বস্তু রাখে সাজাইয়া
মানবের দৃষ্টিপথে, থাকে দূরে দূরে
গুপ্তবেশে, ভোগাবেশে অবসন্ন যবে
মানুষ, সুরঙ্গ পথে লয়ে যায় তারে
রসাতলে, রাক্ষসীরা নিজমূর্ত্তি ধরি। (২)
এইরূপে অধর্ম্মের গুপ্তচর যত
নিয়ত দুর্গতি-পথে করি নিপতিত
মানবে, দানবভোগ্য করে অবশেষে।
বিরাজে অধর্ম্ম-রাজ দৈত্যরাজ-পুরে
কুরুচি কুচিন্তা আদি শত ভার্য্যা সহ ;

(১) পরশ্রী-কাতর ও পরনিন্দুকেরা এ জগতে মানব-মাত্রকেই কুৎসিত ও ঘৃণার্হ দেখিয়া থাকে, এবং এইরূপে পরবিদ্বেষী হইয়া আপনার সুখের জীবন দুঃখময় করিয়া অধঃপাতে যায়।

(২) দুরাশা এবং লালসা মানুষকে ভোগাবেশে অবসন্ন করিয়াই দুঃখের রাজ্যে লইয়া যায়।

সকলি কুলটা তারা, নিয়ত নিরত
কলহে, কন্দর্প-দর্পে সর্পদল যথা
দংশে পরস্পরে রোষে বিবর-মাঝারে।
নৃশংস, আলস্য আর চপলা, কুটিলা
দাস দাসী শত শত রত পশ্বাচারে ;
নাহি প্রভুভৃত্য-ভেদ, সম্পর্ক-বিচার
কাহারো, যাহার যাহা অভিরুচি সেই
করে তাহা ; পরিপূর্ণ প্রেত-অভিনয়ে
অধর্ম্মের পাপপুরী দিবা-বিভাবরী !
একদা অধর্ম্মাসুর বসি নিজপুরে
চিন্তা-ভারাক্রান্ত নেত্রে বিষণ্ণ বদনে
ডাকিলা সুতীব্র স্বরে অনুচর দলে।
আইলা দৈত্যের দল, শকুন্ত যেমতি
দলে দলে তরুশিরে গৃধ্রের চীৎকারে।
কেহ হাসে অট্টহাস্য, নাচে নগ্নবেশে
কেহ বা, মানব-মেদ চাটিতে চাটিতে
চকিতে আইলা কেহ, পূতিগন্ধে পূরি
আকাশ, আইলা সবে অধর্ম্মের পুরে।
ধরিয়া গম্ভীর মূর্ত্তি সুগম্ভীর স্বরে
কহিলা অধর্ম্ম সবে,—"দানবের রাজা
বড় ভাগ্যবান আমি, লভি তোমাসবে
সহকারী, নাহি ডরি দেবতাসকলে ;

শার্দ্দূল কি করে শঙ্কা জম্বুকের দলে ?
শুনিয়াছি চর-মুখে সমাগত নাকি
ধরাধামে দেবত্রয়—ধর্ম্মের সন্তান—
একযোগে, চিন্তা-রেখা উদিত অন্তরে
তেঁই মম। পরাক্রমে নাহি তুল্য কেহ
দানবের ; কিন্তু দেব সমবেত ভাবে
বিচরে ধরায় যদি, হইবে মানব
জ্ঞানবান বলবান, হেলিবে দানবে।
মানব দানব-ভোগ্য নাহি আসে যদি
প্রচুর পাতাল-পুরে, পড়িব আমরা
অভাবে, এভাবে সুখে দিন নাহি যাবে ;
এই ভাবনার বশে ডাকিনু সকলে।
একাকী দেবতা কেহ আসিলে ধরায়
নাহি চিন্তা, দৈত্যের চক্রান্তে যায় চলে
ত্রিদিবে ; ত্রিদেব নাকি এক রথে চড়ি
আসিয়াছে ধরাতলে দেবদূত সহ।
ভাব সবে,—কোন্ ভাবে, কি বিভ্রাটে ফেলি
তাড়াবে দেবতাত্রয়ে,—ঘুচিবে ভাবনা।"

এত কহি নিরখিলে দৈত্যদল-পতি,
চিন্তিত দনুজদল পরস্পর-মুখে
চাহিলা, শোভিল আঁখি শত শত শত
ঝক্‌মকি, চক্‌মকী ঝলসে যেমতি

অন্ধকার খনিগর্ভে প্রবল ঘর্ষণে!
ক্ষণেক নীরব সব; সবার সম্মুখে
দাঁড়াইয়া ভণ্ডাসুর কহিতে লাগিলা
দৈত্যরাজে,—"মহারাজ, কেন অকারণে
এ ভাবনা? ত্রিভুবনে নাহি ডরি কারে;
কিছার ত্রিদেব! তিনশত-কোটি যদি
আইসে, দুর্দ্দশা ঘোর ঘটাব একাকী;
আমি ভণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড অণ্ডসম হেরি!!"
　ভণ্ডের আশ্বাসে হাসে দন্ত বিস্তারিয়া
দনুজ; দানব-রাজ করি আলিঙ্গন
ভণ্ডাসুরে, বাখানিলা সবার সম্মুখে
গুণ তার। একে একে অনুচর যত
চলি গেলা স্থানে স্থানে আহার-সন্ধানে;
মজিলা অধর্ম্মাসুর ঘোর পশ্বাচারে
পাপপুরে পাপাচারী পত্নীদল সহ।

চতুর্থ সর্গ—অবনী-পর্য্যটন।

সুন্দর কাঞ্চনশৃঙ্গ হিমিগিরি-শিরে
প্রভাময়, হেমপ্রভা-সম প্রভা ধরে।
সুশুভ্র তুহিনরাশি শোভে স্তরে স্তরে
চারিভিতে, গিরি-গৃহ রজত-প্রাচীরে
রচিত, খচিত যেন অনন্ত রতনে
সৌরকরে, আবরিত নীল চন্দ্রাতপে।
প্রশান্ত সুস্নিগ্ধ সদা গিরীন্দ্র-শিখরে
দিব্যাবাস, অনুদিন দেবের দয়িত।
ত্রিদশ হইতে আসি ত্রিদেব তথায়
লভিলা বিশ্রামসুখ, সুখে বাস করি
গিরিগৃহে, পরস্পর মধুর সংলাপে ;
মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু করি বিচরণ
গিরিশৃঙ্গে, দেবদূত-দেবদূতী-সহ।
অনন্তর দেবদল চলিলা হরষে
দিব্যরথে আরোহিয়া ধরণী-বেষ্টনে,

হেরিতে ধরিত্রী-শোভা দেশ-দেশান্তরে।
চলিল পশ্চিমে রথ হিমাদ্রি-শিখর
পরিহরি, দেবগণ দেখিলা অদূরে
পরম সুন্দর ভূমি বর্ণিত পুরাণে।
পূরবে পর্ব্বত-মালা, পশ্চিমে সাগর,
মধ্যস্থলে সুশোভিত শ্যামল সুন্দর
উচ্চ সমতল ভূমি, সজ্জিত যেমতি
সযতনে স্বভাবের উদ্যান সুচারু;
দুই কূলে তরুকুঞ্জ, মধ্যে প্রবাহিত
ধীরগতি স্রোতস্বতী রজত-বরণী।
দেবদূতে দেবগণ কহিলা অমনি,—
"আছিলে মানবরূপে এ মর্ত্ত্যভবনে
দেবদূত, একে একে দেহ সবিস্তারে
পৃথিবীর পরিচয়, কহ আমাসবে
ঐ কোন্ রম্য ভূমি নিরখি সম্মুখে?"
উত্তরিলা দেবদূত,—"শোভিছে সম্মুখে
পূত-ভূমি আর্য্যস্থান পূজিত ভূতলে।
সাজায় ভাস্কর যথা নিজ কর্ম্মভূমি
বিবিধ অদ্ভুত চিত্রে বিচিত্র করিয়া,
—বিচিত্র বিধির লীলা,—সৃজিলা বিধাতা
নানা দেশে নানা বেশে মানব-নিকরে;
কেহ বা সুবর্ণ-বর্ণ, নব দূর্ব্বাদল-

সম শোভে, কেহ কৃষ্ণ মৃদঙ্গার-সম ;
কেহ বা উন্নতবপু, দিব্য তালতরু-
সমতুল, কেহ খর্ব্ব অথর্ব্ব যেমতি ;
মৃগেন্দ্র-কেশর-সম কেশশ্মশ্রু-রাজি
কারো অঙ্গে, কেশহীন করভ-সমান
কেহবা ; কাহারো নেত্র আকর্ণ-বিস্তৃত
শতদল পত্রসম ; চাহে মিটি মিটি
কেহ বা নক্ষত্র-সম দূর মেঘান্তরে !
নরশ্রেষ্ঠ আর্য্যজাতি, শৌর্য্য, বীর্য্য আর
কবিত্বে পাণ্ডিত্যে পূজ্য পৃথিবী-মণ্ডলে ;
আর্য্য-কীর্ত্তি সুকীর্ত্তিত কাব্য ইতিহাসে।
আর্য্যবংশ-অবতংস নরদেব যত
আগত ত্রিদিব-ধামে দিগ্বিজয়ী-সম
জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যবলে, জানে তা সবারে
দেবদল ; যেই বংশে জনম তাঁদের,
নিবসিলা পুরাকালে মহাবংশ সেই
এ দেশে, শৈশবলীলা হেথা সাঙ্গ করি
মহাবীর্য্য আর্য্যজাতি ধরিত্রী ছাইলা।
আর্য্যের শোণিত বহি নির্ঝরিণী-বেশে
মহানদী-রূপে শেষে ছাইল মেদিনী।”—(১)

(১) আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে আর্য্যজাতির আদিম নিবাস হিন্দুকুশ-পর্ব্বত ও কাস্পিয়ান-সাগরের মধ্যবর্ত্তী উন্নত ক্ষেত্র সমূহই

—"শুনেছি পুরাণে পুনঃ,—প্রথম মানব
প্রিয়তমা পত্নী তার, সৃজিত এখানে।
সুন্দর-উদ্যান-মাঝে মঞ্জু কুঞ্জবনে
মহানন্দে জগন্মাতা নিবসিতা সদা
পতিসহ, সাজাইতা পল্লব-মুকুলে
পুষ্পাদামে পূত অঙ্গ মনোরঙ্গ-ভরে,
বিহঙ্গ-কুরঙ্গ-সম নিত্য কেলি-রতা।
শোভিত অমৃতফলে কল্পতরু-সম
তরুরাজি, দোঁহে মিলি আনন্দে আহরি
সে ফল, ভুঞ্জিতা সুখে লতা-কুঞ্জে বসি।
না ছিল ভাবনা-ভয়, রোগ-শোক-জরা
বিন্দুমাত্র ; দিবারাত্র প্রেমানন্দে মাতি
গাইতা সঙ্গীত দোঁহে, নাচিতা পুলকে
শুনি ভৃঙ্গরব কিম্বা বিহঙ্গ-কাকলি।
সরল পবিত্র প্রাণে দিব্য দৃষ্টি-বলে

বটে। পৃথিবীর ইতিহাসে আর্য্যবংশধরদিগের গৌরব-কাহিনী সুকীর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষা-বিজ্ঞানের বলে অবধারিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণকায় ভারতবাসী ও শ্বেতকায় ইংলণ্ডবাসী একই বংশ-সমুদ্ভূত। প্রস্রবণ যেমন ক্ষুদ্রাকারে উৎপন্ন হইয়া পরিণামে শাখা-প্রশাখাযুক্ত মহানদীরূপে বহুদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, আর্য্যবংশধরেরাও সেইরূপে সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

দেখিতা স্রষ্টার রূপ ; কৃতজ্ঞতা-ভরে
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি পদে লইতা মস্তকে
আশীর্ব্বাদ, দেবমুখে শুনি দৈববাণী ;
“জয় বিশ্বপতি জয় !” ধ্বনিতা অমনি ।
নিস্তব্ধ জগৎ সঙ্গে প্রতিধ্বনিচ্ছলে
গাইত ব্রহ্মের জয় অন্তরীক্ষ পূরি ।”
—“কিন্তু পাপ দুষ্টমতি ধরি ছদ্মবেশ
সাধিলা বিষম বাদ ;—ভূনন্দন-বনে
অমৃতকানন-মাঝে ছিল লুক্কায়িত
বিষতরু, ফল তার নিষিদ্ধ সেবনে ।
পাপের মন্ত্রণা শুনি প্রথম মানবী
বাহ্যদৃশ্যে বিমোহিতা, খাইলা সে ফল
পতিসহ, অধোগতি আনিলা ডাকিয়া ;
রোগশোক-জরামৃত্যু সে পাপের ফলে
পশিল মানব-কুলে, যুগ যুগ ভরি
বহিছে দুঃখের ভার মানব-সন্ততি। (১)

(১) পুরাতন বাইবেল নামক ধর্ম্ম-পুস্তকে এইরূপ বর্ণিত আছে . . পরমেশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া ধরাতলে ইডেন উদ্যান নামে এক নন্দ . কানন রচনা করেন, এবং তন্মধ্যে মানবজাতির আদি পুরুষ আদম . তৎপত্নী ইভাকে সৃষ্টি করিয়া বাস করিতে দেন। আদম ও ইভা অনা . য়াসলব্ধ অমৃত ফল ভক্ষণ করিয়া পরম সুখে দিন যাপন করিতেন . ইডেন উদ্যানে এক বৃক্ষ ছিল, পরমেশ্বর উঁহাদিগকে তাহার ফল খাইতে

সত্য মিথ্যা নাহি জানি, পুরাণ-প্রসঙ্গ
যথাশ্রুত দেবসঙ্গে কহিলাম আজি।”
কহিলেন ভাবদেব,—“যা কহিলে দূত,
নহে মিথ্যা, শাস্ত্র-কথা যথার্থ সকলি;
যে দুর্ব্বহ দুঃখরাশি দগ্ধিতেছে ধরা
দিবানিশি, ভাসে জীব নয়নের জলে
যার ফলে, এতদিনে দূত তব মুখে
শুনিনু কারণ তার; কহিব ত্রিদিবে
এ রহস্য কথা তব দেবতার দলে।”
তীব্র প্রতিবাদ করি কহিলা তখন
জ্ঞানদেব,—“শাস্ত্র-বাক্য সত্য নহে কভু;
বালকত্বে পরিপূর্ণ পুরাণ-প্রসঙ্গ
অলৌকিক অপ্রকৃত বিজ্ঞানের মতে।
শাস্ত্র-বাক্যে নাহি ঐক্য; অলীক সকলি
নহে উক্ত ইতিহাসে পুরাতত্ত্ব যত
অদভুত, বুদ্ধি যাহা পারে না বুঝিতে।
কে জানে কখন সৃষ্টি করিলা বিধাতা

নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সয়তান ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া কু-পরামর্শ দিয়া উঁহাদিগকে সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াইয়াছিল। তাহাতেই পরমেশ্বরের আদেশে উঁহারা নন্দন-বন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রোগশোকাদির বশীভূত হইয়াছিলেন। আদি পিতামাতার সেই অবাধ্যতা-পাপের ফলস্বরূপ অদ্যাপি মানবজাতি বিবিধ দুর্গতি ভোগ করিতেছে।

পৃথিবীর ? সৃষ্টি-তত্ত্ব আবৃত আঁধারে ;
রোগশোক জরামৃত্যু—প্রকৃতির গতি—
চিরদিন সমভাবে অনিবার্য্য ভবে।”
কহিলেন ইচ্ছাদেবী মধুর সম্ভাষে
দেবদ্বয়ে,—“কেন হেন দ্বন্দ্ব অকারণে ?
আপ্তবাক্য-জ্ঞানে শাস্ত্র যে করে আশ্রয়,
সত্যভ্রষ্ট হয় সেই, ভ্রান্ত অনুষ্ঠানে
হয় মত্ত, ধর্ম্মতত্ত্ব পারে না বুঝিতে ;
কিম্বা পড়ি চিন্তাচক্রে ঘোরে যেই জন
কার্য্য-কারণের ফাঁদে, পড়ে সে আঁধারে ;
নিষেধ জ্ঞানের কার্য্য, প্রত্যাদেশ নহে।
মানবের স্বাধীনতা, অপূর্ণতা আর
পূর্ব্বপিতৃ-কর্ম্মফল, এ তিন হইতে
সুখদুঃখ সমুদ্ভুত হয় এ জগতে।
কল্পনার আবরণে রূপকের বেশে
নানা সত্যে পরিপূর্ণ পুরাণ-প্রসঙ্গ,
নহে সে অভ্রান্ত, কিন্তু অবজ্ঞেয় নহে।
জরামৃত্যু রোগশোক—বিধাতার বিধি—
অনিবার্য্য, কিন্তু কভু অমঙ্গল নহে।
অহেতুক সুখরাশি রাখিলা জগতে
বিধাতা মঙ্গলময়, সুখের পশ্চাতে
সামান্য দুঃখের ছায়া অনিবার্য্য বটে,

স্থখের স্বরূপ কিন্তু দেখায় মানবে।
ছঃখ পরিহরি তেঁই স্থখের পশ্চাতে
মঙ্গলের পথে জীব যায় নিরবধি।” (১)
শুনিয়া দেবীর বাক্য পরিতুষ্ট অতি
দেবদ্বয়, দিব্য রথ দিলা চালাইয়া
দ্রুতগতি, অতি দূরে দেখিলা দক্ষিণে
অভিনব দৃশ্য অতি অদ্ভুত-আকৃতি।
স্থবিশাল অগ্নিক্ষেত্র ধক্ ধক্ করি

(১) উল্লিখিত উপাখ্যান উপলক্ষে দেবতাদিগের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত করিয়া ইহাই প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, মানুষ যখন কেবল ভাব অর্থাৎ ভক্তিমার্গে চলিতে থাকে, তখন শাস্ত্রাদিকে অভ্রান্ত মনে করিয়া অনেক সময়ে ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়, এবং মানবের স্থখছঃখকে কোন এক আকস্মিক ঘটনার ফলরূপেও বিশ্বাস করিয়া থাকে। আর যখন মানুষ শাস্ত্রাদি উপেক্ষা করিয়া কেবল জ্ঞানমার্গে গমন করে, তখন অন্ধকার অর্থাৎ সংশয়-জালে নিপতিত হইয়া স্থখছঃখ জরামৃত্যু প্রভৃতিকে অনিবার্য্য ছঃখ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াই ক্ষান্ত হয়। কিন্তু যাহারা এতদুভয় পন্থার মধ্য পথ অবলম্বন করেন, তাঁহারা দেখিতে পান যে, মঙ্গলময় বিধাতার অহৈতুকী কৃপায় মানব অনন্ত স্থখের অধিকারী হইয়াছে। জরামৃত্যু প্রভৃতি অনিবার্য্য হইলেও অমঙ্গল-জনক নহে। মানবের স্বাধীনতা, অপূর্ণতাও পূর্ব্বপুরুষের কর্ম্মফলেই স্থখছঃখের এই পর্য্যায় ঘটিয়া থাকে। স্থখের অভাব ভিন্ন ছঃখের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। আর স্থখের সঙ্গে ছঃখের মিশ্রণ মানবজাতিকে মঙ্গলের দিকেই পরিচালিত করিতেছে।

জ্বলিছে, শোভিছে তাহে হরিতের ফোঁটা ;
কীটাণুর সারি পুনঃ ছুটে চারিভিতে।
দেবগণ দেবদূতে করিলা জিজ্ঞাসা,—
"কহ দূত, একি দৃশ্য হেরি অতি দূরে?"
আইলে বিমান বেগে দৃশ্যের নিকটে,
কহিতে লাগিলা দূত ত্রিদেবে সম্বোধি,—
"অগ্নিক্ষেত্র-সম যাহা হেরি অতি দূরে,
ঐ সে সাহারা মরু বিখ্যাত জগতে।
আশ্চর্য্য বিধির কার্য্য বিশ্বরাজ্য-মাঝে,
আছিল বিশাল সিন্ধু, শুকাইয়া সেহ
ধরিল সাহারা-বেশ ভয়ঙ্কর অতি !
অপার বালুকারাশি সাহারা-শ্মশানে
জ্বলিছে অনল-সম আতপ-সম্পাতে।
নহে দয়াশূন্য কিন্তু বিধির বিধান
মানবে, শোভিছে তেঁই বন্ধুভূমি শত
মরুবক্ষে ওয়েশিস্ নামে খ্যাত লোকে।
হেরিনু কীটাণু-প্রায় দূরে থাকি যাহা,
সে বটে উষ্ট্রের যূথ, বহি পণ্য-ভার
পোতশ্রেণী-সম চলে এ মরু-সাগরে ;
অগম্য ভীষণ মরু অন্য কোনরূপে।"
"অদূরে কি হেরি দূত," কহে দেবগণ,—
"কৃত্রিম পর্ব্বত-সম উন্নত গগনে

ওকি সব? এ বিরাট মঠের ভিতরে
কোন্ দেব প্রতিষ্ঠিত, কিম্বা কহ শুনি
কোন্ রাক্ষসের দল করয়ে বসতি?"
হাসিয়া কহিলা দূত,—"দেবের মন্দির
রাক্ষসের বাসা কিম্বা নহে এ সকল;
কিন্তু বটে মানবের সমাধি-মন্দির,
পিরামিড্ নামে খ্যাত পৃথিবী-মণ্ডলে;
সরক্ষিত মৃতদেহ যুগ যুগ ভরি
এ মন্দিরে. কি সন্ধানে কহিতে না পারি। (১)
কথা শুনি ভাবদেব ধ্বনিলা সহসা,—
"ধন্য মানবের শক্তি, ধন্য সহিষ্ণুতা,
ধন্য মানবের কীর্ত্তি ধরণী-মণ্ডলে!
পরম ঐশ্বর্য্যশালী পুণ্যবান অতি
সেজন, গঠিলা যেবা হেন অট্টালিকা,
নিরখি দেবের যাহা বিস্ময় উপজে!"
প্রতিবাদ করি পুনঃ কহিলা অমনি
জ্ঞানদেব,—"ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা বটে
এ সকল, পুণ্যকার্য্য বিন্দুমাত্র নহে।

(১) পিরামিড্ সকল মিশরদেশীয় প্রাচীন ক্ষমতাশালী নৃপতিদিগের সমাধি-মন্দির। উহাতে নানা প্রকার ঔষধাদি সংযোগে সেই সকল নৃপতির মৃতদেহ এরূপভাবে রক্ষিত হইয়াছিল যে, সহস্র সহস্র বৎসরেও তাহার ধ্বংশ হয় নাই। কতক কাল হইল উহার কয়টী ইংলণ্ডে নীত হইয়া তদ্দেশীয় লোকের অসীম বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

সময়, সামর্থ্য, অর্থ বৃথা ব্যয় করি
হেন কার্য্য করে যেরা, পাপভাগী সেহ
নিশ্চয় ; নিধন-অন্তে মিশে জীবদেহ
পঞ্চভূতে, কোন্ ফল হেন নিদর্শনে ?”
বিতণ্ডা খণ্ডন হেতু মৃদুমন্দ ভাষে
কহিলেন ইচ্ছাদেবী সঙ্গিগণ প্রতি,—
“মৃতের সম্মান হেতু স্মৃতি-চিহ্ন যত
—অনিত্য সংসার-লীলা, ক্ষুদ্র মানবের
ভঙ্গুর জীবন—কথা নিঃশব্দে প্রচারি
পরলোক-পরমার্থে রত করে লোকে ;
কিন্তু নাহি প্রয়োজন হেন আড়ম্বরে। (১)
কোথা সে নৃপতিবৃন্দ, এ সব মন্দির
যাহাদের, চূর্ণ অহো কালের চর্ব্বণে
সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য বীর্য্য বিলুপ্ত সকলি !
এ সামর্থ্য, এই অর্থ নিয়োজিতা যদি
পরহিতে, ধরা-দুঃখ অনেক নিবারি
লভিতা পরম পদ পুণ্যলোকে আসি।”
অদূরে উত্তরদিকে চাহি দেবগণ
দেখিলা সাগর এক পুঞ্জ পুঞ্জ দ্বীপে

(১) মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে সাধুতার বৃদ্ধি হয়, এবং সমাধি-মন্দির সকল ইহ জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা নিঃশব্দে প্রচার করিয়া মানুষকে পরলোকের চিন্তায় নিমগ্ন করে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাদৃশ মন্দির বা স্মৃতিচিহ্ন আড়ম্বরপূর্ণ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

শোভিত, ভূষিত যথা নীল নভোস্থল
উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জে প্রদোষ-গগনে ;
সাগরের পূর্ব্ব তটে হেরি ভস্মরাশি
স্তূপাকার, চারিধার আবৃত অঙ্গারে,
সুধাইলা দেবদূতে ত্রিদেব তখনি,—
"কহ দূত, একি দেখি সাগর-পুলিনে ?"
যোড়করে কহে দূত,—"কহিব যে কথা
অপরূপ, মহাকাব্যে লিখেছেন কবি
জগন্মান্য, ধন্য যাঁর অমৃত-লেখনি !
ওই যে উত্তরদিকে হেরি উপদ্বীপ,
ও বটে যুনানী-রাজ্য, ছিল পুরাকালে
মহাবল-পরাক্রান্ত ধন-বীর্য্য-জ্ঞানে।
কলঙ্কিত এবে আহা ভস্ম-আচ্ছাদনে
ইলিয়ম রাজ্য ! সেও ছিল সে সময়ে
সমৃদ্ধি-সম্পন্ন অতি। দৈবের ঘটনে
ইলিয়ম-রাজপুত্র পারিস দুর্ম্মতি
যুনানীর রাজবধূ হেলেনায় হরি
আনিল স্বদেশে, পাপী মত্ত পাপাচারে !
জগতের রূপরাশি—হেলেনা রূপসী
সহস্র উর্ব্বশী জিনি রূপের প্রভায়
হরি পারিসের মন মজিল কলুষে !
বাজিল তুমুল যুদ্ধ দুই রাজ্য-মাঝে

অবিরাম, অনিবার্য্য দাবানল সম।
বাঁধিয়া সাগরে সেতু শত শত পোতে
যুনানীর বীরবৃন্দ পঙ্গপাল-সম
ছাইল শত্রুর দেশ, সবংশে মারিল
শত্রুদলে, শত্রুরাজ্য দগ্ধিল অনলে।
বাহিরিয়া মহাবহ্নি কামানল হ'তে
দহিল সোনার রাজ্য বলবীর্য্যশালী ;
কহে এবে ভস্মরাশি সে কলঙ্ক-কথা! (১)
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা তখন
ভাবদেব,—"নাহি জানি কেন এ দুর্দ্দশা
মানুষের, হায় বিধি কেন যে রাখিলা
এ দারুণ রূপতৃষা মানবের প্রাণে!
হরষে আপনি পশে জ্বলন্ত অনলে
পতঙ্গ, কি রঙ্গ অহো ভব-রঙ্গভূমে!!"

(১) ইউরোপীয় কবিগুরু হোমারের ইলিয়দ্ নামক মহাকাব্যে এই রূপ বর্ণনা আছে যে, বর্ত্তমান এসিয়ামাইনর প্রদেশে পুরাকালে ইলিয়ম নামক এক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্য ছিল। ইলিয়ম-রাজ প্রায়ামের পঞ্চাশৎ পুত্রের অন্যতর পারিস যুনানী অর্থাৎ গ্রীশদেশের অন্তর্গত স্পার্টারাজ্যের মানিলেয়স্ নামক রাজপুত্রের পরম রূপবতী পত্নী হেলেনাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। এই ঘটনা উপলক্ষে উভয় রাজ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দ্বাদশ বর্ষ যুদ্ধ করিয়া গ্রীশ দেশীয় বীরপুরুষগণ সবংশে প্রায়ামকে নিহত করেন, তাঁহার রাজ্য লণ্ডভণ্ড করেন, এবং তাঁহার রাজধানী ট্রয় নগর দগ্ধ করিয়া ফেলেন।

উত্তরিলা জ্ঞানদেব,—"ভ্রান্ত যেই জন,
সেই বটে রূপে মুগ্ধ ; জ্ঞানী জন সদা
গুণগ্রাহী, সুরূপ কুরূপ নাহি হেরে।"
হেরি মতদ্বৈধ পুনঃ কহিলা দোঁহারে
ইচ্ছাদেবী,—"এ জগতে নির্ব্বোধ মানব
রূপমোহে বিমোহিয়া মজি পাপাচারে
নিজ কর্ম্মদোষে শেষে নিন্দে বিধাতারে ;
জ্ঞানী জন গুণগ্রাহী, তত্ত্বজ্ঞানী কভু
নহেন বিরূপ রূপে, রূপের পশ্চাতে
রয়েছে অরূপ রূপ অপরূপ অতি !
রূপের তরঙ্গ বটে রবি চন্দ্র তারা
ফল পুষ্প তরু লতা গিরি সিন্ধু নদী ;
মানবের মুখচ্ছবি সে বিশ্বরূপের
প্রতিবিম্ব, প্রভাময় বিশ্বব্যাপী প্রেমে।
রূপ যে প্রেমের দেহ, প্রেম তার প্রাণ,
নহে ভিন্ন ; ধন্য সেই, এ রূপ-সাগরে,
পশিয়া যে প্রেমনিধি পারে লভিবারে,
যে প্রেম-পরশে জীব যায় স্বর্গবাসে।"
যুনানী ছাড়িয়া ক্রমে চলিল পশ্চিমে
দেবরথ, দেবগণ দেখিলা অদূরে
রমণীয় দেশ শোভে ফলপুষ্প-সাজে ;
বিশাল নগর এক, (রম্য হর্ম্ম্যাবলী

ম্লান এবে) নিষ্প্রভ দেউটী-সম শোভে
প্রভাতে, প্রাচীন কীর্ত্তি বিক্ষিপ্ত চৌদিকে।
সুধাইলা দেবগণ,—"কহ দেবদূত,
এই কোন্ রম্য ভূমি হেরি নিম্নদেশে।"
উত্তরিলা দেবদূত,—"খ্যাত ইতিহাসে
রোমরাজ্য, অনিবার্য্য প্রভাব যাহার
হয়েছিল পরিব্যাপ্ত সমগ্র জগতে।
অতুল ঐশ্বর্য্য শৌর্য্য, অদ্বিতীয় জ্ঞান
সভ্যতার শিরোমণি করেছিল যারে,
সংপ্রতি নিষ্প্রভ সেই বিধির বিধানে!
পরাক্রম, পরিশ্রম, পুণ্য-পথাশ্রয়
পরিহরি, যে অবধি মজিল বিলাসে
রোমরাজ্য, অনিবার্য্য অধোগতি তার
ঘটিল, রটিল ক্রমে কুখ্যাতি জগতে।" (১)
ভূমধ্য-সাগর ছাড়ি চলে দেবযান
পশ্চিমে ; দেবতাগণ উত্তরিলা আসি
বিশাল সাগরকূলে, দেখিলা চাহিয়া—
সাগরের পর পারে রয়েছে শায়িত
মহাদেশ মহারণ্যে আবৃত আঁধারে।

(১) শ্রমশীলতা, বীরত্ব ও পুণ্যপথ পরিত্যাগ করিয়া বিলাসিতাতে নিমগ্ন হওয়াতেই প্রধানতঃ রোমরাজ্যের পতন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

চাহিয়া উত্তর-পূর্ব্বে দেখে দেবদূত
অপূর্ব্ব উজ্জ্বল আলো গগনমণ্ডলে ;
সাগরের পর পারে উত্তর-পশ্চিমে
সে আলো প্রতিফলিত সমুজ্জ্বলরূপে।
দেবগণে সম্বোধিয়া কহিলা তখন
দেবদূত,—"এ অদ্ভুত দৃশ্য কি আকাশে ?
জন্মিয়া মানবরূপে পৃথিবীমণ্ডলে
শুনিয়াছি যত কথা কাব্য-ইতিহাসে,
কহিনু দেবের আগে ; বুঝিতে না পারি
একি অপরূপ দৃশ্য অন্তরীক্ষ-তলে !"
হেরি সে অপূর্ব্ব আলো, কুঞ্চিত নয়নে
জ্ঞানদেব দিব্যদৃষ্টি করিয়া বিস্তার
দূর ভবিষ্যতে, ধীরে কহিতে লাগিলা,—
"সমুদ্রের দুই পারে ঐ যে হেরিছ
অপূর্ব্ব আলোকরাশি, সৌভাগ্যের জ্যোতিঃ
ঐ বটে অবনীর ; আবৃত যে ভূমি
আলোকে, ভূলোক-মাঝে হবে সে অচিরে
গণ্যমান্য ধন-বীর্য্য-জ্ঞানের প্রভাবে।
নিশ্চয় হইবে জেনো পশ্চিম য়ুরোপ
অগ্রগণ্য ধরাধামে, হবে ততোঽধিক
সমুদ্রের পর পারে নবরাজ্য এক

শান্তি, স্বাধীনতা আর শৌর্য্যবীর্য্যধনে। (১)
অতিক্রমি মহাদেশ বিশাল সাগর
আর এক, দেবগণ উপনীত এক
মহারাজ্যে কারুকার্য্যে মধুচক্রসম ;
শোভিছে সভ্যতা, যথা স্ফটিকের গৃহে
তরুলতা, হ্রাসবৃদ্ধি নাহি জানে কিবা।
উন্নত উত্তর দিকে বিশাল প্রাচীর
অদ্রিসম, ঘনশ্যাম কানন দক্ষিণে ;
সুশুভ্র করভ-যূথ সহকার-বনে
করে কেলি, জ্বলে মণি খনির ভিতরে ;
অদূরে সাগর-নীরে দ্বীপাবলী মাঝে
শোভে গন্ধ তরুরাজি ; সুগন্ধে মাতিয়া
স্বর্গীয় বিহঙ্গ যত করে গীত-ধ্বনি
বসি শাখে, ভুঞ্জি ফল পীযূষ-পূরিত। (২)

(১) ইউরোপ বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে ধন, বীর্য্য ও জ্ঞানে অগ্রগণ্য সন্দেহ নাই। ইউরোপের সৌভাগ্য আমেরিকাতে প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বলতর বেশে শোভা পাইতেছে। অর্থাৎ ইউরোপের জ্ঞান, বীর্য্য ও ধন আমেরিকায় নীত হইয়া আমেরিকাকে অধিকতর সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছে।

(২) চীনদেশের সভ্যতা স্থিতিশীল। চীনের উত্তরে বিশাল প্রাচীর এবং দক্ষিণে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ ; তথায় অনেক স্বর্ণ-খনি ও শ্বেত হস্তী আছে। শ্যামের দক্ষিণে ভারতসাগরে সুমাত্রা জাবা প্রভৃতি দ্বীপে মসলার উৎপত্তি, এবং সেই স্থানেই স্বর্গীয় পক্ষী বা Bird of Paradise বাস করিয়া থাকে।

পরিহরি দ্বীপপুঞ্জ আইলা পশ্চিমে
দেবরথ ; দেবগণ নিম্নদেশে হেরে—
শোভার ভাণ্ডার-সম স্বর্ণ-লঙ্কা-ভূমি
মুকুতা-প্রবাল-মালা পরিহিত শিরে।
হেরি সে অপূর্ব্ব শোভা বিমোহিত সবে,
সেতুবন্ধ রামেশ্বরে নামিলা অমনি।

পঞ্চম সর্গ—তপস্যা।

বিন্ধ্যাচলে পুণ্যতোয়া গোদাবরী যথা
মৃদু-মন্দ প্রবাহিত, সুন্দর কন্দরে
সুনির্জ্জন তপোবন ; তরু-গুল্ম-লতা
নিভৃতে নিদ্রিত তথা স্বভাবের কোলে।
বিস্তারি সুগন্ধরাশি নিত্য বিকশিত
পুষ্পদাম, গন্ধময় দেবগৃহ-সম
তপোবন, পূর্ণ শান্তি বিরাজিত সেথা।
সেই তপোবন-মাঝে মগ্ন মহাতপে
আছেন ভারত-মাতা বর্ষ শত শত।
অহো কি অপূর্ব্ব-কান্তি ভারতজননী
পূণ্যময়ী !—সুপ্রশস্ত উজ্জ্বল ললাটে
ভক্তির চন্দন-চর্চ্চা, স্তিমিত নয়নে
বিস্ফুরিত জ্ঞান-জ্যোতি, পশ্চিম আকাশে
অর্দ্ধ-নিমজ্জিত প্রভাকর-প্রভা-সম।

মায়ের উন্নত শিরে শুভ্র কেশ-রাজি
শোভিত, শোভিত দুই ভুজ বক্রবেশে
দুইদিকে, পদতলে মণিমুক্তা হাসে।
কৃতাঞ্জলিপুটে মাতা আছেন দাঁড়ায়ে
ভক্তিযোগে, বেগে বহে শ্রীঅঙ্গ ব্যাপিয়া
প্রেমের পবিত্র অশ্রু নদনদী-রূপে। (১)
অনাহারে অনিদ্রায় এ ঘোর তপস্যা
কেন যে করেন মাতা নাহি জানে কেহ।
কুঞ্চিত ললাটে আর মুদ্রিত নয়নে
কি যেন স্মরিয়া মাতা ছাড়িছেন কভু
সুদীর্ঘ নিশ্বাস, পুনঃ চাহি চারিভিতে
বরষেণ অশ্রুধারা যুগল নয়নে;
সহসা আবার ভাসে বদন-মণ্ডলে
প্রসন্নতা, স্ফীত বক্ষ আনন্দ-উৎসাহে।
সুপবিত্র তপোবন নিঃশব্দে নেহারে
জননীর তপব্রত; তরু-গুল্ম-লতা
ভক্তিভরে পুষ্পবৃষ্টি করে চারিভিতে;

(১) ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এইরূপই মনে হয়,—যেন ভারত-মাতা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা আছেন, দুই বাহু বক্রভাবে বঙ্গ ও পঞ্চনদ বেষ্টন করিয়া আছে; জননীর শিরে হিমগিরির শুভ্র তুষার-রাশি শুভ্র কেশরাজির ন্যায় দেখাইতেছে, এবং পদতলে সিংহল-উপকূলস্থ সাগরে মণিমুক্তা সকল শোভা পাইতেছে; আর ভারতের নদনদী সকল প্রেমাশ্রুরূপে ভারতমাতার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে।

বিহঙ্গ পতঙ্গ ভৃঙ্গ নীরব সকলি ;
গন্ধবহ নাহি বহে, রহে স্থিরভাবে,
ভীত অতি মহাব্রতে শান্তিভঙ্গ-ভয়ে।
শত শত বর্ষ গত, ভারত-জননী
নিভৃতে নিমগ্ন মহাব্রত-উদযাপনে ;
কি সিদ্ধি সাধনে মাতা এহেন ব্যাকুলা,
কে কবে, কি ফল লাভ হবে এই ব্রতে ?
বাসন্তী পঞ্চমী-দিনে দিবা-অবসানে,
অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী সুশ্যাম-বরণা
নারী এক প্রবেশিলা পুণ্য-তপোবনে ;
বাতায়ন-পথে যথা চন্দ্রকর-লেখা
পশি মণিময় গৃহে উজলে আলোকে
মণিজালে, সেইরূপ নিভৃত কন্দরে
ভূতল আকাশ আর তরু-গুল্ম-লতা
ধরিল ভাস্বর বেশ রমণীর রূপে।
চারিদিকে ছড়াইয়া রূপের মাধুরী
মধুর মন্থর ভাবে নীরবে আসিয়া
বসিলেন তপমগ্না জননীর পদে
বঙ্গ-লক্ষ্মী, ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণমি।
গভীর ওঁকার ধ্বনি সঘনে উচ্চারি
কম্পিত কন্দর করি প্রতিধ্বনিচ্ছলে
নয়ন মেলিলা মাতা ; চাহিলা সস্নেহে

রমণীর কমনীয় বদন-মণ্ডলে ;
প্রভাতে অরুণ-আভা উচ্চ গিরি-শিরে
পড়ি যথা প্রতিভাত হয় ক্ষুদ্রতর
গিরিশৃঙ্গে, জননীর দৃষ্টি সে প্রকার
পবিত্র স্নেহের রশ্মি মাখিল সে মুখে।
অতঃপর মধুস্বরে সুধাইলা মাতা,—
"কহ বৎসে, কি লাগিয়া আইলে এখানে ?
শত বর্ষ পরে হয় তপের বিরাম
এক এক বার মম ; সুসময়ে তুমি
আসিয়াছ, তব সঙ্গে কাটাইব নিশি
সুপ্রসঙ্গে, বঙ্গলক্ষ্মি শুদ্ধমতি তুমি।
শোন বৎসে, ক্লান্ত অতি পথ-পর্য্যটনে
দেহ তব ; ঐ দেখ সজ্জিত সম্মুখে
ফলরাশি, যাহ লয়ে গোদাবরী তীরে ;
করি স্নান ভুঞ্জি ফল নিবারি পিপাসা
আইস সায়াহ্নে পুনঃ মম সন্নিধানে।"
বিনয়ে কহিলা লক্ষ্মী,—"গোদাবরী-নীরে
অবগাহি অগ্রে মাতঃ পশিয়াছি আমি
তব পুণ্য-তপোবনে ; কেমনে ভক্ষিব
এই ফল তব অগ্রে ? পাইলে প্রসাদ,
পরম কৃতার্থ চিত্তে ভুঞ্জিব এখনি।"
সস্মিত বদনে মাতা কহিলা লক্ষ্মীরে,—

"জানি আমি পুণ্যবতি, মাতৃভক্তি তব ;
অনশন-ব্রতধারী জননী তোমার
জান না কি—ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাহি জানে ?
ধর লহ এ প্রসাদ।" এত কহি মাতা
দিলেন লক্ষ্মীর হাতে ফলগুচ্ছ তুলি।
ভুঞ্জিয়া রসাল ফল পিপাসা নিবারি
গোদাবরী-পূতনীরে, আসিয়া নিকটে
আবেগে কহিলা রমা,—"কহ মা আমারে—
কোন্ ভাগ্যবান কিবা কোন্ ভাগ্যবতী
তোমার এ পুণ্যব্রতে অলক্ষিতে করে
পরিচর্য্যা ? পুষ্পসজ্জা চারিভিতে হেন,
এ অমৃতফল-রাশি কে রাখে এখানে ?
দেহ যদি অনুমতি জননি দাসীরে,
রহি সঙ্গে ; যতদিন ব্রতসাঙ্গ তব,
লভি পুণ্য সেবি পদ বসি পাদমূলে।"
কহিলা সস্নেহে মাতা,—"এই মহাব্রতে
নাহি কেহ সঙ্গী মম, পুণ্য-তপোবনে
তরুলতা ফুলফল যোগায় আমারে ;
পূর্ব্বাহ্নে সায়াহ্নে যবে উন্মিলি নয়ন
প্রতিদিন, ফলপুষ্প সজ্জিত চৌদিকে
হেরি আমি ; হেরি দূরে বসিয়া নীরবে
কাননের পশুপক্ষী ; দিই তা সবারে

ফলরাশি, ভক্ষে তারা আনন্দ-অন্তরে,
কোলাহল শান্তিভঙ্গ নাহি করে কেহ।”
এতেক কহিয়া মাতা হেরিলেন দূরে,—
বিহঙ্গ কুরঙ্গ আদি রঙ্গে নৃত্য করি
উপনীত তপাশ্রমে ; অতি সমাদরে
বিতরিলা ফলরাশি তাসবার মাঝে।
মহানন্দে ভুঞ্জি ফল চলিল সকলে
নিজ গৃহে উচ্চ পুচ্ছে নাচিতে নাচিতে।
  চাহিয়া রমার মুখে কহিলা সস্নেহে
জননী,—“কি হেতু বৎসে বদন তোমার
বিষাদ-বিশীর্ণ হেন, রুক্ষ কেশাবলী,
সুগোল কোমল অঙ্গ কেন হেন ক্ষীণ,
শোকের গভীর রেখা অঙ্কিত নয়নে
কেন বাছা ? সবিস্তারে বলতো আমারে।”
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি সজল নয়নে
কাতরে কহিলা রমা,—“কি কব মা আমি
তোমার সমক্ষে আজি সে দুঃখের কথা ?
যে দুঃখে অন্তর দহে, জানেন কেবল
অন্তর্য্যামী, ধরাতলে নাহি জানে কেহ।
কহিব মায়ের কাছে সে মর্ম্মবেদনা
আজি, তাই আসিয়াছি বিন্ধ্যাচলাশ্রমে ;
শোন মা দুঃখের বার্ত্তা কহি সবিস্তারে।

শত শত বর্ষ মাগো তপোমগ্না তুমি,
না জান দেশের দশা ; দগ্ধে অহর্নিশি
অবিরাম দুঃখানলে স্বর্ণ-বঙ্গভূমি !
সতত অধর্ম্মাচারী বঙ্গবাসী যত
মদ্যমাংসে উনমত্ত কুকাণ্ডে নিরত ;
নিষ্ঠুর পাষণ্ড-সম নৃমুণ্ড লইয়া
করে কেলি, নৃকপালে ঢালি পিয়ে সুরা ;
ভক্তির ছলনা করি ভণ্ড দুরাচার
ব্যভিচার পশ্বাচারে মত্ত দিবানিশি
শত শত, সতী-ধর্ম্ম কলুষিত মাতঃ
বঙ্গভূমে, দহে অঙ্গ প্রদীপ্ত অনলে ;
পবিত্র ধর্ম্মের নামে করিছে অধর্ম্ম
প্রেত-অভিনয়ে পাপে পূর্ণ বঙ্গভূমি !
ভক্তিশূন্য দেশ মাতঃ, শক্তিশূন্য সবে
ভীরু অতি, ফেরু সম ফিরে বনে বনে,
পদাঘাতে পরিতুষ্ট উচ্ছিষ্ট প্রদানে ! (১)

(১) এক সময়ে বঙ্গদেশে তান্ত্রিক ও কাপালিকগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপে নরবলি প্রদান করিত, মানুষের মুণ্ডাস্থিতে পানপাত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সুরাপান করিত, এবং স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া মদ্যমাংসে মত্ত হইয়া ভ্রষ্টাচার ও ব্যভিচারের একশেষ করিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মানুষ প্রকৃত ভক্তি-বিহীন হইয়া ভণ্ডামি আশ্রয় করিয়াছিল, তাহাতেই মনুষ্যত্ব-বিহীন হইয়া পর-পদদলিত কাপুরুষের বেশ ধারণ করিয়াছিল।

কলুষিত রাজনীতি, শার্দ্দূলে বানরে
শাসে রাজ্য, নাহ্যানেহ্য কেহ না বিচারে!
সকলি প্রমোদে মত্ত তত্ত্বজ্ঞান-হারা,
জ্ঞানচর্চ্চা পরিণত ভাক্ত ব্যবসায়ে। (১)
গৃহলক্ষ্মী নারী, তার কি কব দুর্দ্দশা
মা তোমায় ? হায় মাগো সে দুঃখ স্মরিতে
ফাটে হৃদি, নিরবধি দুনয়ন ঝুরে !
অবরুদ্ধা অন্তঃপুরে পিঞ্জর-মাঝারে
বিহঙ্গশাবক-সম বঙ্গ-কুলবালা
অসহায় জ্ঞানহীনা চির অন্ধকারে !
কি কব দুঃখের কথা, শৈশব-সোহাগে
বঞ্চিত করিয়া তারে বিবাহ-বন্ধনে
বাঁধি শেষে দেয় সঁপি কন্দর্প-অসুরে !
কোমল কোড়ক আহা ! বৃন্তচ্যুত যবে,
শ্বাপদের নখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন যথা,
তেমতি অকালে তারা যায় যমপুরে !
বিদগ্ধ বৈধব্যানলে কোমল বালিকা,
কুসুম-কলিকা যেন দগ্ধে দাবানলে ;

(১) ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল ও শান্তি লাভই জ্ঞানচর্চ্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এক সময়ে বঙ্গদেশের শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া চতুষ্পাঠী প্রভৃতিতে যে শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন, তাহাকে ভাক্ত ব্যবসায় ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে ?

কোমল পবিত্র মুখে বিষাদের রেখা
সুগভীর; নাহি তার অতীতের স্মৃতি
বর্ত্তমানে সুখ কিবা ভবিষ্যতে আশা ;
নিশার শিশির সম ঝরে দুনয়নে
অশ্রুজল, পূর্ণ বক্ষ বাড়ব-অনলে !
পাপিষ্ঠের পাপাচারে কলুষিত পুনঃ
সোনার প্রতিমা সেই, চির ; কলঙ্কিনী,
প্রাণহত্যা ব্যভিচারে পূর্ণ বঙ্গভূমি !
ইহার অধিক আর মুখে নাহি সরে
দুঃখের কাহিনী মাতঃ, বঙ্গবাসী যত
পাপিষ্ঠ পুরুষ মত্ত বৃথা অভিমানে
অনিচ্ছায় চিতানলে দগ্ধে অবলায়
শত শত ! যাতনায় অধীরা রমণী
কাতরে কাঁদায়ে যবে, কাংস্য করতালি
বাজাইয়া সে ক্রন্দন করে নিমজ্জিত
কোলাহলে, সকপটে করি হরিধ্বনি।
কর্ব্বুরের দল যেন মদগর্ব্ব-ভরে !
সুপবিত্র হরিনাম, পরিণাম তার
এমনি হয়েছে মাগো পাপ বঙ্গ-ভূমে !! (১)

---

(১) পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষে কোন কোন স্থলে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপা সতীগণ যে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণ করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু একথা সত্য যে, নিষ্ঠুর দেশাচার ও বৃথাভিমানী আত্মীয়-

স্বজিলা অবলারূপে বিধাতা জগতে,
সহজে কাতর প্রাণ ধরা-দুঃখ হেরি ;
অবলার দুঃখ এত পারি না সহিতে !
আবরিলে অমানিশা ঘোর অন্ধকারে,
বিশাল শ্মশান-মাঝে মহামারি কালে
মুহুর্মুহু চিতানল জ্বলে যথা মাতঃ,
তেমতি দুঃখের বহ্নি জ্বলিছে নিয়ত
বঙ্গভূমে ;. সুখ-আশা পরিহরি আমি
ভ্রমিতেছি বনে বনে কাঙ্গালিনী বেশে !
মা তুমি, মমতা তব অতুল ভূতলে,
বুঝিবে যাতনা, তেঁই কহিনু তোমারে।”
এত কহি অধোমুখে সুধাংশু-বদনী
কাঁদিলা বিষাদ-ভরে ; কাঁদিলা যেমতি
অশোকের বনে সীতা, বহিল নয়নে
অশ্রুবিন্দু, সুধাকরে সুধাবিন্দু-সম।
“কেঁদোনা কেঁদোনা মাগো” ভারত-জননী
কহিলা সস্নেহ ভাষে,—“ও কোমল মুখে
বিষাদের অশ্রুবারি পারিনা হেরিতে।

বর্গ অনেক রমণীকে প্ররোচনা ও বল প্রয়োগে জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছে। হতভাগ্য রমণী নিদারুণ যতনায় যখন আর্ত্তনাদ করিয়াছে, তখন তাহার শত্রুগণ মদ্যপানে মত্ত হইয়া মৃদঙ্গ করতাল বাজাইয়া এবং “হরিবোল” ধ্বনিতে সেই ক্রন্দনধ্বনি লুক্কায়িত রাখিয়াছে !

জানি আমি বঙ্গলক্ষ্মি, দুঃখরাশি তব
দুর্ণিবার, অনিবার অভাগী জননী
অশ্রুজলে ভাসে তোর দিবস-যামিনী !
নহে বৎসে এ দুর্দ্দশা তোমার কেবলি,
মগধ মালব সিন্ধু পঞ্চনদ কিবা
কলিঙ্গ কর্ণাট আদি বিদগ্ধ সকলি
দুঃখ-হুতাশনে ঘোর, ভারত-শ্মশানে !
সত্যভ্রষ্ট নরনারী কল্পনা-কুহকে
মোহিত, পতিত সবে ভ্রম-অন্ধকারে ;
নাহি ভক্তি নাহি প্রেম, আত্মদ্রোহে মজি
বংশগত ভেদজ্ঞানে ছিন্ন ভিন্ন সবে ! (১)
ন্যায়-নিষ্ঠা শিষ্টাচার ইচ্ছাশক্তি-হারা
মানব, দানব-পদে নিয়ত দলিত ;
নাহি শৌর্য্য নাহি বীর্য্য নাহি ভ্রাতৃভাব
ভারতে, পতিত জীব মৃতদেহ সম ;
শৃগালের ভক্ষ্য এবে মৃগেন্দ্র কেশরী ;
কোমল কুসুম-সম বঙ্গ-কুলবালা
ছিন্ন ভিন্ন, শুনি প্রাণ শতধা বিদরে
অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিনী নারী গৃহলক্ষ্মী-রূপ,

(১) বংশগত ভেদজ্ঞান অর্থাৎ জাতিভেদের মত জাতীয় বলক্ষয়কারী মহাপাপ আর অতি অল্পই আছে।

বন্দিবেশে বিড়ম্বিতা নিরাশা-আঁধারে,
দুঃখের দাহনে দগ্ধ প্রতি ঘরে ঘরে ;
অন্ধকার, অন্ধকার, ঘোর অন্ধকারে
অবারিত দিকদশ ; গরজে অশনি
বিনা-মেঘে, বিভীষিকা দেখায় বিজলী !
জ্বলিছে অনন্ত চিতা ভারত-শ্মশানে ;
ভারত-সৌভাগ্য পুড়ি, ভস্মরাশি মাখি
ভণ্ড পাষণ্ডের দল ভূতপ্রেত-সম
করিছে বিকট কেলি, সমগ্র ভারতে !
সাধে কি জননী তোর আছে লুকাইয়া
নিভৃত কন্দর-তলে বিন্ধ্যাচলাশ্রমে !
রে বৎসে, তোদের দুঃখে চক্ষে বহে ধারা
অবিরাম, পদতলে শুষ্ক ভূমি মম
হয়েছে কর্দ্দম-সম নিত্য অশ্রুপাতে !
নাহি জানি বিধাতার কোন্ বিধিবশে
এ দুর্দ্দশা ভারতের ; স্মরি পূর্ব্ব কথা
মরমে উপজে ব্যথা, পারি না সহিতে !
কোথা সে সুখের দিন, যেই শুভদিনে
দেবহূতি, গার্গী আর মৈত্রেয়ী সকলে
গাইত পবিত্র গীত ভক্তিরসে মাতি ;
সুনির্ম্মল তত্ত্বজ্ঞান, সুপবিত্র প্রেম
পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ করিত ভারতে ;

পূজি পরব্রহ্ম-পদ পরা শান্তি লভি—
সশরীরে স্বর্গবাস করিত ভূলোকে
নরনারী স্বর্ণভূমি ভারত-মাঝারে।
বিগত সে দিন যবে, উদিল আবার
পুণ্যের আলোক পুনঃ ভারত-আকাশে
নববেশে; দিব্য বেশে দেব-কণ্ঠস্বরে
গাইলা বাল্মীক ব্যাস বশিষ্ঠ আমার
দেবগীত, দেবভাবে পূরিলা ভারতে;
শিখাইলা যোগভক্তি, ব্রহ্মশক্তি-বলে
সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠিলা পবিত্র ভারতে;
সতীধর্ম্ম সুমহান, গাইলা তাহার
মহিমা, মোহিত করি সমগ্র জগতে।
না জানি কি পাপফলে আবার ঢাকিল
সোণার ভারত ভূমি দুঃখের আঁধারে!
সে গভীর অন্ধকার বিনাশের তরে
পবিত্র কপিলাবস্তু সমুজ্জ্বল করি
উদিল তনয় সম তপন-সমান
শাক্যসিংহ; সিংহরবে করিল প্রচার
প্রেমমন্ত্র, পুণ্যশান্তি আনিল ভূতলে;
হাসিল সহস্র বর্ষ শান্তির আলোকে
ভারত, প্রভায় করি স্তম্ভিত জগতে।
আবরিল অন্তরীক্ষ অকাল জলদে

পুনরায়! নাহি জানি কোন্ পাপফলে
গত সে সুখের দিন; যে দিন হইতে
তপস্যা-নিরত আমি এই তপোবনে,
অনাহারে অনিদ্রায় বর্ষ শত শত।
বারম্বার ভারতের হেন বিড়ম্বনা
পারি না সহিতে আর; প্রতিকার হেতু
এ দুঃখের, আছে কিনা দেখিব এবার
বিধির বিধানে বিধি; তাই নিরবধি
নিমগ্ন জননী তব দেব-আরাধনে।
শোন বৎসে, হৃদি-মাঝে শুনিয়াছি আমি
অমৃত-আশ্বাস-বাণী, সহস্র বৎসরে
যাবে ভারতের দুঃখ, উদিবে আকাশে
উজ্জ্বল পবিত্র আলো তমোরাশি নাশি;
আশায় বাঁধিয়া প্রাণ আছি অভাগিনী,
না হয় পাতিব অঙ্গ ব্রতসাঙ্গ হেতু।"
আদরে বিস্ফারি আঁখি কহিলা তখন
বঙ্গলক্ষ্মী প্রিয়ম্বদা পূর্ণেন্দু-বদনা,—
"পুণ্যময়ি মা আমার, তব পুণ্যফলে
ভারতের পাপতাপ ঘুচিবে সকলি;
ফলিবে মহান ফল, তব তপস্যায়
অচিরে, অপূর্ব্ব শান্তি হইবে স্থাপিত
জগতে; অক্ষয় যশে হাসিব আমরা

পুণ্যময়ী জননীর পুণ্য-অঙ্কে বসি।
দেবানুগ্রহের মাতঃ পূর্ব্বাভাস-সম
দেখিয়াছি স্বপ্ন এক বিগত নিশীথে ;
পুলকে শিহরে অঙ্গ স্মরিতে সে দৃশ্য
অপরূপ, অলৌকিক বিস্ময়ে পূরিত !
দ্বিযামা-যামিনী-যোগে বসেছিনু যবে
সিন্ধুতীরে, শতমুখী ভাগিরথী যথা
সাগর-সঙ্গম-সুখে, যোগ-নিদ্রাবশে
দেখিয়াছি দৃশ্য যেবা কহি মা তোমারে।
উত্তরপশ্চিম কোণে চাহিয়া ধরার
দেখিনু প্রদীপ্ত আলো ধক্ ধক্ জ্বলে
বহু দূরে শত শত অগ্নিক্ষেত্র-সম,
বাড়বাগ্নি-রাশি যেন বারিধির জলে।
বিস্ফারিত সেই আলো অগ্নিস্রোত-রূপে
পরিভ্রমি মেরুদেশ, অতিক্রম করি
ভারত-সাগর, আসি পশিল ভারতে।
জ্বলিল প্রবল বহ্নি কলিঙ্গকর্ণাটে
অঙ্গে বঙ্গে, ভারতের অন্ধকার-রাশি (১)

(১) ইউরোপের জ্ঞান ও সভ্যতার জ্যোতিঃ আফ্রিকার দক্ষিণ দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করাতেই ভারতের অজ্ঞানান্ধকার অনেক পরিমাণে বিদূরীত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আধুনিক ইউরোপীয়েরা উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়াই ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।

ঘুচিল অনেক। চাহি দেখি আচম্বিতে
মহতী নগরী এক ভাগিরথী-তটে
সুশোভিত রম্যহর্ম্মে্য চিত্রপট-সম।
মন্দির মসজিদ্ গির্জ্জা সুন্দর মুকুটে
সুশোভিত শত শত নগর-মাঝারে।
দিক্ দশ হতে আসি করিল বসতি
পৃথিবীর নানা জাতি সে মহানগরে।
কিছুকাল পরে মাগো, বিধিবশে যেন
বাজিল তুমুল যুদ্ধ তা-সবার মাঝে।
শিখা-ত্রিপুণ্ড্রকে সাজি ত্রিশূল লইয়া
দাঁড়াইলা এক পাশে যোদ্ধা শত শত;
শ্মশ্রু-শিরস্ত্রাণে শোভি আইলা সমরে
অর্দ্ধচন্দ্র-অস্ত্র হস্তে, অসংখ্য সেনানী;
জ্বলন্ত অনল হস্তে পশিলা সমরে
শত যোদ্ধা; রিক্ত হস্তে আইলা অমনি
অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্র মদমত্ত যেন
শত শত মল্ল যোদ্ধা দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে।
সবাকার মধ্যে পশি শুভ্র বেশধারী
(স্কন্ধোপরে ক্রুশ-অস্ত্র) বীর শত শত
আরম্ভিলা যুদ্ধ যবে, মজিলা সকলে
মহারণে; আক্রমণ তর্জ্জন গর্জ্জনে
সঘনে কাঁপিল ধরা, ধূলি-রাশি উড়ি

ঢাকিল গগন সূর্য্য গভীর তমসে !
ভয়ে ভীত নাগরিক ছুটিল চৌদিকে
অন্ধকারে পথহারা, ত্রাহি ত্রাহি রবে।
কি বলিব জননি গো, পারি না বর্ণিতে
সেই দৃশ্য, সে ভীষণ বিপ্লবের কথা ! (১)
সেই বিপ্লবের মাঝে অন্ধকার নাশি
সহসা দেখিনু মাগো পড়িল খসিয়া

---

(১) হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী যোদ্ধাদিগকে শিখা, ত্রিপুণ্ড্রক ও ত্রিশূলধারী বলা হইয়াছে। শ্মশ্রু ও শিরস্ত্রান এবং অর্দ্ধচন্দ্র-অস্ত্রধারী মুসলমান-দিগকে, অগ্নি-অস্ত্রধারী পারসিদিগকে, রিক্তহস্ত অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র মল্ল বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে, আর ক্রুশ-অস্ত্রধারী খৃষ্টানদিগকে বলা হইয়াছে। হিন্দুগণ টিকি ও তিলক ধারণ করেন; মুসলমানগণ শ্মশ্রু ধারণ করে এবং পাগড়ি ব্যবহার করেন, অনাবৃত মস্তকে থাকেন না; পারসীরা অগ্নির উপাসক; বৌদ্ধদিগের কোন ধর্ম্ম চিহ্ন নাই। বৌদ্ধগণ অর্দ্ধ নিমীলিত-নেত্রে ধ্যানের অবস্থাকেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠতম অবস্থা মনে করেন; আর খৃষ্টধর্ম্মের চিহ্ন ক্রুশ; ইহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন। ভারতবর্ষে ইংরেজাধিকারের অচির কাল পরেই খৃষ্টান প্রচারকেরা ভারতবাসী বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত করেন, এবং সেই ধর্ম্ম-সংগ্রামের ফল-স্বরূপ এদেশে এক মহাবিপ্লব উপস্থিত হয়। অনেক লোকে যে সেই মহাবিপ্লবে পড়িয়া দিশাহারা হইয়া বিপথে চলিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই ভয়ঙ্কর ধর্ম্মযুদ্ধে কোন দলই কাহারও নিকটে পরাজিত হয় নাই, কিন্তু দেশময় এক মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল।

উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন দামোদর-তীরে। (১)
ক্রমে সে নক্ষত্র ধরি মহাবীর-বেশ
উজলিয়া দিক্ দশ সুদিব্য কিরণে
পশিল সংগ্রাম-ক্ষেত্রে ; নেত্র সমুজ্জ্বল
প্রশস্ত ললাট বক্ষ, বিলম্বিত বাহু,
সমুন্নত দেববপু প্রকাশিল তার
প্রেমপরাক্রম কিবা পারি না কহিতে!
সকলে নিরস্ত্র করি অস্ত্রশস্ত্রবিনা (২)
মহাবীর, গাইলেন দেব-কণ্ঠস্বরে
শান্তির সঙ্গীত কিবা সুমধুর তানে !
হেরি সে মুখের শোভা, সে গীত শুনিয়া
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ সবে ; গলিল পাষাণ,
উচ্ছ্বসিতা ভাগিরথী বহিল উজানে।

(১) অন্ধকারে উজ্জ্বল নক্ষত্র-পাতের মত রাজর্ষি রামমোহন ভারতের ধর্ম্ম বিপ্লবের অন্ধকারের মধ্যে দামোদর-তীরবর্ত্তী বর্দ্ধমান প্রদেশে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

(২) রামমোহন সকল সম্প্রদায়ের লোককেই তাহাদিগের নিজ নিজ ধর্ম্ম-গ্রন্থের উক্তি ও যুক্তি দ্বারা নিরস্ত করিয়াছিলেন, কোন বিশেষ শাস্ত্রাদিকে সহায় করিয়া তিনি ধর্ম্ম-যুদ্ধ করেন নাই, আর তিনি কাহাকেও পরাস্ত করিবার জন্য যত্ন না করিয়া, সকলকে এক করিতেই যত্ন করিয়াছেন। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, সেই বীর পুরুষ বিনা অস্ত্রে সকল যোদ্ধাকে নিরস্ত্র করিয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

অনলের শিখা-সম সে মুখের কথা
বিদূরিল অন্ধকার ; নাগরিক যত
ফিরিলা আশ্বস্তচিতে নিজ নিজ গৃহে। (১)
কিছুকাল পরে মাগো মহাবীর সেই
মহাদ্যুতি-বেশ ধরি হলো অস্তমিত
সেই দেশে, আলো-রাশি আসি যেথা হ'তে
ছাইল ভারত-ভূমি বারিধির পথে। (২)
অস্ত যবে দিবাকর, গোধূলি-তমসা
ক্ষণেক ঢাকিল ধরা বিষাদ-আঁধারে।
তার পর যেই দৃশ্য দেখেছি জননি,
পুলকে শিহরে অঙ্গ এখনো স্মরিতে !

(১) রামমোহনের প্রচারিত ধর্ম্মমত অর্থাৎ আশ্বাসবাক্য ধর্ম্ম-বিপ্লবের সংশয়ান্ধকার দূর করিয়াছিল ; তাহাতেই অনেক লোক অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। রামমোহনের রচিত শান্তি-রসাত্মক সঙ্গীত সকল পাষাণকে বিগলিত করিয়া জগৎকে বিস্মিত করে, একথা কেনা জানে? এই সকল সঙ্গীত জগতের শান্তি-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পত্তি-রূপে চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে।

(২) সূর্য্য যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হয়, রামমোহনও সেইরূপ ভারতে অভ্যুদিত হইয়া সুদূর পশ্চিমে ইংলণ্ডে যাইয়া বৃষ্টল নগরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। রামমোহনের তিরোধান হইয়াছে বটে, কিন্তু রামমোহনের ধর্ম্মমত ও পুণ্যচরিত্র অনন্ত অমৃত ফল প্রসব করিয়া, পরিণামে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেই করিবে!

দেখিলাম ক্রমে ক্রমে হইল উদিত
কোটি পূর্ণ সুধাকর গগন-মণ্ডলে ;
উজলিল দিক্ দশ চারু দিব্যালোকে ;
ঘুচিল ধরার ক্ষুধা সুধার ক্ষরণে ;
শোভিল উদ্যান-সম মরুভূমি যত
ফুলফলে, মুঞ্জরিল শুষ্ক তরুরাজি ;
সুধার সম্ভার বহি সুমন্দ বহিল
গন্ধবহ ; মহানন্দে নাচিতে লাগিল
সাগর পর্ব্বত আর নদনদী যত ;
বিহঙ্গ পতঙ্গ রঙ্গে গাইতে লাগিল
প্রেমগীত ; দিব্য প্রেম দিব্য জ্ঞান-জ্যোতি
বিস্ফুরিল মানবের বদন-মণ্ডলে ;
নূতন জীবন লভি, নববেশ ধরি
নূতন মানবজাতি হাসিতে লাগিল
ধরাতলে, শত্রু-ভাব ভুলিল সকলে ;
নরনারী বিভূষিত পবিত্র ভূষণে
পরস্পর-কর ধরি গাইতে লাগিল
সাম্যগীত সমস্বরে দেবদেবী-রূপে।
প্রশান্ত-সাগরে আসি বিভিন্ন জাতির
রণপোত তোপধ্বনি বাদ্যধ্বনি-সহ
করিল ; পরিয়া কণ্ঠে দিব্য ফুলমালা
বীরবৃন্দ পরিতৃপ্ত প্রেম-আলিঙ্গনে।

আচম্বিতে পৃথিবীর শত শত ভাষা
হলো এক, "ভাই, ভাই" মহাশব্দ মাগো,
শুনিনু সবার মুখে প্রেমানন্দ-মাখা ;
রাজা প্রজা হলো এক, ধনী আর দীন
জ্ঞানীমূর্খ সমভাবে মত্ত ভ্রাতৃভাবে ;
সর্ব্ব-জাতি-সমন্বয়ে, উত্তরদক্ষিণ
পূরবপশ্চিম পূর্ণ প্রেম-কোলাহলে।
সুসভ্য য়ুরোপবাসী বরাঙ্গী ললনা
প্রদানিল পুষ্পমাল্য কাফ্রি-কণ্ঠ-মূলে ;
শ্বেতকৃষ্ণ, জিতজেতা, আত্মপর জ্ঞান
বিলুপ্ত হইল মাগো ধরণী-মণ্ডলে।
মন্দির মস্‌জিদ গির্জ্জা সকলি ভরিল
একস্বরে ; সপ্তস্বরা মৃদঙ্গ মন্দিরা
তুরীভেরী শঙ্খঘণ্টা উঠিল বাজিয়া
একযোগে, "জয় ব্রহ্ম !" এক মহাধ্বনি
ধ্বনিল অনন্ত কণ্ঠে অম্বর পূরিয়া।
"জয় ব্রহ্ম জয় !" রবে পূর্ণ হলো মাগো,
স্বর্গমর্ত্ত্য, দেবগণ নামিয়া ভূতলে
গাইয়া মানব সহ "জয় ব্রহ্ম জয় !"
নাচিতে লাগিলা সবে ব্রহ্মানন্দে মাতি।
দেবমানবের এই শুভ সম্মিলনে
পৃথিবীর পশুভাব—হিংসাদ্বেষ যত

গেল দূরে, স্বর্গ রাজ্য আইল জগতে।" (১)
শুনিয়া আশার কথা, ভারত-জননী
কহিলা আবেগ ভরে,—"স্বপন তোমার
হউক সফল বৎসে, বেঁচে থাক তুমি ;
স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক্ পৃথিবীতে।"

(১) মহাত্মা রামমোহন যে বিশ্বজনীন প্রেম ও উদার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, সমগ্র মানবজাতি যখন সেই ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পরিবে, তখন নরনারীর জীবনের অধিকারে সাম্য সংস্থাপিত হইবে, যথেচ্ছাচার রাজ-শাসন বিলুপ্ত হইবে, জিতজেতা ও শ্বেতকৃষ্ণে বৈরীভাব বিদূরিত হইয়া আন্তর্জ্জাতিক প্রেম ও শান্তির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবেই হইবে। যখন সমগ্র পৃথিবীতে নরনারীর কণ্ঠে এক ব্রহ্ম নাম ধ্বনিত হইবে, তখন নিশ্চয়ই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ষষ্ঠ সর্গ—ভারত-ভ্রমণ।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর পুণ্যতীর্থ-রূপে
সুবিখ্যাত, সুপ্রার্থিত ভারত-ভবনে।
পরম পবিত্র স্থান রমণীয় অতি,
নিত্য ধৌত পাদমূল সিন্ধুর সলিলে ;
সুপবিত্র সমীরণ সদা প্রবাহিত
সর্ব্ব অঙ্গে অবগাহি অম্বুধির নীরে :
অনন্ত নীলাম্বু-রাশি শোভিত সম্মুখে
সফেন তরঙ্গ-মালা শোভে তদুপরি
নব জলধর যথা অনম্বর-তলে।
বিলম্বিত দ্বীপমালা সিন্ধুর সলিলে ;
সম্মুখে সুবর্ণ লঙ্কা চন্দ্রকান্ত-সম
নীলাম্বর-কণ্ঠে দোলে মণিমালা সহ ;
কিম্বা পূর্ণ সুধাকর তারকা-শৃঙ্খলে
আবদ্ধ, উজলে যেন সুনীল গগনে।

শোভিত আদমকূট—অত্যুন্নত গিরি—
স্বভাবের কুঞ্জ-সম, আলবালরূপে
শ্যাম অঙ্গে প্রবাহিত গঙ্গা মহাবলী। (১)
কোটি নারিকেল তরু সাগর-পুলিনে
বিস্তারি সুন্দর শাখা আছে দাঁড়াইয়া ;
স্বর্গীয় বিহঙ্গ যেন স্নাত সিন্ধুনীরে
বিস্তারি বিচিত্র পক্ষ চিত্রপট-সম ;
কিম্বা কোটি তীর্থযাত্রী তীর্থনীরে যথা
করি স্নান, উর্দ্ধবাহু আছে দাঁড়াইয়া
ভক্তিভরে উর্দ্ধমুখে দেব-আরাধনে।

হেরিয়া সিংহল-শোভা বিমোহিত অতি
দেবগণ, দেবদূতে জিজ্ঞাসে অমনি,—
"এ কোন্ দয়িত ভূমি কহ দেবদূত ?
নাহি হেন রম্যস্থান ত্রিদিব-মাঝারে।"
উত্তরিলা দেবদূত,—"কবি-কুঞ্জবনে
দেবের পূজিত যিনি আদি কবি, সেই
ভূদেব বাল্মীকি মুনি দৈবশক্তি-বশে
রচিলা অদ্ভুত কাব্য কল্পতরু-সম
রামায়ণ, কাঁদাইলা সমগ্র ভারতে
অনন্ত করুণরসে যুগ যুগ ভরি।

(১) আদমকূট (Adamspeak) নামক পর্ব্বতশৃঙ্গ ও মহাবলী-গঙ্গা নাম্নী নদী সিংহলের পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী
বর্ণিত সে রামায়ণে সুবর্ণ-অক্ষরে ;
সতীত্ব রূপিণী সীতা, পতিব্রতা কুলে
অতুল অমূল্য রত্ন ; রত্নাকরে বাঁধি
এই সেতু, উদ্ধারিলা সেই জানকীরে
রামচন্দ্র ধর্ম্মশীল বীর-চূড়ামণি।
সেই মহা পুণ্যফলে পুণ্যতীর্থ-রূপে
সেতুবন্ধ রামেশ্বর বিখ্যাত ভুবনে।"
শুনিয়া সীতার নাম চমকি কহিলা
ইচ্ছাদেবী,—"দেবদূত কোন্ সীতা কহ ?
দেবতার পূজ্যা যেই পতিব্রতা সতী,
শিখাইতে পতিভক্তি দেববালা-দলে
নিয়োজিলা ধর্ম্মরাজ আপনি যাঁহারে
ত্রিদিবে, ত্রিদশ যাঁর সুযশে পূরিত.
একি সেই সীতা দেবী সতীত্ব-রূপিণী ?
সত্য যদি, কহ শুনি, কহ কি বিপদে
উদ্ধারিলা সে সীতায় রাম গুণমণি ?"
উত্তরিলা দেবদূত,—"ধন্য আজি আমি,
সার্থক জনম মম, পবিত্র রসনা ;
রামসীতা-পুণ্যকথা দেবের বাঞ্ছিত
কহিব অধম আমি দেবগণে আজি !
বিখ্যাত কোশল রাজ্য আর্য্যাবর্ত্ত-মাঝে,

মহাবীর্য্য সূর্য্যবংশ শাসিলা তাহারে ;
সেই বংশ-অবতংস দশরথ রাজা,
রামচন্দ্র পুত্র তাঁর তপন-সমান
মহাতেজা, মহাবীর মহাধর্ম্মমতি।
পিতৃসত্য পালিবারে হলে বনবাসী
রামচন্দ্র, সীতাদেবী পতিগত-প্রাণা।
ধরিয়া বল্কলজটা ভ্রমিলেন বনে
পতিসহ, সঙ্গে করি দেবর লক্ষ্মণে।
মহাবল-পরাক্রান্ত লঙ্কা-অধিপতি
দশানন, ভগ্নী তার শূর্পনখা নামে
পাপিনী রাক্ষসী, করে পাপ-অভিলাষ
শ্রীরামলক্ষ্মণ-সহ ! কাটিল লক্ষ্মণ
নাসাকর্ণ ভগিনীর ; সেই অপমান
শোধিবারে লঙ্কাপতি পঞ্চবটী বনে
তপস্বীর বেশ ধরি হরিল সীতারে।
বাঁধিয়া সাগরে সেতু মহাযুদ্ধ করি
সবংশে রাবণে নাশি, রাঘব সীতারে
উদ্ধারিয়া গেলা শেষে অযোধ্যা-ভবনে।
বাজিল বিষম যুদ্ধ অসতীর পাপে,
মজিল সোণার লঙ্কা সতীর সন্তাপে !"

এত কহি দেবদূত দেবদূতী সহ
বন্দি বৃন্দারকগণে উদ্দেশে নমিলা

রামসীতা-পদাম্বুজে ভক্তিরসে গলি।
জিজ্ঞাসিলা জ্ঞানদেব,—"কহ দূত শুনি,
অতল সাগরে সেতু কেমনে বাঁধিলা ?"
উত্তরিলা দেবদূত,—"অধম মানব
কেমনে বুঝিব দেব, দেবতার লীলা ?
নরদেব রামচন্দ্র, নরদেব সেই
ভক্তিবলে ইচ্ছাশক্তি লভে যে এলোকে। (১)
ইচ্ছাময় ধাতা দেব, ইচ্ছায় রচিলা
অদ্ভুত বিচিত্র বিশ্ব ; যে ইচ্ছা হইতে

(১) সাগরে সেতুবন্ধন-রূপ কথা মহাকবি বাল্মীকির এক মহতী কল্পনা বই নহে। যে বিশ্ববিমোহিনী কাব্যশক্তি সুগ্রীব হনুমানাদি সৃষ্টি করিয়াছে, সেই শক্তিই এই সেতুবন্ধন-ব্যাপারকেও প্রকৃত ঘটনা-রূপে জনসমাজের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিয়াছে। ভক্তি-মাহাত্ম্য ও ভক্তিলব্ধ ইচ্ছাশক্তির মহিমা বর্ণন করিবার জন্যই সেতুবন্ধের উল্লেখ করা গিয়াছে। ভক্তিযোগে যখন মানুষের ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইতে থাকে, তখন মানুষ অসাধ্য-সাধন করিতে পারে। কেবল কাব্য বা অস্মদ্দেশীয় পুরাণাদিতেই যে ভক্তি ও ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতার এইরূপ বর্ণনা আছে তাহা নহে। যোগশাস্ত্র এবং বাইবেলাদি বিদেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রেও পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে যে, ভক্ত মহাপুরুষেরা ভক্তিযোগ দ্বারা এরূপ ইচ্ছাশক্তি লাভ করিতেন যে, তদ্দ্বারা বিবিধ প্রকারের অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া তাঁহারা জনসমাজের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন।

গিরিসিন্ধু সমুত্থিত, সে ইচ্ছার ফলে
প্রস্ফুটে কুসুমকলি ; ব্রহ্মাণ্ড বিশাল
ইচ্ছার বিকাশ মাত্র ; ইচ্ছাময় যিনি,
হইলে তাঁহার ইচ্ছা, ভক্তের কল্যাণে
সকলি সম্ভবে ভবে ; শুনিয়াছি দেব,
সাগরে ভাসিল শীলা, বনের বানরে
বাঁধিল এ মহাসেতু সীতা উদ্ধারিতে ;
সত্যমিথ্যা নাহি জানি, শুনেছি পুরাণে।"
ভক্তির মাহাত্ম্য আর ইচ্ছাশক্তি-কথা
শুনিয়া ত্রিদেব তারে কহিলা অমনি,—
"ধন্য পুণ্যবান তুমি মানব-মণ্ডলে !"

সিন্ধুশোভা স্বর্ণলঙ্কা রাখিয়া পশ্চাতে
চলিলেন দেবগণ ভারত-ভ্রমণে।
সম্মুখে সুন্দর গিরি সুনীল জলদ-
সদৃশ, শোভিত অতি অন্তরীক্ষ তলে ;
ঠিক যেন নীলাম্বর নিকুঞ্জ-নিবাসে
সুনিদ্রিত গোকুলের শ্যামল প্রান্তরে। (১)
অদূরে সুন্দর দেশ, বিন্ধ্যাচল যার
শিরোশোভা, অঙ্গে বহে কল কল নাদে
কৃষ্ণা, গোদাবরী আর নর্ম্মদা কাবেরী।

(১) দক্ষিণ দিক্ হইতে অনতিদূরে নীলগিরি পর্ব্বত অন্তরীক্ষ তলে সুনীল জলধরের মতই দেখিতে পাওয়া যায়।

নিভৃত উদ্যান-সম শোভিছে নগরী
উজ্জয়িনী, কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিতেছে তার
কবিতার প্রতিধ্বনি কোকিল-কূজনে।
ধন্য কবি কালিদাস ভারত-রতন
নবরত্ন-চূড়ামণি কাব্য-কলানিধি,
কল্পনা কবিত্ব যার মোহিয়া মেদিনী
জীমূত বাহনরূপে বহে অনম্বরে! (১)
নিষ্প্রভ নক্ষত্রসম প্রভাত-আকাশে
উজ্জয়িনী, সমুজ্জ্বল করেছিল যারে
প্রদীপ্ত আদিত্যসম বিপুল বিক্রমে
ভূপতি বিক্রমাদিত্য, কালিদাস কবি ;
যাদের সুকীর্ত্তিরাশি অবিনাশী লোকে,
কালের করাল গ্রাসে লুপ্ত নহে কভু।
বামে উজ্জয়িনী আর শোভিছে দক্ষিণে
বিন্ধ্যবাসিনীর পুরী বিন্ধ্যাচল-পরে।
দেবগণে সম্বোধিয়া দেবদূত কহে,—
"দৈত্যদল দলিবারে বিন্ধ্যাচলাশ্রমে
হইলা মোহিনীমূর্ত্তি নবীনা যুবতী
মহাশক্তি, ভক্তমুখে বর্ণিত পুরাণে ;

(১) কালিদাস-প্রণীত মেঘদূত কাব্যে নির্ব্বাসিত গন্ধর্ব্ব মেঘকে দূত নির্ব্বাচন করিয়া, প্রণয়িনীর উদ্দেশে আক্ষেপোক্তি করিয়াছিল। মেঘদূতের কবিত্ব ও কল্পনাতে জগৎ মোহিত, সন্দেহ নাই।

শুম্ভ নিশুম্ভ ভীষণ, রক্তবীর্য্য, যার
পড়ি রক্তবিন্দু এক ভূতলে, ধরিয়া
কোটি রক্তবীর্য্য-বেশ যুঝিল সমরে,
শক্তিহস্তে হত সবে এই বিন্ধ্যাচলে।”(১)
রক্তবীর্য্য-কথা শুনি বিস্ময়ে কহিলা
দেবগণ,—“দেবদূত, অদ্ভুত কাহিনী—
রক্ত-বীর্য্য-জন্মকথা—পারি না বুঝিতে।”
উত্তরিলা দেবদূত,—“বিজ্ঞজন-মুখে
শুনিয়াছি, দেবীযুদ্ধ-কল্পনার ছলে
মানবের দেবভাব আসুরিক ভাবে
সংগ্রাম, বর্ণিত হেন আহবের বেশে।
অকৃত মনের পাপ থাকে যদি মনে,
না ধরে ভীষণ বেশ, কিন্তু অনুষ্ঠানে
একবার, অগণিত দৈত্যরূপ ধরে;

(১) পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, একবার শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুই দৈত্য মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়া পৃথিবীতে নানাপ্রকার অত্যাচার ও ধর্ম্মহানি করিতে লাগিল। তখন মহাশক্তি পরম সুন্দরী নবীনা যুবতীর বেশ ধারণ করিয়া বিন্ধ্যাচলে প্রকাশিত হইলেন। দৈত্যগণ পাপমোহে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য, অগ্রে ধূম্রলোচন ও রক্তবীর্য্য প্রভৃতি দৈত্যসেনাদিগকে পাঠাইলে, তাহারা নিহত হইলে, আপনারাও যাইয়া যুদ্ধ করিয়া দেবীর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধকে সচরাচর দেবী-যুদ্ধ কহে।

জগতে পাপের বীজ রক্তবীর্য্য-সম। (১)
বিন্ধ্যাচল পরিহরি পশিলা আনন্দে
দেবগণ আর্য্যাবর্ত্তে, আর্য্য-কীর্ত্তি-রাশি
করেছে বিচিত্র যারে চিত্রপট-সম।
পশ্চিমে ব্রহ্মর্ষিদেশ পঞ্চনদ যার
কণ্ঠভূষা, পূর্ব্বে বঙ্গ ব্রহ্মপুত্র তটে ;
উত্তরে নগেন্দ্র শোভে দেবদুর্গরূপে,
ভূতলে বাহিত গঙ্গা, যমুনা, গোমতী
প্রশস্ত পরিখা-সম দুর্গের প্রাকারে।
পূর্ব্বদিকে দেবগণ দেখিলা পুলকে
প্রকাণ্ড নগর এক ভাগিরথী-তটে ;
অদূরে দক্ষিণে তার সুন্দর মন্দির
সুদূর অম্বর ভেদি গাম্ভীর্য্য বিস্তারি
বিরাজিত, সুনির্ম্মিত গিরিচূড়া-সম।
জিজ্ঞাসিলা দেবদূতে ত্রিদেব তখনি,—

(১) পাপ যতকাল মানুষের মনে থাকে, ততকাল উহার পোষণ কারীকেই ক্লেশ দান করে। কিন্তু সেই পাপ একবার অনুষ্ঠিত হইলে, অনুষ্ঠানকারীর পাপ-প্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী হয়, লজ্জাভয়ের শাসন শিথিল হইয়া যায়, এক পাপ গোপন করিতে যাইয়া পাপাচারীকে বহু পাপের পথ অবলম্বন করিতে হয়, আর পাপানুষ্ঠানের কুদৃষ্টান্তে অপর লোক পাপেলুব্ধ রয় ; এইরূপেই, পাপ অনুষ্ঠিত হইলেই রক্ত-বীর্য্যের জন্মের মত অসংখ্য পাপের উৎপাদন করিয়া থাকে।

"এ কোন্ নগর দূত, অদূরে দক্ষিণে
কাহার মন্দির ঐ গগনবিদারী ?"
উত্তরিলা দেবদূত,—"ভাগিরথী-তটে
ঐ সে পাটলিপুত্র, প্রতিষ্ঠিলা যারে (১)
বলভদ্র, মহাবল নন্দ-বংশ শেষে
করিলা বিপুল যশে বিখ্যাত ভুবনে ;
চাণক্য পণ্ডিত, যার বুদ্ধির চাতুরী
ইন্দ্রজাল-সম লোকে করে চমকিত,
ছিলা এ পাটলিপুত্রে রাজমন্ত্রীরূপে,
বক্রবুদ্ধি শুক্রাচার্য্য দৈত্যপুরে যথা। (২)
ঐ যে মন্দির হেরি গগনবিদারী,
পরম পবিত্র উহা, বুদ্ধগয়া নামে
পুণ্যতীর্থে প্রতিষ্ঠিত, মহাবুদ্ধ সেই
শাক্যমুনি দিব্য-জ্ঞান লভিলা যেখানে,
মগধের মহাশক্তি অশোক ভূপতি

(১) কথিত আছে, পাটলি-পুত্র নগর রোহিণীনন্দন বলরাম কর্ত্তৃক সংস্থাপিত।

(২) চাণক্য পণ্ডিতের বুদ্ধিবলেই চন্দ্রগুপ্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগকে সংহার করিয়া নন্দবংশের রাজ-সিংহাসন অধিকার করেন। হিন্দুপুরাণে বৃহস্পতি দেবতাদিগের, এবং শুক্রাচার্য্য দৈত্যাদিগের গুরুরূপে বর্ণিত। কথিত আছে, শুক্রাচার্য্য কাণা ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন উপদেষ্টা বটেন।

স্থাপিলা মন্দির তথা ভক্তি-স্তম্ভরূপে। (১)
—"তত্ত্বজ্ঞানে মত্ত যিনি পরম বৈরাগী
ত্রিদিবে, সিদ্ধার্থ নামে সবার পূজিত,
একি সেই শাক্য মুনি, দেবদূত কহ?"
জিজ্ঞাসিলা দেবগণ। দেবদূত কহে,—
"এই সেই শাক্যমুনি, জন্মি রাজকুলে
রাজপুত্র রাজ্যধন ত্যজিলেন যিনি ;
রোগশোকজরামৃত্যু, জীবের যাতনা
ঘুচাইতে ধরিলেন ভিখারীর বেশ
সর্ব্বত্যাগী, শিখাইলা এ হিংস্র জগতে
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম,' শান্তির সাধনা,
নিষ্কাম নিবৃত্তিপন্থা প্রচারি জগতে।
যেখানে সিদ্ধার্থদেব বসি যোগধ্যানে
লভিলেন তত্ত্ব-জ্ঞান, স্থাপিত সেখানে
এ মন্দির নিবৃত্তির জয়-স্তম্ভরূপে।'
'অহিংসা' 'নিবৃত্তি' কথা শুনি পুলকিত
জ্ঞানদেব, কহিলেন দেবদূত প্রতি,—
"ধন্য শাক্যসিংহ, আর ধন্য ধরাতলে

(১) মগধের মহাবল-পরাক্রান্ত সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের বিপুল প্রচার করেন ; তাঁহার সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মের চরম উন্নতি সাধিত হয় ; বুদ্ধগয়াতে তিনিই ঐ মহামন্দির স্থাপিত করেন।

শিক্ষা তাঁর, সত্য ধর্ম্ম শিখাইলা লোকে!"
প্রতিবাদি ভাবদেব কহিলা অমনি,—
"নিবৃত্তি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, নিশ্চেষ্টতা যার
ফলমাত্র, (কর্ম্মকাণ্ড ধর্ম্মের সোপান)
প্রেম-ভক্তি সুখ-শান্তি নাহি কিছু তাতে।"
আদেশিলা ইচ্ছাদেবী দেবদূতী-প্রতি,—
"প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম আমাসবাকারে
কহ এবে দেবদূতি ধর্ম্মশীলা তুমি।"
সবিনয়ে করযোড়ে কহিলা তখন
দেবদূতী,—"ধর্ম্ম-তত্ত্ব দাসীর অজ্ঞাত ;—
শুনিয়াছি সাধু-মুখে, মানব-অন্তরে
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই একত্র নিহিত ;
শান্তিই পরম লক্ষ্য জীবনের পথে
ধর্ম্মের চরম ফল, সে ফল লভিতে
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই উপলক্ষ বটে।
কেবলি প্রবৃত্তি-পথে হ'লে প্রবাহিত
মানবপ্রকৃতি, হয় সুখ-অভিলাষী
কর্ম্মকাণ্ড-অনুষ্ঠান-আড়ম্বরে রত,
বাসনার পরবশ বৈরাগ্য-বিহীন,
ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম পারে না বুঝিতে ;
কেবলি নিবৃত্তিপথে নিয়ত যে জন
চালিত, নির্ব্বাণ-সুখমোহে মুগ্ধ যেবা,

চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ তার ; নহে বিকশিত
প্রেমভক্তি, হৃদিগ্রন্থি নহে ছিন্ন যার,
ভ্রান্ত সেই, নিষ্ক্রিয়তা শান্তি নহে কভু।
প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-পথে যে করে সাধনা
একযোগে, কার্য্যশীল সুখস্পৃহাহীন
হয় সেই, ধর্ম্ম নিজে শান্তিরূপ ধরি
অযাচিত নিত্য সুখ যোগায় তাঁহারে ;
কেবল ধর্ম্মের তরে ধর্ম্মের সাধন
পবিত্র নিষ্কাম ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম লোকে। (১)
বালক ব্যায়াম-রত নাহি করে যথা
শ্রমবোধ, ভুঞ্জে সুখ অযাচিতরূপে ;
তেমতি নিষ্কাম-ধর্ম্মী পুণ্যকার্য্যে কভু
নহে ক্লান্ত, অযাচিত শান্তি সুখে সুখী।"
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা দেবদূতী-মুখে

(১) সম্ভোগ ও সেবা প্রবৃত্তির ফল, বৈরাগ্য ও নিষ্ক্রিয়তা নিবৃত্তির ফল। কেবল প্রবৃত্তি পথে চলিতে গেলে বৈরাগ্যবিহীন ও সুখাভিলাষী হইতে হয়। সেইরূপ আবার কেবল নিবৃত্তিপথে চলিলেও মানুষের চিত্তবৃত্তির বিকাশ হয় না, মানুষ নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন হইয়া পড়ে। অতএব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় পন্থাই একযোগে অবলম্বন করিতে হয়। প্রবৃত্তি দ্বারা কার্য্যশীলতা এবং নিবৃত্তি দ্বারা নিস্পৃহা সাধন করিলেই মানুষ নিষ্কাম ধর্ম্মের আচরণ করিয়া নিত্য শান্তির অধিকারী হইতে পারে।

আনন্দিত দেবগণ আশীষিলা তারে;—
"প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত তুমি,
ধন্য সাধ্বি! স্বামীসহ রহ নিত্য সুখে
নিত্যধামে, সত্য ধর্ম্ম আনন্দে আচরি।"
বহিয়া গঙ্গার অঙ্গ আইলা ত্রিদেব
অতিক্রমি বারাণসী যমুনা-সঙ্গমে।
জাহ্নবী-যমুনা-স্রোত এক সঙ্গে বহে
শ্যামাঙ্গীর কম কণ্ঠে হেমহার যেন
নীলকান্ত মণিদামে খচিত, অথবা
সুশুভ্র জলদজাল নীলাকাশে যথা।
প্রসিদ্ধ প্রয়াগধাম পুণ্যতীর্থরূপে
প্রতিষ্ঠিত, পুণ্যতোয় পবিত্র সঙ্গমে।
সহস্র মানব বসি মুণ্ডিত মস্তকে
করিতেছে পিণ্ডদান ভাগিরথী-তটে,
ভক্তিভরে পড়ি মন্ত্র গদগদ স্বরে।
শুনিয়া সে মন্ত্রধ্বনি কহিলা তখন
ত্রিদেব,—"হে দেবদূত, কহ আমাসবে-
একি অনুষ্ঠানে রত মানব এখানে?"
উত্তরিলা দেবদূত,—"পরলোকগত
পিতৃগণ-তৃপ্তি-হেতু পিণ্ডদানে রত
নরনারী পুণ্যপ্রার্থী ভাগিরথী-তটে।"
ঈষৎ হাসিয়া দূতে কহিতে লাগিলা

জ্ঞানদেব,—“দেবদূত, অদ্ভুত এ কথা !
প্রাণাত্যয়ে ভূতদেহ মিশে ভূতসহ,
আত্মা যায় লোকান্তরে ; ভাগিরথী-নীরে
কার তৃপ্তি হবে কহ ? এই মন্ত্রধ্বনি,
এই স্তোত্র, এ প্রার্থনা কে আর শুনিবে ?
সামান্য সঙ্গীত-ধ্বনি করিলে ভূতলে,
হয় কিহে প্রতিধ্বনি চন্দ্রলোকে তার
কখনো ? জ্বালিলে বহ্নি অজ্ঞাত কুটীরে
জনমে উত্তাপ কিহে অচল-শিখরে
দেশান্তরে ? ভ্রান্তি কিছু নাহি ইহা-সম ;
মৃতের মঙ্গল কভু লোকায়ত্ত নহে।”
বিনয়ে কহিলা দূত,—“যা কহিলা দেব,
সত্য, কিন্তু পূজনীয় পূর্ব্বপিতৃগণে
স্মরিলে, করিলে পুনঃ মঙ্গলকামনা
তাসবার, সমুন্নত-চরিত্র মানব
হয় নিজে, পিণ্ডদান পণ্ডশ্রম বটে।”
এতেক কহিতে দূত, কহে সবিনয়ে
দেবদূতী,—“দেহ আর্য্য অনুমতি যদি
এ দাসীরে, কহি কথা দেবের চরণে।”
“তথাস্তু” বলিয়া দূত সস্মিত বদনে
চাহিলা পত্নীর মুখে ; সূর্য্যমুখী-সম
সূর্য্যালোকে সমুজ্জ্বল, কহিতে লাগিলা

দূত-পত্নী নিরখিয়া ইচ্ছাদেবী-প্রতি,—
"অখণ্ড তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত যথা
জড় বিশ্বে, প্রাণ-রাজ্যে অধ্যাত্ম জগতে
তেমতি প্রেমের স্রোত, নহে প্রতিহত
স্থান-কাল-ব্যবধানে ইহ-পরলোকে।
অজড় অমর আত্মা স্থান-কালাতীত
স্মৃতি আর প্রীতি-সূত্রে নিবদ্ধ নিকটে
নিত্যকাল, পর কিম্বা দূর নাহি রহে;
করিলে প্রার্থনা কেহ জীবের মঙ্গলে,
কেন না ফলিবে ফল বিধির বিধানে?
সরল নির্ম্মল আর ব্যাকুল হৃদয়ে
যে করে প্রার্থনা, তার হৃদয়-মুকুরে
ভগবৎ-কৃপা-রশ্মি আপনি পড়িয়া
প্রতিফলে পাত্রান্তরে, করে সমুজ্জ্বল
কান্তি তার, প্রাণ-রাজ্যে প্রেম-সূর্য্য ধাতা।
দেখিয়াছি, এ সংসারে পতিপ্রাণা নারী,
পুত্রগত-প্রাণ মাতা করিলে প্রার্থনা,
সাগর পর্ব্বত লঙ্ঘি পতি-পুত্র-প্রাণে
জাগে তাহা; শুনিয়াছি ভক্ত-মুখে কথা,—
ভক্তির প্রার্থনা উঠি বিদ্যুতের-বেগে
কাঁপায় ভুবনত্রয়, টলায় আসন
উপাস্যের; পবিত্র প্রেমের জয় ভবে।"

এত কহি পুণ্যশীলা নমিলা বিনয়ে
দেবগণে, ইচ্ছাদেবী দেব-দূত-প্রতি
কহিলা,—"সৌভাগ্য তব অতুল ভূতলে ;
লভিলা এহেন পত্নী মানবের কুলে
দেবের দুর্লভ ধন ধন্য ধরাতলে ;
পত্নী-সহ নিত্য সুখ ভুঞ্জ দেবলোকে।"
বিনয়ে নমিলা দূত দেবীর চরণে। (১)

(১) ইহলোক কিম্বা পরলোকবাসী কাহারও জন্য মঙ্গল-কামনা বা প্রার্থনা করিলে তাহাতে কোনই ফললাভ হয় না, অনেকেরই এরূপ ধারণা। কেহ কেহ বা এই পর্য্যন্তই স্বীকার করেন যে, ঐরূপ করিলে লোক নিজেই যাহা কিছু উন্নতচরিত্র হইতে পারে। যাহার জন্য ঐরূপ করা যায়, তাহার উহাতে কিছু লাভালাভ নাই। এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ব্যাকুল ও সরল হৃদয়ের প্রার্থনার ফল অবশ্যই ফলে। দেশকালের ব্যবধান কেবল জড় পদার্থ সম্বন্ধেই কার্য্যকারী বটে, অজড় ও অমর আত্মার পক্ষে নহে। জড়-জগতে যেমন তাড়িত বা উত্তাপ-স্রোত সকল পদার্থকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, অধ্যাত্ম রাজ্যেও সেইরূপ প্রেম-স্রোত সকল আত্মাকে একত্র আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। স্মৃতি এবং প্রীতি দ্বারা এক আত্মা অন্য আত্মার নিকট-বর্ত্তী হইয়া নির্ম্মল চিত্তে প্রার্থনা করিলে, ভগবানের কৃপার আলোতে নির্ম্মল আত্মার সেই মঙ্গল-ভাব নিশ্চয়ই অপর আত্মাতে প্রতিফলিত হইবে। সংসারে ইহার দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে। অনেক সময়ে দূরদেশগত পুত্রের অন্তরে স্নেহময়ী জননীর, এবং যুদ্ধক্ষেত্রস্থিত স্বামীর অন্তরে পতিপ্রাণা সতী নারীর প্রাণগত প্রার্থনার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে, এবং পরে তাহা সপ্রমাণও হইয়াছে।

প্রয়াগ পশ্চাতে রাখি, যমুনার পথে
অতিক্রমি অগ্রবন, মথুরা নগরে
উপনীত দেবগণ আনন্দিত মনে।
মধুর মথুরা-ধাম, অদূরে শোভিছে
বৃন্দাবন, চারিদিকে শোভিত সুন্দর
মধুবন, নিধুবন, ভাণ্ডিবন যত
নন্দন-কানন-সম যমুনা-পুলিনে।
মঞ্জুল নিকুঞ্জ-পাশে তমাল-বকুল-
কেলিকদম্বের শাখে গাইছে পঞ্চমে
পিক-যূথ পাপিয়ার কলকণ্ঠসহ ;
প্রস্ফুট-কুসুম-কোলে মধুপ করিছে
মধুর সংগীত-ধ্বনি, বহিছে মালয়
সুধার সম্ভার সদা, গোপকুল-বালা
আনন্দে করিছে কেলি কালিন্দীর জলে
মৃদুল তরঙ্গে রঙ্গে শ্যামাঙ্গ ঢালিয়া।
মনোরঙ্গে করি নৃত্য, সঙ্গে ধেনুপাল
গোপাল গাইছে গীত বাঁশির সুরবে।
শুনিয়া মধুর গীত হাসিছে ললনা
মধু-মুখে, মধুময় নদী-বক্ষ তাহে!
সকলি সুন্দর সেথা, সরল সুন্দর
নর-নারী, প্রেমানন্দে হাসিছে প্রকৃতি।
বৃন্দাবন মথুরার নিরখি মাধুরী

বিমোহিত দেবগণ, দেবদূত-প্রতি
জিজ্ঞাসিলা,—"কহ দূত, ভারত-ভবনে
একি স্থান ? প্রাণ যথা পূর্ণিত আবেশে ;
সকলি সহাস্য হেথা গৃহ কি কান্তারে।"
নিবেদিলা দেবদূত,—"এ ভারত-ভূমে
সুবিখ্যাত ব্রজভূমি, বৃন্দাবন যার
বক্ষ-শোভা, কৃষ্ণ-মাঝে সুধাংশু যেমতি।(১)
যদুবংশ-অবতংশ দৈবকী-নন্দন
মহাবীর কৃষ্ণচন্দ্র, মহাজ্ঞানীরূপে
পূজিত ভারতে যিনি, করিলেন তেঁহ
বাল্য-লীলা বৃন্দাবনে গোপকুল-সহ,
মাধুর্য্য, বাৎসল্য আর শান্তদাস্য আদি
নানারসে, যার যশে মুগ্ধ নর-নারী
অনুদিন, মক্ষি যথা মধুচক্র মাঝে ;
শ্রীদাম সুবল সখা, যশোদা জননী,
চন্দ্রাননা রাধিকার প্রেমের কাহিনী
অমৃতের উৎস-সম অক্ষয় জগতে !"
শুনিয়া কৃষ্ণের নাম কহিলা অমনি
ভাবদেব,—"শুনিয়াছি, পূজিত ভারতে
দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ অবতার-রূপে ;

(১) কথিত আছে, ব্রজভূমি চতুরশীতি ক্রোশ পরিমাণ বিস্তৃত ; বৃন্দাবন সেই ব্রজভূমির কেন্দ্রস্থান স্বরূপ।

পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র নররূপ ধরি
করিয়া অদ্ভুত লীলা, কার্য্য অলৌকিক
শত শত সম্ভজিত সমগ্র ভারতে।
একি সে কংশারি কৃষ্ণ গোকুল-বিহারী ?”
প্রতিবাদি জ্ঞানদেব কহিলা অমনি,—
“অলৌকিক কার্য্য যত বর্ণিত পুরাণে
অসত্য সকলি তাহা, ধূর্ত্তের রচনা;
আত্মমত-সমর্থনে অসমর্থ যারা
যুক্তিমার্গে, অবতার তাদেরি কল্পনা ;
ভগবদ্-বাক্যরূপে হইলে প্রচার
আত্মমত, হয় পূজ্য অজ্ঞের সমাজে।”
বিবাদ-ভঞ্জনহেতু ভনিলা তখন
ভগবতী ইচ্ছাদেবী,—“ভণ্ডের রচনা
অলৌকিক কার্য্য-কথা অসঙ্গত অতি।
সামান্য মানুষী শক্তি এ বিশ্ব-মাঝারে,
মানবের ভূত-কীর্ত্তি কর্ম্মক্ষেত্র-মাঝে
তুচ্ছ অতি, শৈশবের ধূলাখেলা-সম।
সফলা সাধনা যার, বুদ্ধি-বীর্য্য কিবা
ইচ্ছাশক্তি বলে যেবা করে এ জগতে
মহাকার্য্য, মহাশ্চর্য্য ভাবি তাই লোকে
দৈবকার্য্য বলি তারে বিস্ময়ে বাখানে।
আজি যাহা অলৌকিক মানব-সমাজে,

কে জানে লৌকিক তাহা শতবর্ষ পরে
হবে না ? রবেনা জীব এজড় জগতে
স্থূলবুদ্ধি হীনশক্তি যুগ যুগান্তরে।
অলৌকিক-কার্য্যরূপে বর্ণিত পুরাণে
যাহা কিছু, নহে তাহা অনৃত সকলি,
কিম্বা সত্য, সত্য-তত্ত্ব জানেন বিধাতা।
লোকাতীত শক্তি যদি এ মর-জগতে
লভে কেহ নর-দেহে জন্মি নর-কুলে,
পূর্ণ-ব্রহ্ম-অবতার কভু না কহিব
তাহারে ; প্রস্তর হ'তে কাচ-পাত্রে যথা
প্রতিফলে সৌরকর সমধিকরূপে,
তেমতি ব্রহ্মের শক্তি মার্জ্জিত-মানসে
সমধিক পরিব্যক্ত জড়-বুদ্ধি হ'তে ;
নর-শক্তি ব্রহ্মশক্তি-প্রতিবিম্ব বটে।
জরামৃত্যু সুখদুঃখ নিয়তির বশ
মানব, নিয়ন্তা বল হবে সে কেমনে ?
হয় কি তমসাচ্ছন্ন নিশি কি দিবসে
নিত্য দীপ্তিমান সূর্য্য গগনমণ্ডলে ?
পরব্রহ্ম পূর্ণরূপ অনন্ত অদ্বৈত
বিশ্বম্ভর বিশ্বময় পরিব্যক্ত সদা ;
স্থাবরজঙ্গমে আর উদ্ভিদ-মানবে
ব্রহ্ম-শক্তি অবতীর্ণ অনন্ত প্রভাবে,

এই ভাবে অবতার সকলি এ ভবে ;
কৃষ্ণ অবতার যদি, কংশ কেন নহে ?
ব্রহ্ম-শক্তি পূর্ণরূপে সমাচ্ছন্ন করে
সমভাবে সমকালে সমস্ত জগতে ;
ঘটাকাশ পূর্ণাকাশ নহে কভু যথা,
ব্রহ্ম-অবতার-নর অসত্য তেমতি।
স্থানকালভাবে যাহা সর্ব্বব্যাপী নহে,
পূর্ণ-ব্রহ্ম-অবতার কেমনে কহিব
তাহায় ? মানব কেহ অবতার নহে।
অখণ্ড খণ্ডিত, কিম্বা সমগ্রের সম
অংশ তার, বুদ্ধির অগম্য কথা বটে ;
একবিন্দু সিন্ধুনীর সিন্ধু কভু নহে।
যদি বল ব্রহ্ম-শক্তি রহে পূর্ণরূপে
এক স্থানে, স্থানান্তরে নহে পূর্ণ তাহা ;
একি শক্তি পূর্ণাপূর্ণ, হাস্যকর কথা।
যদি বল ব্রহ্মশক্তি রহে প্রতিষ্ঠিত
ঘটে ঘটে পূর্ণরূপে অসম্বন্ধ ভাবে,
পরিচ্ছিন্ন পূর্ণকথা অসম্ভব অতি ;
একাধিক অদ্বিতীয় কেমনে সম্ভবে ?
ব্রহ্ম-অবতার নর, ভক্তির উচ্ছ্বাসে
ভক্তের কল্পনা বটে, কভু সত্য নহে !” (১)

(১) মানবের শক্তি ব্রহ্মশক্তির প্রতিবিম্ব বই আর কিছুই নহে।

পরিহরি বৃন্দাবন, বীরেন্দ্র-ভবন
ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত বৃন্দারক আসি।
সুপ্রশস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ যমুনাপুলিনে
কৌরব-গৌরবালয় ইন্দ্রালয়সম,
বিগত বৈভব এবে বীরত্ব-বিহনে ;
মৃগেন্দ্রনিবাশ যেন মৃগেন্দ্র-নিধনে !
নাহি ভীষ্মভীমার্জ্জুন, দ্রোণ, কর্ণ আর
অশ্বত্থামা, অভিমন্যু বিক্রম-কেশরী,
যাঁহাদের বীরকীর্ত্তি, বীররসে ভাসি
গাইলা জীমূতমন্দ্রে দ্বৈপায়ন ঋষি ;
বিশ্ব-বিমোহিনী চিন্তা, সুগভীর জ্ঞান, (১)

ব্রহ্মশক্তি সমস্ত বিশ্বে সমভাবে ও সমকালে পরিব্যক্ত রহিয়াছে ; কোন জীব বা পদার্থে উহা পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত, আর কোথাও পূর্ণ-রূপে পরিব্যক্ত নহে, একথা বলা যায় না ; কেননা যাহা পূর্ণ, তাহা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদাই পূর্ণ। ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন ভিন্ন জীবে বা পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন, অথচ পূর্ণরূপে অবস্থিত, ইহাও ধারণা করা যায় না ; কেননা যাহা পূর্ণ, তাহা সর্ব্বব্যাপী এবং অদ্বিতীয়। অদ্বিতীয় ব্যতীত পূর্ণের ভাব উপলব্ধির অতীত, অপিচ একাধিক অদ্বিতীয় অসম্ভব। বস্তুত ব্রহ্মশক্তি অখণ্ডরূপে সমস্ত বিশ্বকে সমাচ্ছন্ন করিয়া আছে। ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন অনন্ত আকাশ নহে, সেইরূপ অপর পদার্থ হইতে স্বতন্ত্ররূপে কোন এক পদার্থে ব্রহ্মের পূর্ণাবস্থিতি অসম্ভব। এইরূপে যতই চিন্তা করা যায়, অবতার-বাদ কোনরূপেই প্রতিপন্ন হয় না।

(১) মহাত্মা ব্যাসের রচিত মহাভারত কাব্যে অপূর্ব্ব কল্পনা-শক্তির সঙ্গে যেরূপ অপরিসীম চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এমন

অদ্ভুত কল্পনা-শক্তি রচিল যাঁহার
বিস্ময়-ভাণ্ডারসম অতুল জগতে,
অক্ষয় ভারত-কাব্য ভারতমাঝারে।
ধন্য দ্বৈপায়ন কবি, জ্ঞানের গরিমা
ধন্য তার, কাব্যশক্তি ধন্য ধরাতলে !
তুলি সুগভীর ধ্বনি গাইলা জগতে
অধর্ম্মের পরাজয়, প্রতিধ্বনিচ্ছলে
"যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ !" গাইল সকলে।
পরিহরি ইন্দ্রপ্রস্থ উপনীত সবে
হরিদ্বার মহাতীর্থে, মহাবেগে যথা
দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা, (কৃষাঙ্গী কামিনী
স্বজন-বিরহে যথা ধায় পরবাসে)
মহোল্লাসে, উনমত্ত সাগর-সঙ্গমে।
বিশাল-উন্নত-বপু-বীরবর-পদে
সুশুভ্র প্রসূন-হার শোভয়ে যেমতি,
তেমতি শোভিছে গঙ্গা হিমগিরি-মূলে ;
দুকূলে প্রান্তরে শোভে সুশ্যাম সুন্দর
তরুলতা কমনীয় কেলি-কুঞ্জসম ;
বিহঙ্গ অজ্ঞাতনাম করে অবিরত
নিত্য নব নব ধ্বনি নিভৃত কন্দরে ;

আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতে ধর্ম্মের জয় ও বহুল ধর্ম্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

বাহিত প্রস্তরখণ্ড ভাগিরথী-স্রোতে
ইতস্ততঃ, ফেণরাশি কাহারো উপরে,
অর্দ্ধনিমজ্জিত কেহ, করে যেন কেলি
আনন্দে করভকুল নির্ম্মল সলিলে।
মহাতীর্থ হরিদ্বার, এই কথা শুনি
সুধাইলা দেবগণ দেবদূত-প্রতি,—
"কহ দূত, জ্ঞানী তুমি, তীর্থ কারে বলে,
তীর্থের মহিমা হেন কেন ধরাতলে?"
বিনয়ে কহিলা দূত দেবতার আগে,—
"মানবের মহাকীর্ত্তি, দেবতার লীলা
ইতিহাসে উক্ত কিম্বা কল্পিত পুরাণে
যেই স্থানে, কিম্বা যথা সুন্দর প্রকৃতি
শান্তিরসে পরিপূর্ণ, সাধনার তরে
সাধু-সমাগম যথা, প্রিয়স্থান সেই
তীর্থ নামে অভিহিত হয় এই লোকে।
সরল-বিশ্বাসে লোক গেলে তীর্থবাসে,
সাধুসঙ্গ-ভাবযোগ-প্রকৃতিপ্রভাবে
লভে পুণ্য, সাধুভাব বিকাশে অন্তরে। (১)

(১) তীর্থস্থান দর্শন বা স্পর্শ করিলেই পুণ্যলাভ হয় না। যে স্থানে প্রকৃতি শান্তিরসের উদ্দীপক ও সাধনার অনুকূল, সেই স্থান, অথবা মহাপুরুষেরা যেস্থানে পুণ্যকার্য্য করিয়াছেন, বা পুরাণে যেখানে দেবলীলা কল্পিত হইয়াছে, সরল বিশ্বাসে পুণ্যের প্রত্যাশা করিয়া

মলিন মানস যার মত্ত পাপাচারে
পাপাসক্ত, তীর্থবাসে পুণ্যের প্রত্যাশা
নাহি তার ; পশে যদি কুসুমকাননে
বায়স দূরীত-ভোজী, পারে কি লভিতে
কপোত-স্বভাব সেহ স্থানগুণে কভু ?
না হইলে চিত্তশুদ্ধি, তীর্থপর্য্যটনে
নাহি ফল, গঙ্গাজলে ভাসমান শব
স্ফীতোদর পূতিগন্ধ নাহি পরিহরে।
বড় দুঃখ, ধরামাঝে মানবের দোষে
পুণ্যতীর্থ কলঙ্কিত পাপ-অভিনয়ে ;
পরিণত ধর্ম্ম হায়, ব্যবসায়রূপে !
মানব বণিকবেশে অপরের তরে
ধর্ম্মের বিপনি সদা রাখে সাজাইয়া,
আপনি অধর্ম্মচারী, মোদক যেমতি
মিষ্টান্নে বিমুখ অতি ! হলে ব্যবসায়ী
ধর্ম্মাচার্য্য ধর্ম্মধ্বজী রত ভ্রষ্টাচারে,
পুণ্যতীর্থ পরিণত হয় পাপাগারে !”
তীর্থ-কথা শুনি তুষ্ট দেবগণ অতি
চলিলা উত্তরমুখে ; অদূরে শোভিত

কেহ সেইস্থানে গেলে, ভাবযোগে ও সাধু-সঙ্গ-গুণে অথবা প্রকৃতির প্রভাবে মনের সাধুভাব বর্দ্ধিত করিয়া পুণ্যবান হইতে পারে। ইহাই তীর্থের উপকারিতা।

হিমাদ্রির অঙ্কে দেশ রমণীয় বেশে ;
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বে শোভে স্তরে স্তরে
তুহিন-স্তবক-মালা ফুলমালা-সম ;
প্রবাহিত স্রোতস্বতী উপত্যকাভূমে,
সুন্দর গন্ধর্ব্ব-দেশ, সানন্দঅন্তরে
পশিলেন দেবগণ সেই রম্য দেশে। (১)

(১) ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীরকেই গন্ধর্ব্বদেশ আখ্যা দেওয়া গেল। মহাভারতাদি প্রাচীন কাব্যে গন্ধর্ব্বদেশের যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহাতে কাশ্মীর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশকেই বুঝায়

সপ্তম সর্গ—আবেদন।

মন্দাকিনী-তটে শোভে চিত্রপটসম
অশোক-কানন রম্য কনকরচিত ;
সুশ্যামল তরুরাজি, হাসে তার কোলে
হেমলতা হেমপ্রভা কোমলতাময়ী ;
কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জে অলি সুবর্ণ মুকুলে।
প্রবাহিত মন্দাকিনী কপোত-কল্লোলে
মৃদুগতি, অবিরত পূরে প্রতিধ্বনি
কনক-কানন-কুঞ্জ মধুর সংগীতে।
নিবিড় পল্লবতলে নাচে তালে তালে
শারিশুক উনমত্ত সুপবিত্র প্রেমে,
সুরবালা প্রেমগীত করতালিযোগে
গায় যবে বিধুমুখে মধু বরষিয়া !
প্রকাণ্ড প্রান্তর-পার্শ্বে উদ্যানমাঝারে
কনককুটির চারু রতনখচিত ;

প্রশস্ত প্রাঙ্গনমাঝে শোভে সারি সারি
হৈম মঞ্চ, দেববালা নিত্য আসে সেথা
পতিভক্তি-শিক্ষাহেতু মৈথিলীর মুখে। (১)
প্রাঙ্গনের পূর্ব্ব প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত সেথা
প্রকৃতিপুরুষ-মূর্ত্তি পরম সুন্দর
প্রভাময়, জ্ঞানপ্রেম স্ফূরিত নয়নে
সাহস-সামর্থ্য-স্নেহ-সহিষ্ণুতাসহ ;
শোভিত দক্ষিণ করে দীপ্তিময় অসি,
বাম করে সুধাভাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড মোহিত
হেরি সে যুগল ভাব, পুরুষরমণী
এক সঙ্গে এক অঙ্গে অভিন্নমূরতি !
নিরখিলে বামভাগে, বরাঙ্গে বিকাশে
মাতৃভাব, জগদ্ধাত্রী করুণারূপিণী
করেন সস্নেহ দৃষ্টি সুধাবৃষ্টিসম ;
চাহিলে দক্ষিণ অঙ্গে, অপাঙ্গে বিস্ফূরে

(১) দশানন কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া সীতাদেবী অশোকবনে রক্ষিতা হইয়াছিলেন ; সেই স্থানেই অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিতা হইয়া তিনি দেবদুর্লভ সতীত্বের পরীক্ষা দান করিয়াছিলেন। এজন্য মানব-লীলা সম্বরণের পরে, স্বর্গে কনকঅশোকবনে তাঁহার অবস্থিতির কল্পনা যুক্তিযুক্তই বটে। স্থানান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সীতা-দেবী দেবলোকে দেববালিকাদিগকে সতীত্বধর্ম্ম শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দৃঢ়তা, অভয়দাতা গম্ভীরমূরতি
বিতরেন বরাভয় দুর্ব্বল মানসে।
এক দেহে যুগ্মরূপ অপূর্ব্বমূরতি
সিংহাসনে, প্রেমসিংহ সুশুভ্র শোভন
সুবিনীত পদতলে, অদূরে পতিত
নিহত নিস্পন্দ কাম ছাগরূপ ধরি।
অদূরে দক্ষিণে বামে শোভে চিত্রপটে
যুগল দম্পতিরূপ অপরূপ বেশে ;—
অঙ্কিত প্রথম পটে পতির পশ্চাতে
ভয়ে ভীতা পত্নী অতি, ভীষণ শার্দ্দূল
সন্তাড়িতা; পতি তার বাম করে ধরি
অঙ্কে তারে, নিরাতঙ্কে উৎপাটনে রত
শার্দ্দূল-রসনা বলে বামেতর করে ;
হাস্যমুখী বিধুমুখী হেরি বীরপণা
পতির, পতিত ব্যাঘ্র পতি-পদতলে ;
দূরগত ভয়, মুখে আনন্দের রেখা
চলন্ত মেঘের তলে ইন্দুরেখাসম !
চিত্রিত দ্বিতীয় চিত্রে সাবিত্রী-সুষমা
পত্নী এক ; পতি তার ভুজঙ্গদংশনে
মৃতপ্রায়, বক্ষে ধরি পতির মস্তক
স্নেহময়ী চুম্বিছেন ললাটে কপোলে।
ঘুচিছে দংশনচিহ্ন, ঘুচিছে বেদনা,

স্বস্থ প্রাণ,প্রফুল্লতা স্ফূরিছে বদনে,
বিশুষ্ক কুসুম যথা শিশির-সম্পাতে
প্রভাতে, পতির মুখ শোভিছে তেমতি। (১)
নিবসেন সীতাদেবী পরম হরষে
কনক-অশোক-বনে, সঙ্গে রঘুমণি
রামচন্দ্র, চন্দ্র যথা রোহিণী-সকাশে।
পত্নীব্রত রামভদ্র সানন্দঅন্তরে

(১) প্রকৃতিপুরুষমূর্ত্তি দ্বারা দাম্পত্যধর্ম্ম বা পতিপত্নীর একত্বসাধন প্রদর্শন করা হইল। এজগতে পুরুষ একার্দ্ধ, ও রমণী মনুষ্যত্বের অপরার্দ্ধসদৃশ। সাহসও সামর্থ্য প্রভৃতি কতকগুলি গুণের বিশেষত্ব পুরুষার্দ্ধে, এবং কোমলতা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণের বিশেষত্ব অপরার্দ্ধে আছে। পতি পত্নীকে ভয়বিপদ হইতে, এবং পত্নী পতিকে দুঃখদুর্ভাবনা হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপে প্রেমযোগে একত্ব সাধন করিতে করিতে যখন পতিপত্নী অভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, তখনই দম্পতির চরিত্রে ভগবানের স্নেহময়ী মাতৃভাব ও অভয়দাতা পিতৃভাব একযোগে পরিব্যক্ত হইতে থাকে। দাম্পত্য প্রেমের সেই উন্নত অবস্থাতে মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি মৃত হইয়া যায়, এবং প্রেম জিতেন্দ্রিয়বেশে হাস্য করিতে থাকে। এইজন্য প্রকৃতিপুরুষমূর্ত্তিকে পবিত্র ও সুন্দর প্রেমসিংহের পৃষ্ঠে আসীন করা গিয়াছে, এবং ছাগরূপী কামকে মৃত ও নিস্পন্দ অবস্থায় পদতলে পতিত রাখা গিয়াছে। প্রকৃতিপুরুষ-মূর্ত্তির বামাঙ্গে নারীভাব ও দক্ষিণাঙ্গে পুরুষভাব পরিব্যক্ত হইতেছে। এই উভয় ভাবের সম্মিলনেই মান জীবনের সৌন্দর্য্য ও সফলতা।

পত্নীসহ রঙ্গে রত, কভু জটাধারী
ভিখারী, ভূষিত কভু রাজ-আভরণে;
সীতা-নির্ব্বাসন-কথা স্মরিয়া কভু বা
বিষাদবিদগ্ধ অতি, সজল নয়নে
মাগিছেন পরিহার পত্নীর চরণে;
সতীত্বরূপিণী সীতা পতিগতপ্রাণা
পতি-পরিতোষহেতু ধরেন উরসে
পতিপদ, প্রেমাবেশে চুম্বেন ললাটে।
 এক দিন সমাগত সীতার ভবনে
শত শত দেবনারী; উজলিল রূপে
দিক দশ, দীপ্তিময়ী তারাবলী যথা
সমুদিল ক্রমে ক্রমে নীল নভোস্থলে;
কিম্বা যথা পুষ্পদাম ফুটিল প্রভাতে
সরসে, রূপের প্রভা ভাতিল আকাশে
সহসা। সহাস্যমুখে সম্বর্দ্ধিলা সবে
সীতাদেবী স্বামীসহ যথাযোগ্যরূপে।
ভারত-নারীর দুঃখে ব্যথিত মরমে
দেবলোকে দেববালা, সীতার আশ্রমে
করিলা বিপুল সভা; আইলা আপনি
প্রীতি দেবী পরহিত-ব্রত-পরায়ণা
সভাপতি রূপে শত সহচরীসহ। (১)

(১) নরপতি, যূথপতি এবং সভাপতি প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীপুরুষ

অগণ্য ভারত-কন্যা ধন্যা ধরাতলে,
জ্ঞান-ধর্ম্ম-কর্ম্মগুণে অগ্রগণ্য যারা
লোকান্তরে দেবলোকে দেবতার দলে,
আইলা সে সভাস্থলে ; আশার সুহাসি
ভাতিছে নয়নকোণে, বহিছে প্রবল
উৎসাহ-তরঙ্গরঙ্গ বদনমণ্ডলে।
অপূর্ব্ব সভার শোভা কে পারে বর্ণিতে
এক মুখে ? মহানদী মৃদুল পবনে
অনন্ত-তরঙ্গ-রঙ্গে ধায় যথা বেগে
সুধাকর-করতলে, তেমতি বহিল
পবিত্র লাবণ্য-স্রোত সুর-সভাতলে।
প্রথমে সাবিত্রী দেবী সত্যবান-প্রিয়া
মহাসতী দাঁড়াইলা সুরসভামাঝে ;
দাঁড়াইলা সঙ্গে তাঁর কুরঙ্গনয়না
নবীনা যুবতী এক, বিষাদবিভূতি
বদনে, নয়নে ঘোর নিরাশার রেখা
অঙ্কিত, নিয়ত বালা চিন্তানিমগনা।
কহিলা সাবিত্রী দেবী,—"পবিত্র প্রণয়ে

উভয় লিঙ্গে সমভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। ব্যাকরণের আবদার রক্ষা করিতে যাইয়া, নরপত্নী বা সভাপত্নী শব্দ ব্যবহার করিলে অর্থাভাব বা বিপরীত অর্থ প্রকাশ পায়।

পরিণয় মানবের পরম সম্পদ,
না জানি কি পাপফলে বিলুপ্ত ভারতে !”
দেখাইয়া সঙ্গিনীরে কহিতে লাগিলা
মহাসতী মহাবেগে মোহিয়া সকলে,—
“এই যে সঙ্গিনী মম ভারতকুমারী,
মালতী ইহার নাম, মালতী-সুষমা
লজ্জাশীলা চারুশীলা মধুরতাময়ী ;
ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে ব্রহ্মপুত্র-তটে
বিখ্যাত বিক্রমপুরে জনমিলা বালা
বিপুল-ঐশ্বর্য্যশালী জনকের গৃহে।
প্রতিবেশী ছিল এক দরিদ্র যুবক,
বিনোদ তাহার নাম, পরম সুন্দর
পবিত্রচরিত্র যুবা বিদ্বান বিনয়ী।
বিনোদ মালতী দুই শৈশবের সাথী
পরস্পর অনুরক্ত, এক বৃন্তোপরে
যুগল-কুসুমসম, বয়োবৃদ্ধিসহ
মজিল পবিত্র প্রেমে বিধির বিধানে।
পরিহরি বাল্যখেলা উপনীত যবে
কৈশোরে, রহিলা দোঁহে সোমসূর্য্যসম
দূরে দূরে, দৃঢ়বদ্ধ প্রাণগত প্রেমে।
মালতীর নামে শত লিখিয়া কবিতা
আপনি বিনোদ কত কাঁদিতো নির্জ্জনে

পড়ি তাহা ; রচি গীত বিনোদের নামে
নিঃশব্দে গাইত সদা প্রাণের মাঝারে
মালতী, কোমল মুখে ফুটিত মাধুরী
মালতী-সৌরভসম বিজন কাননে।
কিন্তু হায় মালতীরে অকূল সাগরে
ভাসাইলা পিতা তার, করি সমর্পণ
অপ্রিয় অজ্ঞাতশীল অন্যজন-করে
দুঃখিনীরে, (মহাভ্রমে সঁপয়ে যেমতি
মদমত্ত কণ্ঠ হ'তে অমূল্য-রতনে
শৌণ্ডিকেরে) অর্থ আর কুলের কুহকে !
হারায়ে মালতীধনে বিকলমস্তিষ্ক
বিনোদ ত্যজিল গৃহ উদাসীনবেশে ;
অনাহারে অনিদ্রায় অধীর উন্মাদে
হতভাগ্য, বেড়াইল প্রান্তরে-কাননে
দেশেদেশে ; কত দিন গভীর নিশীথে
শুনিয়াছে পল্লীবাসী শোকের হুঙ্কার
'মালতি ! মালতি !' ধ্বনি দূর বনান্তরে !
বিনোদের বার্ত্তা কেহ নাহি জানে এবে
মানব, বিনোদ-নাম বিলুপ্ত সে দেশে !
হারায়ে বিনোদ-নিধি, মণিহারাফণী
মালতী মলিনমুখী দিবাবিভাবরী,
শীর্ণদেহ, রুক্ষকেশ, আবিলনয়না

নিরন্তর, কমলিনী নিদাঘদাহনে
দগ্ধ যথা। কোন কথা না কহিল কারে
দুঃখিনী, সম্বল করি সুদীর্ঘ নিশ্বাস
অশ্রুবারি! অবিলম্বে জনমিল ঘোর
যক্ষ্মারোগ, রক্ষা আর কে করিবে তারে?
সাঙ্গ করি মর্ত্ত্যলীলা আসিয়াছে বালা
স্বর্গধামে, কিন্তু হায় শান্তির সুহাসি
নাহি মুখে, মনোদুঃখে বিষাদ-কালিমা
বদনে, সুধাংশু যেন ঘন-আবরণে!
"নির্ম্মল সরসীজলে শতদলতলে
রহে যথা প্রতিবিম্ব, রহে লুক্কায়িত
রূপগুণ-চরিত্রের আদর্শ তেমতি
প্রতি মানবের চিত্তে; এ বিচিত্র লীলা
বিধাতার,—ভীত কেহ যেরূপ নেহারি,
পরম কৃতার্থ পুনঃ লভি কেহ তারে!
যে যাহার নহে প্রিয়, পারে কি কখনো
সমর্পিতে প্রাণমনদেহ সেহ তারে?
মনের অগ্রাহ্য যেবা, পতিরূপে তারে
পূজে যেই লজ্জাভয়ে দেহউপচারে,
ব্যভিচারে রত সেই; এই পশ্বাচারে
পতিত ভারতভূমি প্রেতভূমি-সম! (১)

(১) মানুষের মুখচ্ছবি যেরূপ ভিন্নরূপবিশিষ্ট, সেইরূপ প্রতি

স্বার্থপর ভ্রান্তিমতি জনকজননী
ভারতে বিপথগামী বালিকাসকলে
করে সদা এইরূপে ; এ পাপ নাশিতে
ভারত-রমণী মোরা করিব সকলে

মনুষ্যের অন্তঃকরণেও রূপগুণ এবং চরিত্রের এক একটী স্বতন্ত্র আদর্শ লুক্কায়িত আছে। সেই আদর্শের বা চিত্রের অনুরূপ ব্যক্তিই মানুষের প্রিয় হয়, আর তদ্বিপরীত ভাববিশিষ্ট ব্যক্তিই অপ্রিয় হইয়া থাকে। ঘটে ঘটে রূপগুণ ও চরিত্রের আদর্শের বৈচিত্র আছে বলিয়াই, লোক-চরিত্রেও বিচিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায় ; একব্যক্তি যাহাকে ঘৃণা করে, অপর ব্যক্তি তাহাকেই প্রীতি করিয়া থাকে। প্রেমসাধন পরিণয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। পরিণয়রূপ পবিত্র অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচনাধিকার না থাকাতে এ দেশে লোকে আপনার মনের আদর্শের বিপরীত ভাববিশিষ্ট ব্যক্তিকেও স্বামী বা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ বিপরীত ভাববিশিষ্ট ব্যক্তি কখনও প্রাণমনের অধিকারী হইতে পারে না। এরূপ ব্যক্তির সঙ্গে শারীরিক সম্বন্ধ রক্ষাকরাতে দৈহিক বা সামাজিক অপরাধ হয় না বটে, কিন্তু ইহাতে মানুষকে আধ্যাত্মিক ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। পরিণয়ার্থীদিগকে জীবনের সহচর বা সহচরী মনোনয়নে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়া, কেবল ভাল মন্দ প্রদর্শন করা বা সৎপরামর্শ দ্বারা সৎপাত্র গ্রহণের সহায়তা করাই পিতামাতা বা আত্মীয় কুটুম্বদিগের কর্ত্তব্য। কিন্তু অর্থ, বিত্ত, খ্যাতিপ্রতিপত্তি বা লোকাচারের খাতিরে মনোনয়নে বাঁধা দিয়া, যাহারা মানুষকে অপ্রিয় ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করে, তাহারা ব্যভিচারপাপের সহায়তা করে সন্দেহ নাই।

প্রাণপণ।" এত কহি বসিলেন সতী ;
'সাধু' 'সাধু' উচ্চারিলা সভাস্থ সকলে।
বসিলে সাবিত্রী সতী সুরসভাতলে
দাঁড়াইলা দময়ন্তী নলরাজপ্রিয়া
রাজলক্ষ্মী, রাজহংসী দাঁড়ায় যেমতি
সুপ্রভাতে সৈকতে সঙ্গিনীদলমাঝে।
দাঁড়াইলা সঙ্গে তার ষোড়শী বালিকা
কুসুমকলিকা যেন ছিন্ন নখাঘাতে
শ্বাপদের, ভূপতিতা ধূলিধূসরিতা ;
কিম্বা যথা কোমলাঙ্গ বিহঙ্গ-শাবক
ছিন্নপক্ষ ক্ষতঅঙ্গ বজ্রনখাঘাতে !
নির্দ্দেশিয়া সঙ্গিনীরে কহিতে লাগিলা
দময়ন্তী দয়াবতী দেববালা-দলে,—
"দুঃখিনী বালিকা এই, দুঃখের কাহিনী
কহিতে না সরে মুখে ! জনমিলা বালা
বীরভূমে, বঙ্গভূমে অজয়ের তটে ;
আদরে রাখিলা নাম জনকজননী
কুসুমকুমারী ; কিন্তু এচারু কুসুমে
অকালে ছিঁড়িয়া হায় কণ্টকে গাঁথিলা
মালিকা ; এ বালিকারে সপ্তম বৎসরে
বাঁধিলা বিবাহপাশে বালকের সহ।
দুঃখের উপরে দুঃখ দুঃখিনীর ভালে

ঘটিল, মরিল পতি সম্বৎসর-মাঝে !
খেলিয়া দুঃখের খেলা দুদিনের তরে
অনিচ্ছায়, অভাগিনী ভাসাইলা শেষে
জীবন যাতনাময় বৈধব্য-সাগরে !
দূরে গেল বেশভূষা, ঘুচিল সকলি
সুখআশা, ক্ষুধাতৃষা দেহমনপ্রাণ
রহিল তেমনি কিন্তু, অতৃপ্ত বাসনা
দগ্ধিতে লাগিল হায় তুষানলসম
দিবানিশি, দংশে যথা পিঞ্জরমাঝারে
বিষাক্ত বৃশ্চিক পশি বিহঙ্গ-শাবকে !
ক্রমে ক্রমে দুঃখিনীর বয়োবৃদ্ধিসহ
হইল দেহের পুষ্টি, অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত
শ্বেতশতদলসম শোভিতে লাগিলা
পিতৃগৃহে অভাগিনী, শত্রুগৃহসম
হয়েছিল ভর্ত্তৃগৃহ পতির নিধনে।
নাহি জানে দেববালা পুণ্যদেবলোকে,
কি ঘোর লাঞ্ছনা সহে বালিকা বিধবা
ভারতে, কহিতে হৃদি শতধা বিদরে।
অতীতের সুখস্মৃতি, বর্ত্তমানে সুখ,
ভবিষ্যতে আশা কিম্বা নাহি যার প্রাণে,
অনাদর অত্যাচার জঠরযাতনা
দগ্ধে তারে, দগ্ধে যথা জ্বলন্ত শ্মশানে

অবিরাম অগ্নিশিখা ক্ষুদ্র লতিকারে !
পূর্ণ পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে,
(প্রবল প্রবৃত্তিস্রোত, নদীস্রোতসম
প্রাবৃট-প্রারম্ভে যবে) কুসুমকুমারী
বিকচকুসুমসম অর্দ্ধবিকশিতা
শোভিলা নব যৌবনে ; প্রেমের পিপাসা
জাগিল কোমল প্রাণে, জাগয়ে যেমতি
চাতকীর জলতৃষা বসন্তের শেষে।
মজিয়া রূপজ মোহে মৃতদার এক
ভগ্নীপতি অভাগীরে ভুলাইলা আশু
পরিণয়-প্রলোভনে ; একদিন পাপী
(নিশীথে নিদ্রিতা বালা, বলে ধরি তারে)
সাধিলা বিষমবাদ ! আর্ত্তনাদ করি
কাতরে কাঁদিলা সতী, কাঁদয়ে যেমতি
তরুণী হরিণী ক্ষীণা শার্দ্দূল-দংশনে !
পলাইল পাপাচারী পরিবাদভয়ে
দেশান্তরে, ভাসাইয়া দুঃখের সাগরে
দুঃখিনীরে নিদারুণ বাড়ব-অনলে !
অলঙ্ঘ্য বিধির বিধি, হইলা অচিরে
অভাগিনী অন্তঃসত্ত্বা পর-কর্ম্মদোষে।
পিতামাতা পরিজন পড়িলা প্রমাদে
এ সংবাদে ; পরিবাদ-পরিহার-তরে

মজিলা যে মহাপাপে, বিদরে হৃদয়
স্মরিতে, সে পাপকথা পারি না কহিতে।
সুকোমল মক্ষি-শিশু মধুচক্রমাঝে
সুপ্ত যবে, শাখামৃগ বধে তারে যথা
নিদারুণ নখাঘাতে, তেমতি বধিতে
জরায়ুকোটরে শিশু সুপ্ত সুকোমল
পিয়াইলা কালকূট এই বালিকারে!
ফলিল বিষম ফল,—ফলসহ তরু
মরিল, সে হলাহলে শোণিত উগাড়ি
মরিল প্রসূতি-শিশু মুহূর্ত্তমাঝারে!!
আজন্ম নির্ম্মলা বালা নাহি জানে কোন
পাপাচার, অত্যাচারে হারাইলা যবে
জীবন, যপিলা চিত্তে জগৎকারণে
হরিতে যাতনারাশি, সরল বিশ্বাসে।
ভক্তিবলে লোকান্তরে আসিয়াছে বালা
স্বর্গধামে, মনক্লেশে ক্লিষ্ট অবিরত।
নির্দ্দোষী শিশুরে বধি জরায়ুকোটরে
বালিকা জননীসহ, মোহান্ধ সকলে
অক্ষত রাখিলা মান, দিলা পূর্ণাহুতি
বালিকার ব্রহ্মচর্য্য আসুরিক ব্রতে!
ব্রহ্মচর্য্য—পুণ্যকথা পতিত ভারতে
অজ্ঞাত, অবলাকুল অনিচ্ছায় ভোগে

লাঞ্ছনা, অজ্ঞানকৃত বৃথা অনুষ্ঠানে।
পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে অভিষিক্ত নর
কিম্বা নারী আত্মোৎসর্গ প্রেমাস্পদ-পদে
করে যেই, এ জীবন প্রেমের সাধনা
জানে যেই, ব্রহ্মচর্য্যে সেই অধিকারী;
লইয়া প্রেমের স্মৃতি হৃদয়মন্দিরে
রহে সে ধ্যানস্থ সদা, অন্তরে বাহিরে
হেরে প্রেমাস্পদ-রূপ, সহে অকাতরে
ক্ষুধাতৃষা, অত্যাচার, উপেক্ষা সকলি;
নাহি রাখে সুখস্পৃহা, উন্মাদ যেমতি
মত্ত সদা মনোভাবে গ্রাহ্য নাহি করে
প্রকৃত সংসারসুখ বৃথা স্বপ্ন ভাবি;
অথবা বিহঙ্গী যথা কুলায়-মাঝারে
বক্ষতলে রাখি শিশু সহে অকাতরে
শীতাতপ-শীলাবৃষ্টি পক্ষ বিস্তারিয়া।
পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে দীক্ষিত যে নহে,
নাহি যার প্রেমস্মৃতি, শূন্য যার হিয়া,
তার তরে ব্রহ্মচর্য্য ঘোর বিড়ম্বনা;
কি ফল সিঞ্চিয়া বারি মৃত তরুমূলে?
প্রস্ফুট কুসুম যথা বিন্দু বিন্দু ক্ষরে
পরিমল, পুনঃ পুনঃ ভুঞ্জে তাহা অলি;
তেমতি মানব-চিত্ত যৌবন-বিকাশে

ক্ষরে প্রেমবিন্দুস্রোত প্রেমাস্পদ-তরে।
নাহি যার প্রেমস্মৃতি, প্রেমাস্পদ যার
অপ্রাপ্ত, প্রবৃত্ত তারে ব্রহ্মচর্য্যে যদি
করে কেহ, পাপ-ফল ফলিবে সে ব্রতে ;
তৃষার্ত্ত মুমূর্ষু জনে নাহি দেয় যেবা
বারিবিন্দু, ঢালে অঙ্গে তপ্ত তৈলরাশি,
পাপী সেই ; সেও বটে পাপিষ্ঠ তেমতি
বালিকার ব্রহ্মচর্য্য আসুরিক ব্রত
বিধি যার ; নিরবধি ভারত-শ্মশানে
লক্ষ লক্ষ বালিকারে দহে এইরূপে
বৈধব্য-অনল দীপ্ত-হুতাশন-সম !
ভারত-রমণী মোরা স্বর্গ-সুখে সুখী
ভারত-নারীর এই দুঃসহ যাতনা
ঘুচাইব, শিখাইব পতিত ভারতে
সুপবিত্র ব্রহ্মচর্য্য সত্যধর্ম্ম যাহা। (১)

(১) বিধবা বা বিপত্নিকের ব্রহ্মচর্য্য পুণ্যব্রত সন্দেহ নাই। কিন্তু যে স্থানে পতি বা পত্নীর প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমে সম্বদ্ধ হয় নাই, যেখানে পতি বা পত্নীর প্রেমের স্মৃতি সর্ব্বদা অন্তঃকরণ পূর্ণ করিয়া রাখে না, যেখানে অপর ব্যক্তির প্রতি প্রাণের অনুরাগ প্রধাবিত হইতে পারে, এরূপ স্থলে লোকের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে অধিকার নাই। বলা বাহুল্য যে, বালবিধবা এরূপ প্রেমের কিছুই জানে না, এবং ব্রহ্মচর্য্যেও সম্পূর্ণ অনধিকারিণী। সুতরাং কোন বালবিধবাকে দেশা-

নিরবিলে দময়ন্তী দেবের সমাজে,
মৃদু সুগভীর রবে কহিতে লাগিলা
গার্গীদেবী, ধর্ম্মজ্ঞান অনুপম যাঁর
করিলা গৌরবান্বিত পূর্ণিত সুযশে
আর্য্যবর্ত্ত ; দাঁড়াইলা পশ্চাতে তাঁহার
উজ্জ্বল-কোমলবপু নবীনা কামিনী
বিদগ্ধ-কাঞ্চন-কান্তি, অশান্তি-কালিমা
ভস্মের আভাসসম সমুজ্জ্বল মুখে !
কহিলেন গার্গীদেবী, বিখ্যাত ভারতে
কান্যকুব্জ, রম্য ভূমি ভাগিরথী-তটে।
জনমিলা সেই স্থানে সঙ্গিনী আমার
'কমলা,' কমল যথা কুসুমকাননে।
সিন্ধু-অভিমুখে গতি করে মহানদী
অনুদিন, শাখানদী তা হ'তে নির্গত
ধায় যথা সেই দিকে, তেমতি লভিলা
ধর্ম্মমতি ধর্ম্মভাব কমলা কুমারী
জননীর সন্নিধানে ; আজনম বালা
নিত্য ধর্ম্মপরায়ণা, পরিণয়-শেষে

চার বা অন্য কোন কারণে বলপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে বাধ্য করা অধর্ম্মের কার্য্য। এই জন্যই ঐরূপ ব্রহ্মচর্য্যকে আসুরিক ব্রত বলা হইয়াছে। পতিত ভারতে ভ্রূণহত্যা ও ব্যভিচার প্রভৃতি মহাপাপ এই আসুরিক ব্রতের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

পতিভক্তি পতিসেবা করিলা জীবনে
সারধর্ম্ম, পুণ্যশীলা পতিপরায়ণা।
অষ্টাদশ-বর্ষকালে লভিলা কমলা
কন্যা এক, সুচন্দনে হইল চর্চ্চিত
কমল, কোমলা বালা স্নেহে বিগলিতা।
স্বামী-সহবাস-সুখে সন্তান লইয়া
বঞ্চিতে লাগিলা বালা, কুলায়মাঝারে
কপোতমিথুন যথা শাবক-সংহতি।
কিন্তু হায় অলক্ষিত ব্যাধ-ক্ষিপ্ত শরে
মরে যথা বিহঙ্গম, মরিলা অকালে
কমলার প্রাণপতি আকস্মিক রোগে।
নিদারুণ পতিশোক-শতবজ্রাঘাতে
রহিলা মূর্চ্ছিতা বালা মৃতদেহসম
দীর্ঘকাল ; জাগরিতা হইলা যখনি,
ধরিলা পতির পদ নিজ বক্ষস্থলে
সজোরে, কহিলা আশু সাজাইতে চিতা
মহানন্দে, মহোল্লাসে পশিবেন সতী
স্বামীসহ চিতানলে, লভিতে অচিরে
স্বর্গধাম, নাহি যথা বৈধব্য-যাতনা,
অদৃশ্য আঁধারসম পূর্ণমাসি দিনে।
এমনি শৈশব-শিক্ষা সুশীলা জননী
দিয়াছিলা, দৈব বল ধরিলা অবলা

অন্তরে, ত্যজিতে প্রাণ পরমার্থ-তরে।
কি ছার দৈহিক বল পশুবলসম
নিকৃষ্ট, প্রকৃত বল নিবসে হৃদয়ে
যাহার, মানব সেই দৈব বলে বলী ;
অবলা সবলা সদা হৃদয়ের বলে।

হারাইয়া হরিণীরে নিশার আঁধারে
নিবিড় কাননে কাঁদে মৃগশিশু যথা,
কমলার শিশু কন্যা কাঁদিলা তেমতি ;
না জানে অবোধ শিশু ভূতভবিষ্যৎ
দুঃখসুখ, এ সংসার হেরিতে লাগিলা
তমোময়, অবিরল অশ্রুবারিধারা
করিল দ্বিগুণতর সে দুঃখ-আঁধারে !
শিরে করাঘাত করি কাঁদিতে লাগিলা
কমলার বৃদ্ধ পিতা, দারাপুত্র তার
নাহি কেহ, কমলাই সম্বল জগতে ;
মহানদী-বক্ষে মগ্ন হইলে তরণী
কাতর কাণ্ডারী যথা কাষ্ঠখণ্ডধরি
ভাসে জলে, সেইরূপ কমলা-আশ্রয়ে
আছিলা জীবিত বৃদ্ধ জীবন-সংগ্রামে ;
হারাইলে কমলারে হতভাগ্য পিতা
এবার ডুবিবে চির দুঃখের সলিলে !
আকুল জনক আর কন্যার ক্রন্দনে,

বহিল করুণাস্রোত কমলার প্রাণে
অনিবার্য্য, মুখপানে চাহি দোঁহাকার
সুদীর্ঘ নিশ্বাস বালা ত্যজিলা সঘনে !
কিন্তু হায় ভ্রান্তমতি প্রতিবেশী আর
পুরোহিত প্রেতকৃত্যে প্রচুরপ্রত্যাশী
অল্পবুদ্ধি অবলারে দিলা প্ররোচনা, (১)
ত্যজিয়া পার্থিব স্নেহ পরমার্থ লভি
যাইতে পতির সহ পুণ্যময় লোকে ;
ভণ্ড ভাগিনেয় এক লভিতে লোলুপ
মাতুলের ত্যজ্য বিত্ত, আসিয়া সত্বরে
করিলা চিতার সজ্জা সতীদাহ-তরে। (২)
স্বামীসহ সীমন্তিনী দহিল অচিরে
অনলে, জ্বলিল অগ্নি দাবানলসম
মুহুর্মুহু, শঙ্খঘণ্টা করতালি আর
বাজিল মৃদঙ্গ জোরে, উঠিল উৎকট

(১) সতীদাহ-অনুষ্ঠানের পর শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে বিলক্ষণ সমারোহ হইত ; তাহাতে ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী পুরোহিতেরা প্রচুর অর্থলাভ করিত। অনেক স্থলে লাভের প্রত্যাশাতেও ঐ সকল লোক সতীদাহে উৎসাহ প্রদর্শন করিত সন্দেহ নাই।

(২) অনেক স্থলে সম্পত্তি নিষ্কণ্টক করিবার জন্য যে আত্মীয়গণ সতীদাহের আয়োজন করিত, একথার উল্লেখ সতীদাহ-নিবারণ বিষয়ক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

"বল হরি, হরি বোল!" কোলাহল ধ্বনি
অবিরাম শতকণ্ঠে গগন বিদারি।
কৃষক-বালকদল কার্ত্তিকের শেষে
ধরি ক্ষুদ্র মক্ষিকারে তৃণগুচ্ছে বাঁধি (১)
করে দগ্ধ, করে নৃত্য ঘোর কোলাহলে
পুণ্যপ্রত্যাশায় যথা, তেমতি দহিলা
জীবন্ত এ অবলারে বর্ব্বর সকলে
সগর্ব্বে কর্ব্বুরসম মাতি ভ্রান্তিমদে! (২)
কমলা পরমা সতী, সতীধর্ম্মগুণে

(১) কার্ত্তিকের সংক্রান্তিতে খড়ের দ্বারা মনুষ্যমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া মশা মাছি ধরিয়া তাহার মধ্যে পূরিয়া ভুল বা ভূত পোড়াইবার প্রথা বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত আছে। খড় নির্ম্মিত ভূতের অঙ্গে অগ্নি প্রদান করিয়া তাহা লইয়া গ্রাম্য বালকেরা দৌড়াইতে থাকে এবং এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করে যথা,—"ভাল আসে মন্দ যায়, মশামাছি দূর হয়।"

(২) সতীদাহ-প্রথা অতি বর্ব্বরপ্রথা সন্দেহ নাই। যাহারা ঐ কার্য্যে যোগদান করে, তাহাদিগকে বর্ব্বর বলিলে অন্যায় হয় না। সরলভাবে ধর্ম্মার্থেও অনেক বর্ব্বরানুষ্ঠান হইয়া থাকে। আজিও পৃথিবীতে এরূপ অসভ্য লোক আছে, যাহারা গৃহস্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার সঙ্গে জীবন্ত দাসদাসী বা পালিত পশুপক্ষী প্রোথিত করে। পুণ্যপ্রত্যাশায় করে বলিয়া, ঐ সকল কার্য্য যে বর্ব্বরের কার্য্য নহে, তাহা কে বলিবে?

আসিয়াছে স্বর্গবাসে, কিন্তু পতি তার
প্রেতপুরে ; হেন পত্নী পতিপরায়ণা
ছিল গৃহে, ছিলা তবু রত পরদারে
পাপিষ্ঠ !   কমলা কভু জানেনি স্বপনে।
দুঃখের স্বপনসম ভাবি সেই কথা
নিয়ত বিষণ্ণ বালা ; জনক-দুহিতা
জাগে তাহে মনে সদা, আসি শান্তি ধামে
অশান্তি-কালিমামাখা নিত্য অভাগিনী !
  অজ্ঞান অবলাজাতি ভারতমাঝারে
অশিক্ষিত অন্ধসম নিবসে আঁধারে,
না জানে ধর্ম্মের তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞানহীন।
পরিশুদ্ধ ইক্ষুরস পয়বিন্দু-পাতে
হয় যবে, সুমিষ্ট শর্করারূপ ধরে ;
নতুবা মাদকরূপে মহানিষ্টকারী
করে মানবের ক্ষতি ; ঠিক সেইরূপ
জ্ঞানযোগে বিশোধিত ভক্তিভাব ধরে
প্রকৃত ধর্ম্মের বেশ, ভক্তি জ্ঞানহীন
ভাবুকতাবেশে করে মহানিষ্ট ভবে !
নহে কভু আত্মতৃপ্তি কিম্বা আত্মত্যাগ
ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য, সুখ-দুঃখাতীত
সত্যধর্ম্ম রত নিত্য কর্ত্তব্য-সাধনে ;
কর্ত্তব্য সুখদ যবে হয় মানবের

অনায়াসে, জ্ঞানভক্তি মিলিত তখনি
উত্তাপ-আলোকসম সাধিতে জীবের
সদ্গতি, করিতে জীবে নিত্য-সুখে-সুখী ;
জ্ঞানহীন ভক্তি আর ভক্তিহীন জ্ঞান
লয়ে যায় ভ্রান্তি আর সংশয়-আঁধারে
অনুদিন, দহে নিত্য অশান্তি-অনলে। (১)
স্বামী-সহবাসসুখে আকুলা কমলা
ভাসাইলা শিশুকন্যা স্থবির জনকে
মহাদুঃখে জ্ঞানহীনা ভাবুকতাবশে ;
হেলিয়া কর্ত্তব্য বালা সত্যধর্ম্মচ্যুতা,
বিদগ্ধা নিয়ত তেঁই অশান্তি-অনলে।
আমরা ভারত-নারী আসি নিত্যধামে

(১) ইক্ষুরস দুগ্ধ দ্বারা শোধিত করিলে শর্করার উৎপত্তি হয় ; ঐরূপে বিশুদ্ধ না করিলে উহা মাদকে পরিণত হইয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তিভাবকে জ্ঞান দ্বারা বিশোধিত করিলেই প্রকৃত ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। নতুবা ভক্তি, ভাবুকতাতে পরিণত হইয়া যায়। জ্ঞান-হীন ভক্তিভাব মানুষকে ভ্রান্ত সংস্কারে, এবং ভক্তিহীন জ্ঞানালোচনা মানুষকে সংশয়ান্ধকারে লইয়া যায়। এই উভয় অবস্থাই অশান্তির কারণ। উত্তাপ ও আলোক মিলিত হইয়া যেমন জগতের হিতসাধন করে, জ্ঞান ও ভক্তির মিলন হইলেও সেইরূপে জীবের সদ্গতি সাধিত হইয়া থাকে। কেবল আত্মতৃপ্তি সাধনে বা কেবল আত্মনিগ্রহেই ধর্ম্ম হয় না। কর্ত্তব্য যখন অনায়াসেই সুখদ বলিয়া বোধ হয়, তখনই প্রকৃত ধার্ম্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বুঝিয়াছি সত্যধর্ম্ম, মর্ম্মাহত অতি
ভারত-নারীর দুঃখে! না জানি ভারতে
এরূপে কামিনী কত দহি চিতানলে
ভ্রান্তিবশে অধর্ম্মের দিতেছে আহুতি;
না জানি পাপিষ্ঠ কত অর্থখ্যাতিলোভে
অনিচ্ছায় দহিতেছে সরলা অবলা
শত শত প্রেত-ভূমি পতিত ভারতে!
আইস ভগিনি সবে, যাই সবে মোরা
ধর্ম্মরাজ-সন্নিধানে, কহি গিয়া তাঁরে
ভাতর-নারীর দুঃখ শত কণ্ঠস্বরে;
এ দুঃখের প্রতিকার নাহি হয় যদি,
নিশ্চিন্ত নিরস্ত মোরা হইব না কভু।"
শুনিয়া গার্গীর বাণী, "তথাস্তু" বলিয়া
চলিলা উৎসাহে সবে ধর্ম্মরাজ-পুরে।
চলিলা দেবীর দল দেবরাজ-পুরে
শত শত, দিব্যরূপে দিক উজলিয়া;
নবীন নীরদমালা পশ্চিম গগনে
নিদাঘের অবসানে ধায় যথা দ্রুত
মার্ত্তণ্ডময়ূখমাখা চিত্রলেখাসম!
অদূরে আগত হেরি দীপ্তিমান রথে
দেববালা, দৌবারিক দেবদূত শত
সম্ভাষিলা তা সবারে শির নোয়াইয়া

সসম্ভ্রমে, ধর্ম্মরাজে কহিলা বারতা।
আদেশিলা দেবরাজ লইতে আদরে
সভামাঝে দেবীদলে; বসাইয়া সবে
সস্নেহে সম্ভাষি শেষে যথাযোগ্য স্থানে
জিজ্ঞাসিলা আগমন-কারণ বিস্তারে।
সসম্ভ্রমে আগুসারি বিনয়ে প্রণমি
ধর্ম্মরাজে, পঞ্চদেবী কহিতে লাগিলা
একে একে সবাকার প্রতিনিধিরূপে,—
"দেবরাজ, দেবলোকে তব অনুগ্রহে
নিয়ত নিবসি মোরা নিত্যশান্তি-সুখে;
অধীনতা, অত্যাচার, অধর্ম্মের সেবা
নাহি জানি কোন দিন, কিন্তু মহারাজ,
মর্ম্মাহত মহাদুঃখে মর্ত্ত্য-কথা স্মরি!
পুরুষ রমণী বটে সৃষ্টি বিধাতার,
দুই সম, উত্তম অধম কেহ নহে;
বিধাতার পিতৃভাব পরিত্যক্ত যথা
পুরুষে, প্রকৃতিমধ্যে মাতৃভাব তথা;
সাহসসামর্থ্যে বটে শ্রেষ্ঠতর এক,
অন্য শ্রেষ্ঠ কোমলতা-সহিষ্ণুতা-গুণে;
জলস্থলে বিরচিত ধরাতল যথা,
রমণীপুরুষ দোঁহে মানব তেমতি।
কিন্তু হায়! নাহি জানি কি অদৃষ্টদোষে

প্রকৃষ্ট পুরুষ আর নিকৃষ্ট রমণী
নরলোকে, এ বৈষম্য নাহি সহে প্রাণে। (১)
কি কহিব ধর্ম্মরাজ, হইয়াছে যত
অবলার অধোগতি অধম জগতে !
উদ্বাহবন্ধনে যবে আবদ্ধ দম্পতি,
ছায়াসম হয় জায়া পতির পশ্চাতে,
(নহে-প্রেমে) সামাজিক দাসত্ব-শৃঙ্খলে ;
প্রেমে হ'লে, হতো পতি সম অনুগত
পত্নীর, পুণ্যের প্রভা ছাইত জগতে।
"পত্নীব্রত" "সহধর্ম্মী" এ সকল কথা
মানবের পাপশাস্ত্রে, কাব্যইতিহাসে
নাহি কোথা, নাহি যথা, "পরমার্থ"
কিবা "পুণ্য" কথা প্রেতলোকে, পাপ-অভিধানে
কৌলিক সম্পদখ্যাতি নাহি লভে কিছু

---

(১) পরমেশ্বর স্ত্রী কিম্বা পুরুষ কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। বুদ্ধি ও ক্ষমতা প্রভৃতিতে উভয়ের জীবনের মূল্যই সমান ; তবে স্ত্রীপুরুষের শরীরে ও প্রকৃতিতে বিভিন্নতা আছে। শারীরিক ভাবে পুরুষ অধিকতর বলবান, আর রমণী অধিকতর কোমলা ; প্রকৃতিতে পুরুষ অধিকতর সাহসী, রমণী অধিকতর সহিষ্ণুতাশালিনী। ভগবানের পিতৃভাব ও মাতৃভাব ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিব্যক্ত করিবার জন্যই স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি ; এই বিভিন্নতা হেতু কেহ শ্রেষ্ঠ, আর কেহ নিকৃষ্ট হয় নাই।

রমণী, পুরুষ তাহে পূর্ণ অধিকারী।
বদান্যের অগ্রগণ্য কোটীশ্বর যিনি,
কন্যা তাঁর কপর্দ্দকে নহে অধিকারী !
পণ্ডিতের ষণ্ডসম গণ্ডমূর্খ সুত
পৃথিবীতে পূজ্য “বন্দ্য” “ভট্টাচার্য্য” নামে !!
পরিণয়-পরে হায়, পণ্যদ্রব্যরূপে
পরিহরি নিজ বেশ পরকীয় নামে
পর-পদচিহ্ন-শিরে, হয় পরিচিত
পুরবালা, পরাধীনা রমণী এমনি
পৃথিবীতে ; পরিতাপ নাহি সহে প্রাণে ! (১)

(১) বিবাহান্তে সামাজিক প্রথার বশেই নারী পুরুষের ছায়ারূপিণী হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রেমবশে আনুগত্য স্বীকার করিলে, পতিপত্নী উভয়েই পরস্পরের সমান অনুগত হইত। বিবাহ করিলে কন্যা গোত্রান্তরিতা ও অন্যবংশীয়া হইয়া যায় ; ইহাতে তাহাকে নিজ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পরকীয় নাম গ্রহণ করিতে হয়। যে সকল সম্প্রদায়মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সেখানে স্ত্রীজাতির এই ভিন্ন-মূর্ত্তি-গ্রহণ বিড়ম্বনার একশেষ বলিয়া বোধ হয়। পণ্যদ্রব্য যেমন অধিকারীর নামানুসারে পুনঃ পুনঃ নূতনরূপে চিহ্নিত হয়, পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবাদিগেরও সেই অবস্থা ঘটে। সামাজিক দুর্গতির বা স্বার্থপরতার জন্যই স্ত্রীজাতি কৌলিক খ্যাতি বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। ভট্টাচার্যের মূর্খ পুত্র ভট্টাচার্য্য হইতে পারে, কিন্তু গুণবতী জননীর গুণবতী কন্যার সঙ্গে কোনই কৌলিক পরিচয় থাকে না।

বিশেষতঃ যে দুর্দ্দশা ভারতবরষে
অবলার, স্মরি যবে হৃদয় বিদরে!
শিশু-পরিণয় আর বৈধব্যঅনলে
দগ্ধ-প্রাণ-মন সদা ভারত-কুমারী
বাণবিদ্ধ মৃগীসম, দহে পুনঃ তারে
মানব-দানবদল জ্বলন্ত অনলে!
ধর্ম্মরাজ, স্বর্গমর্ত্ত্যে তোমার প্রভাব
সুবিস্তৃত, দেবতার সুখের সহায়,
মানবের রক্ষাকর্ত্তা চিরদিন তুমি। (১)
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে
রত তুমি অবিরত ; যে ঘোর যাতনা
সহে ভারতের নারী, ঘুচাও সত্বরে।"
নিরবিলে দেববালা, সুমধুর রবে
কহিতে লাগিলা ধর্ম্ম সৌম্য মূর্ত্তি ধরি,--

"সমাজ-তত্ত্ববিৎ" ভ্রান্ত পণ্ডিতেরা কোন তর্ক উপস্থিত করিতে সাহস করিলে তত বিস্ময়ের বিষয় হয় না বটে, কিন্তু স্ত্রীপুরুষে সাম্যমন্ত্র উচ্চারণকারীদিগের দ্বারা স্ত্রীজাতির এরূপ লাঞ্ছনা বড়ই শোচনীয় সন্দেহ নাই।

(১) যে সকল মানুষ জ্ঞান ও প্রেমে দেবত্ব লাভ করেন, ধর্ম্ম তাঁহাদিগের সুখের সহায়স্বরূপ। আর সাধারণ জনগণের পক্ষে ধর্ম্ম রক্ষাকর্ত্তাস্বরূপ।

"জানি আমি, ধরাতলে দুর্ব্বলা অবলা ;
প্রবল পুরুষজাতি জ্ঞানমানসুখে
রেখেছে বঞ্চিত করি রমণি-সমাজে।
পশুভাব পরিহরি লভিবে মানব
দেবত্ব, (অনিত্য দেহ, সামর্থ্য দেহের
হবে তুচ্ছ,) প্রেমবলে হবে বলবান
কালক্রমে ; অবলার বাড়িবে সম্মান,
"অবলা" কলঙ্ক-কথা ঘুচিবে জগতে।
অবোধ বালক যথা প্রস্ফুট কুসুমে
দলে পদে, কিন্তু যবে সুবুদ্ধি বিকাশে,
আদরে সে ধরে শিরে কুসুমরতনে ;
তেমতি পুরুষজাতি মত্ত পশুবলে
অত্যাচারে অবলায়; কিন্তু পরিণামে
করিবে প্রেমের লীলা পবিত্র মধুর
প্রকৃতিপুরুষ মিলি ; হাসিবে রমণী
পুরুষের স্কন্ধোপরে, হাসয়ে যেমতি
সুনির্ম্মলা মেঘমালা বায়ুর উপরে। (১)
ভারত-নারীর দুঃখ সমধিক বটে

(১) মানবজাতি জ্ঞান ও প্রেমে উন্নত হইয়া, যখন প্রকৃত সুসভ্য হইবে, তখন দৈহিক বল বা পশুবলের মোহে আর পুরুষজাতি নারীজাতির উপর অত্যাচার করিবে না। এই সত্য জগতে ক্রমে সপ্রমাণ হইতেছে।

অবনীতে ; অবতীর্ণ হইবে ভারতে
সত্য ধর্ম্ম তেঁই আগে, পূর্ব্বভাগে যথা
সৌরকর ; সত্যালোকে ঘুচিবে সত্বরে
অবলার দুঃখরাশি সমগ্র জগতে।”
শুনিয়া আশ্বাসবাণী, বিনয়ে প্রণমি
গেলা চলি দেববালা নিজ নিজ স্থানে।

অষ্টম সর্গ—হরণ।

সুন্দর গন্ধর্ব্বদেশ নগেন্দ্রের কোলে,—
সারি সারি অদ্রিমালা হরিৎ সাগরে
উত্তাল-তরঙ্গ-সম ; মাঝে উপত্যকা
শ্বেতপীতকৃষ্ণবর্ণ গৈরিকপ্রস্তরে
লতাপুষ্পে সুশোভিত, উদ্ভাসিত যথা
জলধির বক্ষস্থল অনন্ত রতনে।
বিস্ময়ে বিকল প্রাণ হেরি দূরে থাকি
গিরিশ্রেণী ক্রমে উচ্চ বিশাল বিস্তৃত!
বিরাট পুরুষ কেহ নাহি জানি কবে
নিসর্গের এ সোপান গড়িলা কি বলে
কতকালে? মেদিনীর কোলাহল ত্যজি,
না জানি করিলা কোথা কোন্ মঞ্চে বসি
কি মহাসাধনা অহো কত যুগভরি!
চলি গেলা মহাবীর মহাতপ করি

স্বর্গবাসে, পুণ্যময় পদস্পর্শে তাঁর
হাসিছে পর্ব্বত-পৃষ্ঠ অনন্ত-রতনে
ফলফুলে বরপ্রাপ্ত তপোবন-সম।
উচ্চতর গিরি'পরে শোভে স্তরে স্তরে
তুহিন, যোগীন্দ্র-শিরে শুভ্রকেশ-সম।
কটিতটে মেঘাম্বর, বিলম্বিত তাহে
বিদ্যুদগ্নি, বীর-কক্ষে চন্দ্রহাস যেন
দীপ্তিমান! সুবিচিত্র বিহঙ্গের দল
ধায় যথা, ধায় মেঘ নির্ম্মল আকাশে।
অনুচ্চ পর্ব্বতবৃন্দ বালবৃন্দ-সম
উচ্চশির করি চাহে ধরিতে কৌতুকে
কাদম্বে; দম্ভোলি-রবে করি পক্ষ-ধ্বনি
যায় চলি দূরে ঘন, পরিহাসচ্ছলে
প্রক্ষেপিয়া বারিবিন্দু অচল-আননে!
উচ্চ উপত্যকা যত তুষার-সম্পাতে
সুশুভ্র, শোভিত যথা শ্বেত-পুষ্পদাম
স্বভাবের সুবিশাল সুখ-শয্যোপরে।
নিম্ন উপত্যকা যত সজ্জিত নিয়ত
তরুলতা-ফলপুষ্পে কেলিকুঞ্জসম;
স্বর্গের সৌরভরাশি গন্ধ-তরুরাজি
বিস্তারে, বিচিত্র-বেশে বিহঙ্গম কত
কলকণ্ঠে করে সদা মধুর কাকলি।

অতুল গন্ধর্ব্বরূপ,—সমুন্নত বপু,
ক্রম-নিম্ন স্কন্ধদেশ, আজানুলম্বিত
যুগ্মভুজ, উচ্চনাশা, প্রশস্ত ললাট,
সুন্দর চাঁচর-কেশ, গুম্ফশ্মশ্রু মুখে
পর্য্যাপ্ত, প্রসন্ন দৃষ্টি সুধাবৃষ্টিকারী।
অতুলা গন্ধর্ব্ব-নারী সুবর্ণবরণা,—
অস্থূল-অকৃশ-দেহ, পীনোন্নত-গ্রীবা,
দীর্ঘকেশী, হাস্যময়ী, অনুচ্চভাষিণী ;
পদ্মপত্রসম নেত্র, শোভে তদুপরে
ভ্রূযুগ, গভীর কৃষ্ণ ভ্রমর যেমতি
উদ্যত উড়িতে তৃপ্ত পরিমলপানে ;
সুচারু চিবুক শোভে দ্রাক্ষাফলসম
রসাল, শোভিত গণ্ড গোলাপ বরণে ;
লাবণ্যের সরোবরে ভাসে দুই দিকে
প্রস্ফুট-কুমুদসম করপত্র দুটী ;
মধ্যস্থলে বক্ষস্থল শতদল যথা
বিকশিত, আন্দোলিত প্রতি পদক্ষেপে
মৃদুল তরঙ্গরঙ্গে সুখসরোবরে !
সুগন্ধা গন্ধর্ব্ব-নারী গন্ধরাজ জিনি
পদ্ম-গন্ধে পরিপূর্ণ রাখে অনন্বরে।

বিহরে গন্ধর্ব্ব যত প্রান্তরে কাননে
কৃষ্ণকায় বক্রগ্রীবে গুচ্ছ-পুচ্ছধারী

অশ্বপৃষ্ঠে, পরিভ্রমে গন্ধর্ব্ব-রমণী
দ্রুতগতি দিব্যরথে—কুরঙ্গ-শকটে ;
মকর-বাহনে ছুটে তীরবেগে যথা
নীলাম্বর-পৃষ্ঠদেশে বারুণী সুন্দরী ;
সুচিক্কণ কেশধারী ছাগপৃষ্ঠে চলে (১)
যতেক গন্ধর্ব্ব-শিশু, কৌতুকে কভু বা
হাস্যমুখে নাচে করি ছাগ-শিশু কোলে।
নিবসে গন্ধর্ব্ব যত প্রস্তর-খোদিত
রম্য গৃহে, নাহি দহে নিদাঘ-দাহনে ;
বরষার বারিধারা যবনিকা-সম
শোভে সে গৃহের দ্বারে ; ভানুর কিরণে
সুচিত্র অঙ্কিত কত হয় বারিপটে
প্রতিপলে ; পুলকিতা সে দৃশ্য নেহারি
সরলা গন্ধর্ব্ব-বালা হাসে খলখলে !
দেবদারু-বিনির্ম্মিত দিব্য-গৃহমাঝে
শিশিরে নিবসে সবে ; চলন্ত সে গৃহ

(১) কাশ্মীর-অঞ্চলের পুরুষেরা দ্রুতগতি পার্ব্বতীয় ঘোটকে সচরাচর আরোহণ করিয়া চলে। যে ছাগের বহুমূল্য লোমে কাশ্মীরী শাল প্রস্তুত হয়, তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ, বা তাহার শাবক লইয়া ক্রীড়া করা সে দেশীয় শিশুদিগের পক্ষে স্বা [illegible]
শকট ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচলিত।
কোন স্থানে উহার ব্যবহার হইতে পারে।

চক্রোপরে, যায় চলি গন্ধর্ব্ব-দম্পতি
যথা ইচ্ছা গৃহসহ প্রান্তরে কাননে।
আইলে বসন্ত-ঋতু সেই রম্য দেশে,
অনন্ত কুসুম হাসে ধরণী ছাইয়া;
দিবানিশি মকরন্দ-গন্ধে বিমোহিত
দিক্‌দশ, আত্মবশে নাহি রহে কেহ;
ত্যজি গৃহ কুঞ্জে কুঞ্জে করয়ে বসতি
গন্ধর্ব্ব, প্রমোদ-মত্ত মাতঙ্গ যেমতি
পরিহরি গিরিগুহা বিহরে কন্দরে।
শীতান্তে বসন্তে ফোটে কানন ভরিয়া
অনন্ত কমলপুষ্প; কমল-উৎসবে
মাতে সবে; শত শত গন্ধর্ব্ব-দম্পতি
সমবেত স্থানে স্থানে সাজায় উল্লাসে
কমল-কুসুমে অঙ্গ; মনোরঙ্গে করে
নৃত্যগীত, দিবানিশি অঞ্জলি পূরিয়া
সিঞ্চয়ে কুসুমরাশি নিকুঞ্জ-নিবাসে! (১)

(১) ইহা লোক-প্রসিদ্ধ যে, বসন্তকালে কাশ্মীর দেশে গোলাপ-উৎসব হইয়া থাকে। ঐ সময়ে ঐ দেশে অপর্য্যাপ্ত গোলাপ পুষ্প জন্মে। গোলাপপুষ্পকেই কমলপুষ্প বলা গেল। জলকমলের অনুরূপ গোলাপ পুষ্পই বটে। গোলাপের মৃণাল অর্থাৎ বোঁটাতেও কণ্টক আছে। সৌরভ ও সৌন্দর্য্যে হীন, যে পুষ্পকে স্থলপদ্ম বলা যায়, তাহা অপেক্ষা গোলাপ পুষ্পই ঐ নামে অভিহিত হইবার অধিকতর উপযোগী।

কুসুম-উৎসবে মত্ত সমভাবে সবে
আবাল-বণিতা সেথা, কুসুমে রচিয়া
গোলক গন্ধর্ব্ব-শিশু করে তাহে ক্রীড়া ;
কুরঙ্গের শৃঙ্গে বাঁধি কুসুমের মালা
রজ্জু রূপে, যায় কেহ পৃষ্ঠে আরোহিয়া
মহাবেগে ; মহানন্দে সাজায় কেহ বা
সুকোমল ছাগশিশু বিচিত্র ভূষণে
বিবিধ কুসুমদামে, আপনি সাজিয়া
ফুলসাজে সখাসহ নাচে তার সনে !
কোথা পুনঃ শত শত গন্ধর্ব্ব-রমণী
আনন্দ-বাজারে বসে চারু-চন্দ্রাননা
কুসুমরচিত দ্রব্য রাখিয়া সম্মুখে
অপরূপ, চন্দ্রহার, কুণ্ডল, বলয়
অলঙ্কার, পুষ্পাধার, ভৃঙ্গার প্রভৃতি ;
শ্বেতপুষ্প-বিনির্ম্মিত পিঞ্জরমাঝারে
সুবিহঙ্গ বিরচিত লোহিত কুসুমে
কাহারো সম্মুখে শোভে ; আনিয়াছে কেহ
মার্জ্জার, শশক রচি শ্বেতপুষ্প-দামে।
যে যাহারে ভালবাসে, সেই দেয় তারে
উপহার, অপার আনন্দরসে ভাসে।
কোথাও বয়স্যাদলে গন্ধর্ব্ব-রমণী
সাজি নিজে ফুলরাণী গম্ভীর আননে

কুসুম আসনে বসে, কুসুমবসনে
আবৃতা, ধরিয়া করে কুসুম-রচিত
রাজদণ্ড ; শিরে শোভে সুবর্ণ-কুসুমে
রচিত কিরীট রম্য ; বয়স্যা যুবতী
পতিসহ প্রতিক্ষায় রাজাজ্ঞা-পালনে
সাজি রাজভৃত্যবেশে, রহে দুই পাশে।
হেনকালে আসি কোন গন্ধর্ব্ব-কামিনী
করযোড়ে রাজদ্বারে করে অভিযোগ
আপন পতির নামে, কহিয়া কাতরে,—
"অবধান মহারাণি. করিয়াছে চুরি
আমার হৃদয়মন এ নিষ্ঠুর চোরে ;
করহ বিচার তুমি, দেহ দণ্ড চোরে
সমুচিত. এ মিনতি করিনু বিনয়ে।"
রাণীর আদেশে আনে রাজভৃত্য আশু
ধরি চোরে, পুষ্পযষ্ঠি পৃষ্ঠে প্রহারিয়া।
অপরাধী চোর মৌনী ; আজ্ঞা দেন রাণী,-
"চির কারাবাস তব বাদিনীর গৃহে
আজ্ঞা মম, অর্থদণ্ড দেহ তার সনে
তোমার হৃদয়মন চিরদিন তরে।"
শুনিয়া দণ্ডাজ্ঞা বন্দী গায় বাহু তুলি
সভাস্থলে,—"জয় জয় গন্ধর্ব্বের রাণী,
হউক প্রেমের জয় অবনীমাঝারে !"

গন্ধর্ব্ব-দম্পতি শত মিলি কোন স্থানে
করয়ে কৃত্রিম রণ, গড়িয়া কুসুমে
অস্ত্রশস্ত্র; ফুল-ধনু ফুলশরসহ
রণে অগ্রসর পতি, পত্নী ধরি করে
ফুলচক্র; বক্রদৃষ্টি করয়ে সঘনে
পরস্পর; ফুলশর হানে যবে পতি
বক্ষস্থলে, উন্মাদিনী রণমদে মাতি
প্রহারে সে ফুলচক্র পতির মস্তকে;
মূর্চ্ছিত পতিত বীর, বীরাঙ্গনা তার
বাঁধে কর পুষ্পমাল্যে নিজ করসহ
বন্দীরূপে; প্রেমযুদ্ধে লভে যবে বালা
বিজয়, বিপুল রবে দেয় করতালি
গন্ধর্ব্ব, করয়ে কেলি প্রেমানন্দে মাতি।
পশিয়া গন্ধর্ব্ব-দেশে পুলকিত অতি
জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা সবে, স্বভাবের শোভা,
মধুর মানব-লীলা নিরখি নয়নে।
কহিলেন ভাবদেব,—"হেরিনু ভূতলে
দ্বিতীয় ত্রিদিবসম এই রম্য ভূমি;
বড় ইচ্ছা, অল্পকাল বিহরি এদেশে
মনানন্দে।" ইচ্ছাদেবী তথাস্তু বলিয়া
দিলা সায়, জ্ঞানচন্দ্রে নিরাপত্য হেরি।
ত্রিদেবের অভিপ্রায় হয়ে অবগত

নিবেদিলা দেবদূত দেবদূতীসহ
বিনয়ে,—“দিনের তরে দেহ দয়া করে
বিদায়, যাইব মোরা মর্ত্ত্যলীলা-স্থলে।
পূর্ণ পঞ্চদশ বর্ষ, পরিহরি মোরা
জন্মভূমি পশিয়াছি অমর-নিবাসে ;
বৃন্দারকবৃন্দসহ সে আনন্দধামে
রহি কত মনানন্দে ; কিন্তু তবু মনে
জাগে সে সুন্দর ভূমি, জাগয়ে যেমতি
দিবসের ক্রীড়াভূমি নিশার স্বপনে !
তোমরা দেবের পূজ্য, জান সবিশেষ
ধর্ম্মাধর্ম্ম ; অপরাধ হয় যদি ইথে,
ক্ষম দাসে ; মায়ামোহ দেবের প্রসাদে
নাহি মনে, কেহ আত্ম কেহ পর কভু
নাহি ভাবি ; কিন্তু তবু নাহি জানি কেন
প্রিয়তর রূপে জাগে প্রাণের মাঝারে
আপনি সে প্রিয়ভূমি বিধির বিধানে।
শিশুর জননীসম প্রিয় জন্মভূমি
মানবের ; তরুলতা জনমে যে ভূমে,
সেই তার প্রিয়ভূমি ; লহ যদি তুলি
বহুযত্নে দেশান্তরে, নাহি রহে তারা
জীবন্ত সুন্দর তত দূর পরদেশে।
স্বদেশে স্বজন-স্নেহে লভিয়াছে যেবা

শান্তিসুখ, ভাগ্যশীল নাহি চাহে সেই
শত সাম্রাজ্য-সম্পদ পরদেশে কভু!
বিগলিত কাচ মধ্যে হইলে অঙ্কিত
নানা চিত্র, বহির্ভাগে নাহি যায় দেখা
কোন চিহ্ন; কিন্তু চিত্র রহে, যতদিন
রহে সেই কাচমূর্ত্তি; সেইরূপ রহে
স্বদেশের ভালবাসা মানবের প্রাণে।
শৈশবে মানবচিত্ত বাসনা-বিহীন
সুকোমল সুপবিত্র, প্রতিফলে তাহে
যেই দৃশ্য, যেইরূপ, যে স্নেহের ভাষা
প্রিয়রূপে, প্রিয় তাহা চিরদিন রহে।
বিদেশীয় বেশ, ভাষা, সম্পদসুখ্যাতি
বহিরাবরণসম; হৃদয়ের স্তরে
অঙ্কিত আনন্দময় স্বদেশের স্নেহ।
বসুধা কুটুম্ব যার, আত্মহারা প্রেমে
যে জন, তাহারো মনে অভিরাম বেশে
শোভে স্বদেশের রূপ অতুল ভূতলে। (১)

(১) স্বদেশের জন্য অনুরাগ মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পরহিতব্রত অতি উদার চরিত্র ব্যক্তিগণ দেশ ও জাতি নির্ব্বিশেষে পরোপকার করিয়া থাকেন, ন্যায়ের অন্যথা করিয়া কদাপি পক্ষপাত করেন না, দরিদ্রের দুঃখ দূর করিতে যাইয়া স্বদেশীয় ও বিদেশীয়ের বিচার করেন না। কিন্তু তাদৃশ লোকদিগের চক্ষেও স্বদেশীয় একটী দৃশ্য যা

বিদায় লইয়া দূত দেবের সদনে
প্রস্থানিলা পত্নীসহ পক্ষভরে উড়ি
ব্যোমবর্ত্মে, খগরাজ ধায় যথা বেগে
বায়ুভরে পক্ষীরাণী রহে পার্শ্ব-দেশে।
দিবা-অবসানে আসি বসিলা দম্পতি
আর্ব্বলী-পর্ব্বত-শৃঙ্গে ; মনোরঙ্গে দোঁহে
দেখিলা অদূরে শোভে প্রিয় জন্ম-ভূমি
রাজস্থান, সুচারু-উদ্যান সম তাতে
চিতোর পর্ব্বতকোলে অপূর্ব্ব নগরী,
সপুষ্প চম্পকতরু মহারণ্যে যথা।
অস্তগত দিনমণি আইলা গোধূলি ;
স্বর্ণময় সৌরকর ঈষৎ হাসিয়া
তরু-শিরে চলি গেলা নাহি জানি কোথা
অনন্ত আকাশ পথে, কোন্ দূর লোকে।

স্বজাতীয় লোকের একখানি মুখচ্ছবি স্বভাবতঃই অত্যন্ত প্রীতিকর বোধ হইয়া থাকে। মানুষ ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে যখন তাহার চিত্ত-বৃত্তির সুকোমল বিকাশ আরম্ভ হয়, তখন যে সকল দৃশ্য, যে সকল মুখচ্ছবি এবং যে ভাষা দীর্ঘকাল মানুষের চক্ষু, কর্ণ ও মনের সম্মুখে থাকে, তাহাই অতি প্রিয় পদার্থরূপে প্রাণে অঙ্কিত হইয়া যায়, এবং চিরকাল প্রিয় বলিয়া অনুভূত হয়। এই দেহের নিধন হইলেও সেই স্মৃতি ও সেই প্রীতি স্বপ্নবৎ আত্মাতে লুক্কায়িত থাকে, এরূপ বিশ্বাস অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক নহে।

উপনীত দেবদূত পত্নীসহ আসি
চিতোরনগর-প্রান্তে শ্রান্তি দূর করি।
রজত-কুসুম-সম নীলাম্বর-মাঝে
সহস্র দেউটী ক্রমে চিতোর নগরে
জ্বলিল, বাজিল জোরে শঙ্খঘণ্টা শত
"হর! হর!" ধ্বনি সহ মন্দিরে মন্দিরে। (১)
স্বাধীন চিতোর-ধাম পর-পদাঘাতে
নহে ক্লিষ্ট, হৃষ্টচিত্ত প্রসন্ন-বদন
পুরবাসী; পুরনারী পতি-পুত্র-সহ
বিহরে নগর-প্রান্তে পরম হরষে।
পরাধীন জ্ঞানহীন পুরুষার্থ হারা
পতিত পাপিষ্ঠ যেবা, সেই তো প্রকাশে
শিষ্টতার পরাকাষ্ঠা পরপদ লেহি;
সন্ত্রাসিত প্রবলের লগুড়-প্রহারে,
দরিদ্র দুর্ব্বল আর অবলায় করে
অপমান; রহি দূরে (জঙ্গলমাঝারে
অধম জম্বুকসম) পর-পরিবাদে
নিয়ত দূরীতভোজী দুর্গন্ধ উগারে! (২)

(১) স্বাধীনতা হারাইবার অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে প্রায় সমগ্র রাজস্থানই শিবোপাসক ছিল। অতএব স্বায়ংকালে দেব-মন্দিরে শঙ্খ, ঘণ্টা ও "হর, হর" ধ্বনি উত্থিত হওয়া অসঙ্গত হয় নাই।

(২) কোন জাতি পরাধীন ও জ্ঞানহীন হইয়া যখন পতিত

ধরিয়া অদৃশ্য রূপ দৈবশক্তি-বশে
প্রবেশিলা দেবদূত নগর-ভিতরে
সপত্নিক ; নিরখিলা সরোবর-তীরে
সুগঠিত মঠ এক মর্ম্মর-প্রস্তরে
রচিত, লিখিত তাহে উজ্জ্বল অক্ষরে,—
"স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষিবার তরে
জয়ন্ত সংগ্রামে প্রাণ দিলা অকাতরে ;
পতিব্রতা পত্নী তার ত্যজিলা জীবন
পতি-হিতে পতিসহ, সেই পুণ্য-ফলে
পরিহরি ধরাধাম এই পুণ্য-ভূমে
জয়ন্ত-জাহ্নবী দোঁহে গেলা স্বর্গবাসে।"
পড়ি লিপি মঠ-অঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে বহিল
অপূর্ব্ব আনন্দ-স্রোত, নিস্পন্দ হইয়া
চাহি পরস্পর-মুখে রহিলা নীরবে
পতিপত্নী। হেনকালে কহিতে লাগিলা
যুগল পথিক মিলি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে
জয়ন্ত-জাহ্নবী-কথা সানন্দ অন্তরে,—
"চিতোরের পূর্ব্বপ্রান্তে করিতা বসতি

অবস্থায় থাকে, তখন পরপদ লেহনকরাকেই শিষ্টতার পরাকাষ্ঠা মনে করে, দরিদ্র দুর্ব্বলও স্ত্রীজাতিকে অপদস্থ করিতে খুব পটু হয়, এবং প্রবল ব্যক্তিদিগের ভয়ে লুক্কায়িত থাকিয়া পরের কুৎসা করিয়া আপনার নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে।

জয়ন্ত নামেতে বীর, শান্তমূর্ত্তি অতি
ক্ষমাশীল, কিন্তু ক্রুদ্ধ সদা অপমানে ;
অহিংস্র মৃগেন্দ্র যথা নহে বিচলিত
সহজে, সহিতে নারে শার্দ্দূল-ভ্রূকুটি।
রূপগুণবতী এক ধনীর দুহিতা
বিবাহ করিলা বীর ; জাহ্নবী নামে সে
বীরপত্নী হইলেন সবার দয়িতা,
পতিভক্তি-পরউপকার-ব্রতে রতা।
  শত শত বর্ষাবধি শত্রু অগণিত
রয়েছে উদ্যত সদা বাঁধিবার তরে
পুণ্যভূমি রাজস্থান দাসত্ব-নিগড়ে।
একদা সহস্র রিপু নিশার আঁধারে
আক্রমিলা অলক্ষিতে চিতোর নগরী।
নিদ্রিত চিতোরবাসী ; সহসা জাগিয়া
শুনিলা জয়ন্ত বীর শত্রুর হুঙ্কার
অদূরে ; আপনি সাজি সেনাপতি সাজে
সঙ্গে সহচর অল্প উপনীত শূর
শত্রুমুখে, মদমত্ত মাতঙ্গ যেমতি
করিলা ভীষণ যুদ্ধ শত্রুদলসহ।
পলাইল দূরে রিপু ভঙ্গ দিয়া রণে
সে বিক্রমে, ফেরুপাল পলায় যেমতি
জীবন্মৃত, করীবর চরণ-প্রহারে।

নিহত অনেক শত্রু, আহত আপনি
বীরবর শূলাঘাতে হইলা সমরে।
অবিরাম রক্তপাতে মুমূর্ষু যখন
মহাবীর, মহাসতী পত্নী তার আসি
করিলা ছুরিকাঘাত নিজ বাহুমূলে
পূরাইতে রক্তাভাব পতির শরীরে।
না ফলিল ফল তাতে, মরিলেন বীর,
মরিলা জাহ্নবী সতী পতিসহ সুখে।
শোকাকুল নাগরিক, শোকাকুল যত
দীন দুঃখী, ম্লান যেন পিতৃমাতৃ-শোকে!
বহু আয়োজন করি চিতোরনিবাসী
করিয়া বন্দনাবাদ্য অগুরুচন্দনে
দোঁহার সংকার করি, গড়িলা শ্মশানে
সুন্দর মন্দির এই; লিখিলা তাহাতে
পুণ্যকথা প্রচারিতে পৃথিবীমণ্ডলে
স্বদেশানুরাগ আর প্রেমের মহিমা।
  আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, অবলার মান,
দুর্ব্বলের ন্যায্য সত্ব, এ সবের তরে
করে যুদ্ধ যেই শূর, পূজ্য বীর নামে
সেই বটে; স্বার্থসিদ্ধি কামক্রোধে যেবা
রণে রত, অসুর বর্ব্বর বলি তারে।
পুণ্যবতী পতিপরায়ণা সতী কভু

নাহি হন পরিপন্থী কর্ত্তব্যসাধনে
পতির ; পতঙ্গ-সম বীরত্ব-বিমুখ
যে নারী করয়ে সদা বিলাস-লালসা
পতিসহ, পরমার্থ-পুরুষার্থ-লাভে
দেয় বাধা, পতিতা পাপিষ্ঠা বলি তারে।
কায়া-সঙ্গে ছায়া-সম পতিগত-প্রাণা
পুণ্যবতী সতী যেই, সতত সঙ্গিনী
পতির কর্ত্তব্য-পথে অকুন্ঠিত প্রাণে।
পাঠাইয়া প্রাণপতি রণে বনে কিবা
পরবাসে, শৌর্য্যবীর্য্য-জ্ঞানধর্ম্ম-ব্রতে
আপনি রহেন ব্রতী, ব্রততী যেমতি
প্রভঞ্জন-রণরত উচ্চতরুমূলে ;
হৃদয়ে পতির প্রেম, নিত্য পরিধান
ব্রহ্মচর্য্য-পট্টবাস, নিয়ত প্রার্থনা
ব্রতমন্ত্র মনে মুখে পতির মঙ্গলে।
নিস্ফলা সাধনা ভবে নাহি হয় কভু
সতীর সে পুণ্য-ব্রতে ; হয়ে আপ্তকাম
আইলে ফিরিয়া পতি, প্রেম-আলিঙ্গনে
হাসেন পতির সহ জয়মাল্যশিরে।
কিম্বা যদি বিধিবশে পতির নিধন
ঘটে তাঁর, প্রেমময়ী পরম হরষে
পুণ্য ব্রত-উদযাপন করেন আপনি

প্রাণদানে, পতিসহ হাসেন পুলকে
পুণ্যলোকে, অনন্ত পরমপদ লভি।
জয়ন্ত-জাহ্নবী-কথা কহে ঘরে ঘরে
চিতোর-নিবাসী সবে, বালক-বালিকা
জয়ন্ত-জাহ্নবী-গীত গায় উচ্চৈঃস্বরে।
ধন্য বীর, ধন্য সতী, স্বদেশের হিতে
প্রেমের সাধনে প্রাণ দিলা অকাতরে!"
শুনিয়া পথিক-মুখে পুণ্যের কাহিনী
—আত্মবিবরণ হেন, উভয়ের প্রাণে
উথলিল প্রেমানন্দ কৃতজ্ঞতা-সহ
মহাবেগে; দেবদূত দেবদূতী দোঁহে
ভূমিষ্ঠ হইয়া চাহে লইতে শিরসি
পরস্পর-পদধূলি; বিফল উদ্যমে
আলিঙ্গন-বদ্ধ দোঁহে রহিলা নীরবে!
নয়নে আনন্দধারা, শিহরিত দেহ
দোঁহার, স্মরিয়া নিজ সৌভাগ্যের কথা।
সার্থক জীবন তার, হেন পতি কিবা
পত্নীরত্ন লভে যেই, পুণ্য-সহবাসে
নিমেষে সে ভাগ্যশীল লভয়ে যে সুখ,
সাম্রাজ্য-সম্পদ তার তুল্য নহে কভু।
প্রেমের তরঙ্গাবেগ প্রশমিত যবে
বহুক্ষণে, ধীরে ধীরে চলিলা দম্পতি

ধরি পরস্পর-করে নিজগৃহপানে।
অদূরে শোভিছে গৃহ, শোভিছে সম্মুখে
সুন্দর পুষ্কর এক, তীরে শোভে তার
পুষ্পিত বকুলবন কুঞ্জবন-সম।
জয়ন্তে সম্বোধি পথে কহিলা জাহ্নবী,—
"প্রাণেশ্বর, কতদিন দিবা-অবসানে
করিয়াছি সন্তরণ এই সুখ-সরে
তব-সঙ্গে, সাজায়েছি বকুল-কুসুমে
তব অঙ্গে ; দেবধামে আনন্দে যেমতি
করি সন্তরণ এবে মন্দাকিনী-নীরে
সাজাই শ্রীঅঙ্গ রঙ্গে মন্দার-কুসুমে।"
ঈষৎ হাসিয়া সুখে চুম্বিলা বদনে
জয়ন্ত ; জাহ্নবী তারে না করিয়া ক্ষমা,
দিলা যোগ্য প্রতিশোধ যুগলচুম্বনে।
উপনীত গৃহে যবে, হেরিলা অঙ্গনে
বালকবালিকা দুই করিতেছে ক্রীড়া
চন্দ্র-করে, স্বচ্ছসরে চন্দ্রলেখা-সম।
হেরিয়া সে পৌত্র-পৌত্রী জয়ন্ত-জাহ্নবী
লভিলা অব্যক্ত সুখ, লভয়ে যেমতি
হেরি আত্ম-প্রতিকৃতি বহুদিনান্তরে
মুকুরে মানব কেহ। কিছুকাল পরে
পুত্রসহ পুত্রবধূ আইল ভ্রমিয়া

নগর, প্রসন্ন-মুখ প্রেমাপ্লুত-আঁখি
পুণ্যব্রতে-ব্রতী দোঁহে ; পত্নী-হস্তে শোভে
ধর্ম্মগ্রন্থ, পতি-হস্তে ঔষধ-আধার
আর অর্থ ; অসমর্থে বিতরেন দোঁহে
রোগের ঔষধপথ্য ; পুণ্যের প্রসঙ্গ
করেন প্রত্যহ মিলি পুরবাসীসহ ;
করেন পাপীর তরে পরাণ ভরিয়া
প্রার্থনা ; অজ্ঞান-জনে দেন দোঁহে মিলি
জ্ঞানালোক, আর্ত্তজনে অর্থ আর সেবা।
এইরূপে পুণ্যব্রতে নিত্য রত দোঁহে
পতিপত্নী ; দেবদূত দেবদূতীসহ
লভিলা পরমানন্দ হেরি পুত্র আর
পুত্রবধূ পুণ্যব্রত পরমার্থ-মতি।
রহিয়া অদৃশ্য দোঁহে, দোঁহার মস্তক
আঘ্রাণিলা, আশীষিলা গদগদস্বরে,—
"তোমাদের পুণ্যফলে হইনু আমরা
ধন্য আজি, ধন্য যথা হয় বনস্থলী
লভিয়া চন্দনতরু দেবের প্রার্থিত।
জয়ন্তজাহ্নবী যথা লভিয়াছে এবে
দিব্যধাম, তোমরাও লভহ তেমতি
জীবনান্তে অক্ষয় দেবত্ব দেবলোকে
দেব-মানবের পাতা মঙ্গলবিধাতা

রাখিবেন তোমাদোঁহে মঙ্গলের পথে।”
এত কহি পুনঃ পুনঃ চাহি মুখপানে
স্নেহভরে, পক্ষভরে উড়িলা উভয়ে
আকাশে গন্ধর্ব্বদেশ উদ্দেশ করিয়া ;
কপোতকপোতী যথা অট্টালিকাপানে,
পরিহরি পূর্ব্বাবাস পর্ণের কোটরে।
প্রমত্ত প্রমোদে হেথা গন্ধর্ব্বের দেশে
জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা সবে ; কুক্ষণে ভুলিয়া
ধর্ম্মের নিদেশ-বাক্য দূরদেশে আসি,
পরস্পর-সঙ্গ ছাড়ি লাগিলা ভ্রমিতে
ত্রিদেব পর্ব্বতে বনে সুন্দর প্রান্তরে
মনানন্দে, মকরন্দে প্রমত্ত মধুপ
গন্ধবহে করি ভর অনির্দ্দিষ্ট পথে
কুসুমকাননমাঝে বিহরে যেমতি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে একা ভাবদেব আসি
উপনীত সুনিভৃত কন্দরমাঝারে।
যোগীন্দ্র তাপস তথা তপনসদৃশ
জ্যোতির্ম্ময়, সমাসীন প্রস্তর-আসনে
ধ্যানমগ্ন ; শিরে শোভে শুভ্র জটাজূট-
ত্রিপুণ্ড্রক, বাহুবক্ষ চর্চ্চিত চন্দনে ;
সঘনে 'ওঁ[illegible]' ধ্বনি উচ্চারিত মুখে।
মহাযোগী [illegible] ধ্যানে মুদ্রিতনয়নে ;

কুঞ্চিত ললাট, কিন্তু নাহি প্রসন্নতা
বদনে, নয়নপত্র ঈষৎ কম্পিত ;
মাঝে মাঝে বিস্ফূরিত অপাঙ্গের পথে
বক্র দৃষ্টি, বিদ্যুল্লতা দূর মেঘান্তরে
খেলে যথা বজ্রানল রাখিয়া পশ্চাতে। (১)
ভাবদেবে সমাগত আপন সম্মুখে
হেরিয়া, সে যোগীবর সঘনে করিলা
গভীর ওঁকার-ধ্বনি ; মেলিয়া নয়ন
করপুটে সবিনয়ে লাগিলা কহিতে,—
"কে তুমি আগত আজি এ মর্ত্তভবনে
কহ দেব ? হেন রূপ কভু নাহি হেরি !
সার্থক সাধনা আহা শতবর্ষব্যাপী
আজি মম ; তুমি কিহে কহ দেব মোরে
অচ্যুত সচ্চিদানন্দ সৃষ্টিস্থিতিকারী
দেবদেব, ধরি দেহ আইলা দাসের
পূরাইতে মনসাধ তুষ্ট মম তপে ?"
এত কহি প্রণমিলা সাষ্টাঙ্গে ভূতলে

(১) এই মহাযোগী দেবতাদিগকে বিভ্রাটগ্রস্ত করিবার জন্য অধর্ম্ম-কর্ত্তৃক প্রেরিত ভণ্ডাসুর বই আর কেহ নহে। ভণ্ড ধার্ম্মিক বহু আড়ম্বর এবং নানাপ্রকার বহিরাবরণ পরিধান করিলেও তাহার দুশ্চিন্তাযুক্ত ললাটদেশ, অপ্রসন্ন মুখচ্ছবি এবং লুক্কায়িত বক্রদৃষ্টি-দ্বারা তাহার অন্তঃকরণের ক্রূর ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

ভণ্ড যোগী। ভাবদেব মোহিত সে ভাবে,
সরল সম্ভাষে হাসি কহিলা তাহারে,—
"নহে যোগি, দেবরাধ্য দেবদেব আমি;
দেব বটি, দেবলোক পরিহরি সাধে
আসিয়াছি মর্ত্ত্যলোকে ভ্রমিবার তরে;
অতুল গন্ধর্ব্বদেশ আনন্দের খনি
ধরাতলে, নিরখিয়া পাইনু হৃদয়ে
যে আনন্দ, ততোহধিক লভিনু আনন্দ
হেরিয়া তোমারে যোগি এ বিজন বনে।
কহ সাধু, সুখস্থানে আছে কিবা আর
সুখের সামগ্রী যাহা দেখি নাই আমি।"
বিনয়ে কহিলা ভণ্ড,—"এ ব্রহ্মাণ্ডমাঝে
সকলি দেবের লভ্য; কি দেখাব কহ
নূতন? নিবসি আমি এ নির্জ্জন স্থানে
অনাহারে অনিদ্রায় দিবসযামিনী;
না চাহি সুখের স্বাদ, বিলাসবাসনা
নাহি মম; হেরিয়াছি, জনমে অদূরে
নিভৃত পর্ব্বতঅঙ্গে সোমলতা নামে
অতুল অমৃত-লতা; করয়ে যে পান
তার রস, পূর্ণানন্দরসে ভাসে প্রাণ
তাহার! আইস দেব, দেখাইব আমি
সুধাংশু-কিরণ-সম সমুজ্জ্বল রূপে

সোমলতা সুধার আধার ধরাতলে ;
দেবের প্রসাদরূপে ভুঞ্জিব হে আজি
সোমরস, শান্তিরস উথলিবে প্রাণে !"
এত কহি লয়ে গেলা গিরিগুহামুখে
ভাব দেবে ভণ্ডাসুর ; সোমরস-পানে
বিহ্বল হইলা ভাব ভণ্ডের বচনে।
অমনি কপট যোগী করতালিযোগে
ভক্তির কীর্ত্তন এক গাইতে লাগিলা
মহামত্ত, উনমত্ত ভাবদেব তাহে
নাচিতে লাগিলা সঙ্গে দুবাহু তুলিয়া।
নেশায় বিহ্বল ভাব নাচিতে নাচিতে
হইলা স্খলিত-পদ, পড়িলা সহসা
সুগভীর তমোময় গিরিগুহা তলে !
নাহি সঙ্গে জ্ঞানচন্দ্র দেখাইতে পথ
অন্ধকারে, নাহি সঙ্গে ইচ্ছাদেবী, তেঁই
বিহীন-উত্থানশক্তি, রহিলেন ভাব
বিহ্বল-বিকল-অঙ্গ গিরিগুহাতলে ! (১)

(১) প্রকৃত ধর্ম্মভাব অপেক্ষা ভাবুকতাই যখন মানুষের প্রার্থনীয় হয়, তখনই মানুষ চিত্তবিহ্বলকারী দ্রব্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপকরণ-রূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। প্রাচীন ভারতে সোমরসপান এবং তান্ত্রিকদিগের সুরাপান এইরূপেই আরম্ভ হইয়াছিল। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, এই ত্রিবিধ ভাব সমভাবে সাধন না করাতেই মানুষ

পতিত করিয়া ভাবে ভণ্ডাসুর ভ্রমে
জ্ঞানের উদ্দেশ-আশে। হেরিয়া অদূরে
জ্ঞানদেবে, ছাড়ি ভণ্ড ত্রিপুণ্ড্রকজটা
মহাপণ্ডিতের বেশ ধরিলা সহসা ;
পরিধান শ্বেতাম্বর, শ্বেত শ্মশ্রুরাজি
বদনে, নয়নে শোভে শ্বেত কাচমণি ;
সুশুভ্র পাদুকা পদে, শোভে কক্ষতলে
প্রকাণ্ড পুস্তক এক পাণ্ডিত্যের খনি।
জ্ঞানদেবে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলা
ভণ্ডাসুর,—"এ ব্রহ্মাণ্ডে অজ্ঞাত আমার
নাহি কিছু ; কহ তুমি সামান্য মানব
কি হেতু আইলা হেথা ? কি শিক্ষা লভিতে,
কোন্ প্রয়োজনে কেবা পাঠালো তোমারে ?"
হাসিয়া কহিলা জ্ঞান,—"সামান্য মানব
নহি আমি, দেবলোকে জন্মি দেবকুলে ;
জ্ঞানচন্দ্র নাম মম, আইনু দেখিতে
বিধাতার জ্ঞানলীলা মর্ত্ত্যলীলা স্থলে।"
আগ্রহে কহিলা ভণ্ড,—"এ ব্রহ্মাণ্ডমাঝে
একমাত্র জ্ঞানারণ্য, সুশোভিত যাহে
সরস্বতী-কুণ্ড, যার গণ্ডূষৈক বারি

ধর্ম্মের এরূপ ব্যভিচার করিয়া থাকে। জ্ঞান ও ইচ্ছার সঙ্গ পরিত্যাগ করাতেই ভাবের এরূপ দুর্ম্মতি ঘটিয়াছিল।

করি পান দিব্যজ্ঞান লভে দেবনরে,
আছয়ে অদূরে দেব ; ইচ্ছ যদি তুমি,—
চলহ আমার সঙ্গে মনোরঙ্গভরে।
কিন্তু দেব, ঊর্দ্ধমুখে প্রবেশে সে বনে (১)
পান্থ যত ; অবিরত অন্তরীক্ষে ক্ষরে
জ্ঞান-কণা জ্ঞানারণ্যে, সে জ্যোতি-সংযোগে
নহে দীপ্ত আঁখি যার, পারে না সে কভু
প্রবেশিতে জ্ঞানারণ্যে, পরশিতে সেই
জ্ঞানকুণ্ড।" ভণ্ডাসুর কহিলা যেমতি,
প্রবেশিলা জ্ঞানচন্দ্র তাহার পশ্চাতে
মহারণ্যে। মহাভয় উপজিল প্রাণে
হেরি ঘোর অন্ধকার চাহিয়া ভূতলে
চারিভিতে, নাহি পথ, নাহি সঙ্গে কেহ ;
অলক্ষিতে ভণ্ডাসুব অদৃশ্য সেখানে !
নাহি সঙ্গে ভাবদেব, নাহি ইচ্ছাদেবী
সঙ্গে তথা, শ্রান্ত জ্ঞান ভয়ে ভীত অতি
ভ্রমিতে লাগিলা বনে পথ-ভ্রান্ত যথা
ভগ্নপদ ভয়ঙ্কর শ্বাপদের ভয়ে !

(১) ঊর্দ্ধমুখে পথ চলিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলে মানুষ যেমন শেষে পথহারা হইয়া ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ যাহারা একমাত্র জ্ঞান-পন্থাই অবলম্বন করিয়া চলে, তাহারাও জীবনের প্রকৃত পথ হারাইয়া চিন্তার রাজ্যে ঘুরিয়া মরে।

করি ভ্রান্ত জ্ঞানদেবে ভণ্ডাসুর চলে
ইচ্ছার উদ্দেশে শেষে পরম উৎসাহে।
আরোহি তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে নিজপৃষ্ঠে বাঁধি
দানাধার, অম্বুপান ঔষধের ঝুলি
বক্ষস্থলে, কক্ষমুলে শাণিত কৃপাণ,
সহসা সাজিল ভণ্ড মহাকর্ম্মীরূপে। (১)
চলেছেন ইচ্ছাদেবী প্রস্রবণ-পথে
দ্রুতপদে, ধৌতপদ নির্ম্মল সলিলে
শোভিছে সুন্দর শুভ্র কোকনদ-সম!
সম্বোধি ইচ্ছায় ভণ্ড কহিলা আদরে,—

(১) ভক্ত, জ্ঞানী এবং কর্ম্মী এই ত্রিবিধ সাধুলোকের মধ্যেই ভণ্ডলোক দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তি, জ্ঞান কিম্বা কর্ম্ম, এই ত্রিবিধ সাধুতার যে কোন ভাব অবলম্বন করিয়া হউক না, ভণ্ডামিতে মানুষ যেরূপ রসাতলে যায়, এমন আর কিছুতেই নহে। যে সকল লোক ভাবপ্রধান, তাহারা ভণ্ড-ভক্তদিগদ্বারা, যাহারা বুদ্ধিপ্রধান, তাহারা ভণ্ড-জ্ঞানিদিগদ্বারা, এবং যাহারা ইচ্ছাশক্তি-প্রধান, তাহারা ভণ্ড-কর্ম্মীদিগদ্বারা সহজে প্রতারিত হয়। অপ্রসন্ন মুখচ্ছবি এবং সন্দেহযুক্ত দৃষ্টি ভণ্ড-ভক্তের, অবিনয় ও প্রগল্‌ভতার ভাব ভণ্ড-জ্ঞানীর, এবং বহিড়াম্বর ও পরহিতৈষণার সুদীর্ঘ প্রসঙ্গ সচরাচর ভণ্ড কর্ম্মীর লক্ষণরূপে প্রতীয়মান হয়। ভণ্ডাসুরের বেশভূষা, জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছার সঙ্গে কথোপকথন ও ব্যবহার দ্বারা উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবৃত করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে।

"হে শোভনে, কহ সত্য, হেন লয় মনে,
সঙ্গীহারা সশঙ্কিতা একাকিনী তুমি
একাননে ; কিন্তু বৎসে, নাহি ভয় তব
বিন্দুমাত্র, তব গাত্র পারিবে না কেহ
পরশিতে, প্রাণবায়ু রহিবে এ দেহে
যতক্ষণ, এ জীবন ধরি পরহিতে।
হের পৃষ্ঠে দানাধার, দীনদুঃখী-তরে
করি ভিক্ষা ; বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি হেন
শৈশবে, পীড়িতে করি নিমেষমাঝারে
রোগমুক্ত ; এ কৃপাণ বাঁধি কটিতটে
আর্ত্তের উদ্ধার-হেতু দমিয়া দুর্জ্জনে ;
সবল তুরঙ্গ মম পথ-শ্রান্ত জনে
লই সঙ্গে পৃষ্ঠে তার, যাই গম্য পথে।"
আগ্রহে কহিলা ইচ্ছা,—"ছিল সঙ্গী মম
দুই ভ্রাতা, বহুক্ষণ না পাই দেখিতে
বন-মধ্যে দুইজনে ; হইয়াছে তেঁই
ভাবনা-বিষণ্ণমুখ দিবা-অবসানে।
সাধু তুমি স্বার্থত্যাগী পর-উপকারী,
পার যদি, সদুপায় কহ এবে মোরে।"
অভয়ে হাসিয়া ভণ্ড কহিলা অমনি,—
"পরিহর ভয় বৎসে, দেখিয়াছি আমি
ভ্রাতৃদ্বয়ে (ভাব আর জ্ঞানচন্দ্র নাম

দোঁহাকার) প্রবেশিতে গিরিগুহা-পথে।
এই যে গন্ধর্ব্বদেশ ধরা-পৃষ্ঠে শোভে
সুশোভন, তুচ্ছ ইহা তাহার নিকটে,
ভূতলে আছে যে স্থান ; সে শোভা হেরিতে
পশেছেন দুইভ্রাতা সুরঙ্গের পথে।
আইস আমার সঙ্গে, চল যাই দেবি
সে দেশে, সোদর-সঙ্গ লভিবে এখনি।
নারীকুলোদ্ভবা তুমি, নহে সুসঙ্গত
একযোগে মম সঙ্গে আরোহণ তব
অশ্বপৃষ্ঠে ; বাঁধি অশ্ব এ অশ্বত্থমূলে
পদব্রজে যাই চল তোমারে লইয়া
গম্যস্থানে ; ধন্য আমি, সুপ্রভাত আজি
মম তরে, গত দিবা পর উপকারে !"
হেরিয়া ভণ্ডের ভাব, ভুলি ইচ্ছাদেবী
চলিলা পশ্চাতে তার ; শত প্রলোভনে
সুধাসম মিষ্টভাষে মানস হরিয়া
নিলা তারে কাম্যবনে দানবের দেশে
গভীর পাতালপুরে অধর্ম্মের চর
ভণ্ডাসুর ক্রূরমতি ছদ্মবেশ ধারী।

নবম সর্গ—বিষাদ।

বিগত-যামিনীযোগে জয়ন্তজাহ্নবী
আগত গন্ধর্ব্বদেশে ; শোভিত অদূরে
সুবর্ণমন্দিরসম নগেন্দ্রশিখরে
শৃঙ্গরাজি স্বর্ণময় সৌরকর-জালে।
ত্যজি কৃষ্ণ পরিচ্ছদ নীলাম্বরবেশে
সুশোভিল অন্তরীক্ষ, উজলিল তাহে
সুবিচিত্র মেঘমালা রত্নমালাসম।
অর্দ্ধেক অরুণ-কান্তি দৃষ্টিরেখা'পরে
হাসিল ; সুমন্দ বেগে সুগন্ধ বিস্তারি
প্রবাহিল গন্ধবহ ; কন্দর ভরিয়া
বিহঙ্গ-কাকলি-ধ্বনি উঠিল সঘনে।
সুবসন্তে সুখময় সুনিভৃত দেশে
ধ্যানস্থ প্রকৃতি যেন নয়ন মেলিয়া
ত্যজিলা নিশ্বাস ধীরে, গাইলা সুস্বরে
"জয় ব্রহ্ম জয় !" গীত কলকণ্ঠ-নাদে।

প্রভাত হইলা নিশা, নামিলা হরষে
পতিপত্নী লক্ষ্যস্থানে, কিন্তু নাহি তথা
ত্রিদেব ; বিদায় কালে কহিলা সকলে
দম্পতিরে,—“তোমাদের প্রতীক্ষায় মোরা
রহিব এ লক্ষ্যস্থানে রজনী-প্রভাতে।”
অব্যর্থ দেবের বাক্য, অন্যথা তাহার
কেন হেন ? ভাবি মনে হইলা চিন্তিত
পতিপত্নী ; প্রতীক্ষায় রহিয়া সেখানে
বহুক্ষণ বাহিরিলা দেব-অন্বেষণে।
করিলা সন্ধান বহু কন্দরে কন্দরে
পর্ব্বতে প্রান্তরে বনে, প্রস্রবণ-পথে
চারিভিতে ; ভীতচিত্ত গোপাল-বালক
করয়ে সন্ধান যথা, হারাইলে বনে
সবৎস সুরভি গাভী দিবা-অবসানে।
ভ্রমিয়া সমস্ত দিবা পর্ব্বতে প্রান্তরে
পতিপত্নী, পুনরায় হইলা আগত
লক্ষ্যস্থানে, আশা করি দিবা-অবসানে
ত্রিদেব-সাক্ষাৎ সেথা ; না ফলিল আশা !
কহিলা জাহ্নবী সতী সজল নয়নে
জয়ন্তে,—“হে প্রাণকান্ত, শান্ত চিতে আর
কেমনে রহিব কহ ? হেন লয় মনে,
আমাদের ভাগ্যদোষে বুঝি অবশেষে

বিষম বিভ্রাট কোন ঘটিল ত্রিদেবে !
অজড় অমর দেব, দানবমানব
নহে সম, কিন্তু ভ্রম উপজয়ে যবে
দেবতার, কি দুর্দ্দশা ঘটে তাসবার
জান তুমি ; হায় আমি পারি না ভাবিতে,-
না জানি কি পরমাদে পড়িয়াছে সবে !
জ্ঞানচন্দ্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি, নিয়ত নিরত
বিতণ্ডায় ; ভাব মত্ত আপনার ভাবে ;
শান্তশীলা ইচ্ছাদেবী, কিন্তু সেও নহে
প্রবীণা, উদ্যত যেতে প্রবৃত্তির পথে।
একযোগে ভ্রান্তমতি হয় যদি তারা
তিন জন, রক্ষা আর কে করিতে পারে ?
দেবলোকে পুণ্যসঙ্গে মনোরঙ্গে ভ্রমে
ত্রিদেব, দুর্ম্মতি কারো কভু না উপজে
স্থানগুণে ; কিন্তু ধরা মানবের পাপে
ভারাক্রান্ত, কলুষিত দানবের পদে ;
দেবের দুর্ম্মতি হেথা অসম্ভব নহে। (১)

(১) মানবের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা যখন স্বর্গে দেবতাদিগের সঙ্গে থাকে, অর্থাৎ সৎভাব ও সাধুসঙ্গে অবস্থিতি করে, তখন উহাদিগের মতিভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না ; কিন্তু সংসারে পাপী লোকদিগের সঙ্গে পড়িলেই উহাদিগের দুর্ম্মতি ঘটিতে পারে।

আহা! কোথা ভাবদেব, ইচ্ছা মহাদেবি,
জ্ঞানদেব? অবজ্ঞায় ত্যজিলা কি কহ
আমা দোঁহে এ বিদেশে? কোন্ দোষে দোষী
দাসদাসী দেবপদে? এ বিপদে আসি
কর রক্ষা, দেহ ভিক্ষা, ক্ষম অপরাধ
আছে যত, মনদুঃখ পারি না সহিতে!
পুণ্য-স্নেহ-প্রভাময় পরম সুন্দর
প্রাণের আরাম-স্থল তোমরা সকলে
আমাদের, অন্ধকার হেরি চারিভিতে!
স্বর্গের উজ্জ্বল রত্ন—দেবের আনন্দ,
আনি মোরা মন্দমতি, হারাইনু শেষে
এদেশে; হারায় যথা নির্ব্বোধ মানব
অতুল ভাণ্ডারশোভা মহামণিদাম
মহারণ্যে মহাভ্রমে রাখিয়া অঞ্চলে।
কোথা মাগো ইচ্ছাদেবি, স্নেহময়ী তুমি
দাসীরে, ভাসিছে দাসী নয়ন আসারে,
দেখ আসি!" এত কহি কাঁদিতে লাগিলা
দেবদূতী, দেবদূত রহিলা নীরবে!
ক্ষণপরে দেবদূত কহিলা সস্নেহে
পত্নীপ্রতি,—"প্রিয়তমে, পরিহর এবে
পারতাপ; নিতান্তই বিধিবশে যদি
দেবের দুর্দ্দশা ঘটে, সে শঙ্কটে ত্রাণ

করিবেন ধর্ম্মরাজ পুণ্যের প্রভাবে
তাসবার ; এ সন্তাপ সম্বরহ তুমি।"
কাতরে কহিলা দূতী,—"প্রাণনাথ, শুধু
পরিতাপে নহি দগ্ধ ;মুহ্যমান হিয়া
লজ্জাভারে ! দেবলোকে কেমনে দেখাব
এ মুখ ? কহিবে সবে,—"জয়ন্তজাহ্নবী
দেবের দয়িত ধন দেবরাজসুতা
ভ্রাতৃসহ হারাইলা লয়ে মর্ত্তলোকে,
নিজ সুখে মত্ত দোঁহে !" এ কলঙ্ক-কথা।
অবোধ অবলা আমি, অক্ষমতা-কথা
নহে নিন্দা মম পক্ষে ; তোমার কুখ্যাতি,
দংশে আশীবিষে প্রাণ, পশিলে শ্রবণে।
তুমি তরু আমি লতা, প্রেম-আলিঙ্গনে
বেষ্টিয়া রয়েছি তোমা, অবলম্ব তুমি
জীবনের ; তব অঙ্গে করে যদি কেহ
অস্ত্রাঘাত, অগ্রে তাহা লাগে এ শরীরে ;
জয়ন্তজাহ্নবী নাথ, প্রাণদেহ-সম।"
    সজল নয়নে দূত প্রেমানন্দে ভাসি
কহিলা,—"হে প্রাণেশ্বরি আনন্দদায়িনি,
সম্পদে বিপদে তুমি জয়ন্তের প্রাণে
শান্তির চেতনারূপা ; কলঙ্কের ভয়
নাহি কিছু ; দেবলোকে পরিচিত তব

জয়ন্ত, জানেন ধর্ম্ম আপনি তাহারে—
স্বার্থত্যাগী, কর্ম্মশীল, পর-উপকারী
তব আশীর্ব্বাদে প্রিয়ে ; তেঁই দিলা স'পি
নির্ভয়ে সন্তানগণে এ দাসের করে
দূর দেশে, দেবলোকে না ডাকিলা কারে।
অঘট্য ঘটন যদি ঘটে, তার তরে
নহে অনুযোজ্য কেহ দেব কি মানবে।”

বিনয়ে কহিলা দূতী,—“নহে প্রাণেশ্বর,
কেবলি কাতরা দাসী কলঙ্কের ভয়ে ;
ধর্ম্মভয় জাগে মনে, প্রত্যুবায়ভাগী
অবশ্য হয়েছি মোরা এ বিপত্তি-পাতে।
প্রজাপতি ধর্ম্মরাজ, দেবমানবের
প্রভু তেঁহ ; ভৃত্য মোরা তাঁরি অনুগ্রহে
রক্ষিত, দীক্ষিত পুনঃ পুণ্যদেবলোকে।
[illegible]তে মোরা অনুজ্ঞা তাঁহার
সুনির্ব্বাহ ; কহ নাথ কেন না হইব
পাপভাগী ? এ অভাগী ধর্ম্মজ্ঞানহীনা।
কোমলা অবলা মোরা, স্বভাবতঃ যথা
পতিপ্রেমপরায়ণা, প্রভুপ্রতি তথা
ভক্তিশীলা ; প্রাণসম পতিরত্ন যথা,
পিতৃসম প্রভু তথা ; প্রভুর প্রসাদে
বাঁচে পিতৃদত্ত প্রাণ, সঞ্চরে শোণিত

দেহ মধ্যে ; প্রভুকার্য্যে সে শোণিতদানে
কুণ্ঠিত যে, কৃতঘ্ন সে নরাধম ভবে !
আপনি সাধনারাণী দিলেন সঁপিয়া
দাসীরে ত্রিদেবরত্নে, অতি যত্নে তারে
রাখি সঙ্গে, দেবসঙ্গে না দিনু আনিয়া ;
হয়েছে অধর্ম্ম অতি সংশয় কি ইথে ?”
সবিনয়ে দেবদূত কহিতে লাগিলা,—
“ক্ষম দেবি, অপরাধ হইয়াছে যাহা,
সকলি অজ্ঞান কৃত, করিবেন ক্ষমা
ধর্ম্মরাজ, পরিহার মাগিব চরণে।
এ দেশে বিলম্ব আর নহে সমুচিত
দিনমাত্র, রাত্রিশেষে যাইব আমরা
দেবলোকে, দুঃখবার্ত্তা কহিতে সেখানে।
দ্বিযামা যামিনী এবে, করহ বিশ্রাম
ক্ষণকাল, মন হ’তে করি বিদূরীত
বিষাদ-ভাবনা তব ; অচ্যুত অভয়ে
ভাব মনে, দুখ তব ঘুচাবেন তিনি।”
বসিয়া ত্রিদিবধামে ধর্ম্মরাজসহ
আনন্দে সাধনারাণী দেবসভামাঝে ;
শত শত দেবদেবী সমাসীন সেথা
সম্মুখে, শোভিত যথা নীল নভোস্থলে
সচন্দ্র-রোহিণী-পাশে শত শত তারা।

সুর-সৌভাগ্যের কথা স্মরিয়া সকলে
হর্ষযুক্ত, মুক্তকণ্ঠে করিছেন সবে
ধর্ম্মের বন্দনা; ধর্ম্ম রত নিজ কাজে,
অটল প্রশংসাবাদ-নিন্দাতিরস্কারে। (১)
সহসা সাধনারাণী মলিনবদনা
চিন্তিতা, বিষাদভরে কহিতে লাগিলা
ধর্ম্মরাজে,—"মহারাজ, মহানর্থ কিছু
ঘটিয়াছে দেবতার, তেঁই মম প্রাণে
অতর্কিতে মহাদুঃখ উদিত এমতি।"
শুনিয়া রাণীর বাণী সুর-সভাতলে
চকিত দেবের দল, চকিত যেমতি
কলহংস, রাজহংসী করে যদি কভু
কলরব অদৃশ্য ব্যাধের পদরবে।
সুধাইলা সুরপতি,—"কহ সুররাণি,
কি কারণে হেন শোক উপ্ত তব প্রাণে?"
কাতরে কহিলা রাণী,—"না জানি কারণ
এ দুঃখের, কিন্তু দেব, দুরু দুরু কাঁপে
বক্ষ মম ভূকম্পনে ভূতল যেমতি!
দীপ্তিময় দেবলোক কেন যেন হেরি

---

(১) প্রকৃত ধর্ম্মভাব প্রশংসা বা নিন্দাতে বিচলিত না হইয়া, নিয়ত কর্ত্তব্যসাধনেই রত থাকে।

তমোমাখা, দেবমুখে বিষাদের রেখা ;
দূর হতে সমীরণ বহিছে শ্রবণে
অস্ফুট রোদন-ধ্বনি ; দেবসভা তব
বৃন্দারকবৃন্দে পূর্ণ, তবু যেন হেরি
জনশূণ্য গৃহসম বিজন বিপিনে !
বড় অলক্ষণ ইহা ; নিশ্চয় কহিনু
মহারাজ, মহানর্থ ঘটিয়াছে কিছু
দেবতার, প্রতিকার করহ সত্বরে।
কতদিন গত মর্ত্ত্যে পুত্রকন্যা তব,
না পাই সংবাদ কিছু ; অজড় অমর
বটে দেব, কিন্তু আছে মানবের দেশ
দানবের গতিবিধি ; বিধির বিপাকে
নিশ্চয় সন্তান মম পড়েছে বিপদে।
অভাগী মায়ের প্রাণ তেঁই বিচলিত
হায় এত, অলক্ষিতে মর্ম্মাহত আমি !
সৃজিলা বিধাতা করি দেবের বণিতা,
অল্পদুঃখে দ্রব প্রাণ, জান সুরপতি।
ছাড়িয়া সন্তানগণে আছি সুরলোকে
মৃতপ্রায়, মর্ম্মব্যথা পারিনা সহিতে !” (১)

---

(১) গন্ধর্ব্ব দেশে যাইয়া জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার যে মহাবিপদ ঘটিয়াছে, তাহাতেই স্বর্গে তাঁহাদিগের জননীর প্রাণ শোকাভিভূত

এত কহি অধোমুখে রহিলা নীরবে
সাধনা ; ধরিয়া করে কহিতে লাগিলা
ধর্ম্মরাজ,—"সুররাণি, স্থির কর হিয়া ;
দেবের বিপদ কিছু—অঘটয্য ঘটনা—
ঘটে যদি, প্রতিকার করিবে সকল
দেবে মিলি ; শত দেবে পাঠার এখনি
মর্ত্ত্যলোকে, তত্ত্ব তারা আনিবে সত্বরে।
স্থির কর চিত্ত তুমি ; তোমার বিষাদে
বিষাদিত দেবসভা, প্রভাহীন যথা
বিপুল নক্ষত্রশোভা কুজ্ঝটিকাযোগে।"
এত কহি চাহি ধর্ম্ম দেবদল-পানে
কহিলা গম্ভীর স্বরে,—"পুণ্যদেবলোকে
নিবসি দেবতা সবে নিত্য সুখভোগে ;
দেবের বিপদ যদি বিধির বিধানে
ঘটে কোথা, মুহ্যমান না হইব কভু
আমরা ; অমর বিধি করিলেন দেবে
অনন্ত মঙ্গলময় ; অনন্ত মঙ্গল
ইচ্ছা তাঁর ; সুখদুঃখ তুচ্ছ করি মোরা

হইয়াছে। অতি দূরস্থ অজ্ঞাত অথবা আসন্ন অদৃশ্য বিপদে অনেক সময়েই মানুষ এইরূপ অতর্কিতভাবে বিকলচিত্ত হইয়া থাকে। কিরূপে মানব-হৃদয় বিপদের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হয়, অধ্যাত্ম-দর্শনের উন্নতি হইলে কালে তাহা নির্ণীত হইবে।

করিব কর্ত্তব্য যাহা, ঘুচিবে বিপদ ;
পরম মঙ্গল লাভ হইবে চরমে।”
এতেক কহিতে ধর্ম্ম, উঠিল সঘনে
“জয় ব্রহ্ম জয়!” ধ্বনি সুরসভাতলে।
নীরবিলে বৃন্দারক, হলা উপনীত
জয়ন্তজাহ্নবী দোঁহে দেবসভাতলে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি দেবে দাঁড়াইলা পুনঃ
পতিপত্নী, দাঁড়াইলা দেবকী যেমতি
সঙ্গে বসুদেবস্বামী ব্রজরাজপুরে,
কৃষ্ণহারা কাঙ্গালিনী কহিতে সকলে,—
যে দুর্দ্দশা মথুরার কৃষ্ণধন বিনে। (১)
দেবদূতে সম্বোধিয়া কহিলা তখন
সুরপতি,—“কহ দূত, কি হেতু আগত
এবেশে এ দিব্য দেশে, রাজপুত্রদ্বয়
রাজপুত্রী রয়েছেন কোথায় কি ভাবে ?
বিষাদবিশীর্ণ মুখ নত দুঃখভারে
কেন তব? নিরখিয়া এভাব তোমার
ভাবনা-আকুল প্রাণ! কহ ত্বরা করে,—
কোথা মম পুত্রকন্যা রয়েছে কিভাবে ?”

(১) কৃষ্ণ-হারা মথুরার দুঃখবার্ত্তা কহিবার জন্য দেবকী ও বসুদেব নন্দালয়ে গমন করিয়াছেন, এমন কথার উল্লেখ পুরাণে দেখি নাই ; কিন্তু কাব্যে এরূপ কথার ব্যবহার দূষণীয় নহে।

যোড়করে ভগ্নস্বরে সজলনয়নে
কাতরে কহিলা দূত,—"সে দুঃখের কথা
কি কহিব দেবদেব, ক্ষম এ দাসেরে!
পূর্ব্বাপর রহি সঙ্গে, ক্ষণেকের তরে
গিয়া দূরে, পুনঃ আসি না পাইনু দেখা
ত্রিদেবের লক্ষ্যস্থানে; তন্ন তন্ন করি
পর্ব্বত-কন্দর-বনে করিনু তল্লাস
অনাহারে অনিদ্রায়; অকূল পাথারে
পতিত কাণ্ডারী যথা পোত হারাইয়া!
সে অবধি নিরবধি শোকাকুল মোরা।
হায় আমি সুপাপিষ্ঠ, দুরদৃষ্টদোষে
দেবের দয়িত ধন দিনু বিসর্জ্জন
বিদেশে; বিষাদে প্রাণ না রহে এ দেহে!"
এত কহি অধোমুখে অশ্রুবারিধারা
ত্যজিতে লাগিলা দূত। শুনি দুঃখকথা
বিষাদে সাধনারাণী বিকলহৃদয়া
হেলিয়া ধর্ম্মের অঙ্গে দিলা প্রাণে ঢালি
প্রাণের যাতনাভার, তিতাইলা দেহ
অশ্রুজলে; পদতলে লুণ্ঠিতা রাণীর
দেবদূতী, মহাদুঃখে লাগিলা কাঁদিতে!
মলিন দেবতাবৃন্দ, আনন্দ-কাননে
বহিল বিষাদবায়ু—রহিলা নীরবে

কুঞ্চিত-কমলসম দিবা-অবসানে
দেবদল, নিরখিয়া পরস্পর-মুখে।
ক্ষণপরে ধর্ম্মরাজ কহিতে লাগিলা
ধীরে ধীরে,—“কহ দূত, কহ সবিস্তারে
কোন্ পথে কোথা হতে কেমনে হইলা
অদৃশ্য ত্রিদেব ? কহ সে সময়ে তুমি
ছিলে কোথা, দেবদূতী ছিল কোন স্থানে ;
কোন্ দেশে দেবতার ঘটিল দুর্দ্দশা ?”
বিমোচিয়া অশ্রুবারি বিনয়ে কহিলা
দেবদূত,—“দেবদেব, দেবলোক ছাড়ি
কোটি কোটি ক্রোশ ভ্রমি করি অতিক্রম
মধ্যলোক, প্রেতপুরী, হয়ে উপনীত
মর্ত্ত্যধামে, হেরিলাম সমুদ্রপর্ব্বত
নগরপ্রান্তর কত পারি না কহিতে ;
ইরাণ, তুরাণ, গ্রীশ, রোম, ব্রহ্ম, চীন
ভ্রমিয়াছি কত রাজ্য ; স্বর্ণলঙ্কাপুরী
সেতুবন্ধ নিরখিয়া প্রবেশিনু শেষে
ভারতে, ভ্রমিনু সুখে সে বিশাল দেশে।
উত্তর পশ্চিমে তার রয়েছে শোভিত
সুন্দর গন্ধর্ব্বদেশ, পশিনু সে দেশে।
দ্বিতীয় নন্দনসম সে গন্ধর্ব্বদেশ
শোভাময়, হেরি শোভা দেবতার চিত

বিমোহিত, কহিলেন,—"রহিব আমরা
কিছুকাল সুখময় ভূনন্দনবনে।"
"কুক্ষণে ভারত-ভূমে দিয়াছিনু পদ
ধর্ম্মরাজ, এ বিপদ ঘটিয়াছে তাহে!
ভারতভ্রমণ-কালে উদিল মানসে
এ দাসের বড় সাধ নিরখিতে নিজ
জন্মস্থান, সুখস্থান রাজস্থান-মাঝে।
দেখেছি ত্রিদিবে মর্ত্ত্যে দিব্য দেশ কত
দেবরাজ, কিন্তু হেন প্রিয়মনে কিছু
নাহি জাগে অভাগার জন্মভূমিসম।
লইয়া বিদায় তেঁই দিনেকের তরে
গিয়াছিনু জন্মভূমে; দিলা অনুমতি
হৃষ্টচিত্তে দেবগণ এ দাসের প্রতি।
না ছিল নিষেধ আজ্ঞা ক্ষণেকের তরে
ত্যজিতে সে দেবসঙ্গ; জানিতাম যদি
ঘটিবে বিপদ হেন, ত্যজিত এ দাস
বাসনা, কভু না যেতো ছাড়ি দেবগণে।
নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসি নিরূপিত স্থলে
না পাইনু দেবগণে; জাগিল মানসে,
যে দোষ করেছি তার প্রথম ধারণা
তখন, এখন দহি অনুতাপানলে!
মহারাজ, ক্ষম দোষ, ক্ষম দয়া করে;

ভগ্নপ্রায় প্রাণমন অপরাধ-ভারে !”
এত কহি অশ্রুবিন্দু করিলা মোচন
দেবদূত, দেবসভা নীরব বিষাদে !
আশ্বাসি কহিলা ধর্ম্ম,—“অপরাধ তব
সামান্য অজ্ঞানকৃত, ক্ষমিলাম আমি।
ঘটেছে বিপদ যাহা, প্রতিকার তার
কর এবে, দেবদূত কার্য্যদক্ষ তুমি,
বীর, ধীর, ধর্ম্মমতি, যাহ শীঘ্রগতি
দেবদুর্গে, সঙ্গে করে সত্যসেনাপতি,
সভাস্থলে আছি আমি, আইস সত্বরে।”
শুনিয়া ধর্ম্মের বাণী নমিয়া ভূতলে
তীরসম ধায় দূত দেবদুর্গপ্রতি ;
হৃষ্টচিত্ত দেবদূতী লভি পরিহার
অপরাধে, আনন্দাশ্রু উদিল নয়নে।
ক্ষণপরে আইলেন সুরসভাতলে
শত সৈন্য সুবেষ্টিত সত্যসেনাপতি।
বিশাল উজ্জ্বলবপু সত্য মহাবীর
শান্তমূর্ত্তি, নিরখিয়া সুপ্রসন্ন মুখে
লভয়ে অমরনর অভয় নিয়ত।
সসম্ভ্রমে দেবদল উঠি দাঁড়াইলা
হেরি সত্যে ; সমুচিত সম্ভাষণে তেঁহ
তোষিয়া সবার মন, বিনয়ে নমিলা

ধর্ম্মপদে। ধরি করে ধর্ম্মরাজ তাঁরে
বসাইয়া নিজ পাশে কহিতে লাগিলা,—
"দেবের বিপদবার্ত্তা অবগত তুমি
অবশ্যই দূতমুখে দেবত্রাসহারি;
কর এবে প্রতিকার, ঘুচাও সত্বরে
দেবের কলঙ্কতুঃখ। কুক্ষণে আমার
হলো মতিভ্রম কিবা, দিনু অনুমতি
বিহরিতে মর্ত্ত্যলোকে তনয়াতনয়ে,
তোমার অজ্ঞাতে হেন অরক্ষিত ভাবে।
ঘটেছে বিপদ যাহা, নাহি ফল তার
শোচনায়; তোমাসম সহায় লভিয়া
ভাগ্যশীল সুরপতি অভয় বিপদে;
অকলঙ্ক কর তারে সুর-সেনাপতি।"
বিনয়-বচনে সত্য কহিলা উত্তরে,—
"অকলঙ্ক তুমি সদা, বিপদ তোমার
ক্ষণস্থায়ী ঘটে শুধু বাড়াইতে ভবে
অটল মহিমা তব; কুজ্‌ঝটিকা যথা
প্রভাকর-প্রভা দেব করে দ্বিগুণিত। (১)
আমরা অমরলোকে পরম গৌরবে
বঞ্চি তব স্নেহতলে; বিধাতার খেলা

(১) প্রকৃত ধার্ম্মিক লোকের বিপদ তাহার ধর্ম্মভাব ও চরিত্রবল অধিকতর উজ্জ্বল করিবার জন্যই উপস্থিত হয়।

তোমার বিপদ প্রভু ; প্রকাশিতে শুধু
প্রভুভক্তি এ সুযোগ অধমের তরে
ঘটিল, ঘটিল যথা সুগ্রীবের তরে
রাঘবের বনবাস ভারত-ভবনে।
বহুকাল দেবদুর্গে নাহি বাজে ভেরী
প্রকৃত আহবরবে, ভাক্ত যুদ্ধে রত
দেবসেনা, দেববীর্য্য নিষ্প্রভ সকলি,
নিষ্প্রভ দেউটী যথা অন্ধকার বিনা।
নহে ব্যবহৃত যাহা, সে অস্ত্র কদাপি
না রহে শাণিত দেব, দেবারিনিধনে
হইবে শাণিত এবে দেবায়ুধ যত।
শান্ত কর চিত প্রভু, অবিলম্বে যাব
সঙ্গেতে সহস্র সেনা, মর্ত্ত্যলোকে আমি ;
দেবের বিষাদভয় ঘুচিবে সত্বরে।”
এত কহি সম্বোধিয়া সাধনায় পুনঃ
সস্নেহে কহিলা সত্য,—“শান্ত হও মাতঃ,
সহস্র সন্তান তব ছুটিবে এখনি
মর্ত্ত্যপানে, অবিলম্বে পুত্রকন্যা তব
দিবে আনি দিব্যলোকে তব আশীর্ব্বাদে।”

এত কহি সত্যশূর নমিয়া সত্বরে
দম্পতিরে, গেলা চলি প্রীতির আশ্রমে।
নিত্য রত প্রীতিদেবী পরহিতব্রতে

পরম পবিত্র প্রেমে ; আছিলেন দেবী
কোমল কলিকাসম স্নেহরূপ ধরি
আমোদ-প্রমোদচ্ছলে শিক্ষাদানে রত
পিতৃমাতৃহীন যত সুর-শিশুগণে।
হেরি দূরে সত্যশূরে হইলেন সতী
প্রস্ফুট কুসুমসম প্রেমাপ্লুত আঁখি ;
সাঙ্গ করি বাল্যরঙ্গ, সঙ্গিনীর করে
সমর্পিয়া শিশুদলে, পরম পুলকে
আইলা পতির পাশে ; সুধাইলা ধীরে,—
"প্রাণনাথ, গেলে দুর্গে নহে বহুক্ষণ,
অসময়ে হেথা পুনঃ কোন্ প্রয়োজনে ?
কিহেতু শ্রীমুখ-সূর্য্য চিন্তামেঘাবৃত
হেরি তব ? এ দাসীরে কহ তা সত্বরে।
দেবের বিপদ বুঝি ঘটিয়াছে কোথা
হয় মনে, চিন্তারেখা তেঁই ভ্রূনয়নে !"
দেবের বিপদ-বার্ত্তা বর্ণিয়া বিস্তারে
কহিলেন সত্যশূর,—"চিন্তাভয় কিবা
নাহিজানি ; প্রাণেশ্বরি, পড়ে পরমাদে
তোমার বিচ্ছেদে শুধু প্রেমাধীন তব।
এখনি যাইব মর্ত্ত্যে, আর্ত্ত সুর-রাণী
মহাদুঃখে, মুহূর্ত্তেক বিলম্ব না সহে। (১)

(১) মুহূর্ত্তেক দিনৈক এবং দণ্ডেক প্রভৃতিই ব্যাকরণ-সম্মত।

কর আশীর্ব্বাদ দেবি, দেহ দয়া করে
বিদায় এ দাসে তব ; আসিব সত্বরে
দেবকার্য্য সিদ্ধ করি তব প্রেমবলে।"
"দেবের বিপদে নাথ, বিপদ আমার
চিরকাল, সুমঙ্গল লভে পরিণামে
দেবদল ; ফলমাত্র অভাগীর ভালে
তোমার বিচ্ছেদ-জ্বালা !" এত কহি সতী
সম্বরি আবেগ চিত্তে কহিলা আবার
পতিপ্রতি,—"যাও নাথ, যাও মর্ত্ত্যলোকে,
কে করিবে দেবোদ্ধার সত্যশূর বিনা ?
লইয়া তোমার স্মৃতি তব দাসী প্রীতি
দেবতার প্রিয় কার্য্যে রহিবে নিরত
অনুদিন, তব পদে অর্পিবে আদরে
প্রেমাশ্রু-কুসুমরাজি হৃদয়মন্দিরে।
সত্বরে আইস তুমি ; রহিলাম আমি
(গতপ্রাণ তব সঙ্গে,) শূণ্য দেহাগারে !"
এত কহি মহাপ্রেমে মত্ত মহাদেবী
ধরি বক্ষে পতিরত্নে দিলেন বিদায়

কিন্তু উহা বড়ই শ্রুতিকটু বলিয়াই মুহূর্ত্তেক• দিনেক প্রভৃতির ব্যবহার করা গেল। পদ্যের বিশেষ অধিকার প্রসারিত না হইলে ভাষার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয় না।

সুতপ্ত নিশ্বাস-সহ ; সুপ্তোত্থিত-সম
লভি বল সত্যশূর চলিলা সমরে।
উঠিল সমরবাদ্য দেবদুর্গমাঝে
অমরের, অনম্বরে উড়িল পতাকা
সমুজ্জ্বল, মত্ত সুর রণ-কোলাহলে।
সাজিলেন রণসাজে সত্যসেনাপতি
সঙ্গেতে সহস্র সেনা, সাজিল সকলে
নানা অস্ত্রে নানা সাজে আলোকিত করি
অন্তরীক্ষ, মার্ত্তণ্ড-ময়ূখমালা-সম।
চলিলা দেবতা-বৃন্দ দেব-শৃঙ্গনাদে
কাঁপাইয়া দশ দিক্, চলে মহাবেগে
গভীর জীমূত-মন্দ্রে প্রভঞ্জন যথা।
চলিলা জয়ন্ত সঙ্গে পথ দেখাইয়া ;
দেবলোকে অনিচ্ছায় রহিলা জাহ্নবী
প্রীতির সঙ্গিনীরূপে প্রীতির আশ্রমে।

দশম সর্গ—অন্বেষণ।

সমাগত দেবযোধ ত্রিদিব ছাড়িয়া
দেবের উদ্ধারহেতু দূর মর্ত্ত্যলোকে।
উঠিল কাঞ্চনশৃঙ্গে সহস্র শিবির
দেবতার, সুশোভিল অপূর্ব্ব শোভায়
গিরিশৃঙ্গ ; শোভে যথা সুদূর অম্বর
শত শুভ্র মেঘাম্বরে শারদ প্রভাতে ;
কিম্বা যথা মহারণ্যে উচ্চ তরুশির
অযুত কুসুমে শোভে। উড়িল গগনে
লোহিত পতাকা শত, বায়ুর হিল্লোলে
আন্দোলিত ; রক্তবর্ণ অজগরবেশে
দেবতার ক্রোধানল অবতীর্ণ যেন
অবনীতে, বিনাশিতে দুরন্ত অসুরে !
বাজে সুগভীর রবে দামামা-দুন্দুভি—
অমর-সমরবাদ্য, সায়াহ্নে প্রভাতে

দেবের শিবিরমাঝে ; বীরসাজে সাজি
বীরদর্পে দেবসেনা নিয়ত বিচরে।
মর্ত্ত্যে আসি পাঠাইলা সত্যসেনাপতি
ত্বরিতে গন্ধর্ব্বদেশে শত সুরবীরে
দেবের উদ্দেশহেতু ; সঙ্গে দেবদূত
জয়ন্ত, চলিলা সবে, চলিলা যেমতি
সুগ্রীবের সহচর শত শত বীর
সীতার উদ্দেশ-আশে দাক্ষিণাত্য-বনে।
পশিয়া গন্ধর্ব্বদেশে ছুটে দেবশূর
দশদিকে, গিরি-নদী-কন্দরে, প্রান্তরে।
আদরে পালিত ভৃঙ্গ সঙ্গ ছাড়ি যদি
যায় বনে, খোঁজে তারে পালক যেমতি
তরুলতা-গুল্মমাঝে, তেমতি খুঁজিয়া,
না পাইলা দেবযোধ দেবের সন্ধান
কোন স্থানে ; ক্ষুণ্ণ মনে হইলা যখন
সমবেত, দেবদূত কহিলা সকলে,—
"দেবের উদ্দেশে মোরা আসিয়াছি সবে
এদেশে, সন্তপ্ত সবে দেবের বিপদে ;
বিষাদিত ধর্ম্মরাজ, মর্ম্মাহত শোকে
সুররাণী, সুরলোক মলিন বিষাদে !
ভরসা করিয়া কত সত্যসেনাপতি
পাঠাইলা শত শূরে এদাসের সনে

এদেশে ; উদ্দেশ যদি করিতে না পারি
ত্রিদেবের ; কোন্ মুখে যাইব ফিরিয়া
তাঁর কাছে, কোন্ বার্ত্তা কহিব সকলে ?
সুরপতি ধর্ম্মরাজ নিরাপদ যবে,
শান্তিময় সুরলোক ; দেবতার সুখ
ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য ; ধর্ম্মসম আর
নাহি বন্ধু, নাহি প্রভু, নাহি আত্ম কেহ।
সাধিতে ধর্ম্মের কার্য্য ধরিয়াছি মোরা
এজীবন ; ধর্ম্ম রক্ষা করেন যেমতি
আমাসবে, আমরাও অবশ্য তেমতি
করিব ধর্ম্মের কর্ম্ম, এ জীবন-পণে।
চল চল দেববৃন্দ, আবার আমরা
দেবের উদ্দেশ্যে যাই পর্ব্বতে কাননে।”
এত কহি দেবদূত চলিলা আপনি
দ্রুতগতি ; দ্রুতপদে পরম উৎসাহে
ছুটিল আবার দেব দেবের উদ্দেশে।
পশিয়া গন্ধর্ব্বদেশে দেবদূতসহ
শত সুর, ভ্রমিছেন দেবের উদ্দেশে
বিভক্ত বিংশতিদলে ; পঞ্চজনে মিলি
চলিলেন একদিকে, এক পঞ্চসহ
প্রবেশিলা দেবদূত নিভৃত কন্দরে।
অদূরে উন্নত শৃঙ্গ, পশ্চাতে তাহার

ভীষণ গভীর গুহা যমদ্বারসম !
সৌরকর ভয়ে যেন না করে প্রবেশ
সে গহ্বরে, অন্ধকার বিকট হুঙ্কার
নিঃশব্দে করিছে সেথা দিবা-বিভাবরী,
অশ্রুত শ্রবণে ধ্বনি, অনুভূত প্রাণে !
দাঁড়ায়ে গুহার মুখে শুনিলা জয়ন্ত
অতি দূরে "হা হা !" রবে অট্ট-হাস্যধ্বনি,
শিবার বিবাদরব বিবরে যেমতি ।
চকিতে কহিলা দূত পঞ্চ সুরবীরে,—
"নিশ্চয় এ গুহামধ্যে পাইব আমরা
ভাবদেবে ; শুনিলাম হাস্যধ্বনি যাহা
তাঁরি কণ্ঠস্বর ইহা ; নিতান্তই যদি
না পাই, দেখিব হেথা করয়ে বসতি
রাক্ষস পিশাচ কেবা, দিবে সে বলিয়া
সন্ধান ; না দিলে প্রাণে বধিব তাহারে,
দেবের বিভ্রম ঘটে রাক্ষস-কুহকে ।"
এত কহি প্রবেশিয়া গিরিগুহামাঝে
পঞ্চদেবযোধসহ, শুনিলা অদূরে
দেবদূত পদধ্বনি ঘন ঘন, আর
সহসা বিকট হাস্য, হাহাকার কভু ।
দেবাত্মজে উদ্দেশিয়া কহিলা জয়ন্ত,—
"ভাবদেব ! ভাবদেব ! গভীর তমসে

না দেখি নয়নে কিছু ; কহ দয়া করে,
হেথা কি রয়েছ তুমি, ডুবায়ে আঁধারে
দেবলোক ? দেবদূত জিজ্ঞাসে তোমারে।"
উঠিল উত্তর ধ্বনি,—"কে তুমি এখানে ?
তুমি কি সে মহাযোগী মহানন্দরসে
যাহার প্রসাদে ভাসি সুধারসপানে ?
বুঝিনু বিধাতা তুমি সৃষ্টিস্থিতিকারী,
ধরেছ মানবমূর্ত্তি যোগী সর্ব্বত্যাগী ;
আবার এ বেশ কেন ?—শোভে স্কন্ধোপরে
পঞ্চমুণ্ড, চতুর্ভুজে শঙ্খচক্রগদা !
কেন হেরি লোল জিহ্বা ? নৃমুণ্ড-মালিনী
কেন পুনঃ ? কেন মুখে মধুর বাঁশরি,
মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ? আহা কি মাধুরী !
ভুলাতে মানবে দেবে একি লীলা তব ?
এস প্রভু, এস এস ; নানা একি হেরি
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তব, মৃগেন্দ্রের মুখ,
লোহিত লোচনযুগ, তীক্ষ্ণ নখাবলী
তোমার, মানব-অন্ত্র-মাল্য কণ্ঠতলে !
উহুঃ উহুঃ ! ত্রাহি ত্রাহি ! রক্ষা কর মোরে !"
শুনি কণ্ঠস্বর দূত চিনিল এবার
ভাবদেবে ; সুধাইলা,—"কেন দেব, আজি
এ হেন প্রলাপকথা তোমার শ্রীমুখে ?

দেবতার পূজ্য তুমি দেবরাজসুত
মহাদেব, একি কথা কহ এ দাসেরে!
আমি সেই দেবদূত জয়ন্ত তোমার
ক্ষুদ্র দাস, আইলাম ধর্ম্মের আদেশে
তোমাসবাকার সঙ্গে এ মর্ত্ত্য-বিহারে!
ধর্ম্মরাজ পিতা তব, দেবরাজ তেঁহ,
পাঠাইয়া মর্ত্ত্যে তোমা মর্ম্মাহত অতি,
বিষাদে মলিন দেব, শ্মশানের বেশ
ধরিয়াছে স্বর্গপুরী তোমাদের তরে!"

আবার উত্তর,—"স্বর্গ! কোথা স্বর্গপুরী?
কোথা সে অস্পরাবৃন্দ, কোথা শচীরাণী
সুরপতি-সোহাগিনী? সকলি এখানে
সোমরস-সুধাপানে! সুরবৃন্দ মিলি
তাথৈ তাথৈ নাচে, নাচে শচীরাণী
উর্ব্বশীমেনকারম্ভা, নাচে অম্বাদেবী,
হাম্বারবে ছুটে পাছে দেব শূলপাণি!
নাচ সখে, ঢাল সুধা, দাও করতালি!
"বাহবা বাহবা!" মরি যাই বলিহারি
স্বর্গসুখে! কোথা স্বর্গ, কোথা শচীরাণী? (১)

(১) সোমরসপানে উন্মত্তবৎ হইয়া ভাবদেব গিরিগুহাতে পতিত হইয়াছিলেন। জ্ঞান এবং ইচ্ছা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দানবের কুহকে

"নিশ্চয় ভূতোপহত দেবাত্মজ, কিম্বা
বিকৃত মস্তিষ্ক ক্ষিপ্ত! ধর পঞ্চশূর
দেবাত্মজে।" এত কহি পঞ্চ যোধসহ
ধরিলা জয়ন্ত ভাবে গুহার মাঝারে।
দেবসেনাপতি সত্য, সত্য তাঁর সেনা;
সত্যের পরশে শিরে কিরণকিরীট
হইল ভাস্বর অল্প; নিবিড় আঁধারে
দেখা দিল ঊষালোক; সে আলোকে হেরি
গুহাবর্ত্ম, স্কন্ধোপরে লয়ে ভাবদেবে
আইলা বাহিরে সবে পর্ব্বত-কন্দরে। (১)
মুদ্রিতনয়ন ভাব কাতরে কহিলা,—

গিরিগুহাতে অন্ধকারে ভাবদেব যে সকল প্রলাপোক্তি করিতেছিলেন, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞানপন্থা ও কর্ম্মপন্থা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র ভক্তিপথে চলিলে মানুষ সহজে ভ্রান্ত হয়, এবং ভগবানকে মানব বা অদ্ভুত দেবতারূপে কল্পনা করিয়া থাকে। জ্ঞানপন্থা পরিত্যাগ করাতেই প্রধানতঃ পৌরাণিক পৌত্তলিকতার এবং নরপূজার সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাণবর্ণিত স্বর্গনরকাদির সৃষ্টিও এই-রূপেই হইয়াছে।

(১) যখন ভাবুকতাতে লোক ভ্রান্ত হইয়া কুসংস্কারের অন্ধকারে পতিত হইয়া থাকে; তখন প্রকৃত সত্য তাহার নিকটে ধরিলে, সে পরিস্কার বুঝিতে পারে না, সত্যের সংস্পর্শে তাহার মনুষ্যত্ব কথঞ্চিত উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

"চিনিলাম হে জয়ন্ত, দেবদূত তুমি
পরম হিতৈষী বন্ধু ; গভীর আঁধারে
ছিনু বহুক্ষণ, তেঁই পারি না মেলিতে
নেত্রযুগ, গতিশক্তি নাহি মম পদে।
কোথা ভাই জ্ঞানচন্দ্র, কোথা ইচ্ছাদেবী
প্রাণের ভগিনী মম, কোথা দেবদূতী
মা আমার ? দেবদূত, কহ তা সত্বরে।"
লভি সদুত্তর, দেব কহিলা কেমনে
ঘটিল দুর্দ্দশা নিজ দানব-কুহকে।
কাতরে কাঁদিয়া দেব জয়ন্তের কোলে
ক্ষণেক বিশ্রাম করি, ভ্রাতৃ-অন্বেষণে
বাহিরিলা ; পর্ব্বত-কন্দর-বনস্থলে
করি বহু পর্য্যটন, দেবদূতসহ
ভাবদেব পঞ্চশূর মধ্যাহ্নসময়ে
প্রবেশিলা মহারণ্যে জ্ঞানের উদ্দেশে।
ভীষণ অরণ্যমাঝে শার্দ্দূল-কেশরী
করে কেলি, কালসর্প করে নাশাধ্বনি
মুহুর্মুহু "গুহু গুহু"! গভীর বিলাপ
করিছে শ্মশান-ঘুঘু উচ্চ তরুশিরে!
উঠে তীব্র ঝিল্লিরব গুল্ম ভেদ করি
অবিরাম, নিদাঘের দারুণ দাহনে
উঠিছে সন্তাপ যেন ধরাবক্ষ হ'তে

সন্ সন্ রবে সদা অন্তরীক্ষ ব্যাপি !
সংকীর্ণ কণ্টকময় ক্ষুদ্র বর্ত্ম ধরি
প্রবেশি অরণ্যে সবে করিলা অনেক
অন্বেষণ ; অবশেষে পাইলা দেখিতে
অন্ধকারময় স্থানে মহারণ্যমাঝে
জালবদ্ধ জ্ঞানচন্দ্র, জালবদ্ধ যথা
শবরের ষড়যন্ত্রে কুরঙ্গ-শাবক !
সংশয় নামেতে লূতা ভয়ঙ্কর অতি
কৃষ্ণকায়, দৃঢ়জালে বাঁধি জ্ঞানদেবে
বসিয়াছে বক্ষে তাঁর, দংশিছে সজোরে ;
অনাহত দেবদেহ, বিষাক্ত দংশনে
দারুণ-উদ্বেগযুক্ত ; কিন্তু দেবাত্মজ
অসহায়, হস্তপদ আবদ্ধ সকলি !
নিবিড় কণ্টকতরু চারিভিতে তাঁর
ঢাকিয়াছে অন্তরীক্ষ গভীর আঁধারে। (১)
দেখিয়া জ্ঞানের দশা বিবশ সন্তাপে
কহিলেন ভাবদেব,—"হায় ! দেবদূত,

(১) ভাব ও ইচ্ছার সঙ্গ ছাড়িয়া, দানবের কুহকে জ্ঞানদেব মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া পথ হারাইয়া আর বাহির হইতে পারেন নাই। নিবিড় অরণ্যমধ্যে অন্ধকারময় স্থানে সংশয় নামক মাকড়সা তাহাকে জালে আবদ্ধ করিয়া বক্ষঃস্থলে দংশন করিতেছিল, তিনি আপনাকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। বাস্তব ভক্তি ও কর্ম্মযোগ পরিত্যাগ

ঘটেছিল যে দুর্দ্দশা দানবকুহকে
অভাগার, ঘটিয়াছে অধিক তাহার
ভ্রাতার ; সত্বরে ত্রাণ করহ তাহারে।”
দেবদূত পঞ্চশূর আনিলা ধরিয়া
জ্ঞানচন্দ্রে, লূতাতন্তু ছিঁড়িলা সহজে,
মারিলা সংশয়কীটে ; স্নেহরসে গলি
ভাবদেব আলিঙ্গন করিলা ভ্রাতারে।
সত্যের পরশে শিরে হইল উজ্জ্বল
কিরণকিরীট, জ্ঞান চিনিলা তখন
ভাবদেবে ; দেবদূতে কহিলা কাতরে,— (১)
“অহো কি দুর্ম্মতিবশে পশেছিনু আমি
মহারণ্যে, দানবের যাদুমন্ত্রে যেন
মহামুগ্ধ ! যে যাতনা পাইলাম প্রাণে,
না পারি কহিতে মুখে, দংশিয়াছে বুকে

করিয়া, একমাত্র জ্ঞান-পন্থা অবলম্বন করিলে মানুষের এইরূপ অসহায় অবস্থাই হয়। সংশয়রূপ মাকড়সার সূত্রেই মানুষ আবদ্ধ হইয়া মহা-উদ্বেগ ভোগ করিতে থাকে, অথচ সে জাল ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। একমাত্র জ্ঞান-পথে চলিতে চলিতে মানুষকে শেষে এইরূপ বিপদ ও অন্ধকারেই পতিত হইতে হয়।

(১) সত্যের স্পর্শ অর্থাৎ উপলব্ধি হইলে সংশয় ঘুচিয়া ভ্রমান্ধকার দূর হয়। তখন মানুষ প্রকৃত আত্মপর চিনিতে পারে, এবং নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিনীত হইয়া থাকে।

দারুণ সংশয়-কীট দিবা-বিভাবরী !
মানবের ঘটে মৃত্যু বিষাক্ত দংশনে,
দেব আমি, বাঁচিলাম সহিয়া মরমে
মহোদ্বেগ। পাব ত্রাণ এ মহাশঙ্কটে
ভাবি নাই ; হে জয়ন্ত, তোমার প্রসাদে,
ভ্রাতৃস্নেহে, দেবতার অনুগ্রহে আজি
বিগতবিপদ আমি ; কিন্তু কহ এবে
কোথা ইচ্ছাদেবী, আর দেবদূতী কোথা ?”
উত্তরিলা দেবদূত,—“আছে দিব্যধামে
দেবদূতী দাসী তব, কিন্তু নাহি জানি
কোথা মাতা ইচ্ছাদেবী ; হেন লয় মনে,
আমাসবাকার মায়া পরিহরি মাতা
আছেন অজ্ঞাত বেশে দানবছলনে।
কোন দেশে, নাহি জানি বিড়ম্বনা কত
সহেন, সে দুঃখকথা পারি না স্মরিতে !
শোকাকুল দেবলোক মায়ের বিপদে,
ধর্ম্মরাজ মর্ম্মাহত, জীবন্মৃত শোকে
সুররাণী ; ইচ্ছা হয় প্রাণ-বিনিময়ে
মায়ের সংবাদ লভি মুহূর্ত্তমাঝারে !
স্নেহময়ী মা আমার, জীবের মঙ্গলে
সদা ব্যস্ত, দেবের জীবনীশক্তিরূপা।
জয়ন্তের যে যাতনা হারাইয়া মায়ে

কে বুঝিবে? হাহা মাতঃ, কোথা এবে তুমি!”
এত কহি অশ্রুবারি যুগল নয়নে
বিসর্জ্জিলা দেবদূত, রহিলা নীরবে!
শোকভগ্ন জ্ঞানচন্দ্র কাঁদিতে লাগিলা
অধোমুখে; ভাবদেব ব্যাকুল বিষাদে
বক্ষে করাঘাত করি কাঁদিলা কাতরে,—
“হায় হায় কি হইল! হায় কি কুক্ষণে
আইলাম মর্ত্ত্যধামে দেবাধম আমি!
অন্ধকার দেবলোক, অন্ধকার ধরা,
হা ইচ্ছা, বিহনে তব অন্ধকার মম
প্রাণমন, গতিশক্তি নাহি এ শরীরে!
আজনম স্নেহময়ী ভ্রাতৃদ্বয়প্রতি,
অনুপম স্নেহরাশি প্রসন্ন বদনে
নিত্য বিস্ফূরিত তব; তব হাস্যালোকে
সুরলোক আলোকিত; কোথায় রহিলে
প্রাণের ভগিনি মম সঁপিয়া শ্মশানে
এ অধমে, সুরলোক ডুবারে আঁধারে!
উজ্জ্বল তারকারত্ন অন্তরীক্ষ-শোভা
কোথা লুকাইল আহা ঘনঘটাতলে!
ঘটিল দেবের ভাগ্যে এঘোর সন্তাপ
কি দোষে, কি হেতু হায় না পারি বুঝিতে!
শোকাকুল পিতৃদেব, না জানি কতই

কাঁদেন জননী মম এ দুঃখ-সংবাদে !
কোন্ রিপু সাধি বাদ, ঘটাইল হায়
হেন পরমাদ ঘোর আমার ললাটে !
স্বর্গের সম্পদ আনি হারাইনু তারে
অন্ধকারে, স্মরি যবে এ দুঃখের কথা,
মরমে উপজে ব্যথা, পারিনা সহিতে !
কুক্ষণে তোমারে লয়ে আইনু মরতে
এ দুর্ম্মতি, কুক্ষণেই গন্ধর্ব্বের দেশে
ছাড়িলাম তব সঙ্গ ; তোমার বিহনে
অবসাঙ্গ, মৃতপ্রাণ, না পারি বাঁচিতে
এক দণ্ড ; মনে লয় শত খণ্ড করি
দেহমন, ছুটি দিদি তোমার উদ্দেশে।
আহা হা ! কোথায় ইচ্ছা, কোথায় ভগিনি
প্রাণসমা ? কর রক্ষা এ মহাবিপদে
অভাগায় !” এত কহি পড়িলা ভূতলে
ভাবদেব, উচ্চৈঃস্বরে লাগিলা কাঁদিতে !
সরোদনে দেবদূত বসাইলা ধরি
ভাবদেবে, জ্ঞানদেব মলিন বিষাদে
মুছাইলা অশ্রুজল, কহিলা সস্নেহে,—
“দূর কর শোক ভাই, আত্ম কর্ম্মদোষে
ঘটিয়াছে এদুর্দ্দশা। দেবাধম মোরা
গন্ধর্ব্বদেশের দৃশ্য হেরি বিমোহিত,

পরস্পর-সঙ্গ ছাড়ি পড়িনু বিপদে।
দেবতার দুঃখ কভু চিরস্থায়ী নহে ;
দুঃখজয়ী ধর্ম্ম সদা, মর্ত্তে পাঠাইলা
সত্যসেনাপতি সহ সহস্র সেনানী
বিপত্তিভঞ্জন-হেতু ; সত্যের সহায়ে,
জয়ন্তের পুণ্যফলে পরিত্রাণ মোরা
পাইনু ; নিশ্চয় মোরা পাইব অচিরে
ইচ্ছার সন্ধান ভাই দেবের প্রসাদে।
বিপদে অধীর দেব, নহে সুসঙ্গত ;
উঠ ভাই, যাই চল ইচ্ছার উদ্দেশে ;
পর্ব্বতে, প্রান্তরে, বনে, তন্ন তন্ন করি
খুঁজিব গন্ধর্ব্বদেশে সকলে মিলিয়া
ভগিনীরে, নিবাইতে এদুঃখ অগিনী ;
হইবে সত্যের জয়, দেবের মঙ্গল
অচিরে, লভিব শান্তি ইচ্ছার মিলনে।”

একাদশ সর্গ—দৈত্যনীতি

কৃষ্ণদ্বীপে মহোৎসব ; বাজিছে সেখানে
উৎকট উৎসববাদ্য—ডগর, কাঁসর
ভীম ঢক্কা ; দলে দলে করতালি রোলে
দানবদানবী নাচে, অট্টহাস্য মুখে
কভু বা, কভু বা গায় বিকট চীৎকারে
বীভৎসরসের গীত আকাশ বিদারি !
মদমত্ত দৈত্যদল, আবালবণিতা।
আলোকিত দৈত্যালয় অগণ্য আলোকে
জ্বালিত মানবমেদে, উড়িছে কেতন
কৃষ্ণবর্ণ সুরঞ্জিত মানব-শোণিতে।
নৃমুণ্ড-মালিনীরূপে দানবের দেবী
কলুষপর্ব্বতমূলে পাষাণমন্দিরে
শোভিছে অসিত বেশে, কৃষ্ণসর্প যথা
কালকূটময়দেহ, জীর্ণ ত্বক ত্যজি !

সজ্জিত সহস্র নর ছাগবেশধারী
সম্মুখে, দানব বলি দিবে সে সকলে।
মহাসুখে সন্তরিছে সুরাসরোবরে
অসুর, প্রলুব্ধ সবে মানবরুধিরে।
ভণ্ডাসুর দৈত্যচর আনিয়াছে হরি
ইচ্ছারে পাতালপুরে, আঁধারি বিষাদে
দেবলোক, দৈত্যদল পরম পুলকে
প্রমত্ত এ মহোৎসবে। হইল প্রচার
শত শত দূতমুখে,—ভণ্ডাসুর লভি
"দৈত্য বাহাদুর" এই প্রকাণ্ড উপাধি
হবে পূজ্য অদ্যাবধি দানবসমাজে।
প্রীত অতি দৈত্যরাজ দিবেন অব্যাজে,
ভণ্ডের বিবাহ পুনঃ পরম রূপসী
শত দৈত্যনারীসহ পরম আদরে। (১)
সকলি সধবা তারা, রুষ্ট নহে ইথে
পতি কারো, পরিতুষ্ট লভি নব নারী
রাজজ্ঞায়, রাজভোগে নিত্য অধিকারী!
ধিক্কারি দানবদলে, মনোরথে কবি

(১) বহুবিবাহ আসুর প্রথা সন্দেহ নাই। এক পুরুষ এক সময়ে বহু পত্নী গ্রহণ করিতে পারিলে, সধবা নারীদিগের পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ করা অসঙ্গত হয় না, কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই ইহা বুঝা যাইতে পারে।

চলিলা অদৃশ্যরূপে হেরিতে আপনি
অপরূপ দৈত্যসভা দানবের পুরে।
মিলেছে বিরাট সভা দৈত্যরাজপুরে ;
অযুত দানব আসি মিলেছে সেখানে
মহোৎসাহে, মিলে যথা বিশাল প্রান্তরে
মহামারি-মহোৎসবে মহোল্লাসে মাতি
অসংখ্য শকুনি আর অগণ্য গৃধিনী !
কৃষ্ণকায় রুক্ষকেশ লোহিতলোচন
দানবের তীক্ষ্ণ দন্ত অট্টহাস্যযোগে
নিস্কাসিত, হস্তপদে খর নখাবলী !
সকলি বিরূপ, দৈত্য শোভিছে স্বরূপে
নিজ দেশে, নিজ বেশে ছদ্মবেশ ছাড়ি।
সকলের মধ্যে বসি দৈত্যকুলপতি
অধর্ম্ম, অসিত মেঘ তাম্রশীর্ষ যথা
মধ্যাকাশে, বাম পাশে ভণ্ডাসুর বসি,
হিরণ্যকশিপু-পাশে যণ্ডামার্কসম !
কহিলা অধর্ম্মাসুর দানবের দলে
উচ্চকণ্ঠে, ঘণ্টারব উঠয়ে যেমতি
যমপুরে, দৈত্যদল নীরব সকলে ;—
"শোনহ দানববৃন্দ, যে আনন্দ আজি
মম প্রাণে, বাক্যে তাহা পারি না কহিতে।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মম যাহাদের বলে

ধরাতলে, প্রিয় বন্ধু ভণ্ডাসুর মম
অগ্রগণ্য তাসবার, জানহ সকলে ;
দানবের হিতহেতু যখনি যে কাজে
হয়েছেন রত ভণ্ড, পণ্ডশ্রম তাঁর
হয় নাই, পূর্ণ ফল লভিয়াছি মোরা ;
সুচতুর মহাবুদ্ধি পরম মায়াবী
ভাণ্ডাসুর, দৈত্যবংশ-অবতংস তেঁহ।
সমুচিত সমাদর করিব আমরা
আজি তাঁর, একবাক্যে করহ সকলে
সম্বর্দ্ধনা ; ঢাল সুরা পরম হরষে,
কর তাঁর স্বাস্থ্যপান চিরদিন-তরে।" (১)
এতেক কহিতে আনি শতেক কলসি
তীব্র সুরা, দৈত্যদল ঢক্ ঢক্ করি
গিলিয়া, মিলিয়া সবে বদন ব্যাদানি
উৎকট আনন্দধ্বনি করিলা চীৎকারি ;
চীৎকারয়ে চিল যথা লইয়া আকাশে
চর্ম্মচটিকায় কিম্বা জীবন্ত মূষিকে !
দৈত্যের আনন্দ হেরি সহাস্যবদন
দৈত্যপতি, দৈত্যদলে আবার কহিলা,—

(১) পাশ্চাত্য সভ্যজাতিদিগের মধ্যে পদস্থ ও কৃতী ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্য-কুশলের উদ্দেশে সুরাপান করা হইয়া থাকে ; এপ্রথাকে বর্ব্বর প্রথা বলা অসঙ্গত নহে।

"দৈত্যশ্রেষ্ঠ ভণ্ডাসুর করেছেন কত
দানবের হিতচেষ্টা, পারিনা কহিতে।
ধরিয়া প্রেমিকবেশ, নরলোক হ'তে
লক্ষ লক্ষ কুলবালা এনেছেন তেঁহ
দৈত্যদেশে, দানবের ভক্ষ্যবস্তুরূপে ;
ধরিয়া ধার্ম্মিকমূর্ত্তি স্বর্গসুখছলে
ভুলাইয়া কোটি কোটি নির্ব্বোধ মানবে
আনি দানবের দেশে, দিয়াছেন তেঁহ
দৈত্যের আহারহেতু, হেমন্তে যেমতি
সুকৃষক আনে শস্য মাঠ শূন্য করি ;
রাজনীতিজ্ঞের বেশ ধরিয়া কভুবা
মত্ত করি মূর্খলোকে বাদবিসংবাদে,
নিযুত নিযুত লোক নিত্য নিত্য তেঁহ
আনিছেন নিজদেশে দনুজের তরে।
যে কাজ করিলা ভণ্ড আনিয়া পাতালে
ইচ্ছারে, ইহার কাছে তুচ্ছ দানবের
সর্ব্বকীর্ত্তি ; দেবতার গর্ব্ব চূর্ণ ইথে
দানবদলের কাছে চিরদিন-তরে।
মানব দানবভোগ্য করেছেন বিধি,
দেব তাহে দেয় বাধা ; প্রতিশোধহেতু
যে বাদ সাধিলা ভণ্ড, মুণ্ডিতমস্তক
দেবদল অপমানে ; দানবের মান

বাড়াইলা ভণ্ডাসুর ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিত।
সুকীর্ত্তির পুরস্কার দিব এবে মোরা ;
"দৈত্য বাহাদুর" এই প্রকাণ্ড উপাধি
দিব ভণ্ডে, ভালে গণ্ডে দিব মাখাইয়া
লোহিত চন্দন, গলে দিব পরাইয়া
অখণ্ড নৃমুণ্ডমালা সুবর্ণমণ্ডিত।
বাজাও বগল সবে, কর জয়ধ্বনি
মহানন্দে, আজি হতে লভে ভণ্ডাসুর
"দৈত্য বাহাদুর" খ্যাতি দানব-সমাজে।"
যা কহিলা দৈত্যরাজ করিলা তেমতি।
কাঁসর, ডগর, ঢক্কা, শিঙ্গা বাজাইয়া
গাইলা দানবদল বিকট চীৎকারে
দানব-মঙ্গল-গীত ভণ্ডের সম্মানে।

লভিয়া রাজপ্রসাদ প্রসন্নবদনে
প্রণমিয়া দৈত্যরাজে, দানব কহিলা,—
"যেই অনুগ্রহরাশি দৈত্যকুলপতি
দানবসমাজে আজি প্রকাশিলা মোরে,
ভুলিব না এ জনমে ; রহিবে মরমে
অঙ্কিত, অঙ্কিত যথা সৌধ-অঙ্গে রহে
বজ্রলেখা। কহিতে উচিত সবিস্তারে
মম পক্ষে দানব-সমক্ষে এ সময়ে
সুপ্রশস্ত দৈত্য-নীতি ; অনুসরি যাহা

লভিয়া রাজানুগ্রহ দানবের স্নেহ
আজি আমি ভাগ্যশীল দানবসমাজে।
শোনহ দানববৃন্দ, দানবে মানবে
নাহি সখ্য, নাহি ঐক্য এই দোঁহাকার
নীতির, নিশার সহ দিবসের যথা।
জড়বাদ, নরবাদ, একেশ্বরবাদ। (১)
এ সব মানব-ধর্ম্ম জানহ সকলে,
দানবের ধর্ম্ম নহে; দৈত্যকুলগুরু
চার্ব্বাকের চিরশিষ্য ষণ্ডচূড়ামণি
রাখিলা "সুবিধাবাদ" দানব-ধর্ম্মের
সত্য নাম, সত্যধর্ম্ম নিত্যকালব্যাপী।
দানবের নাহি শাস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র যথা
নখায়ুধ নাহি রাখে; স্বার্থের সাধন
দানবধর্ম্মের মূল জানহ সকলে।
মনপ্রাণ, চিন্তাভাব ঢাকিলা বিধাতা
মাংসচর্ম্ম-আবরণে এ দেহের মাঝে;
এক বাক্যে বহু অর্থ, এক কণ্ঠে বহে
বহু স্বর, বহু ভঙ্গী এক মুখে খেলে;
যে ভাব, যে চিন্তা কিবা প্রকাশিবে মনে,
বাহ্যে বিপরীত তার দেখাবে সতত

(১) জড়বাদ (জড়পদার্থের পূজা) নরবাদ (অবতার বাদ বা ঈশ্বর-জ্ঞানে মানুষের পূজা) আর নিরাকার একেশ্বরোপাসনা, মানবের ধর্ম্ম বহু বিচিত্রতাপূর্ণ হইলেও এই তিন প্রকারই বটে।

সাবধানে, দেহধারী জীব এই হেতু ;
এজন্য ভাষার সৃষ্টি ; তা না হলে কহ,
কোন্ প্রয়োজনে ভাষা ? পশুপক্ষী কেহ
নাহি জানে ভাষা, সুখে বঞ্চে এ জগতে।”
“শোন, শোন!” বলি দৈত্য দিলা করতালি
সভাস্থলে ; ভণ্ডাসুর দ্বিগুণ উৎসাহে
কহিতে লাগিলা পুনঃ,—“শোন বন্ধু সবে,
দৈত্য-নীতি দৈত্য-ধর্ম্ম, মর্ম্মযার কভু
না বুঝে দেবমানব ; অল্পবুদ্ধি তারা
অল্পমতি, মহানীতি বুঝিবে কেমনে ?
স্বার্থপর নরনীতি, আত্ম-হিতে রত
মানব, দানব-নীতি ; পরার্থসাধিনী।
ভ্রাতা-বন্ধু-প্রতিবেশী অন্নাভাবে কিবা
অচিকিৎসাহেতু যদি যায় যমপুরে,
দানব অক্ষুণ্ণ তাহে ; ধন্য দানবের
দয়াধর্ম্ম, মর্ম্ম তার কে পারে বুঝিতে ?
প্রতিবেশী ভাই বন্ধু নিবসে নিকটে,
নিজ তারা, নহে পর ; পর-উপকার
ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য, তেঁই অকাতরে
লক্ষ লক্ষ মুদ্রাদান করিছে দানব
দূরদেশে, দূরদর্শী দিব্য-জ্ঞানবলে।
ঋণ-পাপ মহাপাপ, নিত্য সেই পাপে

লিপ্ত নরলোকে নর, দৈত্যের অজ্ঞাত
ঋণদায় ; তোমার আমার এ বিচার
অর্থ-বিত্ত-বিষয়েতে না করেন কভু
বিবেচক ; মর্ত্ত্য কিম্বা রসাতলে আছে
যে বৈভব, সমভাবে অধিকারী তাতে
সমস্ত দানব ; তুমি দাও যদি কিছু
আমারে, আমারি তাহা ছিল তব স্থানে ;
না করিলে প্রতিদান, নাহি দাও যদি
পুনঃ কিছু, লইব তা বলে কি কৌশলে
কোনরূপে, অপরাধ নাহি মাত্র ইথে ;
প্রতিযোগিতায় বটে সমাজ উন্নত
সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে, বুদ্ধিসামর্থ্যের
সমুৎকর্ষ ঘটে তাতে ; গর্ব্বিত গৌরবে
কর্ব্বুর যাহার তরে, নির্ব্বোধ মানব,
বর্ব্বর দেবেরদল কি তার বুঝিবে ?
বক্তৃতা সুদীর্ঘ হলে, হবে বৃথা ব্যয়
দানবের মহামূল্য সময়রতন,
এই ভয় করি মনে।” এতেক কহিতে
“না, না, না!” উঠিল ধ্বনি শতকণ্ঠ ভেদি
দৈত্যদলে, একবাক্যে কহিল সকলে,—
অমূল্য বক্তৃতা তব সপ্ত দিবানিশি
শুনিব সকলে বসি পরম হরষে।”

কহিতে লাগিলা ভণ্ড মুণ্ড গোটা নাড়ি
মুহুর্মুহু, (উৎসাহের উঠিল লহরি ;
উঠয়ে তরঙ্গ যথা সরোবর-নীরে,
সন্তরে মহিষ যবে শৃঙ্গ নাড়া দিয়া
মধ্যস্থলে, দৈত্যদল সাবেগ সকলে।)
"দরিদ্রে করিবে দয়া, এই ভ্রান্ত নীতি
নাহি দৈত্য-শাস্ত্রে কোথা ; উত্তম, অধম
সৃষ্টির পর্য্যায় বটে ; বিধাতার বিধি
যে ইচ্ছে লঙ্ঘিতে, ঘোর অপরাধী সেহ।
সুচরিত্র গুণবান্ অর্থহীন যেবা। (১)
অধম সে, অধমেরে অনুগ্রহ যদি
কর, তাহে সমাজের গলগ্রহ বাড়ে ;
স্বাবলম্বনের হয় সমূহ ব্যাঘাত
সমাজে ; দরিদ্র-শিরে কর পদাঘাত;
কার্য্যগত উপদেশে হবে উত্তেজনা
প্রাণে তার, আত্মোন্নতি করিবে আপনি।" (২)

(১) সর্ব্বাগ্রে চরিত্রের, তৎপরে গুণের, এবং তৎপরে অর্থের আদর হওয়াই মঙ্গলজনক। কিন্তু মানব-সমাজে দানব-নীতি প্রবেশ করিয়া, চরিত্র অপেক্ষা গুণের মর্য্যাদা অধিক, এবং সর্ব্বোপরি অর্থের মাহাত্ম্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে !

(২) কপটাচরণ করা, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর উপকার না করিয়া খ্যাতির জন্য দূরদেশে দান করা, স্বাবলম্বনের দোহাই দিয়া দরিদ্রের

"বাহবা! বাহবা!" বলি বাখানিলা অতি
ভণ্ডের বক্তৃতামৃত দৈত্যকুলপতি।
দৈত্যদলে সমুৎসাহে কহিতে লাগিলা
পুনঃ ভণ্ড উচ্চগণ্ডে অট্টহাস্য করি,—
"এক উপদেশ আর অবশিষ্ট আছে
আমার, দানবশ্রেষ্ঠ শুনহ সকলে
মনোযোগে, এ সুযোগ ঘটিবে না পুনঃ।
সত্যভ্রষ্ট মর্ত্ত্যে নর, তেঁই বিরচিলা
সতীত্ব নামেতে এক ভ্রান্ত ধর্ম্মকথা।
সতীত্বে প্রেমের বাধা; প্রেম কভু নহে
সীমাবদ্ধ, কূপজল আবদ্ধ যেমতি
এক গর্ত্তে; গিরিবক্ষে উথলিয়া নদী
দেশদেশান্তরে ধায়, যা পায় সম্মুখে
লয় তারে ভাসাইয়া প্রবল প্রবাহে;
তেমতি মানবপ্রেম শতমুখ হয়ে
শত রমণীর প্রতি হবে প্রবাহিত,
কি আশ্চর্য্য? দৈত্যসম কভু দৈত্যনারী
তা বলিয়া স্বাধীন প্রেমের অধিকারী
নহে কভু; পুরুষ প্রভুত্ব-পরাক্রমে

উপকারে বিরক্ত হওয়া, এবং সাম্যবাদের ছলে ঋণপরিশোধে বিমুখ থাকা প্রভৃতি, দৈত্য-নীতি মনুষ্যসমাজে, বিশেষতঃ বঙ্গসমাজে বিলক্ষণ-রূপেই প্রবেশ করিয়াছে।

লভিয়াছে এই স্বত্ব নিত্যকালব্যাপী ;
খাদ্যখাদকের বেশে সৃজিলা বিধাতা
এ দোঁহারে, তৃণগাভী-সমতুল্য করি। (১)
সতীত্ব-ভ্রান্তির বশে ঘটিয়াছে যত,
ঘোরতর বিড়ম্বনা মানব-সমাজে,
কাব্য ইতিহাসে ব্যক্ত ; দৈত্যের সমাজে
মজিও না কভু কেহ হেন মহামোহে।”
এতেক কহিতে উঠি উচ্চ করতালি
সোল্লাস-চীৎকারধ্বনি, প্রতিধ্বনিময়
করিল দানবালয় ; বৈকালিক ঝড়ে
শিলাবৃষ্টি-বজ্রনাদ-প্রভঞ্জন মিলি
প্রতিধ্বনিময় করে গিরিগুহা যথা !
কহিলা অধর্ম্মাসুর দৈত্য-সভাপতি,—
“বহুভাগ্যফলে হায় লভিয়াছি আমি
অভিজ্ঞ সহায় হেন ; নাহি ভয় আর
দৈত্যদল, বীরদর্পে ফিরহ সকলে
মর্ত্ত্যরসাতলে সদা, কর জয়ধ্বনি !

(১) দাম্পত্যধর্ম্ম পালন করিতে যাইয়া পত্নীকেই যদি কেবল পতিপরায়ণা হইতে হয়, আর পতি যথেচ্ছাচার করিতে পারে, এরূপ নীতিকে দানবনীতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? জ্ঞানধর্ম্ম এরূপ নীতির প্রবর্ত্তক নহে, পুরুষের পশুপরাক্রমেই উহার সৃষ্টি !

যাও যথা ইচ্ছা যবে, মজহ সকলে
মহানন্দে মহোৎসবে, মনপ্রাণভরি।"
ভাঙ্গিল দানবসভা, দানবদানবী
চলি গেলা দলে দলে দশদিকপানে,
বিকট হাসিয়া আর আনন্দে নাচিয়া
উচ্চলম্ফে, দৈত্যালয় কম্পমান করি ;
ধায় যথা ফেরুপাল মহামারিকালে
গর্ত্ত ত্যজি মহোল্লাসে প্রান্তরে শ্মশানে !

দ্বাদশ স্বর্গ—সন্ধান।

দ্বিযামা যামিনী, জীব সুষুপ্ত সকলি ;
নীরব নিসর্গ-ধাম, নীল নভোস্থলে
সুধাংশুলহরী খেলে, চারু তারাবলী
নিঃশব্দে কহিছে কথা চাহিয়া পুলকে
পরস্পর-মুখপানে, বহিছে নীরবে
মৃদুল বায়ুর স্রোত, পল্লবের কোলে
দুলিছে বকুল, বেল, চম্প, যূথিকা
ফুলকুল, অবিরাম কুলকুল-নাদে
তুলিয়া সঙ্গীতস্বর চলিয়াছে ধীরে
সুনির্ম্মল নির্ঝরিণী নব অনুরাগে।

সুন্দর প্রান্তরমাঝে লতাকুঞ্জতলে
বসেছেন বনদেবী বন-সুশোভিনী,
কুসুমবসনা দেবী কুসুমভূষিতা ;
শেফালী, বকুল, বেল, এ তিন কুসুমে

রচিত বসন চারু ; শোভে শিরোপরে
কমলকিরীটমাঝে কৌস্তুভ যেমতি
নবকলি, কণ্ঠে করে মালতীর মালা ;
ঝুমকা-কুণ্ডল কর্ণে, পদতলে শোভে
রক্তজবা ; বসেছেন নব দুর্ব্বাদলে
দেবজায়া, দিব্য রূপে পূরি বনস্থলী।
শশকশাবক শুভ্র নিদ্রিত দেবীর
পদতলে, তুহিনস্তবকসম শোভে ;
গাঁথিয়া মৃণালসূত্রে স্বর্ণরেণুসম
সুন্দর শিশিরবিন্দু, দিলা দেবী গলে
মাল্য তার ; মৃগশিশু চমকি চাহিলা
মুখপানে, খল খলে হাসিলা অমনি
বনদেবী ; বনস্থলী সুধার হিল্লোলে
ভরিল, উজ্জ্বল কান্তি ধরিল সহসা।

ক্রীড়ারত বনদেবী কৌমুদীবিধৌত
নিশীথে ; নীরবে গৃহে প্রবেশে যেমতি
তস্কর, আইলা তথা ছায়ারূপ ধরি
উজ্জ্বলমূরতি বামা ঈষৎ হাসিয়া !
বিচিত্র বসনভূষা, পলকে পলকে
শ্বেতপীতনীলকৃষ্ণ নানা রূপ ধরে
বামার ! বসিলা বামা বনদেবীপাশে।
সুধাইলা বনদেবী ভ্রমর-গুঞ্জনে,—

"কহলো স্বপন-সখি, কোথা হ'তে এবে
সমাগত ? স্বর্গমর্ত্ত্যে অবারিত তোর
গতিবিধি ; দিলা বিধি যে ক্ষমতা তোরে,
ভাগ্যবতী তুই দিদি ভূদেবের দলে! (১)
বল্ কোথা হ'তে এলি ? পেটিকাভিতরে
এনেছিস্ কি কি দৃশ্য দেখিব সকলি।"
কহিলা স্বপন হাসি,—"গিয়াছিনু দিদি
দ্যুলোকে, দেখেছি দৃশ্য দুঃখময় অতি ;—
বিষাদে বিশীর্ণবপু দেবদলপতি,
সুরলোক শোকাচ্ছন্ন, দেবদুর্গমাঝে
না বাজে দুন্দুভিতুরী. মন্দাকিনীদেহ
মলিন, উল্লাসে আর দেবের ললনা
নাহি করে কেলি তাহে, মন্দারকুসুমে
নাহি শোভা, প্রভাহীন সকলি সেখানে ;
না নাচে কুরঙ্গশিখী, না ধরে পাপিয়া
সুতান পিকের গানে, না হাসে বিজলী
নীলাকাশে, নিরন্তর বিষাদের রোলে

(১) বনদেবী, বারুণী বা জলদেবী এবং স্বপ্ন প্রভৃতিকে ভূদেব অর্থাৎ স্বর্গীয় দেবতাদিগ অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর দেবতারূপে কল্পনা করা গেল। ইহারা সত্য ন্যায় প্রীতি প্রভৃতির সমকক্ষ না হইলেও অলোকিক ক্ষমতা বিশিষ্ট সন্দেহ নাই।

কাঁদিছে কাদম্বকুল অনম্বরতলে!
নিদাঘদাহনে দগ্ধ বনস্থলীমাঝে,
পত্রহীন-তরুশিরে কুসুম যেমতি,
দেখিয়াছি দৃশ্য, পরে কহিব তোমারে।
দেখিবে পেটিকা মম;—এই দেখ সখি,
পেটিকার মাঝে মম রয়েছে নিহিত
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ড, কাচখণ্ড এই
ধরি যদি পূর্ব্বাকাশে, শতসূর্য্যপ্রভা
ধরিবে, করিবে দিবা গভীর নিশীথে!
এই এক মুষ্টি বালু দিলে ছড়াইয়া
ভয়ঙ্কর মরুভূমি অগ্নিক্ষেত্রসম
হইবে, উপলখণ্ড বসাইলে ভূমে,
ধরিবে পর্ব্বতবেশ, বিন্দু দুই বারি
ঢালি যদি পাত্র হতে, হইবে অমনি
অতল অকূল সিন্ধু, ফুৎকারিলে তাহে,
প্রবাহিবে প্রভঞ্জন ভয়ঙ্কর বেগে!
কি আর দেখিবে সখি? সূক্ষ্ম সূত্র এই,
ফেলিনু তোমার আগে, হইবে এখনি
ভয়ঙ্কর অজগর।” এত কহি দেবী,
কুণ্ডলিত করি কর, ধরিলা যেমতি
অগ্রভাগে, উগ্রবেশে বিষধর ফণী,
হইলা সামান্য সূত্র, লাগিল গর্জ্জিতে!

“সম্বর সম্বর খেলা !” কহি বনদেবী;
গেলা সরি দূরদেশে ; পুচ্ছদেশে ধরি
ঘুরাইয়া শিরোপরে স্বপ্নদেবী হাসি
ফেলিলা ভূতলে সর্পে ; মুখামৃতদানে
জনমিল সুধাবৃক্ষ সেই সর্পদেহে
সুশোভন, নয়নরঞ্জন ফুলফলে !
কহিলা স্বপন,—“সখি, নিত্য এজগতে
খেলি এইরূপ খেলা, শিখাইতে জীবে,—
জীবনযৌবনধন অসার সকলি ;
অসার পার্থিব আশা, শত রাজ্যেশ্বরে
সাজাই ভিখারী, দিই শিশুকরে আনি
সুধাকর, দরিদ্রে বসাই সিংহাসনে ;
নিশীথে ঘটাই দিবা, যুবাজনে করি
স্থবির ; কুম্ভীর দেহে দিই সাজাইয়া
মৃগেন্দ্রমস্তক আর গৃধিনীর পাখা !
এইরূপে এজগতে বিধির বিধান
পালি আমি, মহানন্দে থাকি নিরবধি।”

“কোথা সে অপূর্ব্ব দৃশ্য ? আনিয়াছ যাহা
স্বর্গ হ'তে, শীঘ্র দিদি দেখাও আমারে।”
কহিলেন বনদেবী। পেটিকা হইতে
সুন্দর মুকুর এক আনিয়া বাহিরে
দেখাইলা স্বপ্নদেবী, অঙ্কিত মুকুরে

প্রেমপবিত্রতাময়ী চিত্র রমণীর
রমণীয়, হেন রূপ অতুল জগতে!
কহিলা স্বপন,—“সখি, প্রীতির আশ্রমে
হেরিনু মানবী এক দেবদূতীপদে
বরিতা, পূজিতা কিন্তু দেবতার দলে।
সন্ধানে জানিনু শেষে, দেবদূতস্বামী
জয়ন্ত নামেতে তার, এসেছে এদেশে
সত্যসেনাপতিসহ দেবের উদ্দেশে।
স্বরগে আছয়ে বামা প্রীতিদেবীসহ
নিত্য পরহিতরত; নিত্যব্রত তার
বন্দনা-প্রার্থনা-ধ্যান ব্রহ্ম-উপাসনা।
আরম্ভিলে ব্রহ্মপূজা প্রীতির আশ্রমে
পুণ্যময়ী, ধন্য মানি, দেবদল আসি
দাঁড়ায় পশ্চাতে তার, করযোড় করি।
দেখিলাম একদিন মুদ্রিতনয়নে
ধ্যানস্থ যখন বামা, উজ্জ্বল আলোক
স্ফূরিত বদনে তার, উচ্চারিলা বালা
“জয় ব্রহ্ম! ইচ্ছা তব হউক সফল,
হউক সত্যের জয়, দেবের মঙ্গল
তোমার প্রসাদে প্রভু, রাখিও কুশলে
জয়ন্তে।” কহিতে কথা হইল কম্পিত
ওষ্ঠাধর, অশ্রুবিন্দু ঝরিল নয়নে!

দূরে থাকি প্রতিবিম্ব লইয়াছি তার
এ মুকুরে, দৃশ্য হেন দুর্লভ জগতে ;
যতনে রেখেছি তেঁই পেটিকাভিতরে।”
কহিলেন বনদেবী যে দৃশ্য দেখিনু
তোমার প্রসাদে দিদি, দুর্লভ জগতে !
করি বহু পর্য্যটন ইচ্ছার সন্ধানে
নিরাশকাতরপ্রাণ শত সুরসেনা,
দেবদূত, সুনিদ্রিত পর্ব্বতকন্দরে।
অধর্ম্মের চর এক ভণ্ডাসুর নামে,
ধরি ছদ্মবেশ সখি, গিয়াছে লইয়া
ইচ্ছারে পাতালপুরে ; দেখিয়াছি আমি,
আছয়ে সুড়ঙ্গপথ পঞ্চক্রোশ দূরে
গভীর গুহার মাঝে ; সেই পথে সখি,
দানবের গতিবিধি, ভয়ে ভীত আমি
নিরখি নির্জ্জনে রহি, নাহি কহি কারে।
আমরা অধম দেব, উত্তম দেবতা
হয় যদি জয়যুক্ত, রহি শান্তিসুখে।
যাও সখি, কহ গিয়া নিদ্রার সুযোগে
জয়ন্তে সন্ধানকথা, শীঘ্র যাও তুমি।”
“হয়েছে ভালই সখি, যেই দৃশ্য আমি
আনিয়াছি স্বর্গ হ'তে, রাখি তা সম্মুখে
কব কথা ; নিরখিবে সে দিব্য মুকুরে

জয়ন্ত পত্নীর রূপ ; শুনি পত্নীমুখে
ইচ্ছার সন্ধান, শেষে কহিবে সকলে।”
এত কহি স্বপ্নদেবী পেটিকা লইয়া
গেলা চলি, বনদেবী রহিলা নীরবে
একাকিনী লতাকুঞ্জে নিভৃত নিবাসে।
   বাজিল দুন্দুভিতুরী দেবের শিবিরে
প্রভাতে, বহিল দূরে প্রাতঃসমীরণ
সে নিনাদ, প্রতিধ্বনি গহ্বরে গহ্বরে
উঠিল ; টুটিল নিদ্রা, ভরিল অম্বর
জীবকোলাহলে নব নগেন্দ্রকন্দরে।
প্রাতঃপ্রদর্শন-শেষে সত্যসেনাপতি (১)
বসিয়া শিবিরমাঝে চিন্তাকুলচিতে,
চারিভিতে সৈন্যদল নীরব সকলে।
হেনকালে উপনীত সবার সম্মুখে
শত যোধসহ দূত জয়ন্ত, পশ্চাতে
জ্ঞানচন্দ্র ভাবদেব মলিন বিষাদে।
সমাদরে বসাইয়া যথাযোগ্য স্থানে
সকলে, কহিলা সত্য দেবদূতপ্রতি,—

(১) প্রদর্শন শব্দ এখানে ইংরেজী Parade শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হইল। সত্য সেনাপতি আপনার সংগ্রামোদ্যত সৈন্যদিগকে লইয়া প্রাতঃকালে প্রদর্শন বা parade করিতেন, এরূপ কল্পনা অস্বাভাবিক নহে।

"জয়ন্ত, সার্থক যাত্রা দেবের উদ্দেশে
আজি তব, লভিলাম দেবাত্মজ দোঁহে
হেরিয়া পরমানন্দ, অন্ধ যথা লভি
চক্ষুরত্ন ; কিন্তু ভ্রাতঃ, কোথা ইচ্ছাদেবী
দেবের দুর্লভ ধন ? যে রত্ন বিহনে
তমোময় দেবলোক, তমোময় যথা
নিবিলে দেউটী কোটি মণিময় গেহ !
শোকাকুল দেবদল, শোকাকুল মোরা
দেবীর বিহনে অতি ; কহ শীঘ্রগতি
ইচ্ছার সন্ধান কিছু পাইয়াছ কি না
কোন স্থানে, হে জয়ন্ত কহ শীঘ্রগতি।
নিস্ফল প্রয়াস ভাই, যতদিন মোরা
না লভি তাঁহার সঙ্গ, না হইবে সাঙ্গ
আমাদের পুণ্যব্রত, যতদিন মোরা
ইচ্ছায় উদ্ধারি নাহি যাব দেবলোকে।"

নিবেদিলা দেবদূত,—সুরসেনাপতি,
মায়ের বিহনে জ্বলে যে অনল চিতে,
জানেন বিধাতা শুধু। মায়ের সন্ধানে
করিয়াছি প্রাণপণ ; শত যোধসহ
পর্ব্বত, কন্দর, বনে তন্ন তন্ন করি
খুঁজেছি গন্ধর্ব্বদেশে, ধীবর যেমতি
হারায়ে গভীর জলে কণ্ঠদেশ হ'তে

স্বর্ণহার, ফেলি জাল করে অন্বেষণ
সরোবরে ; কিন্তু হায় না পাইনু দেখা
কোন স্থানে জননীর, মন্দভাগ্য আমি !
দেবের প্রসাদে কিন্তু দেবযোধপতি,
পেয়েছি সন্ধান এক ; হেন লয় মনে,
সত্য ইহা, স্বপন যদিও সত্য নহে
সর্ব্বক্ষণ। দেখিয়াছি নিশীথে স্বপনে,—
পত্নী মম সমাসীনা পুণ্যব্রতাসনে
কহিলেন,—"ভণ্ডাসুর অধর্ম্মের চর
ক্রুরমতি, ভুলাইয়া মধুর ছলনে,
লইয়া গিয়াছে মায়ে গভীর পাতালে
দৈত্যপুরে।" দেখাইলা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে
পর্ব্বতগুহার মাঝে অন্ধকারময়
দুর্গম সুড়ঙ্গ-পথ, যে সুড়ঙ্গ-পথে
গিয়াছেন ইচ্ছাদেবী দৈত্যের পশ্চাতে।
দেখেছি অনেক স্বপ্ন, সমস্তই প্রায়
মিথ্যা তার ; কিন্তু দেব, দেবদূতীমুখে
শুনেছি যে কথা যবে, হয়েছে সফল
সকলি ; এ স্বপ্ন-কথা মিথ্যা কভু নহে।"
স্মরিতে পত্নীর মূর্ত্তি, কহিতে সে কথা
জয়ন্ত সাবেগচিত্ত, বিস্ফারিতনাসা,
অশ্রুসিক্ত-অক্ষিযুগ, উত্তপ্ত নিশ্বাস

ত্যজিয়া হইলা স্থির বীরেন্দ্রসমাজে।
স্মিতমুখ সেনাপতি, প্রীত অতি মনে
হেরি মানবের প্রেম দেবের বাঞ্ছিত,
কহিলেন,—"হে জয়ন্ত, পুণ্যবান তুমি,
পুণ্যবতী পত্নী তব ; মিথ্যা কভু নহে
স্বপন তোমার এই। এই বিশ্বমাঝে
অনন্ত রহস্য, তার দেব কি মানবে
কি বুঝিবে ? বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস,
এ সকল হাস্যকর বালকের খেলা
জীবের জীবন-পথে অনন্ত জগতে।
অদৃশ্য অশ্রুত চিন্তাজ্ঞানের অতীত
বহু তত্ত্ব প্রকটিত করেন বিধাতা
প্রাণ-রাজ্যে, তাঁর কার্য্য কে পারে বুঝিতে ?
ভবিষ্য কার্য্যের কত পূর্ব্বাভাস ভ্রাতঃ,
যাঁহার কৌশলে ভাসে মানস-আকাশে
জাগ্রতের, ভূত-চিত্র স্বপ্নবেশ ধরি
প্রকাশিবে নিদ্রিতের অচঞ্চল প্রাণে
তাঁহারি কৃপায় ; ইহা অসম্ভব নহে। (১)

(১) স্বপ্নযোগে যে অনেক সময়ে প্রকৃত ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। বহু স্বপ্নই নিস্ফল হইয়া, দুই একটী কেন যে সফল হয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। বিশ্ব-সংসারে মানবের জ্ঞান ও বিজ্ঞানাদি যারপরনাই অকিঞ্চিৎকর, তাহাতে আর সংশয় কি ?

পেয়েছি যথার্থ তত্ত্ব স্বপনসংযোগে,
হে জয়ন্ত, একান্তই লয় মম মনে,
অপহৃতা দেবাত্মজা দৈত্যের আলয়ে।
দেখাও আমারে তুমি, যে সুড়ঙ্গপথে
গিয়াছেন ইচ্ছাদেবী ; এখনি যাইব
দেবীর সন্ধানে আমি দৈত্যরাজপুরে।”
সম্বোধিয়া ভাবদেবে, জ্ঞানচন্দ্রে আর
সঙ্গীয় সহস্র শূরে, কহিলা উৎসাহে
সেনাপতি,—“ক্রূরমতি দৈত্যের সমরে
অচিরে মজিব মোরা ; রহিও সকলে
সসজ্জ, আসিব আমি লইয়া সত্বরে
ইচ্ছার সন্ধান ভ্রমি দানবের দেশে।
ধর এ সমরসজ্জা ; অদৃশ্য যখন
অমর, দানবনর না পায় দেখিতে
কভু তারে ; অস্ত্রশস্ত্রে প্রয়োজন মম
নাহি এবে, যাব আমি ছায়ারূপ ধরি।” (১)

(১) দেবতারা স্থূল শরীর ধারণ না করিলে কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পায় না ; অর্থাৎ যত প্রকারের দেবভাব আছে, তাহা মানুষের মধ্য দিয়া প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত অদৃশ্যই থাকে। পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইলেই দেবভাবের কার্য্য বিশেষরূপে প্রকাশ পায়।

এত কহি শূরবেশ পরিহরি সুর,
রিক্তহস্তে চলিলেন জয়ন্তের পাছে,
যাইতে সুড়ঙ্গপথে গিরিগুহাতলে।
গভীর সুড়ঙ্গপথ নিরখিয়া সুর,
ধরিয়া অদৃশ্য দেহ প্রবেশিলা তাহে;
সুধাংশু-কিরণ-রেখা সূক্ষ্ম রূপ ধরি
ছিদ্রপথে পশে যথা তমোময় গৃহে।
আইলা জয়ন্ত ফিরি দেবের শিবিরে
পরিশ্রান্ত পথ ভ্রমি; দেবদল মিলি
করি সম্বর্দ্ধনা তারে কহিলা সকলে,—
"হউক সফল স্বপ্ন পুণ্যবান, তব;
হউন সফলকাম সুরসেনাপতি।"
ভ্রমিলা অদৃশ্য বেশে দানবের দেশে
পর্ব্বতে প্রান্তরে বনে সত্যসেনাপতি
ইচ্ছার সন্ধানহেতু, অঞ্জনানন্দন
পশিয়া রাক্ষসদেশে তল্লাসিলা যথা
জানকীরে, তত্ত্ব তাঁর না পাইলা কিছু।
ধরিয়া অদৈত্যদেহ দেবসেনাপতি
সুধাইতে সমাচার না পারেন কারে
সেই দেশে, ক্ষুণ্ন মনে রহিলা বসিয়া
দানবদুর্গের পথে সেতুর উপরে।
ক্ষণপরে দুর্গ হ'তে বাহিরিল তথা

দৈত্য সেনা দুইজন, সহোদর তারা,
উৎকট, বিকট নাম, বিকটমূরতি !
কহিলা উৎকট, –"ভাই, বাধিবে অচিরে
দেবদানবে সমর ; আনিয়াছে হরি
ভণ্ডাসুর ধর্ম্মসুতা ইচ্ছারে এদেশে,
বিড়ম্বিয়া দেবদলে ; দানবের দেশ
আক্রমিবে দেবসেনা, মজিব আমরা
মহাহবে মহোল্লাসে ; মহানন্দ আমি
লভি ইথে ; কিন্তু ভাই হইয়াছে যত
দেবদানবে সংগ্রাম, হয় নাই তাতে
পরিণামে দৈত্যহিত, এই দুঃখ চিতে !"
কহিল বিকট হাসি,—"ভীত বুঝি তুই
দেবভয়ে ? যা না তবে দৈত্যদেশ ছাড়ি
দেবলোকে ; দেবদল পরম আদরে
দৈত্যোকুলদ্বেষী বলি দূতপদে বরি,
শত দেবকন্যাসহ দিবে তোর বিয়া !
উত্তরে উৎকট কহে,—"সত্য সত্য আমি
যাইতাম দেবলোকে, সতীত্বের বাধা,
স্বাধীন প্রেমেতে তথা না থাকিত যদি।
নাহি তথা মদমাংস, পারে কি বাঁচিতে
রাজহংস মৃণাল, সরসীজল ছাড়ি ?
বাঁচিতে পারিত দৈত্য দেবলোকে, আর

দেববৈদত্যে সখ্যভাব সম্ভবিত যদি ;
রক্ষকুল-অবতংস বিভীষণ যথা
সিংহলের সিংহাসন লভিলা সহজে
মানবসহায়ে, আমি মিলি দেবদলে,
লভিতাম দৈত্যেরাজ্য, দানববৈভব
দানব রাজের প্রিয় সহস্র রমণী ;
অশ্বপাল করি তোরে, দিতাম কর্ত্তনী
তোর হাতে, লইতাম অস্ত্রশস্ত্র কাড়ি।
কহিল বিকট,—"ভাই, বিদ্রূপ ছাড়িয়া
বল মোরে সত্য করে, আছে কোন্ স্থানে
দেবকন্যা, ভণ্ড যারে এনেছে হরিয়া।
সহজে কি দেবদল সন্ধান তাহার
পাবে কভু ? দেবদৈত্যে নহিলে সংগ্রাম
কেন হবে ? দেবগণ কেমনে জানিবে
কোথা ইচ্ছা ? কেবা তারে দিবে দেখাইয়া ?
এ বিষম দৈত্যদেশে কে পারে পশিতে
থাকিতে জীবন-আশা, দেব কি মানবে ?"
কহিল উৎকট,—"ভাই, শুনেছি সে দিন,
দৈত্যরাজ সংগোপনে সেনাপতিসহ
করিলা মন্ত্রণা যবে, আছে দেববালা
কাম্যবনে সযতনে ; যাদুবিদ্যাবলে
বাসনাদানবী ধরি শত ইচ্ছাবেশ,

রয়েছে বেষ্টিয়া তারে দিবাবিভাবরী।
অনুদিন দেববালা কাম্যবনমাঝে
কুতূহলে ক্রীড়ারত বাসনার সহ
আত্মহারা, আপনারে না পারে চিনিতে
আপনি ; সন্ধান তার কে করিবে কহ ?
কিন্তু ভাই, দুষ্ট দেব ত্রিভুবনগামী
পায় বা সন্ধান পাছে, এই ভাবি মনে।”
বিকট বিকৃত হাসি হাসিয়া অমনি
উৎকটের উচ্চ গ্রীবা ধরিয়া চলিল
গম্য পথে, কাম্যবনে উত্তরিল গিয়া।
অদৃশ্য হইয়া গেলা দেবসেনাপতি
দানবসেনার সহ কাম্যবনমাঝে।
সুসজ্জিত কাম্যবন দানবের দেশে
রম্য অতি, সুখস্বপ্ন ঘনীভূত যথা
মানব-মানস-পটে সুপ্রভাতকালে।
অন্তরীক্ষে অট্টালিকা ইন্দ্রধনুজালে
রচিত, উদ্যানে শোভে স্বর্ণতরুশাখে—
হীরক-কুসুম-কলি মুক্তাফলসহ !
শত শত কেলিকুঞ্জ কনকবল্লরী
সমাচ্ছন্ন, দ্বারে দ্বারে দাঁড়ায়ে রমণী
মায়ার মূরতিসম মতিচ্ছন্নকারী !
চমকি দেখিলা সত্য সহস্র মানব

মায়াবশে প্রবেশিয়া দানবের দেশে
ভ্রমিতেছে কাম্যবনে,—ছুটিতেছে কেহ
ঊর্দ্ধমুখে আকাশের অট্টালিকাপানে ;
পদতলে আশীবিষ পুষ্পমালাবেশে
দংশিছে, গতায়ুঃ নর পড়িছে ভূতলে।
রত্নবৃক্ষে উঠি কেহ পড়ে শাখা ছাড়ি
মূলে তার, ফাটে মুণ্ড মুহূর্ত্তমাঝারে।
কেহ পশি কামকুঞ্জে দিব্যরূপ ধরি,
বাহিরায় ছাগবেশে দানবীপরশে !
আক্ষেপিলা সত্যশূর দুর্দ্দশা নেহারি
মানবের, মায়াময় দানবের দেশে।
দেখিলা অদূরে পুনঃ দেবসেনাপতি,
শতেক যুবতী বালা একই আকৃতি,
কৌতুকে করিছে কেলি কালকূটভরা
সরোবরে ; ফুটিয়াছে সরোবরনীরে
কহ্লারকুমুদরাশি সুবর্ণে রঞ্জিত,
কস্তুরী-সুগন্ধময় ! একে একে একে
চাহি সবাকার মুখে, দেবসেনাপতি
দেখিলা, শতেক রূপ বাসনাদানবী
ধরিয়া করিছে কেলি ; আছে তার মাঝে
দেবাত্মজা ইচ্ছাদেবী অভিন্ন মূরতি। (১)

(১) স্বর্গ হইতে জ্ঞান ও ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া, ইচ্ছাদেবী

পড়িয়া সত্যের দৃষ্টি, ঈষৎ উজ্জ্বল
কিরণকিরীট শিরে হইল অমনি
ইচ্ছার। কহিলা মনে দেবসেনাপতি,—
"অহো! কি দুর্দ্দশা ঘোর দানবকুহক
হয়েছে দেবীর আজি; উজ্জ্বল মুরতি
ম্লান অতি; সমজ্ঞান সুধা আর বিষে!
রাক্ষসের সহ কেলি করিছেন সুখে
কাম্যবনে, পূর্ব্বকথা, দেবলোক আদি
নাহি মনে; কি কুক্ষণে দিলা অনুমতি
সুরপতি ধর্ম্মরাজ স্নেহশীল তেঁহ,
ত্রিদেবে ভ্রমিতে মর্ত্ত্যে, তেঁই এ দুর্গতি!
ধরিয়া স্বরূপ যদি আত্ম পরিচয়
প্রদানি, দানবদল জানিবে সকলি।
যাই চলি সংগোপনে; সৈন্যসহ আসি
সম্মুখসংগ্রামে নাশি অসুরে সমূলে,

দৈত্যদেশে যাইয়া বাসনার সঙ্গে কাম্যবনে কেলি করিতেছেন। বাসনা, শত অভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া, ইচ্ছাকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান ও ভক্তিবিহীন এবং সাধুসঙ্গ-বিচ্যুত হইলে মানুষের ইচ্ছাশক্তি নিস্তেজ হইয়া যায়, এবং মানুষ অসংখ্য বাসনার বশীভূত হয়; তখন মানুষ বাসনা ও ইচ্ছাশক্তির প্রভেদ বুঝিতে পারে না। বাসনা ও ইচ্ছাশক্তি যে এক নহে, তাহা বলা অনাবশ্যক।

উদ্ধারি দেবীরে, লয়ে যাব দেবলোকে।”
এতেক চিন্তিয়া চিত্তে সত্যসেনাপতি
প্রস্থানিলা নিজ স্থানে, রাখিয়া পশ্চাতে
দৈত্যদেশ ; অবিলম্বে বিদ্যুতের বেগে
আইলা কাঞ্চনশৃঙ্গে দেবের শিবিরে।

ত্রয়োদশ সর্গ—পূর্ব্বাভাস।

নিমগ্ন ভারতমাতা বিন্ধ্যাচলাশ্রমে
মহাতপে ; শত শত বর্ষ গত ক্রমে
তপস্থায়, শীর্ণদেহ রুক্ষকেশাবলী
জননী ; জ্বলন্ত জ্যোতিঃ বিস্ফূরিত মুখে
যোগবলে। যোগধ্যান ভঙ্গ দিনতরে,
শতবর্ষ পরে পুনঃ দিবাঅবসানে
বাসন্তী-পঞ্চমীদিনে ; উন্মীলি নয়ন
জননী, সম্মুখে চাহি দেখিলা হরষে,
সমাসীনা বঙ্গলক্ষী পূত পাদমূলে।
"কেন মা, হেথায় আজি ?" সুধাইলা ধীরে
জননী ; নমিয়া লক্ষ্মী চরণকমলে
কহিলা,—"কি কব মাগো, শতবর্ষ তুমি
ধ্যানমগ্ন মহাতপে, মহাদুঃখে ভ্রমি
বনে বনে, নির্ব্বাসিতা দুঃখিনীর বেশে!

কহিতে মনের কথা, মরমের ব্যথা
নাহি কেহ, তেঁই আসি শতবর্ষপরে
দিনতরে তবস্থানে ; নিরখিলে মাগো,
ভক্তি-বিভূষিত পূত বদন তোমার,
শুনিলে সস্নেহ ভাষা, পরম সান্ত্বনা
লভি প্রাণে ; লভে যথা ভীত ঝঞ্ঝাবাতে
বিহঙ্গশাবক ক্ষুদ্র শাল্মলিকোটরে।
শতবর্ষ পূর্ব্বে মাগো, কহিনু তোমারে
স্বপ্নকথা ; ফলাফল জানেন বিধাতা
ভবিষ্যৎ ; কিন্তু এক সুসংবাদ মাগো,
আইনু কহিতে তোমা ; গিয়াছিনু কালি
কৈলাসে, দেখিনু পথে হিমাদ্রিশিখরে
সহস্র শিবির শুভ্র, শোভে তদুপরে
লোহিত পতাকা শত ; আসিয়া নিকটে,
অমর-সমরবাদ্য বাজিছে গভীরে,
শুনিনু ; দেখিনু সেই বীরেন্দ্রশিবিরে
সুরসেনাপতিসহ শত শত শূর
করিছে মন্ত্রণা মাগো, নাশিতে অসুরে।
সুরপতি ধর্ম্মরাজ মর্ত্ত্যে পাঠাইলা
সুরসৈন্য ; এসেছেন সত্যসেনাপতি
আপনি সংগ্রামহেতু ; শুনিনু জননি,
ধর্ম্মের সন্তানত্রয় আসি মর্ত্ত্যলোকে,

হইয়াছে নিরুদ্দেপ দৈত্যের কুহকে।
দুরন্ত দানবদল মানবনিকরে
দেয় দুঃখ নিরবধি ; কিন্তু বিধিবশে
করয়ে দানব যবে দেবতার ক্ষতি,
দেবাসুরে হয় দ্বন্দ্ব ; দেবের সংগ্রামে
নিহত দানব শেষে, মানবের ঘটে
সুমঙ্গল ; মহাফল লভিব অচিরে,
এই আশা প্রাণে মম জাগিছে জননি।
অসুরের অত্যাচারে ছারখার মাগো
বঙ্গভূমি, পাপতাপ পঙ্গপালসম
দেয় দুঃখ বক্ষে মম দিবাবিভাবরী !
দেবের সংগ্রামে যদি দানব নিধন
হয় মাগো, অভাগীর দুঃখ যাবে দূরে।”
কহিলা জননী,—“লক্ষ্মি, সুসংবাদ আজি
শুনাইলে ; বুঝিলাম, শতবর্ষব্যাপী
কঠোর তপস্যা আমি করিনি বিফলে।
যে বার্ত্তা কহিলে মাগো, হেরিয়াছি আমি
অনুরূপ দৃশ্য তার যোগনিদ্রা-যোগে ;
দেখিয়াছি দিব্য চক্ষে, গভীর পাতালে
দেবদানবের এক দুর্দ্ধর্ষ সমর ;
দীপ্তিময়ী দেবকন্যা দৈত্যরাজ হরি
আনিলা দেবারিদেশে ; মিলি দেবদল

আক্রমিলা দৈত্যরাজ্য ; নাশি দৈত্যদলে,
উদ্ধারিলা দেববালা, গেলা স্বর্গবাসে।
অচিরে আইলা পুনঃ দ্যুলোক হইতে
দেবদূত জ্যোতির্ম্ময়, দিব্যরূপ ধরি,
অসুরের অত্যাচারে নিপীড়িত নরে
উদ্ধারিতে ; অভাগীর চাহি মুখপানে
"মাভৈ ! মাভৈ ! মাতঃ," কহিলা সজোরে।
এমন "মা" বোল মাগো, শুনি নাই আমি
কত শত বর্ষতরে ; জন্মে নাই কেহ,
এ হেন সন্তান মোর যুগযুগান্তরে ;
হেন বীরমূর্ত্তি কভু দেখিনি নয়নে
ভকতি-বীরত্বমাখা ! সে মধুর ধ্বনি
ধ্বনিল সর্ব্বাঙ্গে মম, জাগিনু সে রবে।
নয়ন মেলিতে আর না হেরিনু সেই
সৌম্যকান্তি ; ভ্রান্তি ভাবি রহিনু নীরবে
ক্ষণকাল ; কিন্তু মাগো, ভ্রান্তি মম নহে ;
আনন্দে হাসিল ধরা, নাচিতে লাগিল
তরুলতা, অন্তরীক্ষ পূরিল সৌরভে
অনুপম ; জাগিয়াও পাইনু শুনিতে,—
"মাভৈ ! মাভৈ ! মাতঃ," সুমধুর ধ্বনি,
বহুদূরসমানীত শঙ্খধ্বনিসম !
পূর্ব্বোত্তরে প্রবাহিত ভাগিরথী যথা,

সেই দেশে পূর্ব্বাকাশ হাসিল পুলকে।
সফল তপস্যা মম বিধির কৃপায়
হবে বুঝি, তাই হেরি সুলক্ষণ যত।
ধর মা, কাতর তুমি দূরপথ ভ্রমি,
ধর এই ফলগুচ্ছ ; নিবারি পিপাসা
এই ফলে, সুনিদ্রায় শ্রান্তি কর দূর
সুন্দর কন্দরবাসে, সুখ-শয্যোপরে
সুশ্যামল দুর্ব্বাদলে ; সুশীতল বায়ু
ব্যজনে হরিবে তব সন্তাপ সকলি।”
ফলগুচ্ছ দিয়া মাতা কহিলা লক্ষ্মীরে
আবার,—“বিলম্ব তব হেন দূর দেশে
নহে সমুচিত এবে ; দানব-নিধনে
সমাগত যথা দেব, যাও সেই দেশে।
হ’লে দেব জয়যুক্ত, ঘটিবে মঙ্গল
মানবের ; দেবতার উদ্দেশ্যসাধনে
থাকহ নিরত সদা ; সুভদিনে পুনঃ,
শুনিব তোমার মুখে সুমঙ্গলবাণী,
অভাগী জননী আমি তব পুণ্যফলে।
রজনী-প্রভাতে মাগো, চলে যেও তুমি
যথাস্থানে ; অনুমতি-প্রতীক্ষায় মম
থেকোনা, ডেকোনা মায়ে, রোখো শুধু মনে ;
নিশীথে বসিব আমি তপাসনে পুনঃ।”

এত কহি বিদাইয়া লক্ষ্মীরে, জননী
করিলেন আচমন নির্ঝর-সলিলে
নিরমল, উচ্চারিয়া পবিত্র আননে
সান্ধ্যস্তোত্র ; সুপবিত্র সান্ধ্য-সমীরণে
লতাপত্রে প্রতিধ্বনি উঠিল অমনি
বন্দনার ; মৃদুমন্দ মধুর-হিল্লোলে
প্রবাহিল চন্দ্রালোক পুত-নভোস্থলে ;
অনন্ত নক্ষত্রমালা নাচিতে লাগিল
প্রেমাবেশে ; বিশ্বময় করিল সকলে
ব্রহ্মের আরতি, মাতি ব্রহ্মানন্দ-রসে।

বিষাদে জাহ্নবী-তীরে কাঙ্গালিনী-বেশে
ভ্রমিছেন বঙ্গলক্ষ্মী, নির্ব্বাসিতা যথা
রঘুকুল-রাজলক্ষ্মী রাঘব-বিরাগে
ত্রেতায় ; পবিত্র মুখে নেত্রবারিধারা
বহিছে, শিশির-ধারা সরোরুহে যথা !
স্বায়ংকৃত্য সাঙ্গ করি, বিষণ্ণবদনে
বৃক্ষমূলে বসি যবে চাহিলা আকাশে
বঙ্গলক্ষ্মী ; অকস্মাৎ ব্যোমবর্ত্ম-মাঝে
ছুটিল কিরণ-রেখা, সুধাংশু বিহনে
বিমল-চন্দ্রিমালোক ছাইল গগনে।
নবজলধর-কান্তি অপূর্ব্বমূরতি
দেবী এক, ছায়ারূপে অন্তরীক্ষে থাকি,

চাহিতে লক্ষ্মীর চক্ষে, বক্ষমাঝে তাঁর
আশার তরঙ্গমালা উঠিল নাচিয়া,
শান্তি-সমীরণ স্নিগ্ধ বহিল নিশ্বাসে।
অপূর্ব্ব আনন্দাবেশে হইলা বিবশা
লক্ষ্মী অতি; দেবী তারে লাগিলা কহিতে,—
"শোন বঙ্গে, মম সঙ্গে পূর্ব্ব পরিচয়
নাহি তব; তবতরে সতত আমার
সম স্নেহ, এ জগতে সকলেরি তরে।
ঐশীকৃপা নাম ধরি; এ ব্রহ্মাণ্ড রাখি
বক্ষস্থলে, পক্ষতলে শাবকে যেমতি
বিহঙ্গ, জনম মম জগতের হিতে;
অলক্ষিতে রহি সাথে, নাহি দেখে কেহ
আমায়, পতঙ্গ যথা অচঞ্চল বাতে।
পরম সৌভাগ্য তার, বিধির বিধানে
যারে আমি দিই দেখা, শুনাই শ্রবণে
সুমঙ্গলবাণী কিম্বা; সার্থক জীবন
আজি তব, প্রণিপাত কর ভক্তিভরে
বিশ্ববিধাতার পদে; সম্পদের সখা
বিপদে কাণ্ডারী সদা সিদ্ধিদাতা তিনি। (১)

(১) ভগবৎ কৃপা মানবের প্রাণে প্রকাশিত হইলে, অপূর্ব্ব আশা ও শান্তিতে অন্তঃকরণ উৎফুল্ল হয়, বাহ্য জগৎও মলিনতা ও বিষণ্ণতা পরিত্যাগ করিয়া সুশোভন ও আনন্দময় রূপ ধারণ করে। বিহঙ্গ

ঘুচিবে তোমার দুঃখ, সৌভাগ্যের রবি
উদিবে অচিরে তব অদৃষ্ট-আকাশে।
বিন্ধ্যাচলাশ্রমে তব ভারতজননী
করিলা তপস্যা ঘোর ; ভক্তিমতী তুমি
মাতৃপ্রতি, ধর্ম্মশীলা আপনি সুভগে ;
মাতৃ-তপস্যায় আর তব নিষ্ঠাফলে,
সুশোভিবে তব অঙ্কে দেবের দুর্ল্লভ
রত্ন এক ; বিচিত্র দেবের লীলাসম
করিবে মানবলীলা মানব-মণ্ডলে।
কোটি কোটি পুত্রকন্যা অজ্ঞান-আঁধারে
মগ্ন তব, ভগ্নপদ দাসত্ব-নিগড়ে !
রাজশক্তি, ধর্ম্ম আর সমাজ, সকলি
ধরিয়া রাক্ষসবেশ দংশিছে নিয়ত
তোমার সন্তানগণে ; জ্বলন্ত অনলে
দহিছে অবলা বালা ; বিনা অপরাধে
বধিছে দুর্ব্বল শিশু নরবলি-ছলে !
সতীত্ব, সাধুতা, শৌর্য্যবীর্য্য আদি যত,

যেমন পক্ষপুটে শাবককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, ভগবানের কৃপাও তেমনই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ভগবৎ কৃপা জগতের নিকট অদৃশ্য ; ভগবৎ কৃপা স্বয়ং প্রতক্ষীভূত হয়, কেহই চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারে না। ভগবানের ইচ্ছাতে উহা যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারে, সে সত্য সত্যই পরম সৌভাগ্যশালী।

লুপ্ত সব ; অত্যাচার, অবিচার পাপে
অন্ধকার বঙ্গভূমি প্রেতভূমিসম !
জনমিয়া মহাবীর, মহাপরাক্রমে
ঘুচাবে তোমার দুঃখ ; হইবে উজ্জ্বল
সুভগে, তোমার মুখ, ভাগ্যশীলা তুমি।
অবজ্ঞেয় বঙ্গবাসী অবনীতে এবে,
হইবে জগৎপূজ্য শৌর্য্যবীর্য্যজ্ঞানে
একদিন ; শুভদিনে উদ্ধারিবে তারা
পরাক্রমে পুণ্যভূমি জননী ভারতে।
করিবে জগত জয়, দেবত্ব লভিয়া
বঙ্গবাসী ; জয়নাদে কাঁপিবে মেদিনী।
"প্রচারিয়া সত্যধর্ম্ম জ্ঞানভক্তিযোগে,
প্রকৃত জীবনদান পতিত মানবে
করিবে সে মহাবীর ; উড়িবে অচিরে
শান্তির পতাকা শুভ্র অবনীমণ্ডলে।
ঘুচিবে নারীর ক্লেশ, অন্ধকার পাপ
সমাজের ; রাজশক্তি হবে পরিণত
সুপবিত্র ভ্রাতৃভাবে সমগ্র জগতে। (১)

(১) পূর্ব্বকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচার-শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল ; লোকে দেবতা বা দেবানুগৃহীত জ্ঞানে রাজাকে মানিয়া চলিত। বর্ত্তমান সময়ে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও স্বার্থ এবং ভয়ই রাজভক্তির পরিচালক। এককালে যখন

ধৰ্ম্ম ভিন্ন ধরাতলে নাহি লভে কভু
সৌভাগ্য মানবজাতি, জেনো ভাগ্যবতি ;
সত্য, ন্যায়, প্রেম, পুণ্য জীবন্ত যখনি,
সেই ধৰ্ম্ম ; ধৰ্ম্মমৰ্ম্ম কহিনু তোমারে।
ভাবুকতা, কৰ্ম্মকাণ্ড, শাস্ত্রজ্ঞান কভু
নহে ধৰ্ম্ম ; এ সব ধর্ম্মের শব বটে।
সত্য ধৰ্ম্ম পরিব্যক্ত মানব-জীবনে
প্রেম-পুণ্য-ন্যায়নিষ্ঠা-সত্যের সেবনে। (১)
ধৰ্ম্মই জীবন ; আর ধৰ্ম্মহীনা যেবা,
মৃত সে ; বিকারগ্রস্ত করয়ে যেমতি
জল্পনা, কল্পনা তার মানবের হিতে
তেমতি অসার ; সার জেনো বঙ্গে তুমি।
সত্যভ্রষ্ট স্বার্থপর ন্যায়নিষ্ঠাহীন

জগতে প্রকৃত জ্ঞানধর্ম্মের প্রচার হইবে, তখন লোকে ভ্রাতৃভাব বা লোকপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া রাজনীতি ও রাজকার্য্যের পরিচালন করিবে।

(১) ভাবুকতা, শাস্ত্রজ্ঞান কিম্বা অনুষ্ঠান, এ সকল প্রকৃত ধৰ্ম্ম নহে ; এ গুলিকে ধর্ম্মের মৃত দেহ বলা যাইতে পারে। সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা জীবন্ত হইলেই তাহা প্রকৃত ধৰ্ম্ম হয়। যে ব্যক্তির চরিত্রে সত্যসেবা, ন্যায়নিষ্ঠা, প্রেম ও পুণ্য প্রকাশিত হয়, সেই প্রকৃত ধাৰ্ম্মিক। এইরূপ প্রকৃত ধাৰ্ম্মিক লোকেরাই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে।

পাপিষ্ঠ, নিয়ত রত দুর্ব্বলপীড়নে,
অবলার অপমানে, নাহি পারে কভু
সাধিতে পরের হিত, পতিত সে নিজে
স্বার্থ-প্রতিপত্তি-প্রলোভন-পঙ্কমাঝে!
সমাজশোধন বিনা রাজশক্তিলাভ
অসম্ভব; সাজাইলে মুকুটচন্দনে
শবদেহ, সেহ কভু পারে কি বসিতে
সিংহাসনে? সিংহচর্ম্ম দিলে পরাইয়া,
অধম রাসভ কভু পারে কি হইতে
পশুরাজ? পণ্ডশ্রম হবে সে উদ্যমে।
গৃহলক্ষ্মী নারীজাতি উপেক্ষিত যথা,
সেই গৃহে রাজ্যলক্ষ্মী আসিবেন, ইহা
অসম্ভব; পুষ্পমাল্য দলে পদতলে
অধম অজ্ঞান কপি, মুক্তহার তারে
সুবোধ মানব কহ দেয় কোন্ কালে?
ভ্রূকুটিতে ভীত যে, সে পারে কি সহিতে
শত্রুর হুঙ্কারধ্বনি সম্মুখ-সমরে?
স্বার্থ-প্রতিপত্তিনাশে সর্ব্বনাশ গণে
যে মানব, তার পক্ষে কভু কি সম্ভবে
আত্মোৎসর্গ, প্রাণদান স্বজাতির হিতে?
আত্ম-পর সমজ্ঞানে পরার্থে যে করে
আত্মদান, প্রতিদানে বিধির বিধানে,

পায় সে প্রভুত্ব-পদ, শান্তি-স্বাধীনতা
এ জগতে, আশু কিম্বা শতবর্ষ পরে।
মিথ্যাবাদী স্বার্থপর কামক্রোধেরত
যে জাতি, রহিবে তারা পরপদতলে,
অন্ধকারে প্রপীড়িত পর পদাঘাতে ;
ধর্ম্মই প্রকৃত শক্তি, ধর্ম্মই জীবন
এ জগতে, ধর্ম্মহীন প্রাণহীন ভবে। (১)
ঘুচাতে যাতনা তব, পতিত ভারতে
উদ্ধারিতে, মহাবীর করিবে প্রচার
সনাতন সত্য ধর্ম্ম মানবসমাজে।
বিস্তারি উদার শিক্ষা, জ্ঞানের আলোকে

(১) ধর্ম্ম ভিন্ন মানবের চরিত্র উন্নত হয় না। জীবন্ত সত্য, ন্যায়, প্রীতি ও পবিত্রতার অর্থাৎ ভগবানের উপাসক না হইলে মানুষ সত্য নিষ্ঠ, সৎসাহসী, স্বার্থত্যাগী ও পুণ্যবান হইতে পারে না। এইরূপে প্রতি ব্যক্তির চরিত্রের উৎকর্ষসাধন না হইলে, সমাজ উন্নত হইতে পারে না। কাহারও কাহারও সংস্কার আছে যে, ধর্ম্ম ভিন্নও সমাজসংস্কার হইতে পারে, এবং সমাজসংস্কার ব্যতীতও রাজনৈতিক উন্নতি সাধন করা যায়। ইহার মত ভ্রম আর নাই। যাহারা সামান্য প্রলোভনে পতিত হয়, স্বার্থ ও প্রতিপত্তিনাশের ভয়ে ভীত থাকে, দুর্ব্বলের উপরে পীড়ন ও অবলার অপমান করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা রাজশক্তি হস্তে পাইয়া গৌরাবান্বিত হইবে, শান্তি ও স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। বাস্তব ধর্ম্মই জনসমাজের প্রাণ, ধর্ম্মহীন সমাজ, শ্মশানে পতিত শবরাশি ন্যায় অসার, সন্দেহ নাই।

ঘুচাইবে অন্ধকার যুগযুগব্যাপী ;
পাইয়া উদার শিক্ষা, দীক্ষা সত্য পথে,
জ্ঞানভক্তিকর্ম্মযোগে করিবে মানব
ব্রহ্মপূজা ঘরে ঘরে, ব্রহ্মকৃপাবলে
প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে জগতে। (১)
অত্যাচার অবিচার দাসত্বদুর্দ্দশা
যাবে দূরে, শান্তিসুখে ভরিবে অবনী।
যাই তবে যাই বঙ্গে; তপ সাঙ্গ আজি
হবে তব জননীর শতবর্ষ পরে
ক্ষণতরে ; গিয়া আমি কহিব তাহারে
সংক্ষেপে এসব কথা। ধন্য মাতা তব,
ঘোর তপস্যায় তুষ্ট করে ইষ্টদেবে !"
এত কহি ঐশী কৃপা হ'লো অন্তর্ধ্যান
অন্তরীক্ষে ; ভক্তিভরে প্রণমিলা তাঁরে
বঙ্গলক্ষ্মী ; যুগলাক্ষে বহিল অমনি
আনন্দাশ্রু, শিহরিল সর্ব্বাঙ্গ পুলকে।

(১) ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, রাজর্ষি রামমোহন এ দেশে পাশ্চাত্য উদার শিক্ষাপ্রবর্ত্তণের এক প্রধান উদ্যোগকারী ছিলেন। একদিকে ঐরূপ শিক্ষাবিস্তার করিয়া তিনি অজ্ঞানান্ধকার ঘুচাইয়াছেন, অপর দিকে সত্য ধর্ম্মে লোককে দীক্ষিত করিয়াছেন। এইরূপে তিনি ভবিষ্যতে পৃথিবীতে প্রেমেরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ সর্গ—বিভ্রাট।

সাজিলা ত্রিদশ-সেনা অস্ত্রশস্ত্রসহ
রণসাজে ; আজ্ঞা দিলা সত্যসেনাপতি,-
"যাই চল দৈত্যদেশে, বিনাশি দানবে
উদ্ধারি দেবের কার্য্য, পূজ্য দেবলোকে
দেবত্রাণ বলি সবে হব, চল ত্বরা ;
পেয়েছি সন্ধান আমি, অসুর-আলয়ে
রয়েছেন দেবাত্মজা দানব-কুহকে
আত্মহারা, ক্ষিপ্তসম দেবলোক ভুলি।
বিনাশি দানবে, আনি উদ্ধারি দেবীরে
দেবলোকে, দেবার্চ্চনা লভিব আমরা।"
চলিল সহস্র শূর হুহুঙ্কাররবে ;
সবার অপূর্ব্বকান্তি, জ্যোতির্ম্ময়রূপ,
বীরদর্পে বক্রগ্রীবা, সিংহযূথ যথা
ধায় মহারণ্যমাঝে শার্দ্দূল-সংগ্রামে ;

কিম্বা যথা ঘনদল দম্ভোলি-আয়ুধে
সুসজ্জিত, ধায় দ্রুত মেরুদেশপানে,
সুগভীর গরজনে কাঁপায়ে মেদিনী,
না জানি কি মহাহবে কোন্ অরিসহ,
হিমানী-সাগর-গর্ভে! সগর্ব্বে চলিলা
সুর-সেনা উনমত্ত নাশিতে অসুরে।
পশিয়া সুরঙ্গ-পথে উত্তরিলা সবে
পাতালে, বিস্তৃত যথা অপার জলধি।
উত্তাল-তরঙ্গসম করে তাহে কেলি
অজগর, উগারিয়া অগ্নিশিখাসম
মহাবিষ! মহাসিন্ধু-মধ্যভাগে শোভে
কুসঙ্গদ্বীপ, কলুষ-পর্ব্বত তার শিরে।
অধর্ম্মের রাজপুরী পর্ব্বতের মূলে
একদিকে, অন্যদিকে বিস্তৃত প্রান্তর
জনশূন্য, প্রান্ত তার মগ্ন সিন্ধু-নীরে।
সিন্ধুকূলে ইতস্ততঃ মানব-কঙ্কাল
পতিত, পতিত মুণ্ড দন্তে দ্বিখণ্ডিত,
ভক্ষিত-মস্তিষ্ক; রহে নারিকেল যথা
অপক্ক, কর্ত্তিত-দ্বিধা দূরতীর্থপথে!
মানবে পাতালে আনি, ভক্ষিয়াছে তারে
দানব, বসিয়া এই ভীষণ প্রান্তরে।
সেই প্রান্তরের মাঝে করিলা শিবির

দেবসেনা, উঠাইলা সহস্র পতাকা
মুহূর্ত্তে ; আকাশমাঝে সহসা শোভিল
দৈত্যদেশে ক্ষুদ্র এক অমর-নগরী
সুশোভন ; শোভে যথা পঙ্কিল পুলিনে
সুশুভ্র বলাকাশ্রেণী অন্তরীক্ষ ছাড়ি ;
কিম্বা যথা মহারণ্যে শোভে তরুশিরে
হেমপ্রভা হেমলতা সহসা-পুষ্পিতা।
উত্তাল তরঙ্গ যথা সিন্ধুর সলিলে
প্রবাহে প্রবল বাতে, উঠিছে তেমতি
দানবদলের চিত্তে আনন্দলহরী।
দৈত্যপুরে নৃত্যগীতে মহামত্ত সবে
দানবদানবী যত, অৰ্দ্ধনগ্ন তারা
মদমত্ত ; কেহ কারো ধরি কটিদেশে
কণ্ঠে কিম্বা, উচ্চ হাস্য লম্ফঝম্ফসহ
করিছে, পড়িছে অঙ্গে ছিন্ন তরুসম
পরস্পর, আত্মপর না করি গণনা।
ছিন্ন ভিন্ন ওষ্ঠাধর, ক্ষত নখাঘাতে
গণ্ডগ্রীবা , আলিঙ্গন-আদর-চুম্বনে !
সর্ব্বাঙ্গে বহিছে স্বেদ ক্লেদধারাসম
অসুরের, অসমর্থ লম্ফ ঝম্পে সবে।
অনর্গল ঢালি সুরা, বিকট চিৎকারি
বিদারিত কণ্ঠনালী ; পরিশ্রান্ত অতি

দৈত্যদল, ক্ষণকাল বসিলা নীরবে।
নৃত্য ছাড়ি দৈত্য এক কৃষকায় অতি
খর্ব্বাকৃতি, খরদৃষ্টি খল নাম ধারী,
প্রবেশিয়া রঙ্গস্থলে লাগিলা কহিতে,—
"দৈত্যপতি, দৈত্যদল, এক নিবেদন
আছে মম; বিষম ভাবনাভার চিতে
বহি আমি; সবিস্তারে কহিব এখনি
হেতুতার, রত প্রাণ দৈত্যহিতে সদা।"
চকিতে দৈত্যের দল খলপ্রতি কহে,—
"কি ভয় ভাবনা তব কহ আমাসবে
সত্বরে।" উত্তরে খল লাগিল কহিতে,—
"মর্ত্ত্যভ্রমণের শেষে গিয়াছিনু আজি
ভারতে; কুক্ষণে কিবা শুভক্ষণে আমি
নাহি জানি; আনিয়াছি দানবের তরে
দুঃসংবাদ; দুর্ভাবনা-অনল অন্তর
দহে মম, কহি কথা শোনহ সকলে।
সেই যে পর্ব্বতগোটা বিন্ধ্যাচল নামে
(উষ্ট্রপৃষ্ঠে উচ্চ কুজ রহে যে প্রকারে,
কিম্বা যথা উইতোপা উলুখড়বনে)
ভারতের মধ্যভাগে আছে দাঁড়াইয়া,
সেই পর্ব্বতের অঙ্গে বহে এক নদী,
গোদাবরী নাম তার, লোকে বলে তারে

পুণ্যনদী, আমি দেখি নর্ম্মদার মত ;
সেই গোদাবরী তীরে জঙ্গলের তলে
উপত্যকা, খট্টাশের বাসা যে প্রকার
নির্জ্জনে খালের ধারে ; সেখানে বসিয়া
করিছে তপস্যা এক নারী হতভাগী
রুক্ষমুখী, পক্ককেশী, প্রকাণ্ডকপালী !
শুনেছি ভারতলক্ষ্মী নাম ধরে সেই
কালামুখী, বহুকাল আছে ধ্যানে রত !
নাহি খায় জল বিন্দু ; নাহি চক্ষে তার
নিদ্রালেশ ; স্পন্দহীন রয়েছে বসিয়া
জানুপরে, স্থানু যথা দগ্ধ দাবানলে।
তপ-জপ-যোগধ্যান হেরি যদি কভু
নরলোকে ; অসুরের অমঙ্গলহেতু
গণি তারে, শত বিঘ্ন ঘটাই তাহাতে।
মহাতপস্যায় রত সেই সর্ব্বনাশী
তাপসী ; দেখিনু তার তপের প্রভাব
যে প্রকার, এক মুখে না পারি বর্ণিতে।
মুদ্রিতনয়নে মাগী রয়েছে বসিয়া
যোড়করে ; খরতর কিরণ ছুটিছে
অঙ্গে তার, অগ্নিশিখা চুল্লিমুখে যথা
চারিভিতে। যেতে তার নারিনু নিকটে।
দূর হ'তে দেখিলাম,—আপনি ঝরিছে

বৃক্ষ হ'তে ফুলরাশি সর্ব্বাঙ্গে তাহার ;
সৌরভে আকাশ ভরা, সহস্র ভ্রমরা
ভোঁ ভোঁ শব্দে উড়িতেছে মাথার উপরে ;
পাখীরা গাইছে গীত, নাচিছে নিকটে
পশু যত ; হতবুদ্ধি সে সব দেখিয়া
হইলাম ; করিলাম তবু রহি দূরে
দিবসে শিবার রব বিকট চীৎকারে ;
উঠি বৃক্ষে, ভাঙ্গি ডাল, লম্ফেঝম্পে কত
করিলাম গণ্ডগোল ; পণ্ডশ্রম মম,
ভাঙ্গিল না মহাতপ ! মহাদুঃখে তেঁই
মর্ম্মাহত রহিলাম বৃক্ষের আঁড়ালে।
দিবা-অবসান-কালে মেলিল তাপসী
নেত্রযুগ, ঊর্দ্ধমুখে চাহিল আকাশে।
সহসা বহিল বনে সুগন্ধ বিস্তারি
গন্ধবহ, জ্যোৎস্নারাশি ছাইল আকাশে ;
হাসিতে লাগিল সেথা তরুলতা যেন
মহানন্দে ; সবিস্ময়ে শুনিনু আকাশে
অদৃশ্য কাহার কথা। কহিল সে বাণী,—
"শোনহ ভারতলক্ষ্মি, শতবর্ষপরে
জনমিবে বঙ্গভূমে মানবপুঙ্গব
পুত্র এক, জ্ঞানালোকে ছাইবে মেদিনী ;
প্রচারিবে সত্যধর্ম্ম ; ঘুচিবে যাতনা

অবলার, দাসত্বদুর্দ্দশা যাবে দূরে।
লভিয়া উদার শিক্ষা, দীক্ষা সত্য পথে,
জ্ঞানভক্তিকর্ম্মযোগে করিবে মানব
ঘরে ঘরে ব্রহ্মপূজা ; ব্রহ্মকৃপাবলে
প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে জগতে।”
শুনি অমঙ্গল-কথা বজ্রধ্বনিসম
শিরোপরে, শিহরিল শরীর আমার ;
ভগ্নপ্রায় পদদ্বয় ভাবনার ভারে।
কম্পান্বিত কলেবরে, আইলাম আমি
পাতালে ; পিপীলী যথা লুকায় বিবরে
ভয়ে ভীত, ভয়ঙ্কর ঘনঘটারোলে !
বিপদের প্রতিকার কর দৈত্যপতি
আশু তুমি, ভীত আমি ভবিষ্য ভাবিয়া !”
শুনিয়া খলের কথা, ক্ষণেকের তরে
নীরবিল দৈত্যদল ; নীরবে যেমতি
কামকোলাহলে রত বাদুরের ঝাঁক
অদূরে পূরবে হেরি সভয়অন্তরে
দিবাকর-ক্ষীণকর অম্বরমাঝারে।
না করি বিলম্ব বহু, সম্বরি আবেগ
স্বীয় চিত্তে, দৈত্যদলে কহিতে লাগিলা
দৈত্যপতি,—“বিপত্তির সম্ভাবনা যাহা
শুনিলাম, সদুপায় চিন্তহ সকলে

নিবারণহেতু তার, আকিঞ্চন মম।
বন্ধুবর ভণ্ডাসুর, খণ্ডিতে যাঁহার
বুদ্ধির চাতুরি, কেহ নাহি পারে কভু
এ ব্রহ্মাণ্ডে, উপস্থিত আছেন এখানে;
তাঁর উপদেশ অগ্রে নাহি চাহি আমি
এ বিপদে, করিবেন পরিত্রাণ তিনি
পরিণামে পরামর্শে প্রয়োজনমতে।
দৈত্যসেনাপতি যত সম্মুখে আমার
সমাসীন, যাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্যবলে
নাহি গণি সুরগণে; বাসনা শুনিতে,
সুযুক্তি তাঁদেরি মুখে এ ভাবী বিপদে।”
সেনাপতি অবিশ্বাস উঠি দাঁড়াইল
সভাস্থলে, তালতরু অন্ধকারমাখা
স্বায়াহ্নে শোভিল যথা সুদূর প্রান্তরে।
কহিলা অধর্ম্মাসুরে অবিশ্বাস হাসি,—
“মহারাজ, মহাব্যস্ত কি লাগিয়া এত
সামান্য বিপদভয়ে? কেবলি কি ধরি
অস্ত্রশস্ত্র রণস্থলে? বাহুবল যত,
বুদ্ধিবল ধরি তত তোমার প্রসাদে।
কহিয়াছে ঐশী কৃপা, হইবে প্রচার
সনাতন সত্য ধর্ম্ম মানবসমাজে।
ভাবী বিড়ম্বনা হেন ঘটিবে যখন

নরলোকে, খরতর খলবুদ্ধি যার,
তেমন সহস্রচর পাঠাইও তুমি
মর্ত্ত্যমাঝে ; নিত্য নিত্য নব প্রলোভনে
ভুলাবে মানবে তারা ; সত্য ধর্ম্ম যাহা,
আকাশ-কুসুমসম রহিবে আকাশে।
ইহাতেও পূর্ণরূপে কার্য্যসিদ্ধি যদি
নাহি হয় ; নাহি ভয়, করিবে স্থাপিত,
নগরে নগরে তারা ভাক্ত ধর্ম্মসভা ;
কহিবে কথায় যাহা, করিবে তাহার
বিপরীত কর্ম্ম সব ; ধর্ম্মমর্ম্ম লোকে
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে না পাবে খুঁজিয়া !
ধরিবে ধর্ম্মের ধ্বজা, সর্ব্বাঙ্গে পরিবে
ধর্ম্মচিহ্ন ; স্বার্থ ভিন্ন ভাবিবেনা কিছু।
অধর্ম্ম আপনি বসি ধর্ম্ম-ব্যবসায়
করিবে ; রঞ্জিত করি পিত্তলে যেমতি
সুরাগে, সুবর্ণভ্রান্তি ঘটায় বিরাগ
সুচতুর স্বর্ণকার, তেমতি তাহারা
প্রকৃত ধর্ম্মের নিন্দা করিবে সতত।
তিন মহাফল ইথে ঘটিবে অচিরে
দৈত্যপতি, একে একে কহি তা তোমারে।
প্রকৃত ধর্ম্মের অল্প অনুচর যারা,
হইবে বিশেষ জব্দ ; নিস্তব্ধ যেমন

ঋত্বিকের ভক্তিমন্ত্র তান্ত্রিকের স্বরে,
মদমত্ত মাতালের উচ্চ কোলাহলে।
ধর্ম্মের বিরোধী যারা, যাইবে অধিক
অধঃপাতে, শীলাঘাতে রবিশস্যসম!
শান্ত দান্ত সাধুযত, হবে অস্থাহীন
ধর্ম্মপ্রতি, অধর্ম্মের হেরি অভিনয়
ধর্ম্মনামে; পরিণামে তারাও হইবে
দৈত্যের সুখের হেতু, কহিনু তোমারে
মহারাজ, মহাভয় ত্যজ এবে তুমি।” (১)
এইরূপ কহি যবে বসিলা সভাতে
অবিশ্বাস, পুনঃ পুনঃ লাগিল পড়িতে
করতালি প্রবল করকাপাতসম
ইষ্টক-আলয়-পৃষ্ঠে জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ়ে।
অহঙ্কার-সেনাপতি উঠিয়া অমনি
দাঁড়াইলা সভাস্থলে, করভ যেমতি
মহাকায় ক্ষুদ্রআঁখি ক্ষীণপদাবলি।

(১) প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত না হইয়া, যাহারা ধর্ম্মান্দোলন বা ধর্ম্মপ্রচার করিতে যায়, তাহাদিগের দ্বারা সত্য সত্যই এই ত্রিবিধ অনিষ্টপাত হয়। তাহারা প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগকে নিন্দা করে। যাহারা ধর্ম্মের বিরোধী নহে, তাঁহারাও ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচার দেখিয়া ধর্ম্মে আস্থাহীন হয়; আর যাহারা ধর্ম্মের বিরোধী, তাহারা কুসঙ্গ ও কুদৃষ্টান্ত পাইয়া একেবারেই অধঃপাতে যায়।

কহিল সে অহঙ্কার বাহুআস্ফালনে
করিয়া বগলবাদ্য,—"অদ্য এই স্থানে
শুনিনু যে সব কথা, বৃথা কেন তাতে
ভীত দৈত্য, দৈত্যপতি, না পারি বুঝিতে।
কহিয়াছে ঐশী কৃপা, প্রেমের বন্ধনে
আবদ্ধ হইবে নর সমগ্র ধরাতে।
কভু কি সম্ভব ইহা ? দৈত্যশাস্ত্রে কহে,
সুখের অপর নাম স্বার্থ ধরাতলে।
সুখান্বেষী নর সদা ; আমি যাহে সুখী,
তুমি যদি চাও তাহা, হবে শত্রু তুমি
আমার ; বিধির বিধি বিদ্বেষ জগতে।
যা হোক্ হে মহারাজ, ভীত যদি তুমি,
কহি যে মন্ত্রণা, তাহা শোন সাবধানে ;—
চতুর সহস্র চর দিও পাঠাইয়া
নরলোকে ; এই আজ্ঞা দিও তা সবারে ;—
ক্রুরমতি ক্ষুদ্রচিত্ত অশিক্ষিত কিবা
জীবিকোপার্জ্জনাক্ষম, প্রলোভিত পুনঃ
অনায়াসলব্ধ প্রতিপত্তির লালসে,
এ হেন মানব যারা, তাসবে লইয়া
হইবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কুজ্ঞান-প্রচারে।
প্রচারি সংবাদপত্র বৃক্ষপত্র যথা
শিশিরে, দেশানুরাগ দিবে ছড়াইয়া।

মাতিয়া জাতীয় ভাবে, হইবে তাহারা
অজেয় জগতীতলে ; কিন্তু না জানিবে,
জাতি কিম্বা জাতীয়তা জাগ্রতে স্বপনে!
প্রতারিবে ভ্রাতৃগণে ; বিদ্বেষ-বিষাণে
নিয়ত বিঁধিবে জেনো প্রতিবেসিগণে।
স্বদেশানুরাগের মন্ত্র উচ্চারিবে মুখে
পুনঃ পুনঃ, পরদেশবাসীরে গণিবে
নিকৃষ্টস্বভাব, শত্রু, নীচতার বশে।
স্বভাবতঃ হীন তারা, অবশ্য হেলিবে
স্বদেশের ভাল যত ; পরিত্যজ্য যাহা,
তাহাই পরিবে কণ্ঠে পরম আদরে।
সুন্দর উদ্যান মাঝে শূকর যেমতি
কুসুমসৌরভ কিবা নাহি জানে, চাহে
পুরীষ ; তেমতি তারা পরগুণরাশি
উপেক্ষিবে, পরনিন্দা করিবে নিয়ত। (১)
এইরূপে ঘরে পরে যাবে অধঃপাতে
মর্ত্ত্যে লোক, হিংসা-নিন্দা-মূর্খতার বশে।

(১) অন্য দেশবাসীর বা অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করাতেই যে স্বদেশানুরাগ প্রকাশ পায়, তাহা নহে। প্রকৃত জ্ঞানী লোকেরা স্বদেশের যাহা নিন্দনীয় তাহা পরিহার, ও ভিন্ন দেশের যাহা প্রশংসনীয় তাহা গ্রহণ করেন। স্বদেশের যাহা ভাল, তাহা অধিকতর ভাল লাগিলে, তাহাতেই জাতীয় ভাবের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

জাতীয়ভাবের এই আশ্চর্য্য কুহক
শিখাইয়া দৈত্যপতি, সুচতুর চরে
পাঠাও মানব-দেশে ; নিশ্চয় জানিও
দৈত্যের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে ইহাতে।”
এত কহি অহঙ্কার বসিলা আসনে
স্মিতমুখে ; মুহুর্ম্মুহু উঠিল অমনি
আনন্দের করতালী দেবারি-মণ্ডলে।
দাঁড়াইলে সভামধ্যে মোহসেনাপতি,
আনন্দের পদাঘাত পড়িল, যেমতি
নবগৃহে ছাদোপরে পড়ে কাষ্ঠাঘাত
স্থপতিবালার হস্তে ; শশব্যস্ত সবে।
কহিতে লাগিলা মোহ,—“শোনহ সকলে
দৈত্যপতি, দৈত্যদল, এ মোর মিনতি।
সামান্য কারণে ভয় দৈত্যের সমাজে
নাহি শোভে, দেবনরে যদি বা সম্ভবে।
কহিয়াছে ঐশী কৃপা, শুনিনু এ কথা,
লভিয়া উদার শিক্ষা হইবে মানব
জ্ঞানবান মর্ত্ত্যলোকে, সত্যের আলোকে
উজলিবে ধরাতল ; উজলে যেমতি
অগাধ সাগরগর্ভ বাড়ব-অনলে।
শতাব্দীশতাব্দী-ব্যাপী ভ্রান্ত সংস্কার
দৃঢ়মূল-তরুসম অনন্ত আঁধারে

ঢাকিয়াছে ধরাতল রসাতলসম।
কিছার উদার শিক্ষা মক্ষিকার আলো
সে অরণ্যে! তার জন্যে কি আর ভাবনা?
একান্ত উৎকণ্ঠা যদি না পার ত্যজিতে
দৈত্যপতি, যে যুকতি কহি শোন অতি
সাবধানে, অনুরূপ করহ বিধান।
পাঠাইয়া মর্ত্ত্যধামে অযুত কিঙ্করে,
দেহ আজ্ঞা তাসবারে লোকশিক্ষাহেতু,
গ্রন্থকার, গ্রন্থনির্ব্বাচক আর যত
শিক্ষকে দিউক শিক্ষা দৈত্যনীতি যাহা।
ফলিবে যে ফল আশু, শোন দৈত্যপতি,
কহি আমি ক্রমে ক্রমে এ শিক্ষার ফলে।
প্রগল্ভ, পল্লবগ্রাহী, পাণ্ডিত্যবিহীন,
ভণ্ড, স্বার্থপর, নীচ, তোষামোদকারী,
কবিত্ব-কল্পনা-ভাষা ভয়ে রহে দূরে
যা হতে, তেমতি মূর্খ শিক্ষাগুরু সাজি,
বালকশিক্ষার গ্রন্থ লিখিবে নিয়ত;
শিখাবে সুনীতি তাহে, শিখাইলা যথা
কৈকেয়ীরে কানমন্ত্রে মন্থরা সুমতি।
প্রজ্ঞাহীন, আজ্ঞাকারী, বিজ্ঞতাভিমানী,
আত্মঘাতী, মাতৃদ্রোহী কাপুরুষ, যারা
ন্যায়নিষ্ঠা শিষ্টাচার বিষ্ঠাজ্ঞান করি

করিয়াছে পরিহার, কণ্ঠহার পরি
কলঙ্কের, নাহি শঙ্কা সম্মার্জনীলাভে
এ লোকে, গৌরবাতঙ্ক পরলোকে কিবা,
হেন অর্ব্বাচীন যত প্রবীন সাজিয়া
নির্ব্বাচিবে গ্রন্থাবলী বালশিক্ষাহেতু।
পেয়ে সে সদ্‌গ্রন্থরাশি বিদ্যামঞ্চে বসি
শিক্ষক অখণ্ডজ্ঞান যণ্ডামার্কসম
শিখাবে সদ্‌জ্ঞানরাশি শিক্ষার্থীর দলে।
গ্রন্থকার, নির্ব্বাচক, শিক্ষক এ তিন
দৈত্যের সহায় যদি হয় দৈত্যপতি,
অজ্ঞান, অভক্তি আর অকালপক্কতা
লভিবে যুবকবৃন্দ ; সাধুনিন্দা আর
স্বেচ্ছাচার-পশ্বাচারে মাতিবে সকলে।
এইরূপে দৈত্যহিত হইবে সাধিত
মর্ত্ত্যলোকে, সত্যজ্ঞান যাবে রসাতলে ;
এইরূপে রাক্ষসের ভক্ষ্য হবে শেষে
নিত্য নিত্য লক্ষলোক, কহিলাম আমি।”
এত কহি মোহাসুর বসিলা যখন,
অজস্র আনন্দধ্বনি করিলা সকলে। (১)

(১) সদসৎ-বিচার-বিবর্জ্জিত, কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যবিহীন লোকেরাও যে বর্ত্তমান সময়ে এদেশে বিদ্যালয়ের ভূরি ভূরি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিজ্ঞতাভিমানী ও

শুনিয়া বক্তৃতা তিন সেনাপতিমুখে
কহিলা অধর্ম্ম,—"অহো, ভাগ্যশীল আমি!
নহে শুধু অস্ত্রশস্ত্রে, শাস্ত্রে সুপণ্ডিত
দৈত্যসেনাপতি যত ; অখণ্ড প্রতাপে
শাসিব জগৎ মোরা নিত্যকাল ব্যাপি।
এবার উঠহ কেহ মন্ত্রীগণমাঝে,
কহ সুমন্ত্রণা কিছু থাকে যদি বাকী।"
মোদিতে দৈত্যের দলে মধুর বচনে
দাঁড়াইলা কামাসুর কর্ব্বুর-সমাজে
কমদেহ, কৃষ্ণকায় ছাগশিশুসম
কলেবরকান্তি তার সুচিক্কণ অতি।
করিয়া ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি সঙ্গীগণপ্রতি
কুটিল কটাক্ষপাতে কহিতে লাগিলা
কামদৈত্য,—"দৈত্যপতি, মিথ্যা তুমি কর
ভাবনা ; হবে না কভু দুঃখ অবলার

হীনচেতা পুস্তক-নির্ব্বাচকেরাও বীরত্ব, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতির বিরোধী হইয়া, আত্মঘাতী শিক্ষা-প্রণালীর পক্ষ সমর্থন করে, এবং অনেক সময়ে ন্যায়ের মস্তকে জলাঞ্জলি দিয়া ভাল গ্রন্থ উপেক্ষা, করিয়া নিকৃষ্ট গ্রন্থ নির্ব্বাচন করে। আবার সেই সকল কুগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ষণ্ডামার্ক-প্রকৃতিবিশিষ্ট শিক্ষকেরা বহুস্থলে যেরূপ কুশিক্ষা দান করে, তাহাতেই বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রবৃন্দ ধর্ম্মবুদ্ধিবিহীন, উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি হইয়া হ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দূরীভূত অবনীতে, কহিলা যেমতি
ঐশী কৃপা অবতীর্ণ হইয়া ভারতে ;
পতিত ভারতভূমি অনন্তের তরে।
কহিয়াছে ঐশী কৃপা, ঘুচিবে জগতে
নারীর দুর্দ্দশা দুঃখ। শিক্ষাস্বাধীনতা
না লভিলে, জীবনের বিড়ম্বনা কারো
কেমনে ঘুচিবে কহ অবনীমণ্ডলে ?
দুর্ব্বল অবলা জাতি ; পুরুষ প্রবল
পশুপরাক্রমে সদা রাখে অবলারে
অজ্ঞানপিঞ্জরে, বাঁধি দাসত্বনিগড়ে।
লভে যদি জ্ঞানবল, ন্যাহ্য স্বত্ব নারী ;
অত্যাচার, অবিচার, প্রভুত্ব অবাধে
নাহি চলে পুরুষের ; তেঁই প্রতিবাদী
সুবুদ্ধি পুরুষ যত রমণীর সুখে ;
নারীর দুর্দ্দশা ভবে ঘুচিবে না কভু।
তবে যদি অল্পবুদ্ধি আত্মঘাতী কেহ
প্রবীণ পুরুষ দলে, করে অবলারে
শিক্ষাস্বাধীনতা দান, লভে কোন বালা
সামান্য সম্ভ্রমসুখ মানব-সমাজে,
অনায়াসে নাশিতে তা পারিবে আপনি
অসুরেশ, উপদেশ ধর যদি তুমি।
চতুর সহস্রচরে দিও পাঠাইয়া

মম সঙ্গে ; রঙ্গালয় খুলিব আমরা
অবনীতে, অঙ্গভঙ্গি-কটাক্ষকৌশলে,
অপূর্ব্ব শৃঙ্গাররসে গাইয়া সংগীত
জ্বালিব প্রমোদানল, পতঙ্গসমান
পড়িবে তাহাতে লোক, হবে সাঙ্গ লীলা।
করিব নৃমেদযজ্ঞ, সেই যজ্ঞানলে,
সতত ঢালিব সুরা ঘৃতাহুতি-সম।
উর্ব্বশী-মেনকাসম গণিকাসকলে
আনিয়া যুটাবো সেথা ; সাজাবো তাসবে
সীতাসাবিত্রীর বেশে, করিবে তাহারা
সতী-নিন্দা ; পতিপ্রাণা কুল-কামিনীর
কল্পিত কলঙ্ককথা কলকণ্ঠস্বরে
কহিবে ; করিবে ব্যঙ্গ সেই রঙ্গালয়ে
শিক্ষা-স্বাধীনতা-প্রতি ; মাতি রঙ্গরসে
বসিয়া উন্নত মঞ্চে, উচ্চ শাখে যথা
কামোন্মত্ত কপিদল, দিবে করতালি
মানব, দানবধর্ম্ম-মর্ম্মগ্রাহী যারা।
হইবে প্রসূত ইথে মহাফল যত,
পারি না ভাবিতে আমি দানব-ভরসা।
বসাইলে প্রেতিনীরে প্রতিমার স্থানে,
জনমে অপ্রীতি ঘোর পূজকের প্রাণে ;
বারবনিতার বেশে অবতীর্ণ হেরি

জগৎবরণ্য যত পুণ্যবতী নারী,
পুণ্যপবিত্রতা-প্রতি হবে ভক্তিহীন
মানব, দানব-ধর্ম্ম লভিবে অচিরে ;
লেগে যাবে ভ্যাবাচ্যাকা ; ন্যাবা হলে যথা,
শুভ্র যাহা, পীতবর্ণ নেহারে মানব
তাহাই ; তেমতি তারা দেখিবে না আর
সতীসাধ্বী কাহাকেও রমণী-সমাজে ;
গৃহলক্ষ্মী কুলবালা, কৌতুকে মাতিয়া
কলঙ্ককল্পনা তার করিবে কেবলি।
লক্ষ্মীছাড়া হবে লোক, শুকপক্ষী যথা
অভক্ষ্য ভক্ষণ করি ; লক্ষে লক্ষে শেষে
আমাদের ভক্ষ্য নর হবে এইরূপে। (১)
নাহি ভয় মহারাজ, যাবে এই ভাবে
দানবের দিন জেনো যুগ যুগ ভরি।"

(১) পিশাচীকে প্রতিমার আসনে বসাইলে, প্রতিমাপূজকের মনে যেমন দেব-পূজার প্রতি বিরাগের সঞ্চার হয়, পাপিয়সী গণিকা-দিগকে সীতা-সাবিত্রী সাজাইলেও, দর্শকদিগের মনে অলক্ষিতভাবে পুণ্যপবিত্রতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে। অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে শুক পক্ষীর যেমন দুর্দ্দশা হয়, গৃহলক্ষ্মীরূপা কুলকামিনীদিগের কল্পিত কলঙ্ক লইয়া কৌতুক করিলেও, মনুষ্যের সেইরূপ নৈতিক দুর্গতি ঘটে। কিন্তু হায়! বিধিবিড়ম্বনাবশে এদেশের লোক দানবধর্ম্মে এমনই দীক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে যে, শিক্ষিত লোকদিগেরও মনে এ সামান্য জ্ঞানের সঞ্চার হইতেছে না।

বক্তৃতার অবসানে ঢাকবাদ্যসম
করিলা বগলবাদ্য দানবসকলে।
শুনিয়া কামের কথা, কহিলা অমনি
দৈত্যপতি,—"কর নৃত্য দানবের দল
প্রাণ খুলি, ঢাল সুরা, পিয় পুনঃ পুনঃ ;
দানবসৌভাগ্যরবি রবে চিরকাল
মধ্যাকাশে, কার সাধ্য করে কোন ক্ষতি
দানবের, বিদ্যাবুদ্ধি যুদ্ধশক্তি এত
যাদের ? মাতহ সবে আনন্দ-উৎসবে।"
দানবদানবী যত মত্ত সুরাপানে
উদ্ধবাহু, নগ্নদেহ নাচিতে লাগিল,
মুহুর্মুহু বিদারিয়া বিকট চীৎকারে
আকাশ, অধীর সবে অপার উল্লাসে।
মহামত্ত দৈত্য যবে, উঠিল সহসা
ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্রনাদ ব্যোম ভেদ করি,
কাঁপাইয়া দৈত্যদেশ, দেবের শিবিরে।
কাঁপিল দৈত্যের প্রাণ, কাঁপিল যেমতি
বায়ুরাশি ; পরস্পর চাহি মুখপানে
দানব, অভাবনীয় দুর্ভাবনাভারে
ভীত-চিত্ত, নৃত্য ছাড়ি রহিল নীরবে ;
রহিল নীরবে যথা রাবণের পুরে
রাক্ষস, সহসা শুনি "রাম জয় !" ধ্বনি

ত্রেতায়; অথবা যথা শুনি সিংহনাদ
অদূরে শ্বাপদ যত রহে রুদ্ধমুখে।
সহসা আইল তথা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটি
শতেক দৈত্যের নারী, কর্দ্দমে লেপিত
গণ্ডদেশ, ক্লিপ্তকেশ, ছিন্নপরিধেয়;
ব্যাধের আনায় ভেদি পলায়িত যথা
ক্ষতমুখী উল্কামুখী ছিন্নলোমাবলী।
কহিল কাঁদিয়া তারা উচ্চ হাহাকারে,—
"মহারাজ, কি কহিব দুঃখের কাহিনী?
বড় অভাগিনী মোরা! কি কুক্ষণে আজি
কাম্যবন পরিহরি কামকেলিহেতু
গিয়াছিনু সিন্ধুকূলে, কলুষপর্ব্বত
হয়ে পার, পঞ্চশত দৈত্য সঙ্গে করি।
খেলা সাঙ্গ করি, আসি সঙ্গিগণ-সহ,
অদূরে দেখিনু, শোভে সহস্র শিবির
রজতমন্দিরসম সাগরপুলিনে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি দৈত্যকুলপতি
রচিলা যতনে এই সুন্দর নগরী,
দৈত্যের রমণহেতু রমণীয় বেশে।
কিন্তু মহারাজ, যাই আইনু নিকটে,
ঘটিল প্রমাদ ঘোর! শিবির হইতে
বাহিরিল মহাবল মহাবীর্য্যশালী

শত শত সুরসেনা অস্ত্রশস্ত্রসহ ;
নিতান্ত নিষ্ঠুর তারা, অদ্ভুত-আকৃতি,
উজ্জ্বলমস্তক আর দীর্ঘপদবাহু ;
রাহু যথা চন্দ্রে গ্রাসে, তেমতি তাহারা
বেড়িল মোসবে, আর হানিতে লাগিল
অস্ত্রশস্ত্র দৈত্যঅঙ্গে ; নিরস্ত্র তাহারা
প্রস্তর, নৃমুণ্ড আর কঙ্কাল লইয়া
তথাপি যুঝিল কত ; কিন্তু অবশেষে
হয়ে শ্রান্ত, ক্ষুণ্ণ মনে ক্ষান্ত দিল রণে।
ধরিয়া দৈত্যের পদে, আছাড়ি ভাঙ্গিল
মস্তক তাদের আহা, পর্ব্বতপ্রস্তরে
সুর যত ! মর্ম্মাহত, ভয়ে ভীত পুনঃ,
দেখিনু দুঃখের দৃশ্য ; শরীর শিহরে
এখনো স্মরিতে তাহা ! হায়, দৈত্যপতি,
না জানি কি পুণ্যফলে বধিল না প্রাণে
আমাসবে ; কাটি কেশ, কর্দ্দম লেপিয়া
ভালে, গণ্ডে, লণ্ডভণ্ড করি পরিধেয়,
পাষণ্ডেরা প্রাণে প্রাণে দিয়াছে ছাড়িয়া !
সমুচিত দণ্ড আশু দেহ দৈত্যপতি,
দৈত্যের দুর্গতিহেতু, সে দুর্ম্মতিগণে।”

শুনিয়া দুঃখের কথা, মহা কোলাহল
উঠিল দানবদলে ; কহিলা অমনি

দৈত্য-সেনাপতি যত কম্পিতশরীর
ক্রোধবশে, কৃষ্ণসর্প পদাহত যথা ;—
"দানবের দেশে আসি, এ হেন দুর্দ্দশা
দানবের করে দেব ! দিব শিক্ষা এবে ;
কাটিব দেবের মুণ্ড শত খণ্ড করি
এই দণ্ডে ; এ ব্রহ্মাণ্ড যায় উলটিয়া
দেবত্রাস দানবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে।
সাজহ দানববৃন্দ, মৃগেন্দ্রবিবরে
শিবার আস্পর্দ্ধা হেন ঘুচাও এখনি।"
এত কহি দ্রুত যত দৈত্য-সেনাপতি
ধাইল দানব-দুর্গে ; অস্ত্রশস্ত্রে সাজি,
সঙ্গে অনুচর, শীঘ্র আইল সমরে ;
লক্ষ লক্ষ দৈত্য-সেনা দেবের শিবির
বেষ্টিল, বেষ্টয়ে যথা পঙ্গপালরাশি
বরজ ! গর্জ্জিয়া রণে বাহিরিলা যত
দেবযোধ ; ভীম যুদ্ধ বাধিল অমনি।
সংখ্যাতে সহস্র সুর, অগণ্য দানব ;
চলিল অসম যুদ্ধ ; দেবের বিক্রমে
তথাপি বিদ্ধস্ত দৈত্য, দিবাকরকরে
ভিন্ন ঘনঘটা যথা ঘোর ঝঞ্জাবাতে।
কিন্তু আসি দৈত্যদেশে দেবের বীরত্ব
কলঙ্কিত অনাচারে, ভগ্নস্বাস্থ্য যথা

কর্ম্মিষ্ঠ বলিষ্ঠ যুবা জ্বরাক্রান্ত দেশে।
ভুলিয়া সৌভ্রাত্র, আর হারাইয়া জ্যোতিঃ
দেবত্বের, সন্ধ্যাসম অর্দ্ধ অন্ধকারে
যুঝিতে লাগিলা দেব ভিন্ন ভিন্ন রহি
সে আহবে ; অসুরের অসীম প্রভাবে
হইয়া নিবীর্য্য শেষে পড়িতে লাগিলা
একে একে ধরাতলে শালতরুসম,
ভীম প্রভঞ্জনবলে বৈশাখের শেষে!
দৈত্যভাবাপন্ন দেব, আপনা লইয়া
ব্যস্ত সদা ; কেবা কার করিবে শুশ্রূষা ?
দৈত্যারি রহিলা পড়ি নিজ নিজ স্থানে
প্রান্তরে, মুমূর্ষু যথা মহামারিকালে। (১)
ক্রমে যবে হতবল অর্দ্ধ দেব-সেনা,
আপনি পড়িলা রণে সুর-সেনাপতি।

(১) ম্যালেরিয়াময় স্থানে আসিয়া লোকের যেমন স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, দেবগণও দৈত্যদেশে আসিয়া অনাচার করিয়া সেইরূপ কতক পরিমাণে দেবত্ব হারাইয়াছিলেন ; তাহাতেই তাঁহাদিগের মস্তক হইতে আর দেব-জ্যোতি পূর্ব্ববৎ বিকীর্ণ হইত না। তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া পরস্পরের প্রতি স্নেহবিহীন হইয়া গিয়াছিলেন ; এ জন্য অসুরদিগের আক্রমণে হতবীর্য্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কুস্থান ও কুসংসর্গে আসিয়া পড়িলে, মানবের দেবভাব কলুষিত ও খর্ব্ব হইয়া যায় সন্দেহ নাই।

লভি দিব্যজ্ঞান অল্প, দেবযোধ যত,
বেষ্টিয়া তাঁহারে, ছাড়ি অস্ত্রপ্রক্ষেপণ,
প্রাণপণে আত্ম-রক্ষা লাগিলা করিতে !
দুর্ব্বল হেরিয়া দেবে, দেবারির দল
আরম্ভিল মহারণ ; মহারণ্যে যথা
ক্রোধান্ধ মহিষদল মেঘরূপ ধরি,
নয়নে ব্রজাগ্নি, ধায় বধিতে বিষাণে
অতি ক্ষুদ্র মৃগযূথে ভীষণ হুঙ্কারে !
উত্তাল তরঙ্গমাঝে ডুবু ডুবু যথা
ক্ষুদ্র তরী, দেব-সৈন্য কাঁপিতে লাগিলা
মুষ্টিমেয়, দানবের দারুণ প্রভাবে।
হেনকালে অকস্মাৎ আকাশে বহিল
তপ্ত বায়ু, প্রবাহিল দেখিতে দেখিতে
ভীষণ অনল-স্রোত বিদ্যুদগ্নি যথা ;
দহিল সে মহানল দানবের দলে
দীপ্ত দাবানল সম ; অক্ষম সংগ্রামে
দেবারি, মুহূর্ত্তমাঝে ভঙ্গ দিয়া রণে,
পলাইল ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোর কোলাহলে !

পঞ্চদশ সর্গ—বিলাপ।

এবার কল্পনে, চল যাই সঙ্গে তব
স্বর্গলোকে; সুশোভিত নিরন্তর যাহা
দিব্যালোকে; অনুদিন বাহিত যেখানে
পবিত্র শান্তির বায়ু সুখদ হিল্লোলে।
ভ্রমিয়া দানবদেশে, হেরি দৃশ্য যত
পৈশাচিক, আঘ্রাণিয়া পূতিগন্ধরাশি,
অশুচি অন্তর অতি! যাহ লয়ে সতি,
শীঘ্রগতি পুণ্যালোকে; প্রক্ষালিয়া দেহ
পূত মন্দাকিনী নীরে, পবিত্র হইবে
মনপ্রাণ; করি পান সুধা সুরসহ,
মনসাধে ভাসি চল চিদানন্দরসে।

বন্দি হে দেবতা-বৃন্দ, মন্দমতি আমি,
তোমা সবাকার পদ; পঙ্গু পায় হাতে
দুর্লভ অমৃতফল, অন্ধজন লভে

দিব্য দৃষ্টি, দীনহীন অঞ্জলি পূরিয়া
করে সুখে স্বর্ণবৃষ্টি ইষ্টকৃপাবলে।
অধমে করিয়া দয়া, দেখাও সকলে
সুপথ ; যে পথে লভি ব্রহ্মকৃপাকণা,
কৃতান্তে না করি ভয়, দেবদাসরূপে
অনুদিন দিব্য ধামে পারি নিবসিতে।
লেখহ লেখনি আজি, পুণ্যবান তুমি,
পরম পবিত্র দেব-চরিত্রকাহিনী ;
তুমিই সম্বল মম সংসারসংগ্রামে,
স্বর্গপথে ; চিরসখা, দেখাও লিখিয়া
স্বর্গের শোভন চিত্র মনচিত্তহারী।

পতিছাড়া প্রীতিদেবী, প্রভাহীন যথা
সুখতারা সুপ্রভাতে ; কিম্বা শুষ্ক যথা
শ্বেতশতদলমালা দিবা-অবসানে !
নয়নে নাহি উল্লাস, চিন্তারেখা ভাসে
ললাটে ; নিকটে কিছু না দেখেন দেবী
সুখের, নীরস সব একের অভাবে !
অলক্ষিত ঔদাসিন্য অন্তরমাঝারে,
কর্ত্তব্যের আচ্ছাদনে রয়েছে আবৃত ;
নাহি হাস্য, বিস্ফূরিত বিষাদ বদনে ;
নাহি রুচি অঙ্গরাগে ; ঘটে ভ্রান্তি আর
অল্পশ্রমে বহু শ্রান্তি ; নাহি কান্তি দেহে,

নাহি বল, নেত্রজল বিলুপ্ত নয়নে !
জীবনের সার প্রেম, প্রেমের জীবন
প্রেমিকের প্রিয়ধন ; সে ধন বিহনে
বঞ্চিতে পারে কি সতী ? মৃতপ্রায় তেঁই
প্রীতিদেবী সত্যসেনাপতির বিহনে।
আশ্চর্য্য বিধির লীলা ! বাঁচে দেবলোক
যার স্নেহে, সেহ এবে বিকল এমনি
বিচ্ছেদ-অনল-দাহে ! এ রহস্য কেহ
না পারে বুঝিতে অহো, ইহ চরাচরে !
প্রীতির পবিত্রাশ্রম ত্রিদিবের শোভা,
সতত আনন্দময় ; সানন্দ সেখানে
মৃগপক্ষী, তরুলতা, বালবৃদ্ধযুবা।
নাহি কোলাহলদ্বন্দ্ব, মন্দমতি কেহ
না রহে সে শান্তি-গৃহে ; সপ্তসহোদরা
বিমল তারকাবলী শোভে যে প্রকার
সুনীল-গগন-বক্ষে, শোভিছে তেমতি
পবিত্র প্রীতির পুরী পুণ্য-দেবলোকে।
বসেছেন প্রীতিদেবী কল্পতরু-মূলে
একাকিনী, নাহি কেহ সঙ্গিনী সেখানে।
জয়ন্ত-জীবনরূপা জাহ্নবী আসিয়া,
জানুপাতি প্রণমিয়া প্রীতির চরণে
কহিলা,—"কি হেতু আজি ওমুখে নিরখি

কালিমা ? কুয়াসা ঘোর ঢাকিয়াছে যেন
তরুণ-অরুণ-কান্তি হেমন্তে প্রভাতে !
দেবের পালন-ভার তোমার উপরে
প্রেমময়ি, তব স্নেহে রহে সঞ্জীবিত
স্বর্গলোক ; সম্বরিছে চাহি তব মুখে,
করি পদ-পরিচর্য্যা, প্রাণের আবেগ
অভাগিনী দাসী তব, পতিছাড়া সেহ !
ত্যজ এ দুশ্চিন্তা দেবি, দেবসেনাপতি
উদ্ধারিয়া দেবকার্য্য সানন্দ-অন্তরে
আসিবেন অবিলম্বে ; তব আশীর্ব্বাদে,
আসিবে জয়ন্ত সঙ্গে, লঙ্কা জিনি যথা
অঙ্গদ শ্রীরামসহ অযোধ্যা-ভবনে।
এ বিচ্ছেদ-ব্রত সাঙ্গ হইবে তখন
মহাদেবি, মহানন্দে বন্দিবে এ দাসী
দেবপদ ; প্রণমিবে ও রাজীব-পদে
জাহ্নবী-জীবন-রত্ন, গচ্ছিত রতনে
লভি যথা দীনজন রাজন্য-সমীপে,
ফিরিয়া স্বদেশে, দূর-তীর্থবাস-শেষে।”
এতেক কহিতে বহে সুতপ্তনিশ্বাস
বিস্ফারিত নাসারন্ধ্রে ; আশার-হিল্লোলে
আকুল-অন্তর সতী ; নয়নের কোণে
সমুদিল সুবিমল অশ্রু-মুক্তাবলী,

উষার শিশিরবিন্দু পুষ্পদলে যথা !
জাহ্নবীর করে ধরি কহিলা অমনি
প্রীতিদেবী,—"প্রিয়ম্বদে, সমদুঃখী তুমি,
জান সব ; এ বৈভব, এই স্বর্গসুখ
এ জীবন, এ যৌবন, তনুমনপ্রাণ
অসার, অন্ধের কাছে চিত্রশালা যথা,
বিনে সে নয়নমণি পরশরতন !
রমণীর প্রাণধন, প্রাণের আরাম
পতিরত্ন ; প্রাণহীন শক্তিহীন আমি,
কলের পতুলসম কর্ত্তব্যসাধন
করি সদা ; ধরি দেহ মৃত জড় যথা !
চক্ষু চাহে সেই পদ, চাহে দুনয়ন
সেই রূপ ; ভ্রান্ত পদ চালায় বিপথে,
স্মৃতিপটে সে মূরতি সম্মুখে নিরখি।
প্রস্ফুট কমল-কোলে করে যবে অলি
মধুপান, নব প্রাণ পায় সে নলিনী ;
ঘুচে হৃদয়ের ভার ; প্রসন্ন নয়নে
চাহিলে সে প্রাণাধিক নয়নে আমার,
ঘুচে হৃদয়ের ভার অনুদিন মম।
তার সঙ্গে থাকি যবে, নাহি জানি কোথা
রহি আমি ; বহি এবে জীবনের ভার
দুর্ব্বিসহ ! কি করিয়া কহলো স্বজনি,

বাঁচিবে ব্রততী হলে তরুশাখা-চ্যুত ?
আকুল, আকুল আমি, অকুল-পাথারে
পতিত পতঙ্গসম ! পারি না সহিতে
এ জ্বালা, জানিছ যাহা আপনি মরমে।
আছিলে মানবী তুমি, আসি দিব্যধামে
লভিয়াছ দেবভাব, দেবের বাঞ্ছিত
দেবত্ব ; প্রেমের তত্ত্ব জেনেছ সকলি।
আত্মদানে বাঁচে প্রাণ, আকাঙ্ক্ষিত বিনে
ঘটে মৃত্যু ; মৃত আমি চিত্তের মাঝারে !”
শুনিয়া দেবীর কথা কহিলা কাতরে
জাহ্নবী,—“ক্ষমহ মোরে, দয়াবতী তুমি
মহাদেবি ; মহোল্লাসে মত্ত মনোমদে,
আইনু দম্পতি মোরা পুণ্যদেবলোকে,
দেবতার সহবাসে দেবদাসরূপে
বঞ্চিব পরম সুখে, আশা করি মনে।
দৈব দুর্ব্বিপাকে হায় ! দেবকার্য্যহেতু
দূর দেশে গত পতি ; দহিছে নিয়ত
বিরহ-মুর্ম্মুর-দাহে মর্ম্মস্থল মম !
কিন্তু দেবি, সুখদুঃখ দুই সম বটে
প্রেমিকের, উপবাস, পারণা যেমতি
পুণ্যব্রতে, সমভাব সংযোগে বিয়োগে।
মিলনে প্রেমের সৃষ্টি, বিরহে তাহার

হয় পুষ্টি ; প্রকৃত প্রণয় মহাদেবি,
সুখদুঃখাতীত সদা, পবিত্র অক্ষয়
অচ্ছেদ্য অমৃতধারা বরষে অন্তরে।
প্রেমিকের প্রিয়ধন পাইলে নিকটে,
বহিরঙ্গ করে ক্রিয়া সমধিকরূপে ;
হইলে অন্তর সেহ, অন্তরঙ্গ করে
সেইরূপ। অপরূপ বিধাতার বিধি,—
দেখিলে নয়ন হাসে, তাতেও উপজে
সে অপূর্ব সুখরাশি প্রেমিকের প্রাণে ;
না দেখি নয়ন কাঁদে, তাতেও তেমনি
সঞ্চরে অতুল সুখ হৃদয়ের স্তরে।
অন্তরে বাহিরে হবে নিত্য সমসুখী
দেবনর, এই হেতু সৃজিলা বিধাতা
রমণীপুরুষ দুই, দ্বিখণ্ডিত করি
এক আত্মা ; প্রেমতত্ত্ব ইহার অধিক
না জানে এ দাসী দেবি, প্রেমের পর্য্যায়
সংযোগবিয়োগ আর সুখদুঃখ যত।”
এত কহি প্রণমিয়া প্রীতির চরণে,
সুপবিত্র পদরজ ললাটপঙ্কজে
লইলা জাহ্নবীসতী সজলনয়নে।
জাহ্নবীর কণ্ঠে ধরি কহিলা এবার
ভাবে বিগলিতা প্রীতি,—“ধন্য পুণ্যবতি,

দেবের পূজিতা তুমি তত্ত্বজ্ঞানবলে !
আজন্ম দেবতা মোরা, সাধন কেমন
জানি না ; জানি না তেঁই অভাবে সদ্ভাবে
সুখের-স্বরূপ কিবা ; শিখাইলে আজি
প্রেমতত্ত্ব, শুনাইলে পুণ্যব্রতকথা।
কিন্তু সখি, নাহি জানি, কেন আজি মম
আকুল আকুল প্রাণ ! আঁধার আঁধার
নিরখি এ চরাচর ; কর্ণে যেন শুনি
বিষাদের ক্ষীণস্বর দূরদূরান্তরে
দশদিকে ; দ্যুলোকের সৌন্দর্য্য-সম্পদ
অসার আপদ-সম হয় মম মনে !
মৃগপক্ষী তরুলতা নিঃশব্দে কহিত
কত কথা ; ম্লানমুখে আজি যেন তারা
করিছে উপেক্ষা মোরে কি অদৃষ্টবশে !
মুহুর্মুহু কাঁদে প্রাণ, কেন ঝরে আঁখি
নাহি জানি ; কলেবর কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে !
নিরন্তর চিত্তপটে অঙ্কিত উজ্জ্বল
যে মুরতি, আজি তাহা নিরখি সম্মুখে
মলিন ; ওই যে সখি, নিস্পন্দ নিরখি
সে মুখ ! ফাটিছে বুক, ধর ধর মোরে !”
এত কহি জাহ্নবীর অঙ্কেতে পড়িলা
প্রীতিদেবী ; প্রবাহিল যুগলনয়নে

অশ্রুধারা, বরষার বারিধারাসম !
কাঁদিয়া জাহ্নবী সতী, বসন-অঞ্চলে
মুছাইয়া অশ্রুজল, কহিলা কাতরে ;—
"মহাদেবি, অমঙ্গল-লক্ষণ এ সব
সত্য, কিন্তু আশঙ্কায় নহে সমুচিত
হেন শোক ; ধর ধৈর্য্য, শান্ত কর চিত।
দেবতার অমঙ্গল সহজে সম্ভব
নয় বটে ; যদি ঘটে, ঘটে ঘটে যিনি
বিরাজেন বিশ্বপাতা সিদ্ধিদাতারূপে,
ঘুচাবেন অমঙ্গল ; ডাক অকপটে
সংকটসংহারী সেই মঙ্গলস্বরূপে।"

বসেছেন ধর্ম্মরাজ দেবসভামাঝে,
ব্যস্ত অতি দেব-কার্য্যে দেবদলসহ ;
সঙ্গেতে সাধনা-রাণী নিয়ত-সঙ্গিনী।
চিন্তা-ভারাক্রান্ত চিত্ত, মলিন বিষাদে
দিব্য কান্তিময় দেহ, সুধাংশুবদন
সাধনার, জ্ঞান-ভাব-ইচ্ছার বিহনে !
সম্মুখে বয়স্যগণ ; আনন্দ, উৎসাহ,
হাস্য নাহি কারো আস্যে দেবের সমাজে।
হেনকালে দেবদূত জয়ন্ত আসিয়া,
প্রণমিয়া রাজপদে কহে আর্ত্তস্বরে,
দেবের বিপদবার্ত্তা সজল-নয়নে,—

"মহারাজ, মম ভাগ্যে লিখিলা বিধাতা
যে দুঃখ, কহিতে কথা মুখে নাহি সরে!
ভূতলে কাঞ্চন-শৃঙ্গে করিয়া শিবির
দেব-সেনাপতি, দাসে শত যোধসহ
প্রেরিলা গন্ধর্ব্বদেশে; করি বহু ক্লেশ,
অনেক সন্ধান, শেষে করিনু উদ্ধার
জ্ঞান-ভাব দুই দেবে; সংজ্ঞাহীন হয়ে,
দৈত্যের চক্রান্তে ঘোর, আছিলেন ভাব
অন্ধসম, সুগভীর গিরিগুহা-তলে!
শক্তিহীন পথহারা, মহারণ্য-মাঝে
আছিলেন জ্ঞানদেব সুদৃঢ় বন্ধনে!
পশিয়া সুড়ঙ্গপথে দেব-সেনাপতি
পাতালে, জানিলা, ইচ্ছা আছেন সেখানে
আত্মহারা ভুলি দেবে, দৈত্যের কুহকে।
ত্বরিতে সহস্র দেব সেনাপতিসহ
পশিয়া পাতালপুরে, করিলা শিবির
সিন্ধুকূলে; নিরন্তর করে যাহে কেলি
কোটি কোটি অজগর কালকূটমুখে!
ভীষণ পাতালপুরী, দৈত্যের নিবাস,
ভীষণ সকলি সেথা; নৃমুণ্ড লইয়া
করে ক্রীড়া দৈত্য-শিশু! কলুষ-পর্ব্বতে
দুরন্ত দানবসেনা রহে কোটি কোটি

উৎকটমূরতি অতি, ব্যাঘ্রসম ধরে
বিক্রম ; বৃশ্চিকসম দারুণ বিদ্বেষী ;
বিষম বিপত্তি তারা ঘটায় সহজে !
যাই গিয়া দৈত্যদেশে করিলা শিবির
দেবসেনা, অমনিই আইল সেখানে
শত শত দৈত্য, আর সঙ্গে দৈত্যনারী
কতগুলি, পাপকেলি করি সমাপন
কাম্যবনে ; (দৈত্যনারী কহিলা যেমতি)
দেখিয়া দৈত্যের দল, আক্রমিলা তারে
দেবসেনা ; ক্রমে ক্রমে বধি দৈত্যসবে,
কাটি কেশ, দিলা ছাড়ি দৈত্য-নারীগণে।
অবিলম্বে বাহিরিল পঙ্গপালসম
দুরন্ত দানবসেনা, বেষ্টিল আসিয়া
শিবির, বাধিল রণ দেবদৈত্যে ঘোর !
কতক্ষণ যুদ্ধ করি পড়িতে লাগিলা
দেবগণ একে একে ; অর্দ্ধ দেবসেনা
পতিত ভূতলে যবে, পড়িলা আপনি
সেনাপতি, যূথপতি যূথমধ্যে যথা !
অবশিষ্ট দেবসেনা বেষ্টিয়া তাঁহারে,
আরম্ভিলা আত্মরক্ষা আক্রমণ ছাড়ি।
কম্পিত, ক্রোধিত শত শার্দ্দূল-সম্মুখে
ক্ষুদ্র মেষদল যথা, তেমতি দেবতা

টলিতে লাগিলা হায় দৈত্যের বিক্রমে !
হেনকালে না জানি কি দেবভাগ্যফলে,
বহিল সুতপ্ত বায়ু অনম্বরমাঝে ;
খরতর অগ্নিস্রোত তার সঙ্গে বহি,
দহিল দৈত্যের দল দাবানলসম।
পলাইল দৈত্য যত ভঙ্গ দিয়া রণে
চারিদিকে, চীৎকারিয়া গভীর আরাবে !
সর্ব্বাঙ্গ বিক্ষত মম দৈত্য-প্রহরণে,
দৈত্যসহ করি যুদ্ধ ; বড় দুঃখ মনে,
করিয়া শোণিতপাত নারিনু পাতিতে
পাপিষ্ঠ দানবদলে দেবের মঙ্গলে !
যেই অবস্থায় রাখি বিদ্ধস্ত সকলে,
মহাব্যস্তে আসিয়াছি, নিবেদিনু পদে ;
করহ ব্যবস্থা আশু দেব-দলপতি।"
শুনিয়া বিপদবার্ত্তা দেবদূতমুখে,
মুহ্যমান দেবদল ; মহামনস্তাপে
কাঁদিলা সাধনা-রাণী, কাঁদিলা কাতরে
যত সহচরী তাঁর দেব-রাজপুরে !
ত্বরিতে কহিলা ধর্ম্ম দেবের সমাজে,—
"এ বিপদ নিবারিতে, উদ্ধারিতে আর
দেবকার্য্য, কোন্ কার্য্য করণীয় এবে
না পারি বুঝিতে আমি ; সর্ব্বদেব-সহ

করিব যুকতি, সবে আন শীঘ্রগতি।”
এত কহি শত দূতে দিলা পাঠাইয়া
শত দিকে দেবলোকে ; ঘরে ঘরে তারা
কহিল দুঃখের কথা, উঠিল অমনি
বিষাদের কোলাহল, গভীর কল্লোল
উঠে সিন্ধুবক্ষে যথা প্রবল অনিলে।
“কি হলো ! কি হলো !” বলি সুধায় সকলে
সংবাদ, সত্বরে ধায় রাজপুরীপানে।
জয়ন্তের সঙ্গে গেলা প্রীতির-আশ্রমে,
আপনি সাধনা-রাণী সহচরী সহ,
প্রীতির সান্ত্বনা-হেতু, করিয়া মন্ত্রণা
ধর্ম্মসহ, অশ্রুজল সম্বরি-নয়নে।
সমদুঃখে বক্ষ-মাঝে বিষাদবাহিনী
প্রবাহিত সবকার ফল্গুগঙ্গা-সম !
দুঃসংবাদ ধায় দ্রুত বিদ্যুতের আগে
সর্ব্বদেশে, পরিব্যাপ্ত প্রীতির-আশ্রমে
হইয়াছে দেবতার দুঃখের কাহিনী।
উন্মাদিনী প্রীতিদেবী সে শোকসংবাদে,
মণিহারা ফণী যথা, চলেছেন ধেয়ে
রাজপুরে, মুক্তকেশী, আরক্ত-নয়না
স্খলিতবসনা দেবী, দিগঙ্গনা যথা
দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য শত বজ্রাঘাতে।

পশ্চাতে জাহ্নবী ধায় ধরিয়া অঞ্চল
শশব্যস্তে, সম্বরিতে নাহি অবসর
বসন, সম্ভাষি শত আশ্বাসবচনে।
 হেরিয়া আশ্রমপথে সহচরীসহ
সাধনারে, পড়িলেন হাহাকার করি
পদতলে প্রীতি তাঁর, মূর্চ্ছাগত শোকে ;
পড়ে যথা পুষ্পতরু কীটভ্রষ্ট হয়ে
ধরায় ; সাধনা তাঁরে ধরিলেন কোলে।
করিয়া সস্নেহ দৃষ্টি জয়ন্তের পানে
জাহ্নবী, মুহূর্ত্তে কহি কোটি মর্ম্মকথা
নীরবে, হইলা রত প্রীতির সেবাতে।
 বহু শুশ্রুষায় প্রীতি মেলিয়া নয়ন
কহিলা,—"কোথায় সত্য, কোথা প্রাণেশ্বর ?
কহ রাণি, কোথা মোর নয়নের মণি ?
নিরখি আঁধার বিশ্ব, সহসা নিবিল
জীবনপ্রদীপ মম ! কেমনে সহিব
এ যাতনা ? হা হা সত্য, কোথা এবে তুমি !
হে জয়ন্ত, সযতনে রাখিয়াছি আমি
তোমার গচ্ছিত ধন, হারালে কি তুমি
জীবনসর্ব্বস্ব মম রাক্ষসের দেশে ?
হা হা সত্য ! যাবো আমি তোমার উদ্দেশে
রসাতলে, দৈত্যদলে দলিব এখনি

পদতলে ; বক্ষস্থলে লইয়া তোমারে
আসিব এখনি স্বর্গে, কার সাধ্য রাখে
প্রীতি-প্রাণ সত্যে দূরে দেবদৈত্য-নরে !”
এত কহি ক্ষিপ্তসম উঠি দাঁড়াইলা
প্রীতিদেবী ; ক্ষিপ্রহস্তে ধরিলা তাঁহারে
সাধনা, সান্ত্বনাহেতু কহিতে লাগিলা,—
“ক্ষান্ত কর শোক দেবি, কেন ভ্রান্ত এত ?
অমর দেবতা সদা, দেব-সেনাপতি
মুহ্যমান মহাযুদ্ধে ; সুরক্ষিত তেঁহ
শত শত দেব-সৈন্যে। বিদ্ধস্ত অসুর
দৈব বলে, বিধাতার বিচিত্র কৌশলে।”
ত্যজিয়া সুদীর্ঘ শ্বাস, বসি ধরাতলে
এবার কহিলা প্রীতি,—“হে জয়ন্ত এবে,
বিস্তারি বৃত্তান্ত কিবা কহ অভাগীরে ;
সর্ব্বাঙ্গ বিক্ষত তব দানব-সমরে,
এইরূপ ক্ষতদেহ দেবসেনাপতি ;
হায় হায়, ফাটে বক্ষ এ দুঃখ স্মরিতে !”
সুমধুর সম্বোধনে জয়ন্ত কহিলা,—
“মহাদেবি, দানবের দারুণ প্রহারে
ক্ষত এ মানব-দেহ ; দেবের এ দশা
নাহি ঘটে, দেবদেহ অবিদ্ধ আয়ুধে। (১)

(১) সত্য, ন্যায় ও জ্ঞান প্রভৃতি মানবের দেবভাবকে দেবরূপে

করিয়া ভীষণ যুদ্ধ মুহ্যমান যবে
সেনাপতি, দেবসৈন্য লইলা তাঁহারে
শিবিরে ; শুশ্রূষা তাঁর করিতে লাগিলা
ত্যজি আক্রমণ দেব। বিষম-বিক্রমে
যুঝিতে লাগিলা দৈত্য দ্বিগুণিত বলে।
হেনকালে প্রবাহিল আকাশ ব্যাপিয়া
তপ্ত-বায়ু, অগ্নিস্রোত তাহার পশ্চাতে ;
দীপ্ত-দাবানলসম দহিল দানবে
সে অনল ; দৈত্যদল ভঙ্গ দিয়া রণে,
পলাইলা দশদিকে ত্রাহি ত্রাহিরবে।"
এতেক কহিতে পুনঃ কহিলা প্রীতিরে
সাধনা,—"নিশ্চয় দেবে সদয় বিধাতা
এ সমরে, স্থিরচিত্তে রহ দেবি তুমি ;
আসিবেন সেনাপতি দলিয়া দানবে
অচিরে, আশঙ্কালেশ না করিহ চিতে।"
উত্তরিলা প্রীতিদেবী, অর্দ্ধবিলুণ্ঠিতা
ধরাসনে, কাঙ্গালিনী কাতরা যেমতি

বর্ণনা করা গিয়াছে। অসুর-সংগ্রামে অর্থাৎ মানবের পশুভাবের বা পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া দেবভাব বিনষ্ট হইতে পারে না, নিস্তেজ ও মুহ্যমান হইতে পারে ; এ জন্যই দেবদেহ অস্ত্রে অবিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করা গিয়াছে।

হারায়ে অমূল্যনিধি অকূল পাথারে ;—
"জানি আমি মহাদেবি, অমর দেবতা
চিরকাল ; কিন্তু চিত্তে প্রবোধ না মানে
অভাগীর। আছি আমি সুখস্বর্গধামে ;
কোথা হায় রসাতলে চিদানন্দ মম
অচেতন ! স্থিরচিত্তে রহিব কেমনে ?
অস্ত গেলে দিনমণি, পারে কি হাসিতে
সূর্য্যমুখী মনসুখে ফুলদলমাঝে ?
আকুল আকুল প্রাণ ! আত্মহারা আমি ;
গতিশক্তি নাহি পদে ; স্বরূপে নিরখি
বিরূপ ; বিষাদ-বিষে জর্জ্জরিত হিয়া !
কি করিব, কোথা যাবো, কেমনে ধরিব
দেহে প্রাণ, মনাগুন নিবাবো কেমনে,
না হেরি সত্যের মুখ ? কে নিবাতে পারে
জ্বলন্ত-অনল সেই শান্তিবারি বিনা ?
এখনি যাইব চল, সত্যের সকাশে
দৈত্যদেশে, ধর্ম্মরাজ-আদেশ লইয়া।"

আদরে ধরিয়া করে কহিলা সাধনা,—
"দেবের পালনভার তোমার উপরে,
জাননা কি দেবি তুমি ? হইলে ব্যাকুলা
এ প্রকার, কর্ত্তব্যের হইবে ব্যাঘাত
তোমার ; দেবের দুঃখ কে ঘুচাবে বল ?

সন্তানবিচ্ছেদে আমি দগ্ধ দাবানলে
অনুদিন ; কিন্তু তবু অকর্ত্তব্য-ভয়ে,
ভীতচিত্তে আছি সদা নিত্যব্রত লয়ে।
হইলে বিকল-চিত্ত, হইবে স্খলিত
ধর্ম্ম হ'তে ; ধর্ম্মমর্ম্ম কে শিখাবে তোমা
পুণ্যলোকে প্রেমময়ি, পুণ্যবতী তুমি ?
দেবের বিপদ জেনো অবশ্য ঘুচিবে
অচিরে ; এখনি ধর্ম্ম সর্ব্বদেবসহ
করিয়া যুকতি, তার করিবেন স্থির
উপায় ; অপায় কিছু নাহি ঘটে যদি,
যাবে তুমি রসাতলে, কি আপত্তি তাহে ?"
এত কহি দেবরাণী প্রীতিরে লইয়া,
চলিলেন রাজপুরে সহচরীসহ।
লইয়া বিদায় গেলা ক্ষণেকের তরে
জাহ্নবী জয়ন্তসহ আশ্রমকুটিরে।
পশিয়া কুটিরমাঝে ধরিলা উরসে
জয়ন্তে জাহ্নবীসতী ; শিহরিল তাঁর
সর্ব্বাঙ্গ, স্নেহের সিন্ধু উঠি উথলিয়া।
তাপিত মস্তক রাখি পত্নীস্কন্ধোপরে,
তিতাইলা অশ্রুজলে পৃষ্ঠদেশ তাঁর
দেবদূত, বিগলিত প্রেমানন্দ-রসে ;
পত্নীর পরশ লভি ঘুচিল সকলি

পথশ্রান্তি, দানবের প্রহরণ-ব্যথা।
চুম্বিয়া বদন চারু, প্রাণের পিপাসা
ঈষৎ সম্বরি, শেষে বসিলা জয়ন্ত
পত্নীপাশে; পার্ব্বতীর প্রেমাম্বুপ্রাণিত
পশুপতি বসে যথা কৈলাস-কন্দরে।

কহিলা কান্তেরে অতি শান্ত সম্ভাষণে
জাহ্নবী,—"না জানি কোন্ পাপকর্ম্মফলে
দেবতার এ নিগ্রহ; কিন্তু জানি আমি,
নিশ্চয় দেবের জয় হইবে অচিরে;
অধর্ম্মের পরাজয় হয় পরিণামে
বিধির বিধানে; তেঁই ভীত নহি আমি।
কিন্তু প্রাণেশ্বর, কহ কেন এ লাঞ্ছনা
সমভাবে সুরনরে? একের লাগিয়া
কেন এ যাতনা কহ অপরের প্রাণে?
দেবের পালনভার দিলা যার হাতে
ধর্ম্মরাজ, সেই প্রীতি বিকল এমতি
সত্যশোকে, সামান্য মানবীসম কাঁদে।
কেন এ প্রেমের বাঁধ পতি-পত্নীপ্রাণে,
অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হেন কেন এ জগতে?
অনন্ত মঙ্গলময় জ্ঞানময় ধাতা,
করিতে জীবের হিত পারিতেন তিনি
অবশ্যই এ জগতে, এ বন্ধন বিনা।"

শুনিয়া পত্নীর কথা, প্রেমাপ্লুত আঁখি
বিস্ফারিল জয়ন্তের, তত্ত্বজ্ঞান-জ্যোতিঃ
বাহিরিল সমুজ্জ্বল যুগল নয়নে ;
কহিতে লাগিলা দূত গদগদভাষে,—
“সর্ব্বশক্তিমান ধাতা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা
করিতে জীবের হিত অনন্ত উপায়ে
পারেন ; প্রপঞ্চ বিশ্ব কেন যে সৃজিলা
এই মত, তত্ত্ব তার কে পারে বুঝিতে ?
এইমাত্র জানি, যাহা আছে এ জগতে,
পূর্ণ মঙ্গলের পথে নেয় তাই জীবে।
পবিত্র দাম্পত্যধর্ম্ম দেবমানবের
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ; অশ্রেষ্ঠ অপর যাহা কিছু।
সন্ন্যাস, তপস্যা, দান, দীক্ষা আদি যত,
ক্ষণিক সহায় তারা ধর্ম্মসাধনের,
নহে স্থায়ী পন্থা কভু, কহিনু তোমারে।”
চকিতে জাহ্নবী কহে,—“একি কহ কথা
অসম্ভব! দারাপুত্র-বিষয়বৈভব
ঠেলি পদে, কিম্বা চিরকৌমার্য্য আচরি
করিলা জীবের হিত, ধর্ম্মের সাধন
নরদেব শত শত ; প্রণত জগৎ
যাঁহাদের পদতলে পরমার্থআশে ;
কেমনে নিকৃষ্টধর্ম্মী কহিব সে সবে,

অল্পমতি আমি নাথ, ধর্ম্মজ্ঞানহীনা !”
বিনয়ে জয়ন্ত কহে,—“পুণ্যব্রতধারী
জগতের সাধু যত, পূজ্য তাঁরা সবে ;
কিন্তু প্রিয়ে, সত্য যাহা, কেন না কহিব ?
পরম গৌরবান্বিত প্রকৃত ধার্ম্মিক,
পরিতুষ্ট দেবলোক সত্যের সম্মানে।
সন্ন্যাস, তপস্যা আদি তুল্য নহে কভু
দাম্পত্যের, দাম্পত্যই সার ধর্ম্ম ভবে।
হৃদয়ের প্রেম যবে হয় ঘনীভূত,
কেন্দ্রগত এক পাত্রে, অতীন্দ্রিয় রূপ
ধরে তাহা ; ঘুচে তাহে ইন্দ্রিয়-পিপাসা,
পশুভাব যায় দূরে ; দেবদৃষ্টি লভি,—
দেবের দুর্লভ ধন—প্রেমময়রূপ
হেরে নর ; দূর দৃশ্য মুকুরে যেমতি।
পরস্পর-প্রেমমুখে নিরখি দম্পতি
সে অনন্ত প্রেমরূপ অঙ্কিত নিয়ত
সে মুখের অন্তরালে, অন্তরে বাহিরে
করে সে প্রেমের পূজা পবিত্র মানসে।
ভ্রাতাভগ্নী, পিতামাতা পুত্রকন্যা কিবা,
পরমোপকারী বন্ধু, পরমস্নেহের
পাত্র তারা ; অনায়াসে দেয় প্রাণ নর
তাহাদের বিনিময়ে ; কিন্তু তবু তারা

শ্রেষ্ঠতম প্রেমপাত্র নহে এ জগতে।
প্রেমের চরমাদর্শ, পরম বিকাশ
দাম্পত্য-সম্বন্ধে শুধু জগৎমাঝারে।
এই হেতু ভিন্ন করি প্রকৃতিপুরুষে,
রূপের আদর্শ চিত্তে করিয়া অঙ্কিত
ঘটে ঘটে, পাঠাইলা প্রেমময় ধাতা
নারীনরে এ সংসারে ; প্রেমাকাঙ্ক্ষী তারা
পরস্পর, নিরন্তর প্রেমে বশীভূত।
স্বভাবতঃ প্রেমময় প্রকৃতি যাহার,
পবিত্র দাম্পত্যধর্ম্ম সে যদি আচরে
ইহলোকে, স্বর্গলোক পারে দেখাইতে
ধরায়, সুধন্য করি মানবমণ্ডলে। (১)

(১) স্ত্রীপুরুষকে ভিন্ন মূর্ত্তি ও ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট করিয়া, প্রতি ব্যক্তির অন্তরে সৌন্দর্য্যের স্বতন্ত্র আদর্শ অঙ্কিত করিয়া, ভগবান এ সংসারে পাঠাইয়াছেন। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ নিজ অন্তরের আদর্শানুরূপ পতি বা পত্নীলাভ করিলে, তাহাতে যত প্রেম স্থাপন করিতে পারে, সংসারে আর কিছুতেই তত পারে না। এইরূপ পাত্রে প্রেম কেন্দ্রগত ও ঘনীভূত হইলে, তাহা অতীন্দ্রিয় রূপ ধারণ করে। ইহা এক মহা সত্য যে, প্রকৃত প্রেমের যতই বিকাশ হয়, পশুভাবের ততই খর্ব্বতা হইয়া থাকে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ যেমন অদৃশ্য পদার্থ সকল দেখিতে পায়, অতীন্দ্রিয় প্রেমের অধিকারী হইয়াও মানুষ সেইরূপ দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া, প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরকে দেখিতে

"পবিত্র দাম্পত্যধর্ম্মে চরিত্র-গঠন
ঘটে মানবের জেনো, বিধির বিধানে।
আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যপালন
শিখায় দাম্পত্যধর্ম্ম মানবমণ্ডলে।
মহাজ্ঞানী, মহাসাধু, মত্ত লোকপ্রেমে
যে জন, দাম্পত্য-ধর্ম্মে না হলে দীক্ষিত,
বঞ্চিত এ শিক্ষা হ'তে থাকে এ জীবনে।
স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত সাধু পর-উপকারে,
কর্ত্তব্য স্বায়ত্ত তাঁর ; ইচ্ছা-অনিচ্ছায়
সতত দম্পতি রত কর্ত্তব্য-সাধনে ;
রোগ, শোক, দরিদ্রতা, আলস্য, উদাস
কখনো পারে না দিতে সে কর্ত্তব্যে বাধা।
সুযোগে সৎকার্য্য করে, নাহি করে কভু

পায়। দাম্পত্যধর্ম্ম এই দৃষ্টিলাভের প্রধান সহায়। মহাত্মা ঈশা না চৈতন্যের নাম করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, দাম্পত্যধর্ম্ম সাধন না করিয়াও, তাঁহারা ধর্ম্মের উন্নত আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। দাম্পত্যধর্ম্ম সাধন করিলে যে তাঁহারা অধিকতর উন্নত আদর্শ দেখাইতেন না, তাহা কে বলিতে পারে? ঈশাচৈতন্যের আদর্শ অপেক্ষা রামসীতার আদর্শ কি নিকৃষ্ট? ঈশাচৈতন্য ধর্ম্মের কোন কোন অঙ্গের অসীম উন্নতি দেখাইয়াছেন ; রামসীতা ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গের অসাধারণ উন্নতি দেখাইয়াছেন। দেহের একাঙ্গের অসীম বিকাশ অপেক্ষা, পূর্ণাঙ্গের অপেক্ষাকৃত অল্প বিকাশ কি প্রার্থনীয় নহে?

মন্দকার্য্য যে জন, সে নয় নিন্দনীয় ;
কিন্তু তার সে চরিত্র পরীক্ষিত নহে।
রোগশোকে, সুখদুঃখে সমভাবে সদা
অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যে রহে যেই রত,
আলস্য, ঔদাস্য কিম্বা প্রলোভনবশে
পুণ্যপথাশ্রয় যদি নাহি পরিহরে
কভু সে, প্রকৃত সাধু পূজ্য বলি তারে।
দাম্পত্যধর্ম্মের দীক্ষা লয়ে পরিণয়ে,
পুত্রপরিবারে নর হ'লে পরিবৃত,
পবিত্র মানব-প্রেম থাকে যদি তার
পূর্ব্ববৎ, পূজনীয় সেই পৃথিবীতে।
শোণিতসম্বন্ধ অন্ধ নাহি করে যারে,
প্রকৃত প্রেমিক সেই পুণ্যবান বটে ;
নাহি যার আত্মজন, স্বার্থপরতার
সম্ভাবনা, আত্মপর-সমজ্ঞান, কিবা
স্বার্থনাশ, তার পক্ষে পরীক্ষিত নহে।
দাম্পত্যধর্ম্মের শিক্ষা লভিয়া দম্পতি
প্রেমের পরীক্ষা দিয়া যায় পুণ্যলোকে। (১)

(১) দাম্পত্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই, লোককে পরিবার গঠন করিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। যতদিন মানুষ তদ্রূপ দায়িত্ব গ্রহণ না করে, ততদিন সে ইচ্ছানুসারে সৎকার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু দাম্পত্য-ধর্ম্মাচরণ করিতে হইলে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকল অবস্থাতেই কর্ত্তব্য-

"প্রবৃত্তিনিবৃত্তি ভিন্ন পুণ্যপথে কেহ
নাহি রহে প্রতিষ্ঠিত, কহিনু তোমারে।
প্রবৃত্তি সে কর্ম্মশীলা, নিবৃত্তি নিশ্চলা,
অনাসক্ত প্রেম ফলে দোঁহার মিলনে।
প্রবৃত্তিনিবৃত্তি দুই একত্র সাধন
করে নর, পবিত্র দাম্পত্যধর্ম্ম-পথে।
নবজলধর-শোভা নিরখি আকাশে
মত্ত কথা শিখিপ্রাণ, নাচে সে বিহঙ্গ
বিস্তারি বিচিত্র পুচ্ছ কত রঙ্গভরে;
তেমতি প্রেমের বশে নিত্য সঞ্জীবিত
দম্পতি, প্রমত্ত সুখে, পুণ্যকার্য্যে রত।
প্রকৃত প্রেমের, বশে আত্মসুখে রতি
ঘুচে যবে, নিবৃত্তির আরম্ভ তখনি।
সুখের সামগ্রী যার নিয়ত নিকটে,
তাহারি সংযম বটে পরীক্ষিত ভবে;
ভোগ্য বস্তু রাখি দূরে, ভ্রান্ত ভয়বশে
নিবৃত্তি, নিকৃষ্ট চেষ্টা সাধনের পথে।
সম্ভোগ সেবায় রত, বাসনাবিনাশে

পালনে রত থাকিতে হয়। আর মানুষ পরিবারবন্ধন করিয়া শোণিতসম্বন্ধ বিস্তার করিলে, তৎপরেও যদি তাঁহার জন-হিতৈষণা লোকপ্রেম পূর্ব্ববৎ থাকে, তাহা হইলেই, তাহার নিঃস্বার্থতার পরীক্ষা হয়। অতএব দাম্পত্য-ধর্ম্মই লোকের চরিত্র-গঠনের প্রধান উপায়।

নিরোধ, দাম্পত্যধর্ম্মে দুই ফল ফলে।
প্রবৃত্তি সে বহির্ম্মুখী, হয় পরিণত
লোকপ্রেমে, নিবৃত্তি অন্তরমুখী সদা
নিষ্কাম নির্ভর শিক্ষা দেয় দম্পতিরে।
এইরূপে পুণ্যপন্থা অন্তরে বাহিরে
পায় তারা, যায় চলে নিত্য শান্তিধামে। (১)
"দাম্পত্যধর্ম্মের তত্ত্ব কহিনু তোমারে
অযোগ্য অধম আমি, যোগ্য পুরস্কার
দেহ দেবি, দয়া করে দেহ অকিঞ্চনে।"
এত কহি পত্নীপদ ধরিলা উরসে
দেবদূত ; পতিপদে হইলা লুণ্ঠিতা
দেবদূতী ; অনন্দাশ্রু বহিল নয়নে।
সেই অশ্রুবিন্দুমধ্যে দেখিলা উভয়ে

(১) প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি একযোগে সাধন না করিলে, মানুষ প্রকৃত ধর্ম্মপথে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। ইহা পূর্ব্বেও বিবৃত করা গিয়াছে। দম্পতি পরস্পরের প্রেমে সঞ্জীবিত হইয়া যেরূপে প্রবৃত্তির সাধন করিতে পারে, অপরে তেমন পারে না। উৎকট সাধন বা বলপ্রয়োগ দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ প্রকৃত নিবৃত্তি নহে। প্রকৃত প্রেমবশে আত্মসুখে উপেক্ষাতেই নিবৃত্তির আরম্ভ, আর ভোগ্য বস্তু সর্ব্বদা হস্তগত থাকিতেও যে তাদৃশ নিবৃত্তি জন্মে, তাহাই প্রকৃত পরীক্ষিত নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিকে পরসেবাতে এবং নিবৃত্তিকে নিষ্কাম নির্ভরে পরিণত করিবার পক্ষে দাম্পত্যধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

অনন্ত শান্তির রাজ্য বিস্তৃত সম্মুখে।
ভাতিল অপূর্ব্ব জ্যোতি দম্পতির মুখে,
উজলিল স্বর্গলোক পবিত্র আলোকে।

ষোড়শ সর্গ—স্বতন্ত্র শাসন।

সমাগত দেব যত দেবরাজপুরে,
মিলিল বিরাট সভা, শোভিলা সেখানে
নরদেব, আদিদেব, দেবদূত আসি (১)
কোটি কোটি; কোটি সূর্য্য উদিল যেমতি
পূর্ব্বাকাশে, শারদীয় সুস্নিগ্ধ প্রভাতে।
দশ দিকে বসে দেব বিমান-আসনে
সমুজ্জ্বল, মধ্যে ধর্ম্ম মহাদ্যুতি যথা
ভাস্বর, অনন্ত গ্রহউপগ্রহমাঝে।
উজ্জলিয়া ধরাধাম জীবন-আলোকে
গত যত নরদেব পুণ্যদেবলোকে,

(১) সত্য, ন্যায় ও প্রীতি প্রভৃতিকে আদিদেব, এবং স্বপ্ন বনদেবী প্রভৃতিকে ভূদেবরূপে কল্পনা করা গিয়াছে। যে সকল পুণ্যবান মনুষ্য স্বর্গে দেবত্বলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই নরদেব ও দেবদূতরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

আইলা সকলে মিলি সুরসভাতলে;
বাল্মীকি, বশিষ্ট, ব্যাস, শাক্য, সক্রেটিস,
ঈশা, মূশা, নিত্যানন্দ, নানক, কবীর,
জনক, সনক, শুক, কংফুচে, লুথার,
মৈত্রেয়ী, সাবিত্রী, সীতা, রাবা, আগনেস,
আরো কত দেবদেবী, অজ্ঞাত যাঁদের
অবনীতে নাম ধাম, পুণ্যের কাহিনী,
আইলা সে সভাতলে ধর্ম্মের আহ্বানে। (১)
সম্বোধিয়া সর্ব্বদেবে সুধীরগম্ভীর
মধুস্বরে, ধর্ম্মরাজ কহিতে লাগিলা,—
"দেবের বিপদবার্ত্তা জানহ সকলে
দেবগণ, কর এবে উচিত বিধান
এ বিপদে; দেবদুঃখ আশু নিবারিতে,
পাঠায়েছি পঞ্চশত দেবযোধে আমি
পাতালে, করিবে তারা পতিত দেবের
শুশ্রূষা, (বিপক্ষ যদি করে আক্রমণ)
আত্মরক্ষা; আক্রমণ করিবে না কভু
শত্রুপক্ষে, উপদেশ দিয়াছি সে সবে।

(২) তপস্বিনী রাবা মুসলমান-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের, এবং ভক্তিমতী আগ্নেস্ প্রাচীন খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ; ইঁহারা উভয়েই ধর্ম্ম বিশ্বাসের ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, স্বর্গগমন করিয়াছেন।

আপাততঃ পরাভূত যদিও দেবতা,
পরিণামে হবে তার পরম মঙ্গল,
জানি আমি, নহি ব্যস্ত ভীত তেঁই অতি।
দুরন্ত দানবদল বিধির কৃপায়
বিধ্বস্ত, সন্ত্রস্ত সবে, শীঘ্র আসিবে না
সময়ে; সময়ে সবে কর সুমন্ত্রণা,
না করি বিলম্ব বহু, এ ঘোর আহবে।”
শুনিয়া ধর্ম্মের বাণী রহিলা নীরবে
দেবসভা; রহে যথা নিসর্গ নীরব,
শুনিয়া কাদম্বধ্বনি শারদ প্রভাতে।
আবার কহিলা ধর্ম্ম,—“শোন দেবগণ
শান্ত চিত্তে, বহু চিন্তা, বহু বিবেচনা
করি, যে সিদ্ধান্ত মনে করিয়াছি স্থির,
কহি এবে, শোন সবে পূর্ণ মনোযোগে।
দেবের শাসনভার ন্যস্ত মম করে
পূর্ব্বাপর, ব্যস্ত আমি দেবের মঙ্গলে
নিরন্তর, দেবহিতে অস্তিত্ব আমার,
দেবকার্য্যে কর্ম্মশীল, নান্যকর্ম্মা আমি। (১)
ধর্ম্মনাম ধরি তেঁই, ধরি এ জীবন
দেবমানবের পূর্ণ মঙ্গলসাধনে।

(১) অনন্যকর্ম্মা স্থলে নান্যকর্ম্মা করা গেল। ইহাই ভাষাতে ব্যবহৃত হইবে।

পরম হিতৈষীরূপে কহিব যে কথা,
অন্যথা তাহার কেহ ভাবিও না চিতে।
দেবের শাসনভার ত্যজিলাম আমি
অদ্যাবধি দেবগণ, করহ যতনে
স্বতন্ত্রশাসন-বিধি। নিরবধি আমি
রহিব নিরত জেনো দেবের মঙ্গলে;
স্বেচ্ছাচার-রাজদণ্ড ধরিব না আর
অতঃপর, কহিলাম সবার সাক্ষাতে।
জড়বিশ্বে, জীবদেহে, মনোরাজ্যে কিবা,
নাহি কোথা স্বেচ্ছাচার; গ্রহউপগ্রহ
সৌরজগতের, কিম্বা হস্তপদনাশা-
চক্ষুকর্ণ দেহমধ্যে, মনোরাজ্যে কিবা
স্মৃতিচিন্তা, দয়াক্ষমা, আবদ্ধ সকলি
পরস্পর কর্ম্ম-সূত্রে; ফলভোগী তারা
পরস্পর, নিরপেক্ষ কেহ কারো নহে।
দেবের শাসনে শুধু রবে চিরকাল
আমার একাধিপত্য, প্রার্থনীয় নহে।
বিধাতার কৃপাফলে লভিয়াছি আমি
তত্ত্বজ্ঞান; সত্য যাহা করিব এখনি;
হইবে মঙ্গল লাভ, কি সংশয় ইথে?
ব্যষ্টিতে সমষ্টিস্থষ্টি, ব্যষ্টির ক্ষমতা
সমষ্টিতে পরিণত মহাশক্তিরূপে।

প্রজাশক্তি(ই) রাজশক্তি, প্রকৃতিপুঞ্জের
প্রতি ব্যক্তি অরসম শক্তিচক্রমাঝে ;
সে চক্রের কেন্দ্র রাজা, রাজা কভু নহে
বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন কিছু প্রজাশক্তি হ'তে।
প্রজাশক্তি কেন্দ্রগত স্বেচ্ছায় যেখানে,
বৃত যেই সে শক্তির প্রতিনিধিপদে,
সেই রাজা, রাজতত্ত্ব কহিনু সবারে। (১)
অপ্রদত্ত রাজপদ পরিহরি, এবে
স্বাভাবিক প্রজাস্বত্ব লভিলাম আমি
তোমাসবাকার সহ ; করহ সকলে
অদ্যাবধি রাজবিধি ; করি সুমন্ত্রণা,
মুক্তকর দেবলোক আসন্ন বিপদে।"

(১) যখন কতকগুলি লোক এক শাসনাধীন হইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রজা বলা যায়। সেই প্রতিব্যক্তির মিলনে যেমন সমষ্টি বা সমাজের উৎপত্তি, তেমনই সেই প্রতিব্যক্তির শক্তি ও আত্ম-শাসনাধিকার সমবেত হইয়া, রাজশক্তি বা রাজশাসনের আকার ধারণ করে। চক্রের অর সকল যেমন মধ্যস্থলে সমবেত হয়, তেমনই সমস্ত প্রজাশক্তি একত্র হইয়া রাজশক্তির সৃষ্টি করে। প্রজাশক্তির প্রতিনিধি ভিন্ন রাজা আর কিছুই নহে। এই নীতি অনুসারে, স্বেচ্ছাচার-রাজশাসন বর্ব্বরপ্রথারূপে বর্জ্জনীয়, সন্দেহ নাই।

শুনিয়া ধর্ম্মের কথা, চকিত দেবতা
চাহি পরস্পরমুখে, মনোদুঃখে শেষে
কহিলা কাতরে ধর্ম্মে,—"এ কর্ম্ম তোমার
সুসঙ্গত সুরপতি, নহে কোন ক্রমে।
তুমি দেবতার রাজা, তোমার আশ্রয়ে
বঞ্চে দেবপ্রজা যত পরম গৌরবে,
চির সুখে; চিত্তে কারো নাহি উঠে কভু
হেন চিন্তা, ভ্রান্তিবশে জাগ্রতেস্বপনে।
তবে কেন এ ভাবনা, কহ সুরপতি,
এ সংকল্প? শুনি যাহা শেল বিঁধে প্রাণে!
পরম পবিত্র আর সদা স্বার্থত্যাগী
নিত্যকর্ম্মশীল তুমি দেবতার হিতে;
তোমার শাসনদণ্ড পরম হরশে
ধরে শিরে দেবলোক; পুলকে যেমতি
সুধাংশুকিরণরাশি ধরে শিরোপরে
তরুলতা; একি কথা কহ দেবপতি?
তোমার বিহনে মোরা পারিনা বাঁচিতে
এক দণ্ড, লণ্ডভণ্ড হবে তোমাবিনা
দেবলোক; রাজদণ্ড ত্যজ যদি তুমি।
এখুনি ত্রিদিব ছাড়ি যাবো চলি দূরে।"
কহিলা সস্নেহে ধর্ম্ম,—"কহিলাম আমি
যাহা, তার মর্ম্মগ্রহ না করিলে কেহ।

দেবের অচলা ভক্তি আমার উপরে,
জানি আমি, বীতস্নেহ নহি দেবে কভু ;
নিত্যকর্ম্মশীল আমি দেবতার হিতে
রবো সদা, দেবসিদ্ধি পূর্ণ স্বার্থ মম।
ভ্রান্তি বা বিরক্তিহেতু নাহি ত্যজি আমি
রাজ্যভার, হেতু তার কহি শোন তবে।
সকলি উন্নতিশীল কালক্রমে ভবে ;—
বিবর্ত্তন কালধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবশে
এক রূপে সমভাবে নাহি রহে কিছু
এ অনন্ত বিশ্বধামে স্থাবরজঙ্গমে ;
মঙ্গল চরম লক্ষ্য, বিবর্ত্তন তার
প্রক্রিয়া ; পরম জ্ঞানী প্রেমময় ধাতা
এইরূপে যান লয়ে পূর্ণশান্তিধামে।
পরিবর্ত্তনেতে ভয় না করিও কেহ
বিন্দুমাত্র, সত্য যদি থাকে তার মাঝে।
যখনি নূতন সত্য বিধির বিধানে
প্রকটিত হয় প্রাণে, প্রতিপাল্য তাহা ;
না কর পালন যদি প্রভুরাজ্ঞা-জ্ঞানে
সে সত্য, পতিত তুমি হইবে নিশ্চিত।
প্রবেশিলে সৌরকর বাতায়নপথে
গৃহমধ্যে, গতিরোধ কর যদি তার,
পূতিগন্ধময় গৃহ হইবে অচিরে।

বুঝিয়াছি সত্য যাহা প্রাণের মাঝারে,
অবশ্য পালিব তাহা ; হেলি যদি তারে,
দেবসহ হবো মগ্ন দুঃখের আঁধারে। (১)
বুঝিয়াছি, স্বেচ্ছাচার-শাসন-প্রণালী
অশ্রেষ্ঠ, অযোগ্য ইহা সুসভ্যসমাজে ;
বুঝিয়াছি সত্য যাহা, অন্যথা তাহার
কেমনে করিব কহ ? আত্ম কর্ম্মদোষে
কেমনে করিব দায়ী অপর সকলে ?
দেবের হিতৈষী বটি, কিন্তু আমি নহি
পূর্ণজ্ঞান ; ভ্রান্তিবশে মর্ত্ত্যে পাঠাইয়া
ত্রিদেবে, দারুণ দুঃখ ঘটায়েছি আমি
দেবলোকে ; মনোদুঃখ পারি না সহিতে !
অভ্রান্ত বিধাতা শুধু, ভ্রান্ত দেবনর

(১) সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর যখন প্রাণের মধ্যে কোন সত্য প্রকটিত করেন, তখন তাহা প্রভুর আজ্ঞারূপে পালন করা কর্ত্তব্য। গৃহমধ্যে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিলে, দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার গতিরোধ করিলে, যেমন গৃহের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, প্রাণের মধ্যে কোন সত্য প্রকাশিত হইলেও, তদ্বিপরীতাচরণ করিয়া তাহার বাধা জন্মাইলে, মানুষ সেইরূপ অধঃপাতে যায়। অনেক লোক পরিবর্ত্তনে ভয় পাইয়া সত্যপালনকে হট্‌কারিতা মনে করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা জানে না যে, পরিবর্ত্তনই জগতে উন্নতির প্রক্রিয়া ; সত্যের অনুভূতিতে কর্ম্ম করিতে গেলে, যেরূপ পরিবর্ত্তনই ঘটুক না কেন, তাহাতে ভীত হওয়া উচিত নহে।

এ জগতে ; ভ্রান্তি যত একের সম্ভবে,
অনেকের নহে তত ; বহু চিন্তা ফলে,
সকলের সদিচ্ছায়, চিন্তাতেও যদি
ঘটে ভ্রান্তি, নাহিভয়, ভুঞ্জিব সকলে
আত্মকর্ম্মফল যাহা, যথাযোগ্যরূপে।
স্বেচ্ছায় শাসিয়া দেবে, হইব না আর
অপরাধী, অদ্যাবধি এ প্রতিজ্ঞা মম ;
অনুচিত অনুরোধ করিও না আর
দেবগণ, এই ভিক্ষা দেহ আজি মোরে।”
শুনিয়া ধর্ম্মের বাক্য, একবাক্যে কহে
দেবগণ,—“দেবরাজ, বরিণু তোমারে
রাজপদে ; দেবতার রাজশক্তি যত
তুমি তার প্রতিনিধি, করহ সুবিধি।”
“তথাস্তু” বলিয়া ধর্ম্ম কহিলা বিনয়ে,—
“করিলাম শিরোধার্য্য দেবের আদেশ,
দেবতার ভৃত্য আমি দেবরাজ-বেশে ;
রাজা বটে আজ্ঞাকারী, আজ্ঞাদাতা নহে।
শীঘ্র কর দেবগণ, যে হয় সুবিধি
বিপদবারণহেতু দানবের দেশে ;
কহ এবে কি কর্ত্তব্য ? কহ সবে মোরে।”
আগ্রহে কহিলা তবে আদিদেব যত,—
“দেবরাজ, দৈত্যদেশে দেহ পাঠাইয়া

অযুত দৈত্যারিসেনা, সহজে তাহারা
দলিবে দানবদলে, উদ্ধারিবে দেবে।”
“এই কি সুযুক্তি?” পুনঃ শুধাইলা সুরে
সুরপতি। নরদেব উঠি একজন
কহিতে লাগিলা ধীর-গম্ভীর বচনে,—
“মহারাজ, দৈত্যদেশে পাঠায়েছ তুমি
সুশিক্ষিত সুরসেনা পঞ্চদশশত।
অক্ষম সহস্র যদি অসুর-সংগ্রামে,
অযুত কি করে বল? নাহি হবে ফল,
সহসা পাঠা'লে সেনা দানব-সমরে।
বিধিবশে সুরক্ষিত দানবের দেশে
সেনাপতি সৈন্যসহ, নাহি শঙ্কা কিছু
সহসা। সহজে দেব কেন হতবল
সে দেশে, সন্দেহ তেঁই হয় মম চিতে,—
দেবধর্ম্মভ্রষ্ট হয়ে নিশ্চয় নিরত
হীন কার্য্যে দেব সেথা, হীনবীর্য্য তেঁই
তারা সবে, নিপতিত দৈত্যের সমরে।
দেবের লাঞ্ছনাহেতু না জানিয়া, পুনঃ
পাঠাওনা সুরসেনা দানবের দেশে।
সুরপতি, সুরগণে কর অনুমতি,—
আরম্ভিতে ব্রহ্মপূজা সর্ব্বদেব মিলি;
দেবের প্রার্থনাধ্বনি উঠুক আকাশে

বিশ্ব ব্যাপি ; বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বর যিনি,
কহিবেন সুমন্ত্রণা, করিবেন গতি।
শুনিয়া ব্রহ্মের বাণী, ব্রহ্মের আদেশ-
ব্রহ্মাস্ত্র ধরহ যদি, জিনিবে সমরে।”
সাধুঃ সাধুঃ উচ্চারিলা সর্ব্বদেব মিলি
সভাস্থলে ; বক্ষস্থলে ধরিলা আদরে
ধর্ম্মরাজ নরদেবে ; প্রসন্ননয়নে
চাহি মুখপানে তার কহিলা অমনি,—
“মানবকুলের রত্ন পুণ্যবান, তুমি
ধন্য আজি দেবদলে ! শিখাইলা দেবে
একযোগে জ্ঞানভক্তি; দেবশ্রেষ্ঠ তুমি।”

সপ্তদশ সর্গ—বিজয়।

সমবেত দেব যত পবিত্র মন্দিরে,
করিতে ব্রহ্মের পূজা। বিশাল মন্দিরে
বিরাজে গাম্ভীর্য্য, দিব্য সৌন্দর্য্যের সাথে;
সুশুভ্র প্রাচীর, আর হরিৎ বরণ
গৃহতল, ঈষন্নীল ঊর্দ্ধে আচ্ছাদন।
অগণিত দেবদেবী উপনীত সেথা;
অগণ্য তারকামালা হাসিল যেমতি
নীলাকাশে; দেবদল নীরব সকলে।
দাঁড়াইয়া ধর্ম্মরাজ দেবের মণ্ডলে
কহিলা,—"হে দেবগণ, কর একমনে
ব্রহ্মচিন্তা, ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মগুণগান;
শুভক্ষণে শুভবুদ্ধি লভিবে এখনি।
শুদ্ধচিত্ত দেব সদা, নিত্য কর সবে
ব্রহ্মপূজা; আজি সবে এক মনপ্রাণে

ডাক সেই পরাৎপরে ; প্রাণের মিলনে
পাইবে পরম ফল ব্রহ্মকৃপাবলে।
আত্ম কল্যাণের আশে, করহ যেমতি
প্রার্থনা, সবারি তরে করহ সকলে
তেমতি ; সুমতি আর সরল প্রার্থনা
সমবেত হ'লে ধরে শত গুণ বল,
পতিতে প্রবুদ্ধ করি প্রত্যাদেশ লভে।
গাও তবে দেববৃন্দ, ব্রহ্মানন্দে মাতি
ব্রহ্মের বন্দনাগীত, কাঁপায়ে মন্দির,
কাঁপায়ে ব্রহ্মাণ্ড আজি 'জয় ব্রহ্ম !' রবে।"
উঠিল মধুর রোল দেবের মন্দিরে,
বাজিল মৃদঙ্গ আর মধুর মন্দিরা
সপ্তস্বরা, মিলাইয়া দেব-কণ্ঠস্বরে ;
আবেশে কাঁপিল বায়ু, কাঁপিতে লাগিল
দেবলোক, মন্দাকিনী বহিল উজানে,
উড়িল অসংখ্য ভৃঙ্গ, নাচিল পুলকে
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ যত কলকণ্ঠনাদে
ধরিল সুতান তাহে, উঠিল উথলি
দেবপ্রাণ, দেবদল গাইলা অমনি,—
"জয় জয় জগদীশ ! জগৎবন্দন হে,
পরাৎপর সারাৎসার, সত্য সনাতন হে ;
নিরাকার নির্ব্বিকার, নিত্য নিরঞ্জন হে,

জ্ঞানময় বিশ্বাধার, নিখিলকারণ হে ;
অনাদি অদ্বৈত তুমি, অনন্ত অপার হে,
অব্যক্ত অজ্ঞেয়, নাহি তুলনা তোমার হে ;
অচ্যুত আনন্দধাম, অমৃত-আধার হে,
সুখমোক্ষদাতা তুমি, শান্তিপারাবার হে ;
ন্যায়ের নিয়ন্তা তুমি, পরম বিধাতা হে,
পাশনাশহেতু প্রভু, পুণ্যশান্তিদাতা হে ;
দয়াময়ী মাতা তুমি, প্রেমময় পিতা হে,
পরম করুণাময়, মঙ্গলবিধাতা হে ;
পবিত্র অপাপবিদ্ধ পাপবিনাশন হে,
পুণ্যময় পরিত্রাতা, পতিতপাবন হে ;
জয় শিব সিদ্ধিদাতা, জগৎবন্দন হে,
মিলি সুরনর, বন্দি তোমার চরণ হে।”

নিরবিল দেবকণ্ঠ, দেবের বন্দনা
হলো সাঙ্গ ; প্রশমিত তরঙ্গ যেমতি
সিন্ধুবক্ষে। দাঁড়াইলা পবিত্রতাদেবী
সকল দেবের মাঝে, জলস্তম্ভ যথা
জ্যোতির্ম্ময় সৌরকরে, ঝটিকার শেষে।
অর্দ্ধনিমজ্জিত সূর্য্য সিন্ধুর সলিলে
হাসে যথা, উদ্ভাসিত শ্রীমুখমণ্ডলে
তেমতি পুণ্যের প্রভা। যোড় করি কর,
চাহি উর্দ্ধমুখে দেবী করিলা প্রার্থনা,—

"কোথা হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, পরব্রহ্ম তুমি
পরাৎপর, দেবনর ডাকিছে তোমারে।
সাধুর সহায় তুমি, দুর্ব্বলের বল
চিরকাল, সুখ-মোক্ষ-বিজয়-বিধাতা।
তব বলে বলী মোরা ; তোমারি প্রসাদ—
ঐশ্বর্য্য, বিক্রম, শান্তি সংসারমাঝারে।
মহেশ্বর, কহ আজি, কোন্ পাপে কহ,
দেবের নিগ্রহ এত, এ ঘোর লাঞ্ছনা ?
তব পদাশ্রয়ে রহি, পিপীলিকা পারে
ভাঙ্গিতে পর্ব্বতশৃঙ্গ; পরিহরে যদি
তবপদ, অযুত মাতঙ্গসম বলী
মহাবীর, মক্ষিকার চরণপ্রহারে
পরাজিত ; তুমি প্রাণ, তুমি শক্তি ভবে।
কোন্ দোষে কহ এবে, দেবের এ দশা
বিদেশে, বিজিত তারা দানব-বিক্রমে ?
সত্যের সহায় তুমি, সত্যসেনাপতি
শত শত সুরসহ কেন নিপতিত
সমরে ? অমর যত আকুল বিষাদে !
নিশ্চয় নিশ্চয় দেব, অপরাধী প্রভু
তবপদে, নহিলে কি বিপদ সম্ভবে ?
অন্ধকার দেবলোক, অগৌরবে সবে
মলিন ; মলিন যথা মহামারিকালে

স্বাস্থ্যহীন নরনারী! দেবনারী শত
শোকাতুরা পতিশোকে কাঁদে হাহাকারে!
আপনি বিকল ধর্ম্ম, মর্ম্মে নিপীড়িত
সর্ব্বদেব; প্রীতিদেবী অক্ষম পালনে
দেবলোক, এ দুর্দ্দশা নাহি সহে প্রাণে!"
এতেক কহিতে দেবী রুদ্ধকণ্ঠপ্রায়
আপনি; অমরবৃন্দ অধীর আবেগে।
সম্বরি হৃদয়োচ্ছ্বাস সঘন নিশ্বাসে,
করিলা প্রার্থনা দেবী আবার তখনি,—
"বিপদভঞ্জন তুমি, অধমতারণ
দেবত্রাণ, দেবদলে রক্ষ এ বিপদে।
শত অপরাধী দেব হয় যদি পদে
তোমার, ত্যজিতে তুমি পারিবে না প্রভু
দেবদলে; তৃণগুল্ম হইলে গলিত,
গিরি-বক্ষে রাখে গিরি, নাহি ফেলে দূরে।
হয়েছে নিশ্চয় দেব গুরু অপরাধে
অপরাধী, দানব-অধম এবে তারা;
অধমতারণ তুমি উদ্ধার অধমে।
তোমার অপরাজিত প্রেমপুণ্যবলে
পূত কর দেবদলে, পূত করে যথা
মলিন পঙ্কিল ভূমি দিবাকরকরে।
দেবদেব মহাদেব মহেশ্বর তুমি,

কর দয়া, এ বিপদে উদ্ধার ত্রিদশে!”
এতেক কহিয়া, দেবী ত্যজিতে লাগিলা
অশ্রুবিন্দু, বৃষ্টিবিন্দু ঝরিতে লাগিল
কোটি কোটি দেবচক্ষে; বক্ষের মাঝারে
বহিল আশার বায়ু মৃদুল হিল্লোলে।
নীরব দেবতাবৃন্দ; নীরব মন্দির,
নিস্তব্ধ নিসর্গ যথা গভীর নিশীথে।
সহসা শুনিলা দেব প্রাণের মাঝারে,
সুগভীর ব্রহ্মবাণী; প্রতিধ্বনি ছলে
কাঁপাইয়া দশ দিক্ প্রকাশিল বাণী
আকাশে; শুনিলা সবে অন্তরে বাহিরে,
প্রত্যাদেশ—প্রভুরাজ্ঞা গভীর নির্ঘোষে;—(১)
“যাইয়া দৈত্যের দেশে মম আজ্ঞা বিনা,
দেবত্ববিহীন দেব, রত ভ্রষ্টাচারে;
নিরস্ত্র শত্রুর অঙ্গে তাই প্রহারিলা
অস্ত্ররাশি, অনায়াসে করিলা লাঞ্ছনা
অবলার, কাটি কেশ কর্দ্দম লেপিয়া!

(১) ধ্যান ও প্রার্থনাযোগে মানুষ প্রাণের মধ্যেই প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া থাকে। যেরূপ গভীর ধ্যান ও আকুল প্রার্থনাতে প্রত্যাদেশ লাভ হয়, সেইরূপ ধ্যান ও প্রার্থনার সময়ে, মানুষ এরূপ তদ্গতচিত্ত ও তন্ময় হইয়া পড়ে যে, প্রাণের মধ্যে প্রকাশিত সেই বাণী বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাক্যের মত সুস্পষ্ট শুনিতে পায়।

মাতৃরূপে অবতীর্ণ অবলায় আমি
এ জগতে ; মাতৃঘাতী মহাপাপী সেই,
পরশে অবলা-অঙ্গ অপবিত্রচিতে
যে জন, পশুর সম পতিত সে ভবে !
ভ্রষ্টাচারে দেবগণ হীনবীর্য্য, তেঁই,
নিপতিত মৃতপ্রায় দানব-সমরে ;
সতীর প্রার্থনা শুধু রক্ষিছে তাসবে
এ বিপদে। নিপতিত সত্য-সেনাপতি
যখন, জাহ্নবী সতী প্রীতির আশ্রমে
করিলা প্রার্থনা বসি, দেবের মঙ্গলে।
চিত্তের উত্তাপ তার—সুতপ্ত নিশ্বাস
দাবানলবেশ ধরি দহিল দানবে ;
জাহ্নবী পরম সতী সুসন্তান মম।
হয়েছে দেবের শিক্ষা, পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত
সে পাপের, পরাজিত হবে দৈত্য এবে।
পঞ্চশত দেবনারী, পতিত যাদের
পতি রণে, প্রীতিসহ যাউক সে দেশে ;
পত্নীর পরশে পতি লভিবে জীবন,
পুণ্যপরাক্রম, হবে বিজয়ী সমরে।”
শুনি প্রত্যাদেশবাণী, পুলকে পূর্ণিত
দেবদল, প্রেমানন্দে লাগিলা নাচিতে।
“জয় ব্রহ্ম জয় !” রবে কাঁপিতে লাগিল

দেবলোক, বিশ্বধাম পূরিল সে রবে।
আবেগে সাধনা রাণী, প্রীতি, পবিত্রতা
জাহ্নবীরে ধরি বক্ষে কহিলা আদরে,—
"দেবের দয়িতা তুমি পুণ্যবতী সতী,
পুণ্যবলে দেবদলে রক্ষিলে বিপদে ;
দেবতার শ্রেষ্ঠ তুমি, নহ দেবদূতী
অদ্যাবধি ; সখী তুমি পরমোপকারী।"
নমিলা জাহ্নবী সতী সবার চরণে।
পাতালে জয়ন্ত বসি দেবের শিবিরে,
শিহরিত অঙ্গ তার, পরম পুলকে
বহিল প্রেমাশ্রুধারা যুগল নয়নে ;
শত শত পুষ্পমালা দিল পরাইয়া
কে যেন তাহার গলে, উজ্জ্বল বিমানে
দিল বসাইয়া তারে জাহ্নবীর পাশে ;
দেখিলা জয়ন্ত যেন জাগ্রতস্বপনে।
দেবদল মিলি পুনঃ রাজসভাতলে
দিলা ধর্ম্মে সুমন্ত্রণা, পাঠা'তে সত্বরে
পঞ্চশত সখীসহ প্রীতিরে পাতালে।
পঞ্চশত দেবযোধ আইল তখনি
রাজাদেশে, বিভূষিত বিবিধ আয়ুধে
সর্ব্বাঙ্গ, প্রীতির সঙ্গে যেতে রসাতলে!
মুহূর্ত্তের তরে, প্রীতি লয়ে অনুমতি,

চলি গেলা নিজাশ্রমে জাহ্নবীর সাথে।
আশ্রমের সুব্যবস্থা করিয়া, তখনি
পঞ্চশত সখীসহ হ'লা উপনীত
রাজপুরে; রাজাদেশে চলিলা পাতালে;
চলিল যেমতি হায় কুরুকুলাঙ্গনা
শতশত, রণক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্র মাঝে,
পতির মিলন-আশে গান্ধারীর সাথে।
পঞ্চশত রক্ষীসেনা, অগ্রভাগে তার
ধায় অর্দ্ধ, অপরার্দ্ধ চলিল পশ্চাতে;
দূরগামী দন্তীযূথ যায় যথা লয়ে
শ্বেত মাতঙ্গিনীদলে, রাখি মধ্যভাগে;
অথবা মরালকুল মহাকুতূহলে,
রাজহংসী দলসহ বিহায়স-পথে
ধায় যথা; অতি বেগে চলিলা তেমতি
দেবসেনা, সঙ্গে করি দেবাঙ্গনাগণে।
উজ্জ্বল বিমানে চড়ি ছুটে একে একে
নিম্নদিকে দেবদেবী, উল্কারাশি যেন
ধায় ধরাতল-পানে অন্তরীক্ষ ছাড়ি;
কিম্বা যথা শুভ্রকান্তি শ্বেত পুষ্পরাজি
উচ্চ তরুশির হ'তে ঝরে একে একে
অবিরাম; দিব্যধাম ছাড়িয়া তেমতি
চলিলা সকলে তারা রসাতল-পানে।

কোটি কোটি ক্রোশ পথ করি অতিক্রম,
মধ্যলোক, প্রেতপুরী রাখি দুই দিকে,
অবনীতে উপনীত দেবদেবী আসি
অবিলম্বে ; দেবতার রূপের প্রভাবে,
গিরিসিন্ধু-বনস্থলী হলো উদ্ভাসিত
পৃথিবীতে, পুণ্যালোক ছাইল গগনে।
দেবের দুঃখের বার্ত্তা কহিতে জয়ন্ত
আইলা যখন স্বর্গে, আইলা তখন
সঙ্গে তার তিন সুর ; দুই জন তার
চলিলা প্রীতির সঙ্গে, দেখাইতে পথ
পাতালের ; অবণীতে আসিয়া তাহারা
চলিলা সুড়ঙ্গপথে গভীর পাতালে
অগ্রে অগ্রে, সুগ্রীবের অনুচর যথা,
গভীর অরণ্য-পথে সীতার উদ্দেশে।
পশিয়া পাতাল-পুরে দেখিলা সকলে
অনন্ত অদ্ভুত দৃশ্য ;—ভীষণ সাগরে
ভাসমান কৃষ্ণদ্বীপ, খেলে চারি ভিতে
কোটি কোটি অজগর কালকূট মুখে !
কলূষপর্ব্বত নামে আছে উচ্চ গিরি,
অঙ্গার-বরণ সেহ, অঙ্গে বহে বেগে
ভোগবতী কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণসর্প যথা
বল্মীকে বাহিত, রাখি অর্দ্ধাঙ্গ বিবরে !

অন্ধকার অন্তরীক্ষ অনন্ত প্রদীপে
আলোকিত, পূতিগন্ধে পূর্ণিত নিয়ত ;
নৃকঙ্কাল, নরমুণ্ড, অস্থিকেশরাশি
বিক্ষিপ্ত চৌদিকে যেন বিশাল শ্মশানে !
অদূরে সিন্ধুর কূলে সুন্দর শিবির
দেবের ; নীরব তাহা, নীরব যেমতি
শত্রুহস্তমুক্ত দুর্গ, কিম্বা নাট্যালয়
উৎসবান্তে। অবিশ্রান্ত ভ্রমিছে বাহিরে
পঞ্চশত দেবযোধ, প্রহরী তাহারা ;
নাহি হাস্য কারো মুখে, নাহি সম্ভাষণ
পরস্পর, আছে সবে বিষণ্ণ বদনে।
প্রীতির পবিত্র পদপরশে ভাতিল
দিব্য আলো পাতালের আঁধার আকাশে ;
বহিল সুগন্ধ বায়ু, অন্ধকার গৃহে
ঘৃতের প্রদীপ যেন জ্বলিল সহসা।
হেরি দূরে সেই জ্যোতিঃ, আঘ্রাণিয়া সেই
সুগন্ধ, আনন্দ আর আশা সঞ্চারিল
দেবচিত্তে ; তরুলতা পুলকিত যথা,
বহিলে বসন্তবায়ু শিশিরের শেষে।
শিবিরের সন্নিধানে আইলেন প্রীতি
পঞ্চশত সখীসহ ; প্রহরী সকলে
চিনি তাঁরে, প্রীতমনে করিলা প্রণতি।

পশিয়া শিবিরমাঝে, মুহ্যমান যথা
সেনাপতি, মহাদেবী মহাব্যস্তে তথা
বসিলেন পার্শ্বে তাঁর ; চুম্বিয়া ললাটে
পুনঃ পুনঃ, কহিলেন,—"কি হেতু ভূতলে
প্রাণেশ্বর ? হেরি দুঃখ নাহি সহে প্রাণে।
দেবতার সুখৈশ্বর্য্য যার বীর্য্যবলে,
তার কি এ ভূমিশয্যা ! একি কার্য্য তব ?
মধ্যাহ্ন-গগন ছাড়ি পড়ে কি খসিয়া
ত্বিষাম্পতি, বিলুণ্ঠিত হয় কি কর্দ্দমে ?
এসেছে পাতালে প্রভু, দেখহ চাহিয়া
পদপ্রান্তে দাসী পদপরিচর্য্যাহেতু।"
এতেক কহিয়া, সতী তুলিলেন কোলে
পতির মস্তক, ধরি পরম আদরে ;
সহসা ভাসিল যেন জাহ্নবীসলিলে
অত্যুচ্চ পর্ব্বতচূড়া রত্নখচিত !
মুদ্রিতনয়ন সুর, নিদ্রাবশে যেন
অচেতন, স্পন্দহীন পতিত সমরে।
চাহিয়া সে মুখপানে করিলা স্নেহের
দৃষ্টি-বিস্ফারণ দেবী ; ঝরিল নয়নে
অশ্রুবিন্দু,সিক্ত তাহে সত্যসেনাপতি।
ছাইল জীবন্ত ভাব বদনমণ্ডলে
সত্যের, শিশিরবিন্দু অরুণকিরণে

পড়ে যবে, ধরে যথা সুষুপ্ত ধরণী
উজ্জ্বল জীবন্ত বেশ হেমন্তে প্রভাতে।
বাম করে ধরি শির, বামেতর কর
দিলা বুলাইয়া দেবী বক্ষে, করতলে,
বাহুমূলে, কহি কথা প্রাণের আবেগে,—
"উঠ প্রাণেশ্বর এবে, নয়নের মণি
জীবনসর্ব্বস্ব মম, দেবত্রাসহারি
উঠ এবে, এ বিপদে রক্ষ দেবদলে।
অভাগীর ভাগ্যদোষে, বিধির বিধানে
এ যাতনা মম প্রাণে, সহে এ লাঞ্ছনা
দেবদল; দেবত্রাণ উঠ ত্বরা করি।
ঘুচাও দেবের ক্লেশ, বাঁচাও পরাণে
এ দাসীরে; প্রাণরাজ্য শ্মশানসমান
দগ্ধ চিতানলে সদা! বিষাদ-আঁধারে
সমাচ্ছন্ন দেবলোক, অবসন্ন অতি
তোমার পতনে দেব, উঠ দয়া করে,
উদ্ধার দেবের দলে, রক্ষ এ দাসীরে।
অব্যর্থ ব্রহ্মের বাণী, কেন এ বিলম্ব?
উঠ তুমি প্রাণেশ্বর, ব্রহ্মকৃপাবলে
হউক দেবের জয়, দুঃখ যাক্ দূরে।"
শুনিয়া ব্রহ্মের নাম, মেলিলা নয়ন
সেনাপতি, নিদ্রোত্থিত দূরসমাগত

আত্মজনে হেরি যথা বিস্মিত, চকিত
সহসা, তেমতি শূর রহিলা চাহিয়া
পত্নীমুখে ; শতমুখে করিলা দেবতা
"জয় ব্রহ্ম, জয় ব্রহ্ম !" মহানন্দধ্বনি ;
সঘনে উঠিয়া সত্য বসিলা অমনি।
প্রীতির পরশে যথা উঠিলা জাগিয়া
সেনাপতি, সেইরূপ উঠিলা অমনি,
পঞ্চশত দেবযোধ পত্নীর পরশে ;
শত শত সহকার, পতিত ভূতলে
মহাবাতে, মন্ত্রবলে উঠিয়া সহসা
হাসিতে লাগিল যেন স্বর্ণলতিকারে
ধরি কণ্ঠে ; দেবকণ্ঠে উঠিল অমনি
"জয় ব্রহ্ম জয় !" ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া। (১)
লভিয়া নব জীবন প্রীতির পরশে,
শতগুণ বলে বলী সত্য-সেনাপতি
দেবসেনা, অবিলম্বে করিয়া মন্ত্রণা,
দূতরূপে পাঠাইলা দানবের-পুরে

(১) পাপের সংগ্রামে সত্য নিজবলে জয়যুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মকৃপা ও লোকপ্রীতি, এ উভয় হইতে দূরে থাকিলে, সত্য মৃতবৎ থাকে, উহার সঞ্জীবনীশক্তি থাকে না। যদি সত্যের প্রচার দ্বারা অসত্য ও পাপ পরাজয় করিতে ইচ্ছা কর, ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর করিয়া, এবং হৃদয়ে নিঃস্বার্থ লোকপ্রীতি পোষণ করিয়া, সত্যপ্রচারে কৃতসংকল্প হও।

জয়ন্তে, সজ্জিত শত সুরসেনাসহ।
কহিলা জয়ন্তে সত্য,—"বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
বীরধর্ম্ম-রক্ষাহেতু পাঠাই তোমারে
এবার দানবালয়ে ; শিবির-দুয়ারে
রহিল সহস্র সেনা রণসাজে সাজি।
দুর্ম্মতি দানব যদি দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়ি
শোনে কথা ; যত ব্যথা পাইয়াছি চিতে,
হবে তার উপশম ; নাহি রাখে যদি,
করো শত তূর্য্যধ্বনি ; ত্বরিতে অমনি
আক্রমিবে সুরসেনা দানবের-পুরী।
কহিও অধর্ম্মাসুরে,—"ধর্ম্মরাজ-সুতা
ইচ্ছাদেবী, মর্ত্ত্যহ'তে আনিয়াছে তাঁরে
ভুলাইয়া ভণ্ডাসুর পাপরসাতলে।
মুণ্ডিয়া মস্তক, দণ্ড দিয়া সে ভণ্ডেরে,
ইচ্ছারে পাঠায় যদি দেবের শিবিরে
মুহূর্ত্ত-মাঝারে, আর এ প্রতিজ্ঞা যদি
করে দৈত্য, নাহি যাবে মর্ত্ত্যধামে কভু,
চলি যাবে সুরসেনা না মজি সমরে,
সুরলোকে ; অন্যথায় দলিবে এখনি
দানবে, দহিবে সুবে দীপ্ত ক্রোধানলে,
শুষ্ক তৃণদলে যথা দাবানল দহে।"
চলিলা জয়ন্ত শত সুরসেনাসহ

দৈত্যপুরে ; সৌম্যকান্তি বীর্য্যভাতিমুখে
ধৌম্য যথা, দ্বাপরেতে কুরু-সভাতলে।
আনন্দের কোলাহল নাহি উঠে আর
দৈত্যপুরে, ভীত দৈত্য বিগত বিভ্রাটে।
সজ্জিত সমরসাজে রয়েছে দানব
সশঙ্কে বসিয়া সবে, করিছে মন্ত্রণা।
হেনকালে দেবদূত দেবযোধসহ
প্রবেশিয়া দৈত্যপুরে, কহিলা সম্বোধি
দৈত্যরাজে,—"দুষ্ট বুদ্ধি পরিহরি এবে,
দেবের নিদেশ যাহা, শুন দৈত্যপতি।
দুর্ম্মতি দানবদল নাহি জানে কিবা
ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপকর্ম্মে নিয়ত নিরত।
বীরধর্ম্ম-রক্ষাহেতু পাঠাইলা মোরে
সুরসেনাপতি হেথা, কহিতে এ কথা,—
ধর্ম্মরাজসুতা ইচ্ছা, আনিয়াছে তাঁরে
ভুলাইয়া ভণ্ডাসুর পাপরসাতলে ;
মুণ্ডিয়া ভণ্ডের মুণ্ড, দিয়া দণ্ড তারে
সমুচিত, এই দণ্ডে দেবের শিবিরে
পাঠাও ইচ্ছারে যদি, এ প্রতিজ্ঞা পুনঃ
করে দৈত্য, না যাইবে কভু মর্ত্ত্যধামে,
না করি সমর সুর যাবে সুরলোকে।
নতুবা দৈত্যারি জেনো, এখনি বধিবে

দৈত্যকুলে ; দৈত্যদেশ, দৈত্যরাজপুরী
হবে ধ্বংশ, দৈত্যবংশ তৃণদলসম
হবে দগ্ধ, দেবতার দীপ্ত ক্রোধানলে !"

দৈত্যদলে দৈত্যভক্ষ্য দুর্ব্বল মানব
কহিলা দুর্ব্বাক্য যবে, উনমত্ত ক্রোধে
দৈত্যদল, বিদ্যুদগ্নি ছুটিল নয়নে,
করিলা করকারবে দন্তকড়মড়ি ;
নিশ্বাসে বহিল ঝড় ! সঘনে হুঙ্কারি,
"মার মার" রবে সবে আক্রমিলা দেবে।
দলপতি জয়ন্তের ইঙ্গিতে অমনি
সঙ্গী শত সুর-সেনা করিলা সজোরে
তুর্য্যনাদ, দেবসেনা বিদ্যুতের বেগে
আইলা সমরে সত্যসেনাপতিসহ ;
বাজিল বিষম যুদ্ধ অমরদানবে।

আছিল দানবদুর্গে দৈত্যসেনা যত,
বাহিরিল একে একে পঙ্গপালসম।
বাহিরিল মোহাসুর কোটি সেনাসহ
মহাক্রোধে কৃষ্ণকায়, কৃষ্ণমেঘমালা
ছুটিল আকাশে যেন, ঢাকিল আঁধারে
রণস্থল, প্রলয়ের মেঘমালাসম।
সে গভীর অন্ধকারে অসত্যসেনানী,
সঙ্গে কোটি অনুচর, বাহিরিল বেগে

আনায়, বড়শী আদি অস্ত্র লয়ে হাতে।
মত্ত মাতঙ্গের বেশে বাহিরিল রণে
সেনাপতি অহঙ্কার, শতলক্ষ সেনা
সঙ্গে তার, আস্ফালনে কাঁপিল মেদনী।
বাহিরিল ক্রোধাসুর অগ্নিমুর্ত্তি ধরি,
সঙ্গে করি কোটিসেনা আরক্তলোচন,
মহাশৃঙ্গ উন্মত্ত মহিষ যেমতি,
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ তুলি শৃঙ্গের ঘর্ষণে।
বিদ্বেষ-সেনানীসহ বাহিরিল রণে
শতলক্ষ দৈত্যসেনা, শার্দ্দূল যেমতি
তীক্ষ্ণদন্ত, নখাঘাতে বিদারি মেদিনী!
এইরূপে দৈত্যসেনা মিলি কোটি কোটি
আরম্ভিলা মহারণ; তাসবার মাঝে
প্রকাণ্ড মুদ্গর হাতে কালান্তকরূপে,
আপনি অধর্ম্মাসুর মাতিল সমরে।

বাজিল বিষম যুদ্ধ, উঠিল সঘনে
হুহুঙ্কার; অস্ত্রশস্ত্র ছাইল গগনে।
উত্তাল তরঙ্গে পড়ি ক্ষুদ্র তরি যথা,
সেইরূপ পদভরে কাঁপিতে লাগিল
কৃষ্ণদ্বীপ; সিন্ধুজলে অজগর যত
ভয়ে ভীত, ছাড়ি কেলি ডুবিল অতলে।
কলূষপর্ব্বতসহ কাঁপিতে লাগিল

মুহুর্মুহু ধরাতল, ভুকম্পনে যেন ;
ছাড়ি কামকেলি সবে, রহিলা চকিতে
কাম্যবনে, অসুরের অনুচর যত।
দেবের শিবিরে বসি দেববালা যত
আরম্ভিলা ব্রহ্মপূজা, করিলা প্রার্থনা,
দেবের মঙ্গলহেতু জাহ্নবীর সাথে।
চলিল ভীষণ যুদ্ধ দানব-অমরে
অবিশ্রান্ত ; হুহুঙ্কার, বিকট চীৎকার,
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা-রবে পূরিল অম্বরে।
মহাঝঞ্ঝাবাতে যথা করে শঙ্খধ্বনি
পুরবাসী ; যুগপৎ উঠিল তেমতি
"মার্ মার্!" মহাশব্দ অসুরের মুখে,
"জয় ব্রহ্ম জয়!" ধ্বনি দেবতার দলে।
সংখ্যায় সহস্র সুর, অসংখ্য অসুরে
সমাচ্ছন্ন, মহারণ্যে উদ্যান যেমতি ;
আক্রান্ত দেবতা কিন্তু বিষম সমরে।
স্মরিয়া প্রীতির বাক্য, সত্য-সেনাপতি
ধরিলা ব্রহ্মাস্ত্র যাই, পড়িতে লাগিল
দৈত্যদল তরুদল বজ্রাঘাতে যেন। (১)

(১) পুরাণে দেবাসুরের যত যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবতারাই ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন। এই উক্তির ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক দুই প্রকার ব্যাখ্যাই হইতে

অষ্টাদশ সর্গ—স্বর্গযাত্রা।

দানবের কাম্যবন, কাম্যবস্তু যাহে
অগণন, পূর্ণ সদা হাস্যকোলাহলে ;
এবে সে নীরব, দৈত্য নাহি ফিরে সেথা
ভক্ষিতে মানবদেহ মন-কুতূহলে ;
নাহি শোভে কামকুঞ্জে স্বৈরিণী দানবী
মায়াবিনী মদমত্তা, মোহিনীর বেশে ;
আকাশের অট্টালিকা, ক্ষীর-সরোবর,
স্বর্ণতরু জনশূন্য ; আছে লুকাইয়া

পারে। আর্য্যজাতিকে দেবতা, অনার্য্য জাতিকে অসুর এবং কামান ও বন্দুক প্রভৃতিকে ব্রহ্মাস্ত্র কল্পনা করিলেও, ঐরূপ উক্তি অযৌক্তিক হয় না। কেননা, আর্য্যেরাই অগ্রে বারুদগুলির সৃষ্টি করিয়াছে। আর মানবের দেবভাব ও পশুভাবকে দেবাসুর কল্পনা করিলেও, ঐ উক্তি সঙ্গতই হয় ; কেননা, ব্রহ্মরূপ অস্ত্রের সাহায্যেই কেবল মানবের অসুরভাব পরাস্ত হইয়া থাকে।

দেবভয়ে দৈত্য যত দূর বনান্তরে।
শ্যামল প্রান্তরমাঝে লতাকুঞ্জতলে,
বসেছেন ইচ্ছাদেবী বাসনাবেষ্টিতা ;
বাসনাদানবী ধরি শত ইচ্ছারূপ,
বসিয়াছে চারিপাশে, অভিন্নমূরতি !
  প্রবেশিয়া কাম্যবনে সত্যসেনাপতি
শত সুরসঙ্গীসহ, হ'লা উপনীত
ইচ্ছার সমীপে ; ইচ্ছা হইলা চকিতা
নিরখিয়া দেবদলে, দূরস্বপ্নসম !
সুসজ্জিত দেবযোধে দেখিয়া অদূরে,
মহাবেগে পলাইল বাসনাদানবী,
পলায় পেচকী যথা পূর্ব্ব দিক্‌ভাগে
হেরি প্রভাকর-প্রভা, রাখিয়া পশ্চাতে
ইচ্ছারে, একাকী সেই নির্জ্জন প্রান্তরে।
  সম্বোধি ইচ্ছারে, সত্য কহিতে লাগিলা,—
"মহাদেবি, হায়, একি মহাভ্রান্তি তব !
ছাড়িয়া ত্রিদিব তুমি আইলে ভ্রমিতে
মর্ত্ত্যভূমে, জ্ঞানভাব-ভ্রাতৃদ্বয়সহ ;
কোথা তারা ? কোথা তুমি ? হায়, কি কুহকে
ভুলিয়া রয়েছ আসি পাপরসাতলে !
ক্ষীণ অঙ্গ পাপসঙ্গে, কিরণকীরিট
মলিন হয়েছে তব, মলিন যেমতি

চন্দনপল্লব চারু বায়সপুরীষে !
তোমার বিরহে সদা কাঁদে দেবরাণী,
হারায়ে শাবক বনকুরঙ্গিনী যথা !
ধর্ম্মরাজ মর্ম্মাহত তোমার বিহনে ;
বিষাদিত দেবলোক, তুষারসম্পাতে
কুসুমকানন যথা, তোমার বিহনে !
উঠ উঠ মহাদেবি, চল শীঘ্রগতি
দেবলোকে, দেবদুঃখ নিবার সত্বরে।”
এতেক কহিতে সত্য, সহসা আসিয়া
জ্ঞানভাব দুইভ্রাতা ধরিলা ইচ্ছার
দুই হস্ত ; মহাব্যস্তে দরিদ্র যেমতি,
ধরে হারানিধি তার, বাঁধিতে অঞ্চলে।
দেবের পরশে হলো কিরণকীরিট
সমুজ্জ্বল ; গেল মোহ, শিহরিল দেহ
দেবীর; স্নেহের বারি বহিল নয়নে !
নীরবে চলিলা দেবী ভাবের আবেগে
আকুলা, পশিলা আসি দেবের শিবিরে।
মহানন্দে প্রীতিদেবী ধরিলা ইচ্ছারে
উরসে, জাহ্নবী আসি বসিলা ধরিয়া
একপাশে, প্রেমাবেগে আকুল সকলে !
উভয়ের করে ধরি কহিতে লাগিলা
ক্ষণপরে ইচ্ছাদেবী,—“হায় ! কি কুক্ষণে

আসিয়া গন্ধর্ব্বদেশে ভ্রাতৃসঙ্গ ছাড়ি
ভ্রমিতে লাগিনু বনে, ভুলিনু কুহকে
দানবের, এ দুর্দ্দশা আনিনু ডাকিয়া !
কাঁদাইনু জননীরে, জনকের প্রাণে
দিনু দুঃখ, ডুবাইনু দারুণবিষাদে
দেবলোক ; বড় দুঃখ উপজে এ প্রাণে
স্মরি কথা, দিনু ব্যাথা তোমাসবাকারে !
ক্ষম অপরাধ মম, ক্ষমহ সকলে।
আসিয়া দানবদেশে দিশাহারা আমি,
নাজানি কি মন্ত্রবলে বাসনাদানবী
ভুলাইল, ভুলিলাম, খেলিলাম খেলা,
আকাশে আঁকিয়া চিত্র বাতুল যেমতি !
জীবন্মৃত দুইভ্রাতা হারায়ে বিদেশে
অভাগারে, আত্মজন আকুল সকলে।
হয়েছে অধীর প্রাণ, প্রীতিমহাদেবি,
সহেনা বিলম্ব আর, চলহ সত্বরে
সুরলোকে ; যতক্ষণ না বন্দিব আমি
জনকজননীপদ, না চাহিব ক্ষমা,
অপরাধে, বন্দীসম দুঃখের বন্ধনে
রবে মম প্রাণমন এ দেহপিঞ্জরে !
অভাগীর তরে হায়, এসেছ তোমরা
দৈত্যদেশে, ধন্য দয়া দেবের অন্তরে !

তোমাসবাকার স্নেহে রহিলাম ক্রীত
চিরকাল ; ক্ষণকাল বিলম্ব না করি,
যাই চল দেবলোকে দেবদলসহ।
ভীষণ পাতালপুরী প্রেতপুরীসম
হেরি আমি, হেথা আর পারিনা তিষ্ঠিতে।
বাসনার সঙ্গে যবে আছিলাম দেবি
আত্মহারা, ছিল যাহা মনচিত্তহারী,
কালকূটসম এবে নেহারি সে সবে ;
এ দেহ দুর্গন্ধময় অশৌচ-আচারে,
মৃতবৎ মলিন আমার মনপ্রাণ
মলিন মরাল যথা পঙ্কিল সলিলে !”
চলিল অদৈত্য যত সত্যের আদেশে,
দৈত্যদেশ পরিহরি ত্রিদিব-উদ্দেশে।
তুষার-রচিত শুভ্র গিরিশৃঙ্গরাজি
লুপ্ত যথা সৌরকরে, ভাঙ্গিল তেমতি
দেবের শিবির রম্য ; চড়ি দিব্য রথে
আনন্দে চলিলা দেব, দীপ্তিমান করি
দশদিক, জয়োল্লাসে করি সমস্বরে
“জয় ব্রহ্ম জয় !” রবে মহাজয় ধ্বনি।
মূষিক-বৃশ্চিকপূর্ণ অন্ধকার গৃহে,
হারাইয়া মহামণি পশে যদি কেহ
দীপহস্তে, পেয়ে রত্ন, গেল সে বাহিরে,

অন্ধকার, বিভীষিকা পূর্ণ করে পুনঃ
গৃহ যথা, সেইরূপ দেবের প্রস্থানে
পূরিল পাতালপুরী অন্ধকার-পাপে।
আসিয়া সুরঙ্গপথে এ মর্ত্ত্যভবনে
অমর, পর্ব্বত হ'তে বিশাল প্রস্তরে
রোধিলা সুরঙ্গমুখ ; রুদ্ধ করে যথা
শিলার বিবরদ্বার, শজারুর কিবা,
কৃষক রক্ষিতে তার উদ্যানের শোভা
ফলশস্য, হাস্যমুখে যায় চলি গৃহে ;
চলিলা তেমতি দেব অমর ভবনে,
শাসিয়া রাক্ষসদলে, রুদ্ধ করি পথ
পাতালের, রক্ষিবারে পৃথিবীর শোভা
মানবে, দানব যারে নিত্য নেয় হরি।
আসিয়া কাঞ্চনশৃঙ্গে উড়িলা দেবতা
ঊর্দ্ধমুখে, শ্রেণীবদ্ধ উজ্জ্বল বিমানে।
অগ্রে সত্যসেনাপতি, রথোপরে তাঁর
জয়ন্ত, দ্বিতীয় রথে জ্ঞানভাব দোঁহে।
উঠিলা তৃতীয় রথে প্রীতিমহাদেবী
একপাশে ইচ্ছাদেবী, অন্য পাশে তাঁর
জাহ্নবী, জয়ন্তপানে চাহি অনিমেষে।
দিগ্দর্শনের সূক্ষ্ম শলাকা যেমতি
নিয়ত সুমেরুমুখী, তেমতি প্রীতির

মনপ্রাণ-দৃষ্টিরেখা সত্যের উপরে।
পঞ্চশত সহচরী প্রীতির পশ্চাতে,
নিজ নিজ রথোপরে বৃত্তাকারে সাজি,
চলিলা দক্ষিণে বামে, চলিলা পশ্চাতে
সুসজ্জিত সুরসেনা পঞ্চদশ শত;
বিস্তারি সুপুচ্ছ, পক্ষ সুন্দর মুকুট
স্বর্গীয় বিহঙ্গ যেন উড়িল অম্বরে,
সুগন্ধ সুমাত্রা দ্বীপে দীপ্তি বিকাশিয়া; (১)
আলোর তরণী কিম্বা পুষ্পিত উদ্যান
অথবা, ভাসিল যেন বায়ব সাগরে
সুশোভন, উজলিল চারু দিব্যালোকে
আকাশ, উজ্জ্বল বেশ ধরিল অবনী।
কোটি কোটি ক্রোশ পথ করি অতিক্রম,
উপনীত দেবগণ মহাসন্ধিস্থলে।
ঊর্দ্ধে শোভে নিত্য দীপ্তি, খেলে পদতলে
আলো আর অন্ধকার পর্য্যায় ধরিয়া;
দক্ষিণে গোধূলি-আলো, বামভাগে ঘোর
ঘনঘটাচ্ছন্ন যেন গভীর তামসী।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, মধ্যলোক আর প্রেতপুরী
সম্মিলিত এই স্থানে, বিধির বিধানে।

(১) স্বর্গীয় বিহঙ্গ অর্থাৎ Bird of paradise সুমাত্রা ও মলক্কা প্রভৃতি দ্বীপের সুগন্ধময় মসলার উদ্যানের উপরে উড়িয়া বেড়ায়।

মহাসন্ধিস্থানে আসি কহিলা প্রীতিরে
ইচ্ছাদেবী,—"মহাদেবী, গিয়া মর্ত্ত্যধামে,
পাইনু যে মর্ম্মব্যথা, কোন কথা আর
কহিতে সরে না মুখে ! বড় সাধ মনে,—
মধ্যলোক, প্রেতপুরী নিরখিয়া যাই
দেবলোকে ; দেবসঙ্গ, দেবের প্রসাদে
মিলেছে যেমতি এবে, মিলিবে না পুনঃ।"
জানিয়া ইচ্ছার ইচ্ছা, সত্যসেনাপতি
পশিলেন প্রেতপুরে সঙ্গীগণসহ।
ভয়ঙ্কর প্রেতপুরী গভীর আঁধারে
সমাচ্ছন্ন ; ফিরে তাহে নিশাচরসম
কৃতান্তকিঙ্কর যত ভীম দণ্ড করে !
সে গভীর অন্ধকারে প্রবাহিত সদা
উষ্ণ বায়ু, মুহুর্মুহু উঠিছে অম্বরে
'উহুঃ উহুঃ !' আর্ত্তনাদ, মাঝে মাঝে তার
হুহুঙ্কার, "মার, মার !" মহাশব্দসহ !
নিরখিয়া দেবগণে পুরীর সম্মুখে,
আইলা কৃতান্ত ব্যস্তে অনুচরসহ
সম্বর্দ্ধিতে তাসবারে ; গুহক যেমতি
জনক-নন্দিনী আর দশরথাত্মজে,
মহানন্দে মহাবনে চণ্ডালের দেশে।
কালের বিরাট মূর্ত্তি,—কৃষ্ণবর্ণ অতি

মেঘ যেন মহাকায়, ঝলসিছে ভালে
যুগল নক্ষত্র যেন ঘন ভেদ করি
নয়ন, শোভিছে শিরে লোহিত উষ্ণীষ,
প্রদীপ্ত বজ্রাগ্নিসম গগন উজলি;
পরিধান পীতবাস, লৌহের পাদুকা
পদযুগে, লৌহের শৃঙ্খলদণ্ড করে।
প্রণমিয়া দেবদলে, কহিলা বিনয়ে
কৃতান্ত,—"নিতান্ত বিধি সদয় অধমে
অদ্য; তেঁই নিরখিনু এ পাপ-নয়নে
পবিত্র দেবের পদ, পরম সম্পদ
গণেন ত্রিদিব যারে ধরিয়া উরসে।
কঠোর কর্ত্তব্য মম—মহা-অন্ধকারে,
মহাকারাগার-মাঝে মহাপাপীদলে
শাসি অনুদিন আমি; আনন্দ কি হাসি,
সুখশান্তি, সদালাপ স্বপনে না জানি
পাপদেশে, ক্লিষ্ট প্রাণ পাপীসহবাসে!
শুভক্ষণে দেবগণ পদার্পিলা যদি
পাপপুরে, কি অনুজ্ঞা, কহ এই দাসে:
কৃতান্ত নিতান্ত তুষ্ট দেবের সন্তোষে!"
কৃতান্তের কথা শুনি, কহিলা তখন
সত্যসেনাপতি তারে,—"হে অন্তক, আজি
আসিয়াছে দেবগণ বিহারিতে তব

প্রেতপুরে, নিরখিতে কারাগারে তব
পাপীগণে ; একে একে দেখাও সকলে।”
এতেক কহিতে কাল সকলের আগে
চলিলা দক্ষিণ দিকে ;—পশ্চাতে তাহার
দেবগণ সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
লোহিত-সাগরসম শোণিত-সাগরে
নিমজ্জিত পাপী যত, জলৌকা যেমতি
ডুবিয়া চূর্ণক-জলে, শোণিত উগারে !
শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পাপী উঠাইলে মাথা
জলোপরে, যমদূত হানে তরবারি
শিরে তার ; মহাত্রাসে মগ্ন হয় পাপী
মহা-আর্ত্তনাদ করি রক্ত-সিন্ধুনীরে !
মানবের দেহ, আর মহিষের মাথা
ধরে পাপী এই স্থানে ; কোটি শৃঙ্গাঘাতে
পরস্পর জর্জ্জরিত শোণিত-সাগরে !
শুধাইলা দেবগণ,—“হে কৃতান্ত, কহ
কোন্ পাপে পাপী নরে দেখিনু এখানে ?
ভীষণ শোণিত-সিন্ধু, অদ্ভুতরচনা
নিরখি বিস্মিত মোরা ! কহ ত্বরা করে।”
কহিলা কৃতান্ত,—“করে অবনীতে যেবা
বিনাদোষে নরহত্যা রক্তপাত কিবা,
মাতি অহঙ্কারে ক্রোধে ; মহিষের মাথা

দিয়া তারে, ডুবাইয়া রাখি এ সাগরে।
পৃথিবীতে রক্তপাত হয় না কদাপি
নিস্ফল, সফল সব বিধির বিধানে।
পুণ্যপথে দেহপাত করে যেই সাধু,
মন্দাকিনী-পূতনীরে হয় পরিণত
পবিত্র শোণিত তার ; জীবনান্তে ধরি
দেবরূপ, নরদেব করে তাহে কেলি
মহানন্দে ; মহাপাপী মাতি মহাপাপে
করে যেই রক্তপাত, সঞ্চিত এখানে
সে শোণিত ; জীবনান্তে আসি মম পুরে
ডুবে পাপী তাহে মহাপ্রায়শ্চিত্তহেতু।"
ছাড়িয়া শোণিতসিন্ধু দেখিলা অদূরে
বিশালপ্রান্তর, তাহে কোটি কোটি পাপী
নিপীড়িত নিরন্তর ভীষণ নরকে।
মানবের মুখ, আর ছাগদেহ ধরি
বঞ্চে পাপী এই স্থানে ; সর্ব্বাঙ্গ সবার
গলিত দুর্গন্ধময় মহাব্যাধিবিষে।
মলমূত্র, রক্তপূঁজ পড়িয়া নিয়ত,
হয়েছে কর্দ্দমময় ভীষণপ্রান্তর ;
কৃমিকীট কোটি কোটি করে কিলিবিলি
ভূতলে, পাপীর অঙ্গে মনোরঙ্গভরে।
গলিতসর্ব্বাঙ্গ পাপী অক্ষম চলিতে ;

মলদ্বার হতে কারো বাহিরিয়া কীট
প্রবেশিছে মুখমধ্যে, দংশিছে সজোরে
রসনায়, অসহায় অধীর সে ক্লেশে
ভূতলে লুঠায় পাপী, কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে!
দেখিয়া ভীষণদৃশ্য, শুধাইলা দেব,—
"হে কৃতান্ত, এ নরকে ভুঞ্জে কোন্ পাপে
হেন ক্লেশ মহাপাপী? কহ আমাসবে।"
কহিলা কৃতান্ত,—"এই ভীষণ প্রান্তরে,
ব্যভিচারী মহাপাপী সমবেত সবে।
জন্মিয়া মানবকুলে মজিয়াছে যারা
মহাপাপে ছাগসম, লয়েছে হরিয়া
পরদার, পরপতি, কলঙ্ক-কর্দ্দমে
পাতিয়াছে আত্মপরে, মহাব্যাধিবিষ
সিঞ্চিয়া সমাজ-অঙ্গে; সাঙ্গ করি লীলা,
আইলে আমার পুরে, রাখিয়াছি হেথা
তাসবারে, নরমুণ্ড ছাগদেহ দিয়া
এ নরকে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তহেতু।"
ভীষণপ্রান্তর ছাড়ি, দেখিলা অদূরে
অভিনব দৃশ্য দেব,—শত নগরীর
ভগ্ন-অবশেষ যেন, পতিত সম্মুখে।
অট্টালিকা, রাজপথ, উদ্যান, পুষ্কর
লুপ্ত সব, নিবসিছে বিবরমাঝারে

কোটি কোটি পাপী সেথা, করি ছুটাছুটি
দংশি পরস্পর-অঙ্গে মাতি কোলাহলে।
জম্বূকের মুখ, আর মানবের দেহ
ধরে তারা, শতস্থানে ক্ষত-অঙ্গ সবে !
সুধাইলা দেবগণ,—"হে কৃতান্ত, কহ
পাপীর বৃত্তান্ত পুনঃ ; না পারি বুঝিতে,
কোন্ পাপে পাপী নর বঞ্চে এই স্থানে।"
উত্তরিলা কালান্তক,—"সমবেত হেথা,
মিথ্যাবাদী, প্রতারক, স্বার্থপর যত
নরনারী, ধরি যারা শৃশালপ্রকৃতি
হরেছে পরস্ব, করি পাপ-প্রতারণা ;
শৃগালের মুণ্ড দিয়া রেখেছি সে সবে
এইস্থানে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তহেতু।
করেছে পরের ক্ষতি যত যেই জন,
তত ক্ষত দেহে তার হইবে এখানে ;
সহিয়া দংশনজ্বালা, বিরত দংশনে
হবে যেই, পাপমুক্ত হইবে সে পাপী।"
ছাড়ি সে ভীষণ দৃশ্য, পশিলা অমর
মহারণ্যে ;— সুদূরবিস্তৃত মহাবন,
রহে তাহে শার্দ্দূল-সর্পের বেশধারী
কোটি কোটি মহাপাপী, মত্ত মহারণে।
কাহারো সর্পের মুখ, মানবের দেহ,

কেহ বা মানবমুখ, ব্যাঘ্রদেহধারী ;
কেহ দংশে শত্রুঅঙ্গে, নখরপ্রহার
করে কেহ, ক্ষতদেহ ভীষণ সমরে !
দেবতার প্রশ্নোত্তরে কহিলা তখন
কালান্তক,—"হিংসাদ্বেষে মজিয়া, যাহারা
করিয়াছে শত পাপ মানবজীবনে ;
রাখিয়াছি তাসবারে, এ অরণ্যমাঝে
শার্দ্দূলসর্পের বেশে, প্রায়শ্চিত্তহেতু।
বহুকাল করি যুদ্ধ গিলিবে শার্দ্দূলে
অজগর, ব্যাঘ্র তার প্রখর নখরে
বিদারিবে কুক্ষি, দোঁহে মরিবে তখনি ;
মহাপাপে প্রায়শ্চিত্ত হইবে এরূপে।"
মহারণ্য পরিহরি, দেখিলা অদূরে
দেবগণ দৃশ্য এক হৃদয়বিদারী ;—
নিষ্ঠুর ধীবর যথা রাখে শৃঙ্খলিয়া
মৎস্যগণে কর্ণপথে, ঝুলিছে তেমতি
উন্নত পর্ব্বত-অঙ্গে পাপী কোটি কোটি !
রসনায় বিঁধাইয়া লৌহের শৃঙ্খল
রাখিয়াছে পাপীগণে ; করিছে বিকট
বদন-ব্যাদান পাপী, নির্গত রসনা
হস্তমিত, ক্ষরিছে শোণিত মুহুর্মুহু !
গোঁ গোঁ শব্দে কাঁদে পাপী, নাহি সাধ্য কথা

কহিতে, সহিতে নারে বিষম যাতনা!
কহিলা শমন কথা, দেব-প্রশ্নোত্তরে
এইরূপ,—"এইভাবে আছে এই স্থানে,
পরনিন্দাপরায়ণ মহাপাপী যত।
কলুষিত চিত্ত যার পরনিন্দা-পাপে,
বিষাক্ত রসনা, তারে রাখি এই ভাবে।
ঝুলিয়া অনেক দিন এইরূপে পাপী,
পচিয়া রসনা, শেষে পড়িয়া ভূতলে
মরিবে, তরিবে পাপে, প্রায়শ্চিত্ত হবে।"
পরিহরি সেই স্থান, দেখিলা আবার
দেবগণ দৃশ্য এক ভয়ঙ্কর অতি।
ভীষণ শ্মশান এক, জ্বলে তার মাঝে
কোটি চিতা, নরকাগ্নি সুনীল-বরণ
জ্বলে ধক্‌ধক্ সদা; পাচক যেমতি
প্রবেশায় কাষ্ঠখণ্ড চুল্লির মাঝারে,
ধরিয়া যমের দূত কোটি পাপী নরে
দগ্ধিছে সে চিতানলে; তিল তিল করি
পোড়ে অঙ্গ, স্বরভঙ্গ আর্ত্তনাদে পাপী,
ক্ষণে ক্ষণে অচেতন, লভে জ্ঞান পুন!
সুধাইলা দেবগণ,—"হে কৃতান্ত কহ
কোন্ পাপে দগ্ধ পাপী এ হেন অনলে?"
বিনয়ে কৃতান্ত কহে দেবতার আগে,—

"পাষণ্ড, পামর আর ধর্ম্মদ্বেষী যারা,
অত্যাচার অবিচারে ধার্ম্মিক সুজনে
দেয় দুঃখ ; দণ্ডি আমি সে সব পাপীরে
এ শ্মশানে, মহাপাপে প্রায়শ্চিত্তহেতু।"
"আশ্চর্য্য বিধির বিধি, অদ্ভুত তোমার
সুশাসন, দখিলাম হে অন্তক আজি !
কঠোর কর্ত্তব্যচ্ছলে পালিছ নিয়ত
বিধিরাজ্ঞা, নিত্য রত মানবের হিতে।"
এতেক কহিতে যম কহিলা কাতরে
বৃন্দারকে,—"কালান্তকে কার্য্যভার যাহা
দিলা বিধি, সুসম্পন্ন করে সে সর্ব্বদা ;
কিন্তু ক্লিষ্ট প্রাণ তার পাপীসহবাসে
অনুদিন, দিন দিন নাহি জানি কেন,
বাড়িছে পাপীর সংখ্যা প্রেতপুরে মম।
দেবের প্রসাদে কভু হবে কি সুদিন
দীনভাগ্যে, মানবের ঘুচিবে কি মতি
পাপ-পথে ? পরিণামে পাবে অব্যাহতি
এ কঠোর ব্রত হ'তে কভু কি এ দাস ?
দেবগণ, জান যদি, কহ দয়া করে।"
"হে কৃতান্ত," দেবগণ কহিলা উত্তরে,—
বিধ্বস্ত দানবদল দেবতার রণে
সংপ্রতি, মানবজাতি রহিবে কুশলে

কিছুকাল ; চিরকাল দানবকুহকে
ভুলিয়া মানব, শেষে যায় প্রেতপুরে।
হয়েছে পাপের বৃদ্ধি পৃথিবীমণ্ডলে ;
যাবে পাপ, পুণ্যশান্তি আসিবে অচিরে ;
হইলে নির্ব্বাণোন্মুখ অতৈল প্রদীপ
জ্বলে যথা, পাপবৃদ্ধি তেমতি জগতে।
আসিবে সুদিন আশু, শুনিয়াছি মোরা,—
ঐশী কৃপা অবতীর্ণ ভারতবরষে ;
অযাচিতরূপে দেবী দিয়াছেন এই
সুরাবতা,—শুভক্ষণে জনমিবে এক
মহাবীর বঙ্গভূমে দামোদর-তীরে ;
প্রচারিবে সত্য ধর্ম্ম, জ্ঞানের বিস্তার
করিবে ; ধরিবে বীর মানবমণ্ডলে
দেবের প্রভাব দীপ্ত, হইবে বিলুপ্ত
অত্যাচার অন্ধকার ; সুপ্ত সিংহসম
জাগিয়া মানবজাতি দলিয়া চরণে
পাপতাপ, যাবে চলি সুকৃতির পথে।"

শুনি সুসংবাদ প্রীতি কালান্তক আজ
দেবমুখে, দেবগণে লইয়া চলিলা
মধ্যলোকে, প্রেতপুরী রাখিয়া পশ্চাতে।
লভি সমুচিত দণ্ড স্বকৃত দুষ্কৃতে,
শত শত মহাপাপী চলিল পশ্চাতে

শমনের, মধ্যলোকে পশিল সত্বরে।
অপরূপ মধ্যলোক গোধূলি আলোকে
সমাচ্ছন্ন, দিবালোক অন্ধকার কিবা
নাহি সেথা, নাহি যথা গিরি-গুহাতলে
কুজ্‌ঝটিকাপূর্ণ যবে ; নিস্তব্ধ নীরব
দিক দশ, অচল, অশব্দ শবসম
নিবসে মানব সেথা বিবির বিধানে।
প্রবেশিয়া মধ্যলোকে প্রথম প্রদেশে,
দেখিলা ত্রিদশ,—নর কোটি কোটি কোটি
সঘনে কম্পিতদেহ, সভয়ে চাহিয়া
প্রেতপুরী-অভিমুখে, ভেকশিশু যথা
সর্পমুখ পরিহরি স্বসৌভাগ্য বশে।
দ্বিতীয় প্রদেশে নর আছে কোটি কোটি
ঢাকি আঁখি করপুটে, নাহি চাহে কেহ
কারো মুখে, অধোমুখে রয়েছে সকলে।
তৃতীয়প্রদেশে নর আছে কোটি কোটি
নীরবে রুরোদ্যমান, ভাসে অশ্রুজলে
বক্ষস্থল ; ঊর্দ্ধমুখে কৃতাঞ্জলীপুটে
আছে দাঁড়াইয়া সবে দেবদারুসম
শিশিরে শিশিরসিক্ত, মহারণ্যমাঝে।
হেরিয়া বিচিত্রদৃশ্য, সুধাইলা দেব
কালান্তকে,—“হে কৃতান্ত, কহ সবিস্তারে,

কেন মানবের দশা ত্রিবিধ এ দেশে
অপরূপ? কহ সবে এ রহস্যকথা।”
উত্তরে কৃতান্ত কহে,—“প্রথম প্রদেশে
সমাগত পাপী যত প্রেতপুরী হ’তে,
লভি মহাদণ্ড সেথা; মহাভীত পাপী
স্মরি তাহা, দণ্ডভয়ে বিরত দুষ্কৃতে।
উঠিছে পাপের স্মৃতি, দণ্ডভয় মনে
যুগপৎ, তেঁই পাপী কম্পিত সঘনে।
দ্বিতীয় প্রদেশে আসি, লজ্জিত স্মরিয়া
নিজ পাপ; তেঁই পাপী রহে অধোমুখে
ঢাকি চক্ষু করপুটে; বালক যেমতি
হলে নগ্ন, ভগ্নোদ্যম, নাহি করে ক্রীড়া;
বিরত তেমতি পাপী পাপের চিন্তনে!
তৃতীয় প্রদেশে আসি মগ্ন অনুতাপে
পাপী নর, ভগ্নপ্রাণ, ঝরে দুনয়নে
অশ্রুজল অবিরল, নিজপাপ স্মরি;
যোড়করে উর্দ্ধমুখে করে তেঁই সবে
প্রার্থনা, ছাড়িয়া পাপ যেতে পুণ্যপথে;
অনুতাপ-প্রায়শ্চিত্তে পাপমুক্ত যবে
পাপী নর, দিব্য বেশে যায় দেবলোকে। (১)

(১) মানব সর্ব্বাগ্রে দণ্ডভয়ে ভীত, তৎপরে পাপ স্মরণ করিয়া লজ্জিত, এবং অবশেষে অনুতপ্ত হইলেই পাপপথ হইতে বিরত হইয়া পুণ্যপথাশ্রয় করিতে থাকে।

শুনি কৃতান্তের কথা নিতান্ত বিস্মিত
দেবগণ ; "ধন্য" বলি বাখানিলা সবে,—
"আশ্চর্য্য বিধির বিধি এ বিশ্বমাঝারে !"
সন্তোষিয়া যমরাজে, সুমধুর বোলে
দেববালা, দেবসঙ্গে মনোরঙ্গে গেলা
দেবলোকে ; পাপমুক্ত শতশত পাপী,
দিব্যরূপ ধরি সবে চলিল পশ্চাতে।

ঊনবিংশ সর্গ—অভিষেক।

সমাগত দেবদেবী রাজ-সভাতলে,
ইচ্ছার উদ্ধার-বার্ত্তা শুনি দূতমুখে
মহোল্লাসে ; ধর্ম্মরাজ আর দেবরাণী
সমাসীন সভামধ্যে সমুৎসুক চিতে,
লভিতে সন্তানগণে ত্রিদিবে অচিরে :
দৃষ্টিশক্তি লভিবারে আশান্বিত যথা
অন্ধজন, সমাগত সুবৈদ্যের হাতে।
কোটি কোটি দেবচক্ষু রয়েছে চাহিয়া
এক পথে ; রহে যথা অগণ্য তারকা
চাহি ধরাতল-পানে, নির্ম্মল নিশীথে।
হেনকালে সত্যসহ প্রীতিমহাদেবী
প্রবেশিলা সভাতলে ; উঠিল অমনি
আনন্দের কোলাহল দেবতার দলে।
জ্ঞান, ভাব আর ইচ্ছা পড়িলা আবেগে

জনকজননী-পদে, জয়ন্তজাহ্নবী
প্রণমিলা ভক্তিভরে দেবের চরণে।
অধীরা সাধনারাণী ধরিলা উরসে
ইচ্ছারে, নয়নে অশ্রু ঝরিল নীরবে।
ভাবে সমাকুল ধর্ম্ম কহিলা আবেগে
জ্ঞানভাবে,—"যেই ভাবে কাটিয়াছে দিন,
তোমাসবাকারে ছাড়ি, জানেন বিধাতা।
ধন্য বিধাতার কৃপা, দেবতার স্নেহ
তোমাসবাকার লাগি, ধন্য অনুগ্রহ
মম প্রতি; এ বিপদে পাইনু নিষ্কৃতি
দেবতার দয়াগুণে, ব্রহ্মকৃপাবলে।
হয়েছে বিশেষ শিক্ষা, করিব না আর
কোন কর্ম্ম না লইয়া দেব-অভিমতি।
তোমরাও শোন বৎস, পড়িও না কভু
পরস্পর-সঙ্গ ছাড়ি এ হেন বিপদে।
সম্পদে সুখের সাথী নহেন কেবল
দেবগণ, বিপদের অবলম্ব তাঁরা;
যে দুঃখ দিয়েছ দেবে আত্ম কর্ম্মদোষে,
মাগি তার পরিহার, চিত্তভার মম
ঘুচাও, লভহ এবে দেব-প্রসন্নতা।"
এতেক কহিলে ধর্ম্ম, বিনয়ে মাগিলা
জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা ক্ষমা দেবতার আগে।

মহানন্দে দেবগণ কহিলা তখন
সমস্বরে,—"ত্রিদিবের আলোক তোমরা
তিন জন, তুষ্ট দেব নিত্য সাধুব্রতে
তোমাদের ; আশীর্ব্বাদ করিনু সকলে,
সুখে থাক, সুখে রাখ, পুণ্যদেবলোকে !"
নীরবিলে দেবদল সুরসভাতলে,
প্রীতিমহাদেবী উঠি কহিতে লাগিলা
সম্বোধিয়া সর্ব্বদেবে,—"সর্ব্বসিদ্ধিদাতা
বিধাতার কৃপাবলে বিগতবিপদ
দেবগণ, নিবেদন শোনহ সকলে।
জন্মিয়া মানবকুলে আইলা ত্রিদিবে
জয়ন্তজাহ্নবী দোঁহে ; পূজনীয় এরা
দেবতার, সাক্ষ্য তার মুক্তকণ্ঠে দিব
সকল দেবের আগে, দেবসভাতলে।
অসুরসংগ্রামে গেলা সত্যসেনাপতি
যেই দিন, বলহীন তনু ক্ষীণ মম
তদবধি ; জাহ্নবীর সাধুসঙ্গ যদি
না ঘটিত, দেবকার্য্য হতো না সাধিত
আমা হ'তে, মৃত আমি সত্যের বিহনে।
জাহ্নবীর পতিপ্রেম, ধর্ম্মনিষ্ঠাগুণে
ছিনু আমি সঞ্জীবিত, রত নিজ কাজে।
পতিত দানবরণে পাপরসাতলে

সত্য যবে, তত্ত্ব তার পাইয়া অমনি,
হইলাম জ্ঞানহারা, আত্মহারা আমি।
শুনিয়া প্রেমের তত্ত্ব পরমার্থকথা
জাহ্নবীর পূত মুখে, ধরেছিনু প্রাণ
দেহে আমি, অন্তর্য্যামী জানেন সে কথা।
পতিত দেবতা যবে অসুরসংগ্রামে,
সিন্ধুজলে অর্দ্ধমগ্ন ক্ষুদ্র তরীসম,
জাহ্নবীর প্রার্থনার পবিত্র অনলে
পুড়িল দানবদলে, উদ্ধারিল দেবে।
জাহ্নবী পরমসতী, পরমার্থমতি
পুণ্যশীলা ; দেববালা, সম্ভাষি সকলে
সখি বলে, তোষ তারে যোগ্য পুরস্কারে।”
নীরবিলে প্রীতিদেবী, সত্যসেনাপতি
কহিতে লাগিলা উঠি সুরসভাতলে,—
“জাহ্নবী-চরিত্র-কথা পুণ্যময় শুনি
পুলকিত দেবগণ, যোগ্য পতি তার
জয়ন্ত, দেবের পূজ্য সমতুল্যরূপে।
পরমপণ্ডিত, সাধু, পর-উপকারী
বীর, ধীর, শস্ত্রশাস্ত্রে সম অধিকারী
জয়ন্ত, অপরাজিত ধর্ম্মবুদ্ধি সদা
তাহার ; তাহারি গুণে সহজে লভিলা
এহেন সুফল দেব হেন দুর্ব্বিপাকে।

শত যোধসহ পশি পর্ব্বতকাননে
জ্ঞান আর ভাবদেবে উদ্ধারিলা বীর
বহু ক্লেশে ; স্বপ্নাবেশে ভক্তিযোগবলে
ইচ্ছার হরণবার্ত্তা কহিলা আমারে।
পশিয়া পাতালপুরে, লভিলাম তেঁই
ইচ্ছার সন্ধান আমি কাম্যবন-মাঝে।
বীরধর্ম্ম-রক্ষাহেতু, পশিলা বীরেন্দ্র
শত দেবযোধসহ দানবের পুরে
দূতরূপে ; ক্ষত অঙ্গ শত প্রহরণে
দানবের, কিন্তু তবু ক্ষান্ত নহে কভু
দেবহিতে ; হিতকারী জয়ন্তের মত,
নাহি কেহ দেবতার নরদেবদলে।
যোগ্য পুরস্কার তারে দেহ সবে মিলি
বৃন্দারক, সনির্ব্বন্ধে এ মিনতি মম।"
শুনিয়া সত্যের কথা, সকলে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা ধর্ম্ম,—"জন্মি নরকুলে,
পুণ্যবলে পশিয়াছে পুণ্যদেবলোকে
জয়ন্তজাহ্নবী দোঁহে ; দেবতার হিতে
রত এরা, তুষ্ট দেব দোঁহার ব্যভারে।
জ্ঞান ভক্তিকর্ম্মযোগে লভিলা দম্পতি
দেবত্ব ত্রিদিবে, যাহা দেবের বাঞ্ছিত।
জয়ন্তের সৌর্য্য-বীর্য্য, তত্ত্বজ্ঞান মিশি

জাহ্নবীর ভক্তি আর সহিষ্ণুতাসহ
হইয়াছে পুণ্যতীর্থ, দাম্পত্য-ধর্ম্মের
সুপবিত্র, পতিপত্নী সেই তীর্থবাসে
করিয়া সাধনা, লভি পরমার্থনিধি,
হইয়াছে দেবারাধ্য নিজ পুণ্যবলে।
প্রকৃষ্ট প্রস্তাব মম, শুনহ সকলে
দেবগণ, দম্পতিরে দেবত্বে বরণ
কর এবে, যোগ্য পুরস্কার হবে তাহে।"
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা 'তথাস্তু' বলিয়া
আনন্দের করতালী করিলা সকলে
দেবগণ, অধোমুখী জয়ন্তজাহ্নবী,
আনন্দাশ্রুসিক্ত-নেত্রে, নমিলা বিনয়ে
সর্ব্বদেবে; 'ধন্য ধন্য!' ধ্বনিলা সকলে।
লইয়া দেবাভিমতি কহিলা আবার
ধর্ম্মরাজ,—"অবিলম্বে কর দেবগণ
ব্রহ্মপূজা, মুক্তিহেতু বিগত বিপদে।
দেহ ভক্তি ব্রহ্মপদে; বরি দেবপদে
দম্পতিরে, ব্রহ্মানন্দে মাতহ সকলে।"
বাজিল অমরবাদ্য অমরনগরে
মধুর গম্ভীর রবে, হেমন্তে যেমতি
কাদম্ব-নির্ঘোষ মৃদু প্রভাত-গগনে।
কিরণ-কেতন কোটি উঠিল আকাশে,

প্রতি দেবগৃহচূড়ে, দেবরাজপুরে,
দেবদুর্গ-দ্বারোপরে ; হেমকুম্ভসহ
কনক-কদলিতরু, সারি সারি সারি
শোভিল নগরপথে, মন্দাকিনী-তীরে ;
মন্দার-কুসুম-হার প্রতি গৃহদ্বারে
শোভিল, অম্বর পূরি সুধার সম্ভারে।
অতুল আনন্দস্রোত প্রবাহিত আজি
দেবচিত্তে, দেবমুখে সুমধুর হাসি
বিস্ফূরিত, দেবলোক আনন্দে পূরিত ;
মৃদুল তরঙ্গরঙ্গে নাচে মন্দাকিনী,
কুরঙ্গ, মরাল, ভৃঙ্গ রঙ্গে করে কেলি
জল-স্থল-অন্তরীক্ষে, হাসে বৃক্ষলতা
পল্লব, মুকুল আর ফলপুষ্পভরে ;
দিব্যরূপে দেবদল ভ্রমে দলে দলে
দেবধামে, দেববালা কলকণ্ঠে গায়
সংগীত ; আনন্দে নাচে সুরশিশু যত
কুমুদকলিকাসম আন্দোলিত জলে
সরসীর, সুরলোক মগ্ন সুখ-রসে !

সমবেত দেব যত ব্রহ্মপূজাহেতু
বিশাল মন্দির মাঝে ; শোভিছে মন্দির
পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত কুঞ্জবনসম।
বোধন-সংগীত শেষে উঠিল বন্দনা,

কোটি কণ্ঠে ; বৃন্দারক আনন্দে গাইলা,—
"জয় ব্রহ্ম জয় !" গাথা ব্রহ্মানন্দে মাতি।
বন্দনার শেষে দেব নীরব সকলে
ধ্যানযোগে ; শুভযোগে ধর্ম্মরাজ উঠি,
দেব-প্রতিনিধিরূপে করিলা প্রার্থনা
দেবের মঙ্গলহেতু, ভক্তি-কৃতজ্ঞতা
অর্পিয়া ব্রহ্মের পদে, বিগত বিপদে
রক্ষ্যাহেতু, অহৈতুকী ব্রহ্মকৃপাবলে।
দেবের পবিত্র চক্ষে শোভিল অমনি
আনন্দাশ্রু, সুপ্রভাতে শুভ্র শতদলে
সুন্দর শিশিরবিন্দু শোভয়ে যেমতি,
কোটি পুষ্প-সুশোভিত কুসুম-কাননে।
ব্রহ্মপূজা-অবসানে সত্যসেনাপতি,
প্রীতিমহাদেবীসহ আইলা লইয়া
জয়ন্তজাহ্নবী দোঁহে বেদীর সম্মুখে ;
দশরথাত্মজে যেন বৈদেহীরসহ
বিশ্বামিত্র মহামুনি, আনিলা ত্রেতায়
মহানন্দে মিথিলার রাজসভাতলে।
মহাদেবী পবিত্রতা, দেব-দীক্ষা যাঁর
পূত ব্রত, পুলকিত সম্মুখে নিরখি
জাহ্নবীজয়ন্তে ; চাহি প্রসন্ননয়নে,
দোঁহারে সম্বোধি দেবী কহিতে লাগিলা,—

"জন্মিয়া মানবকুলে মহা
আইলে তোমরা দোঁহে পুণ্যদেবলোকে
দেবদূতদূতীরূপে ; দেবহিতব্রতে
নিত্যরত আছ দোঁহে, তুষ্ট করি দেবে
সত্যনিষ্ঠা, সৎসাহস, ভকতি-বিনয়ে।
আত্মজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ
করে যেই, ইষ্টভক্তি লোকপ্রীতি যার
প্রাণগত, কর্ম্মশীল নিত্য ধর্ম্মাচারী
সমভাবে সুখদুঃখে সম্পদবিপদে
যে জন, দেবত্বে বটে সেই অধিকারী।
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মযোগে লভিলে তোমরা
দেবত্ব এ দেবলোকে, তেঁই সর্ব্বদেব
বরিলা দেবত্বপদে তোমাদোঁহাকারে।
হৃষ্টমনে শুভক্ষণে লহ দীক্ষা এবে ;
স্মরহ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মপদ
ভক্তিভরে, সমস্বরে কর এ প্রার্থনা,—
"সর্ব্বস্বমঙ্গলদাতা পুণ্যময় ধাতা,
দেহ দীক্ষা মোক্ষপথে, দেহ ভিক্ষা এবে ;
দেহ দিব্য জ্ঞান দেব, সন্দেহবিহীন,
দেহ ভক্তি, ভাবুকতা চাহিনা আমরা ;
দেহ বীর্য্য, বৈরভাব নাহি রহে যাতে ;
দেহ প্রীতি, অনাসক্তি দেহ তার সাথে ;

দেহ ন্যায়, নিষ্ঠুরতা না পরশে যাহে,
দেহ শান্তি, সুখস্পৃহা রাখ অতি দূরে ;
দেহ সিদ্ধি, জয়োল্লাস চাহিনা আমরা ;
দেহ মতি তব পদে সম্পদে বিপদে।"
এতেক কহিয়া, দেবী করি উন্মোচন
পক্ষযুগ স্কন্ধ হ'তে, দিলা পরাইয়া
কিরণকীরিট দীপ্ত দোঁহার মস্তকে !
"ধন্য, ধন্য, ধন্য !" বলি দিলা উচ্চরবে
আনন্দের করতালী মহানন্দে মাতি
আদিদেব, নরদেব দেবদূত যত।
আপনি সাধনারাণী ধরিলা উরসে
জাহ্নবীরে "সখি" বলি, জয়ন্তের করে
ধরি ধর্ম্ম, সম্বর্দ্ধিলা দেবদলে তারে।
প্রণমিয়া দেবগণে জয়ন্তজাহ্নবী
গেল দেবদূতদলে, পরমপুলকে
সম্ভাষিলা তাসবারে ; পরমানন্দিত
দেবদূতদূতী যত হেরি দম্পতির
এ সৌভাগ্য,—"ভাগ্যশীল দেবদূতদলে
তোমারা, গৌরবান্বিত আমরা সকলে
তোমাদের পুণ্যফলে, পুণ্যদেবলোকে ;
বঞ্চহ পরম সুখে পতিপত্নী দোঁহে।"
এত কহি আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন আর

সম্ভাষণে সন্তোষিলা নরদেব দ্বয়ে,
দেবদূত দেবদূতী সকলে মিলিয়া।
আনন্দের কোলাহল ভেদিয়া উঠিল
সুগভীর ব্রহ্মবাণী, শুনিলা দেবতা
অন্তরে বাহিরে কথা জলদ-নির্ঘোষে ;—
"জাহ্নবীজয়ন্ত দোঁহে দেবত্ব লভিলা
যে মুহূর্ত্তে, সে মুহূর্ত্তে মানবের কুলে
জনমিলা শিশু এক দামোদর-তীরে
বঙ্গভূমে, ভারতের পবিত্র উরসে।
সুলক্ষণ শিশু সেই, জন্মি শুভক্ষণে
ভক্তি-বীর্য্য-জ্ঞান-বলে জিনিবে জগতে ;
ঘুচিবে অজ্ঞানপাপ বাদবিসংবাদ
নরলোকে, মহাপ্রেম ছাইবে অবনী ;
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মযোগ দিবে শিক্ষা সেই
পৃথিবীতে; সত্য ধর্ম্মে পেয়ে দীক্ষা নর,
লভিবে অপূর্ব্ব শান্তি অচিরে জগতে।
সাঙ্গ করি সুতপস্যা রয়েছে বসিয়া
দুঃখিনী ভারতলক্ষ্মী বিন্ধ্যাচলাশ্রমে ;
যাও যত নরদেব তাহারে লইয়া
বঙ্গভূমে, নবজাত শিশুর নিকটে।
সকলে মিলিয়া তার কর অভিষেক
জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যব্রতে ; পুণ্যবলে তার,

স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে জগতে।"
শুনিয়া ব্রহ্মের বাণী, অমনি চলিলা
আনন্দে ধরণীধামে নরদেববেদী,
সবে মিলি সমস্বরে গাইয়া সজোরে
"জয় ব্রহ্ম জয়!" গাথা পরম পুলকে।
বাল্মীকি, বশিষ্ট, ব্যাস, বিশ্বামিত্র আর
জনক, সনক, শুক, শাক্যসিংহসহ
ঈশা, মূশা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক
কংফুচে, কবীর আর চলিলা লুথার,
চলিলা মৈত্রেয়ী, গার্গী, সাবিত্রী, জানকী,
সঙ্ঘমিত্রাসহ সুখে রাবা, আগনেশ,
আরো শত দেবনারী নরদেবসহ,
উজলিয়া স্বর্গপথ চারু দিব্যালোকে,
মর্ত্ত্যধামে, ব্রহ্মনামে পূরিয়া গগনে।
আসি বিন্ধ্যাগিরি-শিরে নিরখিলা দূরে
দেবগণ তপাশ্রম উপত্যকা-ভূমে,
গোদাবরী-পূতনীরে প্রক্ষালিত-পদ,
বনস্থলী হাস্যময় অনন্তপ্রসূনে;
অনুদিন সুসৌরভে অম্বর পূরিত;
উদ্ভাসিত তপঃজ্যোতি সুনীল আকাশে,
ঊষার আলোকসম; দেবদৃষ্টিবলে
দূর হ'তে দেবগণ দেখিলা সুন্দর

ভারতমাতার মূর্ত্তি, বসিয়া জননী
সুখস্বপ্ন নিরখিয়া নিদ্রোত্থিত যেন ;
উন্মীলিত নেত্রদ্বয়, বিস্ফূরিত তাহে
আনন্দ-আশার জ্যোতি, অরুণকিরণ
সুবসন্তে প্রকাশিত পূর্ব্বাকাশে যথা।
প্রবেশিয়া তপোবনে, ডাকিলা মায়েরে,—
"উঠ মাগো পুণ্যময়ি, উঠ চল তুমি ;
শুভক্ষণে, মা তোমার সুতপস্যাফলে,
জনমিল পুত্র তব, পবিত্র করিয়া
তব অঙ্গ, বঙ্গভূমে দামোদর-তীরে।
ব্রহ্মকৃপাবলে মাগো, তব আশীর্ব্বাদে,
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মযোগ করিয়া সাধন
সুত তব, বীর্য্যবলে জিনিবে মেদিনী।
হবে তব মুখোজ্জ্বল, ঘুচিবে ধরার
দুঃখরাশি, পাপতাপ নাশিবে সকলি ;
স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে জগতে।
চল মাগো, শুভক্ষণে করিব সকলে
পুণ্যব্রতে অভিষিক্ত তোমার সন্তানে,
রাখিয়া শ্রীঅঙ্কে তব, ব্রহ্মের আদেশে।"
তপঃসাঙ্গকালে মাতা শুনিলা যে বাণী
দূরশঙ্খধ্বনিসম অন্তরে, বাহিরে
দেবমুখে শুনি তাহা, পরম উল্লাসে

শিশুর উদ্দেশে মাতা চলিলা তখনি
দেবসঙ্গে, বঙ্গভূমে দামোদর-তীরে।
বিন্ধ্যাচল পরিহরি দেখিলা সকলে
পূর্ব্বাকাশে নব জ্যোতিঃ, নব বিভাকর
হাসিছে গগনতলে সুধাকরসহ ;
দিবসে তারকাবলী নাচে কুতূহলে
নভোস্থলে, সুললিত বিহঙ্গকাকলি,
ভৃঙ্গরবে পূর্ণাম্বর, ধরেছে ধরণী
অপূর্ব্ব বাসন্তীশোভা পল্লবকুসুমে ;
সুধার সম্ভার বহি বহিছে পবন
চারিদিকে, পূর্ণ বঙ্গ আনন্দ-উৎসবে।
পশি বঙ্গে, দেবগণ দেখিলা অদূরে
শ্রীরাধানগর গ্রাম, সৌভাগ্য যাহার
অদ্বিতীয় ধরাতলে, পুণ্যতীর্থরূপে
হইবে পূজিত যাহা অবনীমণ্ডলে ;
কাব্য ইতিহাসে কত করিবে কীর্ত্তন
যার যশ, দিক্ দশ পূরিবে গৌরবে।
কাশী কি কপিলবাস্ত, বৈথ্লিহম কিবা
বৃন্দাবন বন্দনীয়, হবে ততোঽধিক
শ্রীরাধানগর-ধাম্ অবনী-মাঝারে
এক দিন, শুভদিনে সত্যের প্রভাবে,
তত্ত্বজ্ঞান লভি নর, ভ্রান্তি পরিহরি,

মহত্ত্বের মহাদর করিবে যে দিনে। (১)
শ্রীরাধানগর-গ্রামে সুন্দর কুটীরে,
ভূমিষ্ঠ হয়েছে শিশু ; জ্বলিছে যেমতি
ঘৃতের প্রদীপ ক্ষুদ্র দেবগৃহতলে !
কে জানিত সে সময়ে, এ ক্ষুদ্র দেউটী
ধরি প্রভাকর-প্রভা করিবে উজ্জ্বল
বঙ্গভূমি; অন্ধকার ঘুচাবে জগতে ?
শ্রীরামমোহন-নাম ধরিয়া করিবে
পাপরাক্ষস-বিনাশ পতিত ভারতে ?
কে জানিত পুণ্যকীর্ত্তি পূজিত তাহার
হইবে পৃথিবীময়, মানবমণ্ডলে ?
বিচিত্র বিধির লীলা, কি সাধ্য বুঝিতে !
পতিত ভারতবর্ষে, হীন বঙ্গভূমে,
অধম বাঙ্গালি-কুলে, হলো আবির্ভূত
মানব কুলের রত্ন, শতদল যথা
পূতিগন্ধময় আর পঙ্কিল সলিলে ;
জ্ঞানপ্রেমপুণ্যে তার হইল মেদিনী

(১) রাধানগরগ্রামে মহাত্মা রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। যখন মানবজাতি ভ্রান্তি ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত মহত্ত্বের মর্য্যাদা করিতে শিক্ষাকরিবে, তখন এই রাধানগরগ্রাম মহাপুরুষের জন্মস্থান বলিয়া, পৃথিবীর মধ্যে প্রধান পুণ্যস্থানরূপে পূজিত হইবে সন্দেহ নাই।

বিমোহিত, পুণ্যশান্তি আইল জগতে!
প্রণমি সে লীলাময় পরব্রহ্মপদে,
সকলি সম্ভবে ভবে ব্রহ্মকৃপাবলে।
পশিয়া কুটীরমাঝে ভারতজননী
লইলা শিশুরে অঙ্কে, শোভিল সন্তান
তরুণ অরুণ যেন ঊষার অঞ্চলে।
মিলি সর্ব্ব দেব দিলা পরম হরষে,
নিজ নিজ দৈবশক্তি আশীর্ব্বাদ সেই (১)
শিশুরে; চাহিলা শিশু নয়ন বিস্তারি
মাতৃমুখে, ঊর্দ্ধমুখে সবিতা যেমতি
বিস্তারে কিরণজাল গগন-মণ্ডলে।
চুম্বিয়া বদন চারু আশীষিলা মাতা,—
"বেঁচে থাক বাছা মোর; করহ উজ্জ্বল
মাতৃমুখ, ধরিত্রীর পাপদুঃখরাশি
কর নাশ, মাতৃআশা পুরাও সত্বরে!
অব্যর্থ ব্রহ্মের বাণী হউক সফল
তোমাহ'তে এ জগতে; হোক্ প্রতিষ্ঠিত
শান্তিরাজ্য, "জয় ব্রহ্ম!" গাউক সকলে।"

(১) মানবমাত্রেই পূর্ব্ববর্ত্তী মানবসমাজের গুণাগুণের উত্তরাধিকারী। পৃথিবীর মুখোজ্জ্বলকারী মহাপুরুষেরা যে পূর্ব্ববর্ত্তী সাধু মহাত্মাগণের গুণে দেবভাবাপন্ন হইয়া জগতে কার্য্য করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এতেক কহিতে মাতা, জয় জয় ধ্বনি
করিলা দেবতা যত, "জয় ব্রহ্ম !" রবে
পূরিল অম্বর ধরা, উঠিল অমনি
স্বর্গমর্ত্ত্যে সমস্বরে বন্দনার ধ্বনি,—

"গাওরে আনন্দে সবে, জয় ব্রহ্ম জয় !
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে, গাইছে অনন্ত স্বরে,
গায় কোটি চন্দ্রতারা, 'জয় ব্রহ্ম জয় !'
জয় সত্য সনাতন, জয় জগত জীবন,
জ্ঞানময় বিশ্বাধার, বিশ্বপতি জয় !
অচ্যুত আনন্দধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম,
জয় শিব সিদ্ধিদাতা, মঙ্গলআলয় !
ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যাব শান্তিধামে,
ব্রহ্মকৃপাহিকেলম্‌, কি ভয় কি ভয় ?"

উপসংহার।

নানা প্রকার ব্যস্ততার মধ্যেও প্রায় এক বৎসরকাল পরিশ্রম করিয়া, ভারতমঙ্গলের পূর্ব্বখণ্ড রচিত ও মুদ্রিত করিলাম। সাধারণতঃ কাব্যমাত্রেরই উদ্দেশ্য সাহিত্য-জগতে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করা; কোন বিশেষ ভাব বা বিশেষ সত্য প্রদর্শন করা উহার গৌণ উদ্দেশ্য বটে। এক মহৎ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া এই ভারতমঙ্গল কাব্যের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সাধারণতঃ কাব্যের যাহা গৌণ উদ্দেশ্য, ভারতমঙ্গলের তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এরূপ গ্রন্থ রচনা করা যে অপেক্ষাকৃত দুরূহ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই দুরূহ কার্য্যে কতদূর সফলতা লাভ হইয়াছে, বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। ভারতমঙ্গলের পূর্ব্বখণ্ডে যে সকল সত্য ও নীতির প্রচার করিতে যত্ন করিয়াছি তাহা এই—

১। সত্য, ন্যায়, প্রীতি ও পবিত্রতা, ইহাই ধর্ম্মের স্বরূপ। মানব এই চতুর্ব্বিধ ভাবের যতই নিকটবর্ত্তী হয়, এবং এই চতুর্ব্বিধ ভাবের যতই সামঞ্জস্য রক্ষা করে, প্রকৃত ধর্ম্মপথে ততই অগ্রসর হইয়া থাকে।

২। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা, এই তিনকে আশ্রয় করিয়া সাধন করিলেই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হয়। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ বা কর্ম্মযোগ, ইহার কোন একটীকে অবহেলা করিলেও মানুষ প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে।

৩। কর্ত্তব্যসাধনেই ধর্ম্মের পরীক্ষা। বিচক্ষণ দার্শনিক অথবা ভক্তিভাবে উন্নত হইয়াও কর্ত্তব্যের অবহেলা করিলে, অথবা আত্ম-

তৃপ্তির আশায় সাধুকার্য্য করিলে ধর্ম্মপালন হয় না। বালকের ব্যায়ামের ন্যায় নিষ্কাম অথচ সুখদ কর্ত্তব্যপালনেই প্রকৃত ধার্ম্মিকতার পরিচয়।

৪। সন্ন্যাস, তপস্যা, দান ও দীক্ষা প্রভৃতি ধর্ম্মের সাময়িক সহায় বটে, কিন্তু দাম্পত্যধর্ম্মই মানবের একমাত্র পালনীয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। দাম্পত্যধর্ম্মাচরণ না করিলে মানবের প্রবৃত্তির শিক্ষা, নিবৃত্তির পরীক্ষা, প্রেমসাধন ও প্রকৃত চরিত্রগঠন হয় না।

৫। জগৎকার্য্য মঙ্গলময়, দুঃখ নামে প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নাই, সুখের অভাবের নামই দুঃখ। মানবের স্বাধীনতা ও অপূর্ণতা এবং পূর্ব্বপুরুষের কর্ম্মফলই দুঃখের কারণ।

৬। উন্নতিই সৃষ্টির লক্ষ্য, বিবর্ত্তন তাহার প্রক্রিয়া। উন্নতিশীল জগতে পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। যখন প্রাণের মধ্যে কোন সত্য প্রকাশিত হয়, পরিবর্ত্তনের ভয়ে তাহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিলে মানুষের অধোগতি হয়। সত্যানুভূতিতে পরিবর্ত্তনের অনুসরণ করিলে, তাহাতে মঙ্গলই প্রসূত হইয়া থাকে।

৭। সত্যের প্রচার দ্বারা যদি পাপ ও অসত্যকে পরাজিত করিতে হয়, তাহাহইলে ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর, ও হৃদয়ে লোকপ্রীতি পোষণ করিতে হয়। ভগবানে নির্ভর ও মানবে যাহার প্রেম নাই, তাহার মুখে সত্য সঞ্জীবনীশক্তিবিহীন মৃত বাক্য মাত্র।

৮। ধর্ম্ম, সত্য, বা সদ্গতি কোন সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নহে। সর্ব্বস্থান হইতে সার সংগ্রহ করিয়া আত্মোন্নতি এবং পরহিত সাধন করিতে পারিলেই, সার্ব্বভৌমধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানুষ জগজ্জয় করিতে পারে।

৯। যাহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে পাপচিন্তা ও পাপানুষ্ঠান করিতে

পারে, তাহারা পতিত, যাহারা আত্মদুষ্কৃতি-স্মরণে ভীত, তাহারা মুমুক্ষু, আর যাঁহারা নিজকৃত পাপ মনে করিয়া অনুতাপ করেন, তাঁহারাই পাপ হইতেমুক্তিলাভ করেন। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

১০। এই বিশ্বে অনুপ্রাণিত হইয়া অরূপরূপ ভগবান আছেন। তাঁহার বিশেষ কোন রূপ নাই; কিন্তু সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থই তদীয় অনন্তরূপের প্রতিকৃতি-স্বরূপ।

১১। মানবের শক্তি ব্রহ্মশক্তির প্রতিবিম্ব বই আর কিছুই নহে। মানুষ যতই বড় হউক না কেন, কাহাকেও ব্রহ্মের অবতার বলা যায় না। বিশ্বপ্রাণ ভগবানের অবতার কোন বিশেষ ব্যক্তি হইতে পারে না।

১২। সম্ভোগ ও সেবা প্রবৃত্তির ফল, বৈরাগ্য ও নির্ভর নিবৃত্তির ফল। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সম্মিলন হইলেই আসক্তিবিহীন হইয়া, কর্ত্তব্যসাধন করিয়া লোক নিষ্কামধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে।

১৩। নিজের জন্যই হউক বা পরের জন্যই হউক, ইহলোকবাসীর জন্যই হউক আর পরলোকবাসীর জন্যই হউক, ব্যাকুল হৃদয়ের সরল প্রার্থনা সফল হইবেই। প্রার্থনার সেই ফল আপাততঃ মানবের অপ্রত্যক্ষ থাকিতে পারে।

১৪। তীর্থপর্য্যটন করিলেই পুণ্যলাভ হয় না। যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বা সাধুসঙ্গ আছে, অথবা যে সকল স্থানের সঙ্গে মানবের সদনুষ্ঠানের ভাবযোগ আছে, পুণ্যপ্রত্যাশায় সরল মনে সে সকল স্থানে গেলে উপকার হইয়া থাকে।

১৫। পুরুষে বিধাতার পিতৃভাব এবং নারীতে তাঁহার মাতৃভাব পরিব্যক্ত। নরনারীর একত্ব সাধনেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। এই একত্বসাধন-জন্যই দাম্পত্য সম্বন্ধের প্রয়োজন।

১৬। স্ত্রী এবং পুরুষের দেহে ও প্রকৃতিতে প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু উহার কেহ উৎকৃষ্ট, আর কেহ নিকৃষ্ট নহে। অতএব জ্ঞানধর্ম্ম, সম্পত্তি বা কৌলিক খ্যাতিতে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত রাখা অনুচিত।

১৭। মানবজাতি জ্ঞান ও প্রেমে উন্নত হইয়া যতই সুসভ্য হইবে, পশুবলের আস্পর্দ্ধা পরিত্যাগ করিয়া নারীজাতির প্রতি ততই সম্মান ও সমুচিত ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিবে।

১৮। প্রতি মানবের অন্তঃকরণে রূপগুণের এক একটী আদর্শ থাকে। সেই আদর্শের অননুকূল পদার্থকে লোকে প্রাণ দিয়া প্রেম করিতে পারে না। যাহাকে প্রাণ সমর্পণ করা যায় না, তাহার সঙ্গে শারীরিক সম্বন্ধ রক্ষা করিলে আধ্যাত্মিক ব্যভিচার করা হয়। অতএব উদ্বাহকার্য্যে নরনারীর স্বাধীন নির্ব্বাচনাধিকার থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

১৯। প্রেমপাত্রের প্রতি প্রেম ও তাহার স্মৃতিতে যাহার প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে না, যাহার প্রাণে অপরের প্রেম প্রবেশ করিবার বাধা নাই, সেইরূপ ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে অধিকারী নহে। বাল বিধবার ব্রহ্মচর্য্য আসুরিক ব্রত সদৃশ।

২০। ধর্ম্ম উন্নত লোকদিগের সুখের সহায়, এবং ইতর লোক-দিগের রক্ষকস্বরূপ। ধর্ম্ম ভিন্ন সমাজস্থিতি অসম্ভব।

২১। প্রকৃত পরাক্রমশালী ব্যক্তিরা দুর্ব্বল ও অবলার উপর অত্যাচার করেন না। পুরুষত্ববিহীন পতিত লোকেরাই সবলের পদ-লেহন করাকে শিষ্টতা মনে করে, এবং দুর্ব্বলকে পীড়ন ও পরের কুৎসা করিতে ভালবাসে।

২২। প্রভুভক্তি পিতৃভক্তিসদৃশ মহৎ গুণ। প্রভুর অর্থে বা অনুগ্রহে পিতৃপ্রদত্ত দেহ জীবিত থাকে। প্রভুর কার্য্যে শৈথিল্য করা মহাপাপ।

২৩। ভগবান অনন্ত মঙ্গল ও কৃপাময়। বিপদে অটল থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলেই চরমে পরম মঙ্গল লাভ হয়। ধার্ম্মিকের বিপদ ধর্ম্মের মহিমাই বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

২৪। সমস্ত প্রজাশক্তির সমষ্টিতেই রাজশক্তির সৃষ্টি। চক্রের অর সকল যেমন এক মধ্যবিন্দুতে আসিয়া সম্মিলিত হয়, সমস্ত প্রজা-শক্তিও সেইরূপ এক স্থানে মিলিত হইয়া কর্ম্ম করে। প্রজাশক্তির কেন্দ্র স্থানে থাকিয়া, সমগ্র প্রজার প্রতিনিধিরূপে যে কর্ম্ম করে, সেই প্রকৃত রাজা।

২৫। পরদেশবাসীদিগকে বিদ্বেষ করাই স্বদেশানুরাগ নহে। স্বদেশানুরাগী অথচ পরহিতব্রত উদারচরিত্র ব্যক্তিরা স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় সকলেরই বরণীয়। ভ্রাতা ও প্রতিবেশীতে যে প্রভেদ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিতেও সেই প্রভেদ; প্রতিবেশীর প্রতি বিদ্বেষ কদাপি ভ্রাতৃস্নেহ নহে।

২৬। স্বপ্নসকল প্রায়ই নিষ্ফল ও বিশৃঙ্খল চিন্তার সমাবেশ মাত্র। কিন্তু কোন কোন সময়ে স্বপ্নযোগে গূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। জগৎ-কাণ্ড রহস্যপূর্ণ; এ রহস্য মানব এখনও ভেদ করিতে পারে নাই।

২৭। বিজ্ঞতাজ্ঞানে কপটাচরণ করা, খ্যাতির জন্য দান করা, স্বাবলম্বনের দোহাই দিয়া দরিদ্রে দয়াহীন হওয়া এবং সাম্যবাদের ছলে ঋণ পরিশোধে বিমুখ থাকা সুপ্রশস্ত দৈত্যনীতি বটে।

২৮। দাম্পত্যধর্ম্ম পালন করিতে হইলে, পতিপত্নী উভয়েরই সমভাবে চরিত্র রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উহার কাহারও স্বেচ্ছাচার জ্ঞানধর্ম্মের অনুমোদিত নহে।

২৯। ভগবানের কৃপা না হইলে মানবের শত চেষ্টাতেও দুঃখ-নিবৃত্তি বা সৌভাগ্য-সঞ্চার হয় না। মানবের প্রাণে ভগবৎকৃপা

প্রকাশিত হইলেই দুঃখের মলিনতা ঘুচিয়া যায়, এবং ক্রমে সিদ্ধিলাভ হয়।

৩০। ভাবুকতা, শাস্ত্রজ্ঞান কিম্বা অনুষ্ঠান এ সকল ধর্ম্মের মৃতদেহ মাত্র। মানব চরিত্রে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা জীবন্ত হইলেই মানুষ প্রকৃত ধার্ম্মিক হয়। এইরূপ ধর্ম্মোন্নতি ভিন্ন সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক সুখসৌভাগ্য মানুষ কখনই লাভ করিতে পারে না।

৩১। ধর্ম্মই মানবের সকল শক্তির মূল, ধর্ম্মই জনসমাজের প্রাণ। মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর; কামক্রোধে রত, ধর্ম্মহীন জাতি প্রাণহীন, সুতরাং দুঃখের অন্ধকারে পরপদাঘাতে প্রপীড়িত থাকে।

৩২। প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস-বিহীন লোকেরা ধর্ম্মান্দোলন বা ধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে, বহিরাড়ম্বর ধারণ করে, ও প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের নিন্দা করিয়া থাকে। তাহারা বাক্যে যাহা কহিয়া থাকে, কার্য্যে তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া থাকে।

৩৩। যাহারা ক্রুরমতি, লঘুচিত্ত বা অনায়াসলব্ধ প্রতিপত্তির প্রয়াসী, তাহারাই প্রকৃত গুণবানদিগকে বিদ্বেষ করে, এবং পরনিন্দা করিয়া আত্মাভিমান চরিতার্থ করে।

৩৪। গ্রন্থকার, গ্রন্থনির্ব্বাচক ও শিক্ষক, এই তিনের উপরেই জাতীয় শিক্ষার ভার প্রধানতঃ অর্পিত। ইহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি চরিত্র ও দায়ীত্বজ্ঞানের উপরেই দেশের শিক্ষার ফলাফল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

৩৫। পবিত্রতার আসনে পাপমূর্ত্তি স্থাপন করিলে, অথবা পুণ্য ও পবিত্রতা লইয়া ব্যঙ্গ করিলে, মানুষের ঘোরতর নৈতিক দুর্গতি হইয়া থাকে।

৩৬। আত্মরক্ষা, দেশ-রক্ষা, দুর্ব্বলের ন্যায্য সত্ত্ব বা অবলার মান

রক্ষার জন্য যুদ্ধ করাই বীরত্ব। স্বার্থপরতা বা কামক্রোধাদির বশে যুদ্ধ করাই বর্ব্বরতা।

৩৭। প্রকৃত ধর্ম্মভাব অপেক্ষা ভাবুকতাই যখন মানুষের প্রার্থনীয় হয়, তখনই মানুষ চিত্তবিহ্বলকারী দ্রব্যাদি ধর্ম্মসাধনের উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

৩৮। ভগবৎকৃপা মানবের প্রাণে প্রকাশিত হইলে, অপূর্ব্ব আশা ও শান্তিতে অন্তঃকরণ উৎফুল্ল হয়, বাহ্যজগৎ মলিনতা ও বিষণ্ণতা পরিত্যাগ করিয়া সুশোভন ও আনন্দময় রূপ ধারণ করে।

৩৯। সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পুণ্য মানবচরিত্রে জীবন্ত হইলে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম হয়। এইরূপ ধর্ম্ম প্রতি ব্যক্তি এবং জনসমাজের প্রাণস্বরূপ। এইরূপ ধর্ম্মের উন্নতি না হইলে, সমাজসংস্কার বা রাজশক্তিলাভ কখনও হইতে পারে না।

৪০। মিলনে প্রেমের সৃষ্টি, এবং বিরহে তাহার পুষ্টি হয়। মিলনে প্রেমিকের বহিরঙ্গ, এবং বিরহে তাহার অন্তরঙ্গ সমধিক কার্য্য করে। সংযোগ-বিয়োগ, সুখদুঃখ প্রেম সাধনের পর্য্যায়মাত্র।

৪১। ম্যালেরিয়াপূর্ণ স্থানে আসিলে যেমন সুস্থ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে, কুস্থানে অথবা কুসংসর্গে আসিলেই মানবের দেবভাবও সেইরূপ মলিন হইয়া যায়।

৪২। আত্মদান করাই প্রেমের স্বভাব; আত্মদান করিবার স্থান না পাইলে প্রেমিক জীবিত থাকিতে পারে না। পুষ্পকোটর যেমন নিয়ত মধু ক্ষরণ করে, প্রেমিক হৃদয়েরও ধর্ম্ম সেইরূপ।

৪৩। বিধাতা বিশ্বরাজ্য কেন এরূপ করিয়া সৃষ্টি করিলেন, কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, বর্ত্তমান জগৎ-কার্য্য জীবকে পূর্ণ মঙ্গলের দিকেই লইয়া যাইতেছে।

৪৪। প্রেমিকের প্রেম যখন প্রেমপাত্রে ঘনীভূত হয়, তখন আর তাহাতে ইন্দ্রিয়াসক্তি থাকিতে পারে না। মুকুরে যেমন মানুষ অদৃশ্য পদার্থের প্রতিবিম্ব দর্শন করে, প্রকৃত প্রেমিকও সেই-রূপ প্রেমপাত্রে পূর্ণ প্রেমময় রূপ দর্শন করিতে পারে।

৪৫। প্রেমবলে যখন প্রেমিকের আত্মসুখে রতি ঘুচিয়া যায়, তখনই প্রকৃত নিবৃত্তির আরম্ভ হয়। সম্ভোগের সামগ্রী নিকটে থাকিয়াও যাহার ভোগস্পৃহা থাকে না, তাঁহারই চিত্তসংযম পরীক্ষিত।

৪৬। দাম্পত্যধর্ম্ম সাধন করিতে পারিলে মানবের ভোগস্পৃহা সেবাতে, এবং সংযম বাসনাবিনাশে পরিণত হয়। [illegible] প্রবৃত্তি লোকপ্রেম, ও নিবৃত্তি নিষ্কাম নির্ভর শিক্ষা দিয়া মানুষকে অন্তরে বাহিরে স্বর্গপথ প্রদান করিয়া থাকে।

৪৭। শোণিত-সম্বন্ধ বিস্তারেও যে ব্যক্তি অন্ধ হয় না, পুত্র-পরিবারে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও যাহার স্বার্থপরতা নাই, সেইরূপ আত্মপর-জ্ঞানহারা দেবভাবাপন্ন মনুষ্যেরাই স্বর্গের অধিকারী। দাম্পত্যধর্ম্মের সাধনে এইরূপ স্বর্গলাভ হইতে পারে।

৪৮। বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া, গৃহমধ্যে সূর্য্যরশ্মির গতিরোধ করিলে যেমন গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া যায়, প্রাণের মধ্যে সত্য প্রকাশিত হইলে, তাহা কার্য্যে পরিণত না করিলেও সেইরূপ মানবাত্মা পতিত হইয়া থাকে।

৪৯। স্বেচ্ছাচার শাসন-প্রণালী সুসভ্য সমাজের যোগ্য নহে। মানব [illegible] হই অভ্রান্ত নয়। একের চিন্তা ও চেষ্টা অপেক্ষা অনেকের চিন্তা ও চেষ্টাতে সুফল ফলিবার অধিকতর সম্ভাবনা। সকলের চেষ্টাতেও সুফল না ফলিলে, সকলেই আত্মকর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, কাহারও দায়ীত্ব থাকে না।

৫০। মানুষ আপনার বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর না করিয়া বিপদকালে যদি ভগবানের উপর নির্ভর করে, এবং ব্রহ্মবাণী লাভ করিয়া, ব্রহ্মের আদেশরূপ ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিপদে জয়লাভ করিতে পারে।

৫১। জগতে কাহারও সাধু আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনা নিষ্ফল হয় না। কিন্তু বহু লোকের সদ্ভাব ও সরল প্রার্থনা সমবেত হইলে, তাহা শতগুণ দৈববল ধারণ করিয়া, পতিত ব্যক্তিকেও প্রবুদ্ধ করিয়া প্রত্যাদেশ লাভ করাইতে পারে।

৫২। ..রূপ গভীর ধ্যান ও প্রার্থনায় প্রত্যাদেশ লাভ হয়, সেইরূপ ধ্যান ও প্রার্থনার সময়ে মানুষ এরূপ তদ্গতচিত্ত ও তন্ময় হইয়া যায় যে, প্রাণের মধ্যে প্রকাশিত ব্রহ্মবাণী বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাক্যের মত সুস্পষ্ট শুনিতে পায়।

৫৩। ভগবান নারী জাতিতে মাতৃরূপে অবতীর্ণ। যে ব্যক্তি অপবিত্রচিত্তে নারীর অঙ্গস্পর্শ করে, সেই মাতৃঘাতী মহাপাপী হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।

৫৪। সংসর্গদোষ বা আত্মকর্ম্মফলে যদি মানুষ হীনতেজ বা স্খলিতচরিত্র হইয়া যায়, তখন পতি বা পত্নীর পবিত্র প্রেম ও ধর্ম্মনিষ্ঠার বলে আবার সহজেই আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারে।

৫৫। নিরস্ত্র শত্রুর অঙ্গে অস্ত্রপাত করা, অথবা অতর্কিত ভাবে পরদেশ আক্রমণ করা যেমন দৈত্যনীতিসঙ্গত, ক্ষতিপূরণ করিতে প্রস্তুত হইলে বা অপরাধ স্বীকার করিলে, শত্রুকে ক্ষমা করাও সেইরূপ দেবনীতির অনুমোদিত।

৫৬। মানবের ইচ্ছাশক্তি যখন জ্ঞানভক্তিবিবর্জ্জিত হইয়া পাপপথে ধাবিত হয়, তখন বাসনাসকল ইচ্ছাশক্তির অভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া মানুষকে পাপমোহে মুগ্ধ করিয়া রাখে।